Hitesranjan Sanyal Memorial Collection

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS2001/146	Place(s) of Publication:	Calcutta
		Year of Publication	1336 B.S.
Collection:	Sd. Abdur Rahaman Ferdousi	Publisher / Printer:	
Editor(s)		Size:	28 x 45 cm.
		Condition:	Brittle
Title:	নবশক্তি NABASAKTI	Volumes in record:	Archive has: 1337, 1338, 1339 B.S. Assorted issues.

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE

বিশ্বমিত্র

পরিচালক—লিবার্টি নিউজপেপার্স লিমিটেড

২য় বর্ষ | শুক্রবার, ১৬ই শ্রাবণ ১৩৩৭, ইং ১লা আগষ্ট ১৯৩০ | ৪র্থ সংখ্যা

গ্রীষ্মে

মুখ ও দেহের লাবণ্য
অটুট রাখিতে ও স্নানে
পূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে

হিমানী স্নানে

হিমানী চন্দন,
খস্ খস্,
যূথিকা
প্রভৃতি
অনুপম



কেশের প্রসাধনে
শা পা নি
আধুনিক রুচি সম্মত
অভিনব উপাদান
শিথিল কবরী
বাঁ ধি তে
অতুলনীয়

বিলাতী প্রসাধনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য
হিমানী উ প ক র ণ গু লি ই
উৎকর্ষ ও উন্নত রুচির
—পরিচায়ক—

বাঙালীর পরিশ্রম অর্থ ও বুদ্ধি পরিচালিত আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত—

হিমানী ওয়ার্কস

৫৯, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা

—: সোল্ এজেণ্টস্ :—

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

৪৩, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র।

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।



জ বা কু সু ম

মস্তিষ্ক শীতল রাখে



কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা।

ঘোষ ব্রাদার্স—ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

জুয়েলারি ম্যান্‌সন্,—১১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা।

আমরা স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রস্তুত-কারবারে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছি
আমাদের প্রস্তুত গহনা—

ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট পুনরায় বিক্রয় করিলে আমরা পান-মরা রাদ না দিয়াই গিনি সোনার দামে খরিদ করি।

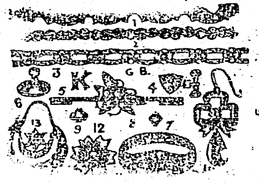

ইহাই কি আমাদের সততার অগ্নি-পরীক্ষা নয়?

এক[/-]আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ক্যাটালগ পাঠাই।

Gram : Cal Montosh Calcutta.



Phone : 1920 Bara-Bazar.

Mohuntosh Bros.

HEALTH PROMOTING HOME

18, College Square, Calcutta.

Descriptive Catalogue for FOOT BALL ect Free on request.

"বাষ্পমার্কা"—স্বদেশী

এনামেল

বগী থালা, রেকাব, বাটী, বেড প্যান, ড্রস, গামলা এবং এনামেলের অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্যাদি

দামে সস্তা, ব্যবহারে মজবুত, উপাদানে পবিত্র।

১৬ আঙ্গুল বগী থালা—॥৹ আনা।

---বেঙ্গল এনামেল---

৭৫।১।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

যদি স্বীয় স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে চান ও বহু সন্তান হওয়া বন্ধ করিতে চান তবে সিদ্ধপ্রদ মহৌষধ সেবন করান।

BIRTH CONTROL

মূল্য ৷৷৹ পাঁচ সিকা। প্রসিদ্ধ ঋত চিকিৎক—এন, বে ১৫০নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫০০৲ টাকা পুরস্কার

মহাত্মা শ্রীদত্ত শ্বেতকুষ্ঠের অদ্ভুত বনৌষধি একদিনে অর্দ্ধেক ও অল্পদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। যাঁহারা ডাক্তার, বৈদ্য ও হকিমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এই দৈব প্রদত্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। গুণহীন প্রমানিত হইলে উপরোক্ত ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মূল্য দুই টাকা

শ্রীঅখিলকিশোর রায়,
পোষ্ট কাটরী সরাই (গয়া)।

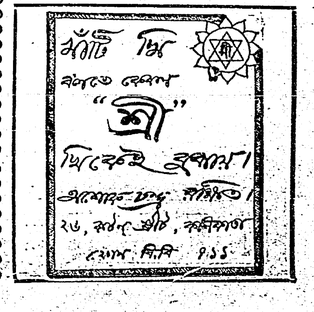

নবশক্তি

ইঞ্চি বিজ্ঞাপন বিভাগ

বিজ্ঞাপনের দ্বারা যে ব্যবসায়ের উন্নতি অল্প সময়ে করা যায় তা। প্রবাগ নবশক্তির প্রত্যেক বিজ্ঞাপনদাতা মাত্রেই জানেন। ভারতের প্রত্যেক বাঙ্গালীর মধ্যে আজ নবশক্তি কিরূপ প্রচার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ি'দিগের মধ্যেও কাহার অবিদিত নাই।

এই বিজ্ঞাপন বিভাগ খোলা হইল মাত্র যাঁহারা অন্যান্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য বিবাহ, বাড়ী ভাড়া, জমি বিক্রয় ইত্যাদি সাময়িক বিজ্ঞাপন প্রতি ইঞ্চি প্রতি বারের জন্য ২৷৹ স্থলে ১৲ টাকা ধার্য্য করা হইল। আজই এই কুপনসহ বিজ্ঞাপনের কপি ও টাকা (টাকা সঙ্গেনা আসিলে দেয়) পাঠাইলে আমাদের কথার সত্যতা অনুমান করুন।

ম্যানেজার - নবশক্তি
১২নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

.....

প্রিয় মহাশয়—

এতদ্সহ একটী বিজ্ঞাপনের কপি .....ইঞ্চির মধ্যে .....সপ্তাহ যাপন বাবদ.....টাকা পাঠান হইল। বিজ্ঞাপন ছাপিবার তারিখ.....১৩৩৭ সাল।

নিবেদনমিতি—

শ্রী.....

পোষ্ট.....

গ্রাম.....

জিলা.....

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

চ্যবনপ্রাশ ২॥ সের — মকরধ্বজ ৮ তোলা

ঢাকা শক্তিঔষধালয়

১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে নবযুগ আনিয়াছে

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

রাজা, মহারাজা, ছোটলাট, বড়লাট প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট ও প্রশংসিত প্রোপ্রাইটার ঔষধপ্রস্তুতকল্পে মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী বি, এ, (বিসিভার) হিন্দু কেমিষ্ট ও ডিস্টিলিয়ান ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ব্রাঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে এবং চিকিৎসক মহোদয়গণের অন্ত কমিশনের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে অনুসন্ধান করুন, ১/০ আনার টিকেট পাঠাইলে বিনামূল্যে ক্যাটলগ প্রেরণ করা হয়। "নারিধাত্রিষ্ট"—ব্যবহারে রক্তহীনতা, ধমনি, গেটেবাত, কিকিবাত, প্রমেহ, প্রস্রাবের সহিত পুঁয়ের পড়া, যকৃদ্রোগ প্রভৃতির সত্বর মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা, মুখের সর্ব্বপ্রকার গ্লানি, রক্তপড়া, পোকা পড়া, সায়িক প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ মূল্য—৶ আনা ফোঁটা

পেটিরিসমাথ কং

ভিসপেপসিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ পেট বাঁধা ও ব্যথা কিম্বা আমা, অম্লতোয়ার, অগ্নিমান্দ্য, বমনেচ্ছা প্রভৃতি ডিসপেপসিয়া রোগের উপসর্গগুলি এই ঔষধ ব্যবহারমাত্র দূর হয়। ইহা হৃতিকা, গ্রহণী, উদরাময়, ডায়েরিয়া ও অজীর্ণজনিত কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। মূল্য—বড় শিশি ২৲ টাকা, ছোট শিশি ১৷৷০ আনা। ১৲ ডিস্টিক্ট জজ মিঃ পি, সি, দে আই-সি-এস :—ডিসপেপসিয়া রোগে পেটিরিসমাথ কং ব্যবহারে অতি আশু ফল পাইয়াছি" ২৲ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফিজিসিয়ান রায় বাহাদুর পরমাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, এল, বি,...."নানাপ্রকার যন্ত্রণাদি রোগে আমার হস্তে পেটিরিসমাথ কং অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়াছে"

ইণ্ডোবার্ম্মা ফার্ম্মেসিউটিকেল কোং, ২১১নং ওয়ালটার রোড, ঢাকা
কলিকাতা এজেন্ট—এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১নং মনফিল্ড লেন
এবং স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোং, ৫নং ডালহৌসী স্কোয়ার

জাতির জয় যাত্রার প্রয়োজন মুহূর্ত্তে

পূর্ণস্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র

বাঙ্গলার তরুণ তরুণীকে
গ্রহণ করিতেই হইবে
স্বাধীনতার প্রেরণা লইতে
তরুণ বাংলার প্রিয় লেখক
শ্রীযুক্ত তারানাথ রায়ের
জাতীয়তামূলক গ্রন্থগুলি অপরিহার্য্য

কামাল পাশা
ও
নব্যতুর্কী

মূল্য এক টাকা

রাগরেখা (বিপ্লবোপন্যাস)—২৲ আরাশখা (বিপ্লবোপন্যাস) ১৷৷০
নব্যচীন—১৲ মুসোলিনা ও বর্ত্তমান ইটালী—৷৷০

আর্য্য পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ষড়দেহে প্রাণদান

ডাক্তারের মৃত রাম কুমারের পুনর্জ্জীবন দাতা বাবা বর্ষীয়ান নাগা প্রদত্ত "ব্রজমোহিনী" সেবনে ইাপানি ও যক্ষা (গ্যারান্টি) নিশ্চিত ১৲ সেবনেই উপশম, ফলের জন্ত গ্যারান্টি। শিশি ২৲। ডব্লিউ ভাই এণ্ড কোং (নং) গোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

সন্তান জন্ম বন্ধ

করিতে 'মহাশক্তি' কবচ অব্যর্থ। ধারণে নিশ্চিত গর্ভ বন্ধ থাকে। ১টী ২৲। সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধির জন্ত "কন্দর্প কচ" ২৲ আনা।
এস, বিশ্বাস কুমার, পোঃ বাগাবচড়া (নোয়াখালী)

বিবাহ—

প্রার্থনা দিতে চান আমুন বা টেলিফোন করুন।
মিঃ এ, সি, মিত্র,
বিবাহ আফিস :—
১৬২নং হরিসন রোড, কলিকাতা।
টেলিফোন :—বড়বাজার ৩১০১।

নূতন বীজ

উৎকৃষ্ট সকল প্রকার সব্জী বীজ, কলম ও চারা গাছের জন্ত নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। তালিকা পুস্তক বিনা মূল্যে পাঠান হয়। রহমান হুসেন এণ্ড কোং বীজ বিক্রেতা, ১৯ ফিরপোরেশন লেন কলিকাতা (৪৩৭)

হস্ত স্ত্রী খদ্দর

পবিত্র, শুভ্র, কোমল এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী
অ ত উত্তম মাপের কাপড়, ১৮×৮×২১ ইঞ্চি প্রতি নং ৬৲ টাকা মাত্র, কোটের জন্ত আড়াই চেক ও আরও নানা প্রকার খদ্দর। ৭৭×৮×২১ইঞ্চি একখণ্ড কাপড় সম্পূর্ণ এক সুট করা চলিবে। মূল্য মাত্র ৩টাকা ৩আনা মাত্রমাশুল লাগিবেনা। অগ্র দেয় মূল্য ফেরত।
জগন্নাথ চন্দন ভাণ্ডার
শ্রীহট্ট (আমার ছাওয়া)

জন্ম-শাসন

ডাক্তার, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের তুলনা করিয়া বলিতেছেন "রমণী রক্ষক বটী" একাধারে রক্ত সঞ্চারক, আহ্যোন্মাদীকারক ও ওজনিবোধক বলিয়া ইহা সেবা ও বিলাতী সকল ঔষধ, পেশোয়া, নিয়ম, ও ব্যয়ের ভ্রুকুটি হইতে বহু শ্রেষ্ঠ। বিস্তারিত বিবরণ গুরু নিয়ম ৪, মাসের ঔষধ ২৲ টাকা। ডাঃ এম, বসু, বি, এ, এম, ডি, এইচ, বি, এস, পার্ক্কীগুয়, ই, বি, আর

কলেরা ১ দাগে আরোগ্য

যে কোনপ্রকার ভীষণ কলেরা বা পেটের অসুখে আমাদের "ওলাসাইড" ব্যবহারে সমস্ত উপসর্গ দূর হ'য়া নীঘ্র নিরাময় হয়। ইহার একমাত্রা সেবনেই দৈবশক্তির ন্যায় ফল দেখা যাইবে এবং অতি সামান্ত স্থলেই দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় মাত্রার আবশ্যক হয়। প্রতি শিশি ২৲। ঢাকা ফার্মেসী, ১১, মোগলটুলী, ঢাকা।

বিনামূল্যে জেনাস

বর্ষাকালে গৃহস্থমাত্রেই "ছাক্কাস" বড়ই কষ্ট পান। অনেক মলম ও তৈলাদি ব্যবহারেও "ছাক্কার" যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পান না। আমাদের "জেনাস" মলম ছাক্কার ধন্বন্তরী। একবারে ছাক্কা অর্দ্ধেক ভাল করিবে ও দুই দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবে। বিনামূল্যে আমরা এই মলম সর্ব্বার দুই মাস বিতরণ করিব। "জেনাসে" "খোস, চাল, পোকা, একজিমা, ফোঁড়া, শোথ ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার চর্ম্মরোগ ছয়মাস আরোগ্য হয় ইহাতে পারা বা কোন প্রকার ক্ষতি কারক দ্রব্যাদি নাই। আবেদনের নিয়ম :—"জেনাস শক্তিনং" এই অংশের "কার্ড নং দুই দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক কৌটা (ছোট) "জেনাস" পাইবেন।
জেনাস মানুফ্যাকচারিং কোং
পোঃ বক্স ২২৩৩ কলিকাতা।
বিশেষ দ্রষ্টব্য—আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আবশ্যক।

মাথা ধরার মূল্য কি? অর্থাৎ
ইহাদ্বারা ক্ষতির পরিমাণ কত?

এই মাথাধরা আপনাকে একঘণ্টার জন্ত অথর্ব্বিবার দেখিতে পারে, আবার হয়ত এতদ্বারাই আপনার ইহা একটী বিশেষ রীতির সাময়ী হইয়া উঠিতে পারে। যন্ত্রণার অধীন হইয়া আপনি ইহার সাহিত অন্ত যে কোনও ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইবেন। এক বোতল

নিউরল্‌স
ওরিয়্যাণ্টাল বাম

কিনিয়া ঘরে রাখুন, তাহা হইলে আর আপনার অন্ত কোন ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার আশ্রয় লইতে হইবে না। ইহা ব্যবহার মাত্রই আপনার সর্ব্বপ্রকার বেদনা চলিয়া যাইবে। সুতরাং ব্যয়ের জন্ত আপনার অনুতাপ করিতে হইবে না। এই কারণেই নিউরল্‌স ওরিয়্যাণ্টাল নাম পৃথিবী ব্যাপিয়া সমাদর পাইয়াছে।



৪০ইহা ৪৪ বৎসর যাবৎ লোকের নিকট পরিজ্ঞাত।
সমস্ত ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

কবির কণ্ঠ ধার না নিলে প্রেমের কণ্ঠ নীরব!—
"এই যে সুন্দর মুখ এরা কেন এল পৃথিবীতে? কাদের চুম্বন দিতে নিতে?"
জীবনের পরমাশ্চার্য্য প্রশ্নের পরম রহস্যময়
উত্তরের ইঙ্গিত অনুভব করিতে চান?
কবি শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
—"প্রেমের কবিতা, ভোগের কবিতা, আনন্দের কবিতা"—

চুম্বন

মিলনোৎসব বিরহের অসম্ভবনীয় উপহার! যৌবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সৌন্দর্য্য সুধার অর্ঘ্য! আপনি অসম্পূর্ণ—যদি জীবনে চুম্বন না দিয়া থাকেন এবং না পড়িয়া থাকেন! রোমাঞ্চ রচিত চুম্বনের চিত্রমণ্ডিত অনুপমনীয় সংস্করণ দেড় টাকা মাত্র।

রাজ সংস্করণ—দেড় টাকা

"একটি চুমোর তুল্য কি? একটি চুমোর মূল্য কি?
এই জনমে মিলল বাদের আর জনমে তুলব কি?"

এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ও কলিকাতার বড় বড় বইয়ের দোকানে।

সেকালের রাতের ঔষধ সর্ব্ববিধ বাতনাশক
বাতনির্য্যাস—৷৷৵০ দর্দ্দরারী—৷৷০
বাতরক্ত, উরুবেদনা, অর্শ্বঃ, ঘোর-কাটক গদিনে নষ্ট হইবে
1. Mr B. K. Bose. Advocate, late President Bar Library High Court. Cal. " ..... very good medicines. They have cured my wife and daughter suffering for 38 and 10 years..... "
2. Mr. A. K. Bose. M. B. E. (B&O) Civil service "..... wonderfully efficacious."
3. Mr.A.N.Mitter. Dist & Sesson Judge(B&O) " .....very good medicine. My wife used it with good results.
শ্রীপশুপতি বসু, Giridih E. I. Ry.

শুভ সংবাদ

যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসায় হতাশ হইয়া একশিরা বা কোষবৃদ্ধি, যকৃদ্রোগ বা ধাতুদৌর্ব্বল্য কিম্বা অর্শরোগে কষ্ট পাইতেছেন এবং সংসারে থাকিয়া সর্ব্বদা অশান্তি, রোগ-শোক প্রভৃতি অশান্তিতে আছেন ও যে সকল জীবোক ছশ্চাধ্য বিষ্টিরিয়া ও মৃতবৎসা রোগে সন্তাপিত আছেন, তাঁহারা সত্বর আমাকে পত্র লিখুন।
স্বামী পূর্ণানন্দ গিরি (সন্ন্যাসী)
শান্তি আশ্রম, পোঃ হেমাতপুর (মালদহ)

পেটেন্ট ঔষধালয়

২৯৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
আমরা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বোরিক ট্যাবলেটের নূতন আমদানী অকৃত্রিম ঔষধ আনাইয়া ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সায় বিক্রয় করিতেছি। যদি অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ ঔষধ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে উপরিলিখিত নাম ও ঠিকানা দেখিয়া লইবেন। আমাদের ঔষধালয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডারের দ্বারা পরিচালিত। চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থামত নমুনা ঔষধ অল্প মূল্যে বিক্রয়ার্থ মজুত রাখি। ফলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফলেরা ও গৃহচিকিৎসার উৎকৃষ্ট পুস্তক ও ড্রপারসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪ ও ১০৪ শিশি সেণ্ডন কাষ্ঠের বাক্সের মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৪৲, ৫৲, ৬৲, ২৷৷৵০। এলোপ্যাথিক বিভাগ—আমরা এলোপ্যাথিক ঔষধ, যাবতীয় পেটেণ্ট ঔষধ ও অস্ত্র-চিকিৎসার সরঞ্জামাদি বিক্রয় করিতেছি।

USE
PEARL WHITE SNOW
The Harmless Beautifier.
সুকোমল তরুণ আলতা
বর্ণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
SHAVINA SHAVING SOAP
Equal in all respects to Foreign Manufacture.
Manufactured by—
MAKHAN LAL BENERJEE
19/1, Iswar Ganguli Lane, Kalighat,
Agents—Chakraborty Chatterjee & Co.
36, Canning Street, Calcutta.



"ও ছাই সাদ্‌সা ফাল্‌সা ভলো খেয়ে বাজে খরচা নষ্ট না করে, রোজ একটু করে খাঁটি ঘি খাও দেখি—চেহারা বদ্‌লে যাবে।"
"খাঁটি ঘি পাই কোথায়?"
"কেন বাজারের সেরা লক্ষ্মী মার্কা ঘি খাওনা কেন? এই ঘি আজ ৩০ বৎসর ধরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলে পরিচিত। কেনবার সময় মার্কাটা ভাল করে দেখো কিম্বা নিজের ঠিকানায় গিয়ে কিনো।

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
টেলিফোন :—কলি ৩৬৬০ ৯নং পার্শীচার্চ্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দশ হাজার টাকা পুরস্কার!

ওজস হৃদয়, বায়ু ও মাংসপেশী, ইন্দ্রিয়শক্তি ও স্নায়ুমণ্ডলীর-নাশক, বলকারক-উৎকৃষ্ট টনিক। ওজস পান করিলে, শরীরে, মনে, গঠনে ও কর্ম্মে অমিত, ইচ্ছার সমুদয় সুশক্তির অফুরন্ত সাহস, ধৈর্য্য ও অধিকার বৃদ্ধি করিবে ইহা অনিবার্য্য। ১৯ মাত্রা ১৷৷০ টাকা।
নবজীবন ২ মাত্রায় যাদেরিয়া, ৮ মাত্রায় ম্যালেরিয়া, বিষাক্ত মেহের ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ ও সর্ব্বপ্রিয় ঘর বসা হয় এমন সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মুখরোচক টনিক হয়। ২৷৷ মাত্রা ১৷৷০ টাকা।
পাচক ১ মাত্রায় সব ও সুলভ অম্বল, উদ্গার, বিবমিষা, বমন, অজীর্ণ, অম্লিকা, অম্লিমান্দ্য, পূর্ণ, বায়ুযুক্ত বেদনাযুক্ত, গায়ুযুক্ত ও গুরু-বিকৃতি আহারাদ্য হয়। এক শিশি ১৲ টাকা।
ডাকমাশুলাদি লিখিয়া ঔষধপত্রের তালিকা—প্রসাদ লাইব্রেরি ঔষধ পুস্তকাদির প্রসিদ্ধ প্রকাশক ও বিক্রেতা।
এই আমার ডাকটিকিট মূল্য পত্র লিখে যাহা চেয়ো হয়।
কবিরাজ—শ্রীযতীন্দ্রকুমার মল্লিক, কবিরত্ন
(আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রিণী ও চিকিৎসাশাস্ত্রিক সোসাইটির সেক্রেটারী)
ফরাসডাঙ্গা (হুগলী)

ক্যালসো হোয়াইট রোজ

সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেত
গোলাপের মধুর
গন্ধে ভরপুর



কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস
ফ্যাক্টরী—বালিগঞ্জ।

সাধন সমর

আশ্রমের গ্রন্থসমূহ "শুধু পড়িয়া গেলেও সাধনা হয়"
পড়ুন নিশ্চয়ই শান্তি পাইবেন

সাধন সমর—শ্রীশ্রীগুরুর অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বলিত, প্রতিখণ্ড ২৲ টাকা। সত্যপ্রতিষ্ঠা ৷৷০, ১৲ ইংরেজী ।০, হিন্দি ।০, সত্যালোকম ।০, বিহি ।০, শোকশান্তি ।০, হিন্দি ।০, ইংরেজী ।০, পুরুষোত্তম ৷৷০, দেবাদ্বেষবোধ ।০, হিন্দি ।০, দেবমাতৃকা ছবি ৷০, উপাসনা ৶০, হিন্দি ৶০, সত্যকথা ।৲, হিন্দি ।৲, অমরপ্রয়াণ ৶০, জীবনসন্ধ্যা ১৲, সাধনাবগুণ্ঠন ৷৷০, প্রাণপ্রতিষ্ঠা নূতন ৷৷০, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিচিত্র ছোট ৷৷০, নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন।

সাধন সমর আশ্রম
পোষ্ট—বরাহনগর, কলিকাতা।

সর্ব্বতোভাবে ভারতীয়গণ পরিচালিত
—ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান—

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

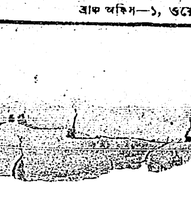

সর্ব্বপ্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া
জাতির কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান।

মূলধন তিন কোটী টাকার উপর,
রিসার্ভ ও কন্টিনজেন্সী ৯৩ লক্ষ টাকা

আপনার সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিংএর কার্য্য
আমাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া জাতির
আর্থিক উন্নতির পথ সুগম করুন।

হেড আফিস বম্বে।

মহিলাদের সুবিধার জন্য মহিলা
কর্ম্মী পরিচালিত—মহিলা বিভাগ

বাহির হইল।

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মনের
কার্ল মার্ক্স ১৲
শ্রীমদনমোহন ভৌমিকের
আন্দামানে দশ বৎসর ১৲
শীঘ্রই বাহির হইবে
শ্রীসান্ত্বনা গুহের
অগ্নিমন্ত্রে নারী ১৷০
যুগবাণী সাহিত্য চক্র
২৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

OUR PUBLICATIONS. FOR B. A. STUDENTS.

1. Notes on Binyon's Golden Treasury Book I ...R-A-P
By An Exp. Prof. (Revised 3rd Ed.) 1-12-0
2. Notes on Nineteenth Century Essays..... 1-4-0
3. Notes on Selections from Bible IV..... 1-8-0
4. Helps to the Study of Binyon's Golden Treasury I. 10-10-0
5. Helps to the Study of Short Stories of Today. 0-10-0
For I. A. Students.
Short Cut through Rhetoric and Prosody 0-3-0

১। নারীর কেশ (শ্রীনাহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম,এ) —১৷০
বসুধরী (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়) ... ...১৲
শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী প্রণীত শিশুসাহিত্য
১। অভিশাপ (নাই ডেড অফ পম্পিআই হইতে) ৷৷০
২। ফুলরা ৷০
সাহিত্য প্রবেশ (নীলবতী রায়) ৷৲০ অরাক জলপান
(বিভূতিভূষন ঘোষাল এম,এ) ৷৷৶০
বাংলা ফিজিওলজি (ডাঃ হে, চাটার্জ্জি) ৷৷৷০
দি বুক ষ্টল, ১৩৯, বহুবাজার, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট জ্যোতির্ব্বিদ ফোন নং ৯২৯ (বি বি)

ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের কোষ্ঠী প্রস্তুতকারক
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের
গণনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং গণনায় সন্তুষ্ট না হইলে পারিশ্রমিক লওয়া হয় না কোষ্ঠী, ঠিকুজী বিচার ও প্রস্তুত হাত দেখা ও প্রশ্ন-গণনা ইত্যাদি সুলভমূল্যে ও সুলভে করিয়া থাকেন পুরস্কার সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচ। শাস্ত্রে বিশ্বাসী ও প্রকাশ্যান ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করুন

ভাগ্যসিদ্ধ্য কবচ সমূহ

উপকার না হইলে কবচের মূল্য ফেরৎ ফেরৎ দেওয়া হয়। প্রত্যেক কবচের সহিত গ্যারাণ্টি পত্র দেওয়া হয়।

বশীকরণ কবচ ইহা ধারণ করিলে অতি সহজে সুকার্য্য সাধিত হয় ও সকলই বশ বশীভূত হয়। পরস্ত বশীভূত-মন এইরূপ অনুগত হয় যে তাহার দ্বারা অসাধ্য কার্য্যও সাধন করা যায়—মূল্য ৮৷৵০

বগলামুখী কবচ—ইহা ধারণ করিলে মানব যে বিষয় বাসনা করে তাহা পূর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার সুখ মন ঐশ্বর্য্য লাভ ত হয়ই পরন্তু শত্রুগণকে বশীভূত পরাজয় ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ এবং মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে এই কবচ অদ্বিতীয়। মূল্য—৮৷৵০

নন্দা দনচ—এই কবচ ধারণে ঘর পরিশ্রমে প্রস্তুত বনাগমন হয়। মনে মনে যে যাহা ভাবে এই কবচের ফলে তাহাই প্রাপ্ত হয়, দমনাধিষ্ঠাত্রী দেবী তাহার গৃহে অচলা হইয়া তাহাকে ধন, ধন, কীর্ত্তি ও পুত্র দান করে। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা ধারণে—ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হয়, মূল্য ৮৷৷০ টাকা।

মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ—ইহা ধারণে মহাব্যাধি-গ্রস্ত বা চিরকগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য, পুত্রহীনের পুত্র, ধনহীনের ধন, ভগ্নাশার সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি হয়। পরন্তু রিষ্ট (ফাঁড়া) অর্থাৎ অকালমৃত্যু ভয়ঙ্করণের রক্ষার্থে বিশে জীবনের অনিষ্ট ঘটনার আশঙ্কা নিবারিত হয়। মূল্য ৭৷৵০

ভাগ্যগণনা কার্য্যালয় ১৯, গ্রে ষ্ট্রীট, শোভাবাজার
ব্রাঞ্চ অফিস—১, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার জংসন, কলিকাতা।

ইউনিপ্যাথি

একপ সহজ, সুলভ ও অব্যর্থ ফলপ্রদ চিকিৎসা আর নাই। মফঃস্বলে পত্রযোগে শিক্ষা ও পরীক্ষান্তে ডিপ্লোমা প্রদত্ত হয়। ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন

ইউন্যাল এণ্ড কোং,—১৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মাসিক ৩০৲ উপার্জ্জন

৮ বৎসর ফ্যাক্টরী করিয়া অভিজ্ঞ হইজন গ্রাজুয়েট হইতে হাতে কলমে বা চিঠির সাহায্যে মুলতত্ত্ব শিখান (প্রতি মণ ৪৲ টাকা) প্রস্তুত শিখিয়া মাসিক ৩০৲ উপার্জ্জন করুন। বিফলে দশগুণ মূল্য ফেরত। ছাত্রকর্ম্মী ছাত্রদের, বিক্রেতা ও পরিবারদের প্রশংসাপত্র।

পত্র লিখুন লোপ মেসিন হাউস, সৈদাপুর, পোঃ এম

নবশক্তি

২য় বর্ষ | শুক্রবার ১৬ই শ্রাবণ ১৩৩৭ ইং ১লা আগষ্ট ১৯৩০ | ৪র্থ সংখ্যা

এই সংখ্যায় আছে—

১। য়্যাডভাস ও অনডারম্যান নির্ব্বাচন— পৃষ্ঠা ১
২। কিশোরগঞ্জ ও সরকার— „ ২
৩। সাম্প্রদায়িক সংবাদ— „ ২
৪ কথা-প্রসঙ্গ—শ্রীসুবোধ রায় „ ৩
৫। দু' টাকায় দু' হাজার মাইল—
অধ্যাপক নরোত্তম দাস ঘোষ এম এস সি
ও
শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্য্য— „ ৪
৬। সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর উপক্রমণিকা—
মৃত্যুঞ্জয় বেব „ ৫
৭। বাঙ্গালীর রাষ্ট্রতত্ত্ব—
শ্রীরেবতীমোহন বর্ম্মন এম, এ „ ৮
৮ সোনার সিঁড়ি (উপন্যাস)—
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ „ ৯
৯। মৃগতৃষ্ণা (কবিতা) —
শ্রীমুরারিমোহন সেন বি, এ „ ১০
১০ "বরফে কবর" (গল্প)—
রাণী শ্রীযুক্ত'চরাণী চৌধুরাণী „ ১২
১১। গীত ও পত্র—"চন্দ্রশেখর" „ ১৬
১২ মেঘদূত—"বিরহিণী" „ ১৪
১৩। পুঁথিপত্র— „ ১৫
১৪। দিনের পর দিন— „ ১৬
১৫। জাতি আন্দোলন— „ ১৭
১৬ কাউন্সিল আন্দোলনে নারী— „ ১৭
১৭। চট্টগ্রাম মজাগার লুণ্ঠনের নায়কা „ ১৮
১৮। চিত্তের বাণি— „ ১৯
১৯। কিশোরগঞ্জ সেবাকার্য্য— „ ২০
২০ প্রেমের শ্রীভূতনাথ দত্ত „ ২৩

গ্রাহক ও লেখকদের প্রতি

১। নবশক্তি প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়
২ সহরে ও মফঃস্বলে সর্ব্বত্র প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা, বার্ষিক মূল্য চারি টাকা মাত্র
৩। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার, নবশক্তি, ১৯, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হয়
৪ এবস্যাম সম্পাদক, নবশক্তি, ১৯, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হয়
৫। এবস্যাদি মনোনীত না হইলে ফেরৎ দেওয়া হয় না—কেবল ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকিলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হয়

য়্যাডভান্স ও অনডারম্যান নির্ব্বাচন

'য়্যাডভান্স' চটেছেন। আর চটে দেশের প্রধান গাত্রদের লক্ষ্য ভাষায় গাল দিয়েছেন। তাঁর এই আচরণে আমরা ব্যথিত হয়েছি, কিন্তু বিস্মিত হইনি। জন্ম-অবধি তিনি তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, অকারণে গালি-গালাজ করে। যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন হয় ত ওই কাজ করেই তিনি আত্ম প্রসাদ লাভ করবেন। তাই এই শিশু-সংবাদ-পত্র খানিকে শোধরাবার চেষ্টাও আমরা করব না—শুধু বলে রাখব, ও-কাজ সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠার সহায়ক নয়—অন্তরায়।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত অনডারম্যান নির্ব্বাচিত হবার পর তিন মাসের মাঝে Oath of allegiance নিতে পারেন নি বলে, কর্পোরেশনের নিয়মানুযায়ী, তাঁর নির্ব্বাচন নাকচ হয়েছে। কর্পোরেশনের নিয়মানুসারেই অনডারম্যানের ওই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করবার সময় উপস্থিত হয়েছে। তাই কংগ্রেস মিউনিসিপাল এসোসিয়েশান স্থির করেছেন যে, এবার তাঁরা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে অনডারম্যান করে ওই স্থানটি পূর্ণ করবেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তই য়্যাডভান্সের বুধিহত-মনের অন্তে যেন সুনের ছিঁটে দিয়েছে। তিনি ভেবে স্থির হয়েছেন যে, মিউনিসিপাল এসোসিয়েশানের এই সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করবার একটা ছল হয়েছে। মন যদি না তাঁর বিকৃত হতো, তাহলে তিনি সংজ্ঞেই বুঝতে পারতেন যে, কর্পোরেশনের কংগ্রেস-শক্তির সরকার শ্রীযুক্ত সেন গুপ্তের প্রতি কম শ্রদ্ধাবান নন। কেননা তাঁরাই একবার নয়, দুবার নয়, বার বার তাঁকে মেয়রের আসনে বসিয়ে তাঁর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। বার বার যাঁরা সে-কাজ করেছেন, তাঁদের কাজে অভিসন্ধি আরোপ করতে সে-ই কেবল পারে, যে হয় আকাট মূর্খ নয় বিবেক বিহীন দুরাত্মা।

এই প্রসঙ্গে য়্যাডভান্স প্রতিদিন যে-সব প্রবন্ধ লিখছেন, তার ভিতর দিয়ে কেবল দমবাজীই প্রকাশ পাচ্ছে নমুনা দেখুন :—

(১) "The recent decision of a meeting of the Congress Municipal Association held on Saturday last at Dr. B. C. Roy's place constitutes an outrage on public opinion and a deliberate insult to the Congress itself." তাৎপর্য্য:—ডাক্তার বিধান রায়ের বাড়ীতে বসে কংগ্রেস মিউনিসিপাল এসোসিয়েশান যে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন; তা যেমন জনমতকে সম্পূর্ণভাবে অপমান করেছে, তেমি ইচ্ছে করেই কংগ্রেসের সম্মান অপমান।

"য়্যাডভান্স" জানেন না কি আজ কালের দিনে "জনমত" এবং "কংগ্রেস"-এর দোহাই দিয়ে যে কোন অন্যায়কে

উপস্থিত করে ভোগা যায়। তাই প্রবন্ধের আরিম্ভেই তিনি ওই দমবাজী দিয়ে বাহাদুরি করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন যে, যাদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ উপস্থিত করেছেন, জনমতের এবং কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলেই, তাঁরা কর্পোরেশনে ঠাঁই পেয়েছেন। এই কথাটি যদি না ভুলতেন, তাহলে অহানে এবং সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ওই কথাগুলি ব্যবহার করতে পারতেন না। সুভাষচন্দ্র অনডারম্যান হবেন এই প্রস্তাবে কোন যাদুমন্ত্রের ক্ষয় হবার কি কোন কারণই থাকতে পারে? আর কোন প্রকৃতিস্থ লোক কি ভাবতে পারে যে, মাত্র দুটি প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সভাপতিকে অনডারম্যান করলে কংগ্রেসের হয় অপমান করা?

(২) য়্যাডভান্সের দ্বিতীয় দমবাজী হচ্ছে :—"The last meeting of that Association that was held under Dr. B. C. Roy's roof has only strengthened the hands of the Government and laid itself open to the charge of indirectly aiding and abetting those who are out to discredit the Congress and its leaders." তাৎপর্য্য:—ডাক্তার বিধান রায়ের বাড়ীতে এসোসিয়েশনের বিগত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সরকারেরই শক্তিবৃদ্ধি করেছে এবং পরোক্ষ-ভাবে তাদেরই সহায়তা করেছে, যারা কংগ্রেসকে এবং কংগ্রেসের নেতাদের লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়।

পড়ে মনে হয়, য়্যাডভান্স হয়ন অথান বিবেচনায় অসমর্থ হয়ে কতগুলি মুখস্থ করা কথা শুধু বলে গেছেন। নইলে একথা কেমন করে তিনি বলেন যে, সুভাষচন্দ্রকে মনোনীত করে এসোসিয়েশান সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন, শত্রুদের মুখে উল্লাসের হাসি ফোটাবার সুযোগ দিয়েছেন? জাতির মুক্তির জন্য সুভাষচন্দ্রের ত্যাগ, সুভাষচন্দ্রের দুঃখ-কষ্ট বরণ, সুভাষচন্দ্রের বিদ্যাবিবাদ্ধি, ডিগ্রীসমূহ যা কিছু শ্রেষ্ঠ সকলই দেশ-সেবায় নিয়োগ—এ সবই কি সরকারকে শক্তিশালী করে তুলেছে? আর তাই-ই করেছে বলে কি সরকার তাঁকে বার বার কারারুদ্ধ করে তাঁকর পাঁজরের ভিতরে হাবার সুখ অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন? দলের মোহ য়্যাডভান্সকে এদি মতিয়েছে যে এমন ছেলে কথা ভদ্রসমাজে মুখে করবার লজ্জাও তাঁর লোপ পেয়েছে!

(৩) য়্যাডভান্সের তৃতীয় দমবাজী :—"It has been the tradition [illegible] Congress and public bodies to have nothing to do in any way associated with the

stick to their original choice in the matter of an elective office when that choice is sought to be nullified and negatived by the Government. That tradition was broken last saturday." তাৎপর্য্য:—কংগ্রেসের এবং তৎসংশ্লিষ্ট সাধারণ প্রতিষ্ঠান সমূহের চিরাচরিত একটা প্রথা এই দাঁড়িয়েছে যে, সরকার যখন তাদের নির্ব্বাচিত কোন ব্যক্তিকে অপসারিত করবার প্রয়াস পেয়েছে, তখন তারা তাদের নির্ব্বাচনই বার বার বহাল রেখেছেন। কিন্তু মিউনিসিপাল এসোসিয়েশান গত শনিবারে সেই চিরাচরিত প্রথাটির সম্মান রাখেন নি।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে গতবার অল্ডারম্যান এবং মেয়র নির্ব্বাচন করে এসোসিয়েশান এই প্রথার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তারপর, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে মেয়ররূপে রাখতে সরকারের যে খুব বেশী আপত্তি আছে, তার প্রমাণও আজ অবধি পাওয়া যায় নি। পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্র যখন চীফ একজিকিউটিভ অফিসার ছিলেন, সরকার তখনই তাঁকে গ্রেফতার করে বিনা-বিচারে দীর্ঘকালের জন্য বন্দী করে রাখেন। আজও সুভাষচন্দ্র বন্দী, আজও তাঁকে কারাগারের নানা অপমানজনক ব্যবস্থা প্রতিদিনই মেনে চলতে হচ্ছে; সুতরাং আজ তাঁকে অল্ডারম্যান করলে চিরাচরিত প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ কেন হবে না, য্যাডভান্স কি তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন? য্যাডভান্স তা পারেন না বলেই শ্রীযুক্ত শরৎ বসু এবং ডাক্তার বিধান রায় সম্বন্ধে কতগুলি অভদ্র-উক্তি এবং অসত্য কথা প্রচার করে সমস্ত বিষয়টা তাল-গোল পাকিয়ে তুলেছেন। শ্রীযুক্ত শরৎ বসু দু'খানি পত্র দ্বারা বাঙলার জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, য্যাডভান্স তাঁর বিরুদ্ধে কত মিথ্যাই রটাচ্ছেন। আপাতত এ সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলব না। আমাদের আজকার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মিউনিসিপাল-এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত। এবং সেই সিদ্ধান্ত যে সর্ব্বপ্রকারেই সমীচীন হয়েছে, সেই কথাটিই আজ আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই।

আজ এ প্রশ্ন নয় যে, সুভাষচন্দ্র বড়, না সেনগুপ্ত বড়? আজ এ প্রশ্ন নয় কার ত্যাগ বেশী, কার কর্ম্মশক্তি অধিক? আজ শুধু এই কথাই ভাবতে হবে যে, কংগ্রেসের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন, কংগ্রেসের সভাপতিরা আজ ধৃত ও কারারুদ্ধ, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী বে-আইনি বলে ঘোষিত, কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান সমূহ নিত্য উপদ্রুত। তাই আজ বাঙালার কর্ত্তব্য বাঙলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরই প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা, বাঙলার শ্রেষ্ঠতম নাগরিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর একটা নিবিড়তম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়ে দেওয়া,—যে-হেতু কংগ্রেস ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন।

মিউনিসিপাল এসোসিয়েশান এই কথা মনে করেই তাঁদের কর্ত্তব্য পালন করেছেন এবং তাই করে কংগ্রেসের তথা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশ করেছেন।

কিশোরগঞ্জ ও সরকার

—:০:—

বাঙলা-সরকারের নব-নিযুক্ত প্রেস-অফিসার কিশোরগঞ্জ দাঙ্গা সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রচার করেছেন। নীচে আমরা তার কিয়দংশের মর্ম্ম প্রকাশ করছি:—

ঘটনাস্থলের সর্ব্বত্র সফর করে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দিয়েছেন যে, গোলযোগের মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের এই উক্তি জনসাধারণের অনেকেই সমর্থন করেছেন। গত বৎসর পাট-চাষীদের অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর গিয়েছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন এবছর তার চেয়েও দুর্ব্বৎসর রূপে যদি দেখা না-ও দেয়, তা'হলে সমানই দুঃখবহ হবে। কেননা এবছর বেশী জমিতে পাট চাষ হয়েছে, ফসল হয়েছে ভালো। অথচ অল্পসময়ে কাজ করবার দরুণ মিলের চাহিদাও থাকবে কম এখনই পাটের দাম মণকরা সাড়ে পাঁচ টাকা মাত্র। এই দামে পাট বিক্রয় করে খরচ পোষানই দায় হয়ে ওঠে। এই-ই হচ্ছে অশান্তির প্রাথমিক কারণ। তারপর প্রকাশ যে, হাঙ্গামার কিছু কাল পূর্ব্বে ভাওয়াল এবং ঢাকা থেকে কতগুলি মৌলভী গিয়ে নিরক্ষর চাষীদের বোঝায় যে সরকার তাদেরই পক্ষে। সুতরাং তারা যদি মহাজনদের কাছে গিয়ে দলিল-পত্র দাবী করে অথবা জোর করে কেড়েই নেয়, সরকার তাহলে তাদের সাজা দেবে না আগুন এরি করেই জ্বলে উঠল এবং দাঙ্গাটাও এই কারণেই সাম্প্রদায়িক রূপ নিল যে, শতকরা নব্বই জনেরও বেশী লোক মুসলমান এবং যারা খাতক তারা সবই মুসলমান আর অধিক সংখ্যক মহাজনই হিন্দু। মুসলমান মহাজনদেরও ভয় দেখানো হয়েছিল এবং তাদেরও বাড়ী লুঠ করা হয়েছিল। ১৬ই জুলাই তারিখ অবধি হুসেনপুর থানায় যে-সব অভিযোগ আসে, তার মাঝে তিনটি এসেছিল মুসলমানদের কাছ থেকে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে, মহাজন ছাড়া আর কাউকে ভয় দেখানো হয়েছে বা কারু বাড়ী লুঠ হয়েছে এমন খবর তিনি পাননি, একটিও নয়। এবং হিন্দু বলেই কেউ আক্রান্ত হয়েছে এমন কথাও তিনি অবগত নন।

গত দু'সপ্তাহে আমরাও বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, কিশোরগঞ্জের ঘটনার প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক নয়। সরকারও তাই স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, দেশের অর্থনৈতিক কারণে এতবড় একটা বীভৎসকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হলো কেন? এর জন্য সরকারের লজ্জিত হবার কি কোনই কারণ নেই? পাটের চাষ বেশী হয়েছে এবং চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে দাম নেমে গেছে, এ-কথা বলে ত সরকার তাঁদের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে পারেন না এই বিপদ্-পাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করবার জন্য সরকারের যে ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, সরকার কি তা করেছেন? সরকার পক্ষ থেকে পাটের চাষ চাহিদার অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা কি করা হয়েছে, তা কি আমরা জানতে পারি? জানতে কি পারি মহাজনদের কাছে চাষীদের যাতে না যেতে হয়, তার সু-ব্যবস্থা সরকার কতখানি কি করেছেন? চাষী প্রজাকে জমিদারের উপদ্রব সইতে না হয় অথবা ন্যায্য খাজনা তারা নিয়মিত দিতে পারে, এমন কোন ব্যবস্থায় সরকার কি কখনো মন দিয়েছেন?

কংগ্রেস একবার পাটের চাষ কমাবার আন্দোলন করেছিল, সরকার তা প্রীতির চোখে দেখেন নি; জমিদারদের স্বার্থরক্ষার ষোল-আনা চেষ্টা সততই দেশে চলছে আর প্রজাদের দাবী হচ্ছে সঙ্কীর্ণতর, নতুন প্রজাসত্ব আইন অবধি প্রজাদের বিব্রত করে তুলেছে। অথচ এ সব যখন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তখন সরকার মনেও করেন নি যে, ধন-সাম্য প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে। দীর্ঘকালের অবহেলার ও উপেক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল আজ দেখা দিয়েছে এবং আজও যদি ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা ঘটেছে বলে নির্ব্বিকার-চিত্তে সুদিনের আগমনের অপেক্ষা করতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহলে সুদিন কখনো আসবে না। আজ ধন-বৈষম্য দূর করবার জন্য সরকারকে অবহিত হতে হবে, সমাজকেও হবে। শুধু শুধু উপদেশ দিয়ে এই বিরোধের অবসান সম্ভবপর হবে না।

সাপ্রু-জয়াকর সংবাদ

—:০:—

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে যারবেদা জেল থেকে বাইরে আসবার সময় সাপ্রু জয়াকরের মুখে যে হাসির রেখা দেখা দিয়েছিল, নাইনি-জেল থেকে বেরুবার সময় তার দর্শন পাওয়া যায় নি। এরই সঙ্গে সঙ্গে তার সাপ্রুর বিবৃতিও উল্লেখযোগ্য। তিনি জানিয়েছেন যে, বড় লাটের নিকট তিনি আবেদন পেশ করেছেন যাতে করে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল, পণ্ডিত জওহরলাল এবং তাঁরা যাদের পরামর্শ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন তাঁরা সকলেই এক যায়গায় সমবেত হবার সুযোগ পান।

এই খবর থেকে এইটুকু অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, মহাত্মা গান্ধী সাপ্রু-জয়াকরকে একেবারে নিরাশ করেন নি, পণ্ডিত মতিলাল আর জওহরলাল তাঁদের একটুখানি বেগ বদিও দিয়েছেন, না-পাট জবাব দেন নি।

অষ্টবজ্র-সম্মেলনে উর্ব্বশীর নাকি এক সময় শাপমুক্তি ঘটেছিল। আর সাপ্রু জয়াকর মনে করছেন কংগ্রেসের অষ্টবজ্র-সম্মেলনে বুঝি বা ভারতের শাপমুক্তি ঘটবে। তাই তারা সেই আয়োজনই করছেন।

আমরা ভাবাচ্ছি বড়লাটের ঘোষণার পর এমন কি ঘটল, যার ফলে আপোষের কথা সুস্থির ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। সরকারের দমন-নীতি আজও অব্যাহত, বিলাতের রাজনৈতিক নেতারা, ভারত-সাম্রাজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতারা আজও তেমি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছেন; সুতরাং আজ আপোষ সম্মানজনক হবে এইরূপ আশা করে অষ্টবজ্র সম্মেলনের এই প্রয়াস দেখে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনে শ্রীযুক্ত জে এম সেনগুপ্তের স্থলে একজন অল্ডারম্যান মনোনয়ন হইবে। সেই উদ্দেশ্যে আগামী ৫ই আগষ্ট মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদিগের সভা হইবে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রেস অর্ডিনান্সের ৩(১) ধারা অনুসারে ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ প্রেসের নিকট হইতে দুই হাজার টাকা জামীন চাওয়া হইয়াছিল। "লিবার্টি" পত্রিকা উক্ত প্রেসে মুদ্রিত হয়। উক্ত সংবাদ পত্রে ১০ই ও ১৫ই জুলাই তারিখের দুইটী প্রবন্ধ ও ১টী প্যারাগ্রাফ এবং ১৯শে ও ২০শে জুলাই ২টী আপত্তিজনক প্রবন্ধ মুদ্রিত হওয়ার জন্য সেই টাকা এবং লিবার্টি পত্রের উপরোক্ত সংখ্যাগুলি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

জে, এম সেন হলে পিকেটারগণকে আশ্রয় দান নিষেধ করিয়া চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হলের ট্রাষ্টিদিগের উপর নোটীশ দিয়াছেন।

বর্দ্ধমানের সংবাদে প্রকাশ কয়েক স্থানে খদ্দর ও গান্ধীটুপী ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল, বর্দ্ধমানে জাতীয় সঙ্গীত ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি আসানসোলে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ঢাকার মৃত অজিত ভট্টাচার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ৩০শে জুলাই হইতে ৬ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ারস কলেজ বন্ধ আছে।

যশোহর, ফরিদপুর, ভাগলপুর ও পুরুলিয়া জেল হইতে যথাক্রমে ২৭, ৩০, ২৫০ ও ৮৬ জন সাধারণ কয়েদীকে কারাবাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গত ২৮শে জুলাই কলিকাতা বড়বাজারে মিঃ ফোর্ড নামে একজন সার্জ্জেন্ট ছোরার আঘাতে আহত হইয়াছেন। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তিনি হাসপাতালে আছেন।

কথা-প্রসঙ্গ

(শ্রীসুবোধ রায়)

গত সংখ্যায় প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় সম্বন্ধে যে-কথা লিখেছিলাম, তিনি তার প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। সেটি অন্যত্র ছাপা হ'ল।

আমার কথা-প্রসঙ্গ দাদার পক্ষে ব্যথা প্রসঙ্গ হ'য়ে উঠেছে এর জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু তাঁকে ব্যথা দেবার জন্যেই সেটা লেখা হয়নি।

কাঁঠালপাড়া সাহিত্য-সম্মিলনাতে আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম না। দৈনিক কাগজের রিপোর্টই আমার সম্বল—সেটা যাঁরা গত সংখ্যায় আমার লেখা পড়েছেন তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন। সেই রিপোর্ট পড়ে কোথাও বোঝা যায় না যে শ্রদ্ধেয় জলধর দাদা নিজের কাজ সেরেই সভা-ত্যাগ করেছিলেন। তাৎপর শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শেঠ মহাশয়ের অনধিকার চর্চ্চা সম্বন্ধে একাধিক কাগজে প্রতিবাদ দেখেছি কিন্তু দাদা একেবারে নীরব। এই থেকে আমার মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দাদা বুঝি শেষ পর্য্যন্ত শেঠ মহাশয়ের সঙ্গে একমত হয়ে পড়লেন, অন্ততঃ Prudence is the best part of valour মনে করে। কিন্তু সেটা যেন বিশ্বাস করতেও বাধ্ছিল। তাই ওই সবিস্ময় প্রশ্ন; আর শুধু আমারই নয়—অনেকের মনেই ওই রকম প্রশ্ন জেগেছিল। যাই হোক্ তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত "It is never too late to mend" মনে করে আমাদের ব্যথিত বিস্ময় দূর করেছেন, এজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

আষাঢ় সংখ্যা "উপাসনা"তে 'সমসাময়িক সাহিত্যে'র মধ্যে শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় একটি সময়োচিত প্রশ্ন ক'রেছেন। প্রশ্নটি এই:—"এত বড় একটা দেশব্যাপী জাগরণ—যা'র তুলনা জগতে পাওয়া যায় না—অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যার মত একটা ঘটনাও খুঁজে পাওয়া যায় না, যার মহিমায় স্বরাজ সাধনার নূতন সংহিতা প্রণীত হ'য়ে গেল—তার স্পর্শও কি আজ তরুণ কবিদের মনে লাগল না? ঘুমন্ত প্রাণকে যে ডাক জাগিয়ে দিয়ে পাগল করে দিয়ে গেল—তার সাড়ায় আজ চির-জাগ্রত নবীন প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠল না?"

তরুণদের কথা না হয় বাতিল দেওয়াই গেল! কিন্তু সাবিত্রীপ্রসন্ন স্বয়ং?—তিনি তো তরুণ নন্! অথচ তাঁর সম্পাদিত উপাসনার স্থৈর্য্য যে এই আন্দোলনের ফলে একটুও বিচলিত হ'য়েছে, উপাসনার পাতায় যে "এই দেশব্যাপী জাগরণের" কোন সাড়াই পাওয়া যায়, তা'তো মনে হ'ল না। আইন-অমান্যের কল্পনার পূর্ব্বেও উপাসনার যে রূপ ও রঙ ছিল, তিনমাস আইন অমান্যের পর, শত শত নারী জেলে যাবার পরও উপাসনার সেই রূপ ও রঙ বজায় আছে। এমন কি যে সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় তরুণদের অসাড়তায় দুঃখ প্রকাশ ক'রেছেন সেই সংখ্যার প্রথমেই—যাকে মানিক পত্রিকার প্রচলিত কথা অনুসারে বলে Place of honour—তাঁর নিজের লেখা একটি গান। সেই গানের প্রথম চরণ—

"তোমার জীবন বরণ করে'
তুই চাঁপা আজ ফুঁ ছে ভুঁয়ে
তোমার কথা জানিয়ে গেল
ঝুম্‌কো লতা হয়ে হুয়ে।"

নীচের আর এক চরণ:—

"ক্ষতি যে আজ দেয়না ব্যথা
ভাব্‌ছি কেবল লাভের কথা
আজ বিরহের মলিন স্মৃতি
নেব নয়ন জলে ধুয়ে।"

গান্টি সুন্দর—কবিরই উপযুক্ত। কিন্তু আর যাই হোক এতে "দেশব্যাপী জাগরণে"র কোন সাড়াই আমরা পেলাম না।

আমার দেশ আমেরিকার আজ্‌গুবি কীর্ত্তি যে কত রকম হ'তে পারে তার একটা পরিচয় গত সংখ্যায় দিয়েছি—সেখানকার ছেলে মেয়েদের গেছো-বাই ব্যাপারে। এর উল্টো দিকের আর একটা খবর পাঠক পাঠিকাদের শোনাই।

মিঃ রেমণ্ড ডন্‌ক্যান্ নামে জনৈক আমেরিকাবাসী গান্ধী আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা ও ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্যে নিউইয়র্ক বন্দরে গিয়ে এক বাল্‌তি সোনা জল তুলেছেন। সঙ্গে একদল কৌতূহলী দর্শকও মিলেছিল এ কথা বলাই বাহুল্য! অন্যান্য বিষয়েও এঁর বিশেষত্ব আছে। ইনি সাধারণতঃ প্রাচীন গ্রীকদের পোষাক-পরিচ্ছদ অঙ্গশোভা করে থাকেন।

যাই হোক্ নিউ-ইয়র্কের পুলিশ তো সোনা-জলের ভাঁড় দেখলেই লাঠি চালায় না। যদি চালাত তা হ'লে বোঝা যেত ক'রে দৌড় বেশি—মিঃ ডন্‌ক্যানের না তাঁর ভারতীয় সহানুভূতির।

ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজ এতদিন ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় ছিলেন যেহেতু আসলে তাঁরা ইঙ্গও নয়, ভারতীয়ও নয়। খাঁটি ইঙ্গরা এঁদের যেঁস সইতেন না, আর বঙ্গরা এঁদের দূরে রেখে চলতেন। এই দুই দলের মধ্যে, যখন যেমন সুবিধা, মাথা গুঁজতে চেষ্টা ক'রে এঁরা ঠেক্ খেয়ে খেয়ে ফিরে আসতেন। হঠাৎ সাইমন রিপোর্ট এঁদের মাটীতে নামিয়ে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দিয়ে গেছে। অর্থাৎ সাইমন রিপোর্টের কল্যাণে এঁরা এতদিনে জাতে উঠলেন। সম্প্রতি একটা সভায় কর্ণেল গিড্‌নি তাঁর ভ্রাতৃবর্গকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে উৎসাহিত করেছেন এবং বলেছেন যে গোলটেবিল বৈঠকে তাঁদের যে প্রতিনিধি যাবেন তিনি এই প্রস্তাব করবেন যে তাঁদের এই নতুন শিশু জাতকে রাজনৈতিক ছুঁয়াদ্দর্শ থেকে বাঁচাবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে বিধিমত চেষ্টা করা হোক।

এ রকম জাতের বালাই নিয়ে মরি!

ডাঃ বি, এন, দে যখন করপোরেশানে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের পদ গ্রহণ করেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে যে শ্বেতাঙ্গ-ষড়যন্ত্র হয়েছিল সে কথা সবারই বোধ হয় স্মরণ আছে। ডাঃ দে যে উক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য নন এ কথা প্রমাণ করবার জন্যে জনৈক শ্বেতাঙ্গ কাউন্সিলার চেষ্টার ত্রুটী করেন নি। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেশী সাহেবও হুচারজন ছিলেন। অনেক "বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি" তুলেও তাঁরা চক্ষুস্নানদের চোখে ধাঁধাঁ লাগাতে পারেন নি; উল্টে বরং তাঁদেরই মানে মানে (?) রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল।

ডাঃ দের নিয়োগকর্ত্তারা তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে চিরদিনই নিঃসন্দেহ। এতদিনে কলিকাতার করদাতারাও সে বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পেলেন। কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী (Drainage) নির্ম্মাণের যে খসড়া তিনি করেছেন তাতে করপোরেশানের এক ক্রোরের উপর টাকা বেঁচে গেছে। আগেকার বিশ্বাধরী কমিটীর খসড়া অনুসারে এক কোটী একাত্তর লক্ষ টাকা খরচা হত আর ডাঃ দের খসড়া অনুসারে খরচা হবে মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা। এই জন্যে করপোরেশানের অনেকেই ডাঃ দেকে অভিনন্দিত করেছেন; এমন কি Mr. S. W. Goode পর্য্যন্ত সেই অভিনন্দনে যোগদান করেছেন। করপোরেশনের জটিলা-কুটিলা-দল এইবার কি বলেন?

কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি দলাদলি না হ'লে কোথাও রস জমে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে সামান্য একটু দলাদলি হ'লেই আমাদের দেশের লোকেরা কপাল চাপড়ে হায় হায় ক'রতে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে রাজনীতি মানেই দলাদলি—অর্থাৎ নানা দলের মধ্যে এক দলের প্রাধান্য বিশ্বাস না হয় স্বাধীন দেশ ইংলণ্ডের দিকে চেয়ে দেখুন।

একদিকে শ্রমিক দলের অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ মিঃ বেন্ অদূর ভবিষ্যতে গোল টেবিলের স্বপ্ন দেখছেন, আর অপর দিকে রক্ষণশীল দলের নেতা মিঃ বল্‌ড্‌উইন দিন গুণ্‌ছেন কবে শ্রমিক দল কুপোকাৎ হবে আর সেই আসনে ওঁরা এসে বসবেন। সেদিন ইয়র্কশায়ারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ব'লেছেন, "এই দেখ না, শ্রমিক দল গেল ব'লে। এই আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, দু' মাসের মধ্যে তারা নিশ্চয়ই ধরাশায়ী হ'বে। তখন আমাদের চারিদিক আটঘাট বেঁধে কাজ করতে হ'বে। চারিদিক সামলে চলাই হ'চ্ছে রক্ষণশীল নীতির বিশেষত্ব।"

এথেকে মনে হয় মিঃ বল্‌ড্‌উইন মনে করেন যে শ্রমিকদল অনেকটা আল্‌গা চালে চলছেন। এই যদি আল্‌গা চাল হয় তো কড়া চাল কি রকম হ'বে তাই ভাবছি! সে চালে বোধ হয় এত কাঁকর মেশান থাকবে যে চিবুতে গেলে দাঁত ভেঙ্গে যাবে!

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ব'লেছিলেন—"নরনং হি প্রকৃতিঃ, জীবনম্ বিকৃতি রুচ্যতে।" অর্থাৎ আমাদের বেঁচে থাকাটাই নাকি আশ্চর্য্যজনক, যে কোনো মুহূর্ত্তেই তো মরে যেতে পারি। তা' পারি বই কি, পথে ঘাটে যে রকম বাস মোটর, ঘরে বাইরে যে রকম কলেরা টায়ফয়েড, জলহাওয়ায় যে রকম 'ব্যাসিলি'!

ঠিক এই ধরণের একটা কথা ব'লেছেন একজন জার্ম্মান মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ্—শ্রীমতী মেরিয়া জিলিঙ্। তিনি বলছেন, ছোট বেলায় ছেলে মেয়েদের মিথ্যা বলাই স্বভাব, সত্য তারা সহজে বলতে চায় না। মিথ্যা তারা বলে কোনো বিকৃত বুদ্ধিবশতঃ নয়—ওইটাই সহজে আসে ব'লে।

কয়েকটা পরীক্ষা দ্বারা তাঁর এই কথার সত্যতা তিনি প্রতিপন্ন ক'রেছেন। একটা স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের সামনে বোর্ডে একটা খুব কঠিন অঙ্ক ক'ষে দেওয়া হ'ল ছাত্রছাত্রীরা যার কিছুই বুঝল না। কিন্তু শিক্ষক বললেন এই রকম তিনটী অঙ্ক করার পর আমাকে সবাই জানাবে কার কটা ঠিক হ'ল। এমন একজনও সে ক্লাসে পাওয়া গেল না যে বললে—"একটাও হয়নি।" কেউ বললে "একটা হ'য়েছে" আবার কেউ বল্‌লে—"দুটো।"

আবার তাদের কতকগুলি প্রশ্ন করা হ'ল। যেমন:—"তোমার বাবা কি কখন আমেরিকা গেছেন?" "তোমার ক'জোড়া জুতা আছে" "তুমি একসঙ্গে কতগুলি আপেল খেতে পার?" ইত্যাদি। একজনের কাছ থেকেও এই প্রশ্নাবলীর সঠিক ও সত্য উত্তর তো পাওয়াই গেল না। হুচারজন আবার এমন উত্তর দিলেন যা' শুনলে এ যুগের রাজনৈতিকরাও বোধ হয় লজ্জিত হ'য়ে উঠবেন।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখা গেছে যে ছেলেরা জিনিষপত্র সম্বন্ধে, লাভের আশায়, গায়ের জোর দেখাতে, বেশি মিথ্যা বলে। মেয়েরা এমন

দু'চাকায় দু'হাজার মাইল

লেখক—অধ্যাপক নরোত্তম দাস ঘোষ এম, এস সি ও শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্য্য

ন'এর কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

আমরা ষ্টেশন থেকে গাড়ী নামিয়ে রাজমহেন্দ্রীতে প্রবেশ করলুম। রাজমহেন্দ্রী বেশ বড় সহর। সোকেজন দোকান পশার, আলোর ঘটা খুব বেশী মেকে যেতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেল। তাঁর বাসা হ'চ্ছে মিউনিসিপাল Chaultry (ধর্ম্মশালা)র কাছেই। একটী সরু গলির ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি আমাদের ধর্ম্মশালায় চোকালেন, এবং একটী আমলা-হীন কোটরের ভিতর আমাদের থাকার এবং গাড়ী রাখার বন্দোবস্ত করে দিলেন। গাড়ী ছখানা ঢাবি দিয়ে রেখে জমরা গাড়ীর কাঁধে ফার্স্ট খানেক ঘুরে এসে গোদাবরী তীরে দাঁড়ালাম। কির্ কির্ করে হাওয়া দিচ্ছিল; "হিয় মোরা অলোচনে গোদাবরী তীরে" ভাবতে ভাবতে বহুম, আচ্ছা শ্রীরামচন্দ্র এই গোদাবরী তীরেই বনবাস নিয়েছিলেন! এমন নদীর ধারে কুঁড়ে বেঁধে নিশি দিনরাত ধরে হাওয়া খেতে কি তাঁর বিশেষ কষ্ট হ'তো?

হরনাথ বল্লে "ওরে, শ্রীরামচন্দ্র ত আর সারাদিন বোসে বোসে সাইকেল চেলবার পর গোদাবরী তীরে আসেন নি। তাহ'লে বোধ হয় তাঁর ভালই লাগতো, কিন্তু তিনি যে এসেছিলেন একটা রাজত্বের বিলাসিতা ছেড়ে!"

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃপ্তির সহিত স্নান করলুম। হোটেল থেকে রাত এগারটার সময়ে পাত-কুড়ানো ঠাণ্ডা ভাত যা খেয়ে এসুম—মনে পড়লে এখনও পেটের টাটকা ভাত বেরিয়ে আসতে চায়।

আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তাদের মিউনিসিপ্যালিটির অডিটার জনে সেদিন Chaultryর বাইরের ঘরটা অধিকার করে বসেছিলেন। কাজেই যে ঘরটা পেলুম সেটা কল্মিত অন্ধকূপ হত্যার ঘরের চেয়ে খারাপ। কাজেই বিছানা বগলে করে আমরা চল্‌লুম নদীর ধারে। যদি কিছু না পাই—একটু হাওয়া অন্ততঃ খাব।

নদীর ধারে রাজমহেন্দ্রীর রাণীর শিব মন্দির। পদ্মা দেবীর আবর্ত্তি ইঙ্গিত আমরা একটু আরাধনা দর্শন ক'রে এলাম, মন্দিরের সংলগ্ন নাট মন্দির। সকল প্রকার মুণাবতারের ছবি টাঙান আছে।

মন্দির থেকে বার হ'য়ে এসে আমরা নদীর ধারে বাঁধান সিড়ির উপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়লুম। বুকফুল আজ রাতটা ভাল যাবে না। এতেও নদীর তীরেও হাওয়া নেই। তার উপর আমরা যেখানটায় শুয়েছি তার ঠিক নশহাত দূরে—একদল মেলেই বোধ হয় হবে—বালির উপর 'ভেল বিন্ দিয়ে' খেলতে আরম্ভ করে দিয়েছে ভাবলুম—যাক্ কতক্ষণই বা খেলবে? কিন্তু শুয়ে শুয়ে বোধ হয় এক ঘণ্টা কেটে গেল—তাদের খেলা ক্রমশঃ বেড়ে জমে উঠ্‌ছে।

ভাবলুম হরাটার মুখ মুখর—সে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। একটু হিংসেও হ'লো। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ সে উঠে বিছানা গুটিয়ে বল্ল—"না এখানে চলবে না—চ' আর কোথাও একটা জায়গা দেখি।"

আকাশের চাঁদ তখন পাতলা একটা মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। যায়গা খোয়ার মত কোথাও পাওয়া গেল না, তাই আর একবার আমরা দর্ম্মশালার দিকে চল্‌লুম। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি এলো। দর্ম্মশালার বারান্দার রোয়াকে আশ্রয় নিয়ে মনে মনে "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে" কচ্ছি, হঠাৎ বৃষ্টি থেমে থেমে তারপর সব নিস্তব্ধ। হাওয়ার লেশ নেই। গরম পৃথিবীর বুকে জল পড়ে গরম বাষ্প উঠছে। মেঘের আবরণে সেগুলো জমেই থাকবে! হাঁপিয়ে উঠতে হলো।

সারাদিন পরিশ্রমের পর নিদ্রাবিহীন গুমট রাতে চুপটী করে পড়ে থাকা যে কি কষ্ট, সেটা অনুভব না করলে অনুমান করা যায় না। কিন্তু তবু ঘুম আমাদের একটু আধটু হ'তো যদি না মাদ্রাজী মশা গুলো তাদের করুণ সুরে "কি খাব না" গাইতে গাইতে গায়ের উপর চাট্ মেরে যেতো।

রাত তিনটের সময়ে হরনাথ বল্লে, "নরু কি করা যায়?" উঠে পড়লুম—বল্লুম, "দেখ, এ নরক যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে—চল্ বেরিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে এগোই।" তাই ঠিক হলো। অনেক থাকাথাকির পর ছজনের দোর খুলে দিলে, আমরা মালপত্র অকূপ থেকে বার করে নিয়ে, আলো জেলে বেরিয়ে পড়লুম—গোদাবরীর তীরের একটা তীব্র স্মৃতি নিয়ে—যেটা মনে পড়লে এখনও আতঙ্কের উদ্রেক হয়।

নদী পিছনে রেখে ফেরবার পথে সাধারণতঃ রাস্তাটায় up উঠতে হয় তাই ভোরের হাওয়া খেতে খেতে তিন ঘণ্টায় এগার মাইল পথ আসতেই হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। আজ হাট বার ছিল—তাই যাজ্‌রা যাজ্‌রা আম গ্রাম থেকে সহরের দিকে আসছিল। ভিতরে ও বাইরে কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে, পাহাড়ে দেশের ভিতর দিয়ে এইবার একটু দ্রুত ভাবেই চল্‌ম রোদের তেজ খুব ছিল। রাস্তা মরুভূমির ন্যায় তেতে আছে। পাথরের তাতে বিশ্রাম অসম্ভব। আশাতীত ভাবে প্রাপ্তিগুড়ু নামে একটা গণ্ডগ্রামে এক দরিদ্র পরিবারের বাড়ী একমুঠো ক'রে ভাত ফুটে গেল। এই প্রাপ্তিগুড়ু থেকে দক্ষিণে কোকনদের দিকে একটা রাস্তা আঠার মাইল গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। সাইলষ্টোনে লেখা আছে Calcutta—604 miles। অনেক দিন পর কলকাতার নাম পড়ে চোখ জুড়ুলো।

বিষয়ে অনেকটা সত্য বললেও অহঙ্কার, বাহাদুরি, জাকামি ও চালাকি প্রভৃতি দোষটা বেশি মিথ্যা বলে।

আর একটা জিনিষ শ্রীমতী লক্ষ্য ক'রেছেন কি, বয় বছরের কাছাকাছি ছেলেমেয়েরা পারত পক্ষে সত্য বলে না। ছয় বছরের নয়র থেকে তারা অনেকটা সত্যবাদী হ'তে থাকে। অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে ছেলেমেয়েরা সত্যবাদী হ'য়ে ওঠে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফলে।

শিশুরা দেবদূতের সামিল—এ ধারণাটার তা হ'লে এবার থেকে কি হবে?

সে কালেই যে লোকে দীর্ঘায়ু হ'ত তা' নয়। এই কলিযুগে তথাকথিত মেডেদেশেও লোকে দীর্ঘায়ু হচ্ছে। কিন্তু এই ঈশ্বরানুপ্রাণিত ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আড়ত শ্রীরাম ভট্টপল্লী ও নবদ্বীপে সে রকম বয়স পর্য্যন্ত ইদানীং এর মধ্যে কেউ পৌঁছেছেন ব'লে তো আমাদের জানা নেই।

গ্রীস দেশে একজন বুড়ো তুর্কী আছে—নাম জারো আগা। তার বয়স হ'য়েছে ১৩০ বছর। মস্ত তুর্কীর সঙ্গে সদ্ভ্যতা দেখাবার জন্যে গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী এন্ ভেনেজুয়েলাস তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তার এপোত্যকে সঙ্গে করে সে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। প্রধান মন্ত্রী তাকে তার জীবনের ঘটনা বলতে করতে বলাতে সে বলেছে গ্রীসের স্বাধীনতা সমরের সময় ১৮২১ সালে সে তুর্কী সেনাদলে ছিল। তখন তার বয়স ৫০ বছর।

বুড়ো আগা এখন হ'য়ে আমেরিকা যাচ্ছে—একটা ধর্ম্মনীয় বস্তু হিসাবে।

(ইহার পরের ১৩ পৃষ্ঠার কলমে)

সোশিয়ালিজ্‌ম্-এর উপক্রমণিকা

[মৃত্যুঞ্জয় দেব]

(১)

কার্ল মার্ক্স্, লেনিন, বার্ণার্ড শ' এবং দের বিখকল্যাকে নমস্কার পূর্ব্বক জয় উচ্চারণ করিবে।

(২)

দেশে একটা ধুয়া উঠিয়াছে—সোশিয়ালিজ্‌ম্। বেশি দূর গড়ায় নাই যে হেতু সোশিয়ালিজ্‌মের তত্ত্বমন্ত্র গুরু বিদেশী ভাষায় লেখা, আর বৃটিশ ভারতের পঞ্চিশ কোটি নরনারীর মধ্যে প্রায় তেইশ কোটিই নিশানসহি।

বিদেশী ভাষায় সোশিয়ালিজ্‌মের তত্ত্ব মুক্তিবার মত জোরালো আলোক যাঁদের চোখে লাগিয়াছে তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাঁরাও আবার বড় একটা পা' করেন না। Sufficient unto the day are the evils thereof.

কিন্তু সোশিয়ালিজ্‌মের অগ্রগতির হেতু যে কেবল আমাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য এরূপ ধারণা করিবার কারণ নাই। অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য আমাদের ছ'ই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু তা ছাড়া আর একটা জিনিষ আমাদের আছে—যেটার মানে ভয়। আর এই সি, আই, ডি, শাসিত দেশে সে ভয়টা অমূলক ভয়ের মত একেবারেই অবাঞ্ছ এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কারণ আমরা যে রাজত্বে বাস করি সেটা হচ্ছে ধনিকবৃত্তি (Capitalism) এবং সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত; আর সোশিয়ালিজ্‌মের সহিত ধনিকবৃত্তি ও সাম্রাজ্যবাদ এই উভয়েরই মূলগত ও আদর্শগত বিরোধ। ইংরাজ ধনিকবৃত্তির একজন প্রধান পাণ্ডা এবং ভারতের সাম্রাজ্যবাদী। বিশ্বের বর্ত্তমান প্রমিক গরজারকে কেহ কেহ সোশিয়ালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট আখ্যা দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু উহার ধুরন্ধরগণ সকলেই যে সাম্রাজ্যবাদী এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। আজ চতুর্দ্দিকে মানুষের দ্বারা মানুষের যে ধ্বংসহীন শোষণ চলিতেছে, ক্যাপিটালিজ্‌মের সর্ব্বনাশ আর্থিক বৈষম্যই তাহার মূল কারণ। তাই সোশিয়ালিষ্টগণের কাম্য ক্যাপিটালিজ্‌মের উচ্ছেদ সাধন আর বিত্তসাম্যের প্রতিষ্ঠা করা। আর আর্থিক প্রবাহলাভের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া যে সাম্রাজ্যবাদী মুক্ত পক্ষপাতগণ স্বদেশহিতৈষণার নামে মানুষের রক্ত লইয়া হোলি খেলিতেছে তাহাদিগকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের সকল মানুষকে সকল আত্মিকে বলয়া এক বিশাল অর্থনৈতিক সমবায় মণ্ডল গঠন করা। সেখানে মানুষ মানুষের পূর্ণ অধিকার পাইবে; যেখানে মানুষ মানুষকে আসন দ্বারা আত্মসমর্পণ না করিয়া ভ্রাতৃভাবে কোলাকুলি করিবে, যেখানে রক্তের মাতামাতি থাকিবে না, সেখানে পরিবেশনে—

"প্রবে না মানুষ মানুষের রস, ক্ষুধিত রবে না কেউ,"

আর ইংরাজেরা চায় সমাধরা পৃথিবীটাকে মুঠার মধ্যে আনিতে, সুতরাং ইংরাজের রাজ্যে সোশিয়ালিজ্‌মের আবির্ভাব যে কখনও হইবে না, এরূপ অপরাধ হইবে এ বিশ্বাস সংজ্ঞেই করিতে পারে।

(৩)

তথাকথিত সোশিয়ালিজ্‌মের হাওয়া যে বহিতে সুরু করিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় Socialist Youths Congress এর প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে; এবং তথায় ধনিকতন্ত্র সমাজকে ভাঙিয়া কি প্রকারে প্রমিকতন্ত্র সমাজ গড়া যায় তৎসম্বন্ধে বড় বড় প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে। ঐ সম্মিলনে কার্ত্তিকেয়ান সাহেবের যে অভিভাষণ হইয়া গেল—যাহা ১৫ই নবেম্বরের মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে মনে হয় যে, ভারতের সোশিয়ালিজ্‌ম্ আন্দোলন ইংলণ্ডের লেবার পার্টির ন্যায় ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিবে। ইহা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হইবে কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি?

(৪)

ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি?

(৫)

ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি?

(৬)

ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি?

(৭)

ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি?

(৮)

ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি?

(৯)

ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি?

(১০)

ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি?

(১১)

ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি?

(১২)

ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ধনিকতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে সোশিয়ালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি?

জগৎকে নূতন ধর্ম শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার পাপপঙ্ক হইতে পরিত্রাণ করিবে। কাহারও কাহারও মতে মহাত্মাজী এই যুগধর্মের নব যীশু। ইহাদিগের উক্তি নিশ্চয়ই অসার যোগ্য। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়া যুগোচিত ধর্মকে পরিহার বা পরিহার করা ইংরাজের উপর রাগ করিয়া চরণার্থ স্তোকাটার মতোই নিষ্ফল বলিয়া মনে হয়। ভারতের গগনে প্রথম প্রভাতের উষা হইতেছিল, ভারতের তপোবনে প্রথম জ্ঞান ও ধর্মে পূজা ও বিচিত্র কাহিনী প্রসূতি হইয়াছিল, সে বৈশিষ্ট্যের গৌরব হইতে ভারতকে বঞ্চিত করিবার অসদভিপ্রায় বোধ করি কাহারও নাই। কিন্তু সে অতীত সভ্যতার যে দিন চলিয়া গিয়াছে তাহা আর আসিবার নয়। ইতস্ততঃ দুই একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিলে এবং আদর্শটী করিয়া চরণায় সুতা কাটিলে সে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। আভিজাত্যের চাপ বৈশিষ্ট্যেরও যে দিন ফুরাইয়াছে ইহা ক্রমশাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আজ চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি বুঝা যায় যে ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, শিল্পে, বাণিজ্যে কুত্রাপিও ভারতের বিশিষ্ট সত্তা আদিম ঐশ্বর্যে বিরাজ করিতেছে না। এমন কি ভারতের পরম বৈশিষ্ট্য যে ছুঁৎমার্গ (untouchability) তাহারও আসন টলিয়াছে। এটা যে কেবল সভ্যর হেয়াল বা ইংরাজের নষ্টামী তাহা নহে। এটা বিধাতার লীলা। যে বিধাতা একদা প্রত্যেক দেশকে তার ভৌগলিক প্রাচীরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনিই আবার বাষ্প ও তাড়িতের সন্ধান করিয়া দিয়া সেই বৈশিষ্ট্যের বেড়া ভাঙিবার উদ্যোগ করিয়া দিয়াছেন। যে বিশ্বজনীনতার আদর্শ হাজার হাজার বছর ধরিয়া কেতাব ও কোরাণের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া ছিল জ্ঞানের অজ্ঞানীয় বিস্তারের ফলে এখন মানুষের মনে স্থান অনুভূতির অঙ্কুর হইয়াছে। বিজ্ঞানের মহিমায় পৃথিবীর দূরতম দেশও নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। ন্যাশনালিজম্ ও সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র পৃথিবীটাকে এক বিশাল রাষ্ট্রিক্ষেত্রে পরিণত করিয়া বহুধা বিভক্ত মানবজাতিকে পরস্পরের সান্নিধ্যে টানিয়া আনিতেছে। অবশ্য এই টানাটা আনাটী জগতের অধিক সংখ্যক মানুষের পক্ষেই হয়ত কষ্টাধায়ক হয় নাই। এই সান্নিধ্যকে সৌহার্দ্যে পরিণত করিবার জন্য আবিষ্কার করাই হয়ত এ যুগের প্রধান সমস্যা এবং সোশিয়ালিজমের অন্যতম লক্ষ্য, কিন্তু সে যাহাই হউক ভারতের তথা পৃথিবীর সকল জাতির গায়েই যে আজ মিলিনের স্পর্শ লাগিয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জাতীয়তার গণ্ডীকে খর্ব করিয়া আজ আন্তর্জাতিকতা—বিশ্বমানবতার বিরাট আদর্শ মানুষের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতেছে। সে আদর্শের কাছে বৈশিষ্ট্যের রথা অহঙ্কার একটা অন্ধ কুসংস্কার মাত্র। ভারতবর্ষ এখন আর যেনতেনপ্রকারে দেবতাগকর্তৃমধুনিত সিংহাসনসেবিত গামগানমুখরিত আশ্রমপরিপূত ভারতবর্ষ নহে। ভারতবর্ষ আজ বিশ্বের মানবজাতির একটা অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। বিশ্বের বরবারে তাহার আসন। বিশ্বের তালে তালে পা ফেলিয়া তাহাকে চলিতে হইবে। এমন সময় তাহাকে নৈশ-ঔচ্ছ খোলসের মধ্যে "একলা"-র আত্মরক্ষা স্বপ্নে নগ্নভাবে হইয়া থাকিলে চলিবে না।

আর ডোমিনিয়ন স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে যদি আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ বিলাতি সম্ভব বলিয়া মনে করা যায় তবে সোশিয়ালিজমের সঙ্গে মিতালি কি এমনই অসম্ভব? রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে সোশিয়ালিজম্-এর যা কিছু ভাল তাহা ভারতের সামাজিক বিধানে স্বয়ম্ভবই বিদ্যমান আছে। পণ্ডিত জওহরলালের মতে ভারতকে দাসত্বমুক্তি হইতে মুক্ত করিতে হইলে যে সোশিয়ালিজমের প্রয়োগ অবশ্যই করিতে হবে তাহা

ট্রাস্টিশিপ ব্রাণ্ড্এ সোশিয়ালিজম্। এ দারা সোশিয়ালিজমকে আমাদের মনের মতো করিয়া গড়ার সম্ভাবনা থাকে হইয়াছে। তাই করে আমাদের সাধের গ্রামসভা ও জাতি বিভাগের মধ্যেও কি সোশিয়ালিজমের অপরিস্ফুট রূপটির দেখিতে পাওয়া যায় না? পুরাতনের সহিত নূতনের আপোষের মধ্য দিয়াই ত সভ্যতার অগ্রগতির পথ। ভারতীয় সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসই এর প্রধান সাক্ষী। অতএব যাঁহারা বলেন যে সোশিয়ালিজম্ ভারতের গাছে সহিবে না, মনে হয় তাঁহারা "অনেক কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। যথা, ভারতের বাহে বিশ্বাসী মুন হইতে ক্যাপিটালিজম্ পর্যন্ত ক' কিছুই সহিয়া গিয়াছে। আরো আগের কথা বলিতে গেলে কত দেশ বিদেশের কত ধর্মের তরঙ্গ প্রবাহধুনে ও পলিমৃত্তির সৈকতে বিলীন হইয়াছে; কত সভ্যতার ধারা ভারতের বুকে, ভারতের ছিন্নায়, ভারতের শিরে, তা তের মৃত্তিকায় এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং সোশিয়ালিজম্ আসিয়াই যে এখানে ডিসলোকেশনের সৃষ্টি করিবে একথা আশঙ্কা ভিত্তিহীন।

(৪)

অথবা সে আশঙ্কার ভিত্তি নিঃসন্দেহ বলশেভিক-ভীতি। ইংরাজ সরকার ও ননিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় মিলিয়া বলশেভিকির যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে খণ্ডগুণ ভারতীয় হিন্দু মুসলমান, এমন কি যে কোনো decent লোকই যে সোশিয়ালিজমের উপর খাঙ্গাহত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু সোশিয়ালিজমের সৌভাগ্যক্রমে বলশেভিকি ও বর্তমান রাশিয়া সম্বন্ধে অনেক নিরপেক্ষ জ্ঞানবলশেভিক পর্যটক ও সমালোচক তাঁহাদের প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান হইতে এমন অনেক অজিত সাশাবাদের খোরাক করিয়াছেন যাহা পাঠে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায় যে রাশিয়ার পথ প্রকৃতই জ্ঞানালয়ের পথ নয়। আর বলশেভিকেরা ইহারা তথাপিও ও তন্ত্র মামাধরাপদের বর্ণিত বেপরোয়া, বর্বর, রক্তলোলুপ দানব নয়। সোভিয়েট গণতন্ত্র যে নিখুঁত এপ্রকার দাবী করা বৃথা। কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা ও অন্নবস্ত্র ঐশ্বর্যের অসরাবতী না হইলেও অন্ধকার রাশিয়া যে গতকল্যের রাশিয়া অপেক্ষা অনেকাংশে মুক্ত, স্বাধীন ও উন্নত হইয়াছে তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। যুগ যুগান্ত পরে আজ রাশিয়ার হৃদয় ও মস্তুর subject-এর কোঠা হইতে citizen-এর কোঠায় উঠিয়াছে। তাহাদের দেশে আজ তাহারাই রাজা তারা প্রজা। অবশ্য সোভিয়েট রাষ্ট্র এখনও সর্বক্ষেত্রে ষোল আনা সোশিয়ালিষ্ট হইয়া উঠে নাই তার কারণ রাজনৈতিক বিপ্লবের দ্বারা কোনও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো রাতারাতি বদলানো সম্ভব নহে। কিন্তু তার প্রত্যেক প্রচেষ্টার ভিতর একের পরিবর্তে বহুর, ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টির, বিশেষের পরিবর্তে নির্বিশেষের যে কল্পনা রহিয়াছে তাহা সত্যই জগতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের নূতন আদর্শের সূচনা করিয়াছে। নিরস্ত্রীকরণ নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া বলশেভিকেরা কণ্ঠকেই শ্রেষ্ঠ ধর্মের আসনে বসাইয়াছেন এবং মনুষ্যত্বের এক নূতন অভিধান রচনা করিয়াছেন।

জাতীয় "কালচার" যারা অন্যান্য দেশে কেবল ধনীদিগের ও অভিজাতবর্গের একচেটিয়া, রাশিয়ায় তাহা সর্বসাধারণের অধিগম্য। বস্তুতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাপ্রণালীর দুইদিন হইতেছে তিনটী। প্রথম, জগতের প্রাচীন জ্ঞান শিল্পভাণ্ডার সকলের নিকট উন্মুক্ত করা; দ্বিতীয়, জগতের নবীন ভাব-সম্পদ ও শিল্পসাহিত্যের সহিত সকলসাধারণের পরিচয় সাধন; এবং তৃতীয়, তদুদ্দেশ্যে বর্তমান কৃষক ও শ্রমিকদের সন্তানেরা শক্তি (ability) অনুসারে যাহাতে বিদ্যার পূর্ণবিকাশ লাভ হয় তার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ এক কথায়, "কালচার"কে Socialise

বা সাধারণের অধিগম্য, সাধ্যসমীন বা গণভোগ্য করিয়া তোলা। অন্যান্য দেশে দেখিতে পাই এক-শ্রেণীর অগণ্য মানুষ কেবল খাটিয়াই মরে,—তাদের "আলস, অমুন, বোদ্ নাই"—খাটুনির সীমা নাই, বিরাম নাই; পৃথিবীর যা কিছু সেরা, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মানবজীবনকে তা ভোগ করিবার শক্তি নাই, সাধনা নাই, সুযোগ নাই, সময় নাই; আর এক শ্রেণীর জনকতক মানুষ যারা নিষ্কর্মা ও অনেক ক্ষেত্রে অকর্মণ্য, অথচ অর্থের মহিমায় জগতের সেরা, সৌন্দর্য ও আনন্দের সকল সম্পদ তাদের করতলগত। বলশেভিক রাশিয়ার আদর্শ অরূপ। সেখানে সকলেই কর্মী; আর যারা কর্মী তারা প্রত্যেকেই আজির সর্বপ্রকার সকল সম্পদের ভুল্য অধিকারী। বলশেভিকদের আপসহীন ও নিরামনুষ্টিতা, দৃঢ়তা ও অমানসায়, মানবের প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝিবার অদ্ভুত কৌশল ও আশ্চর্য দক্ষতা; সোভিয়েট নেতৃবর্গের ব্যক্তিগত জীবনের অপূর্ব সংযম ও সরলতা আমাদের দেশের অনেক অকর্মণ্য কংগ্রেসওয়ালাকে লজ্জা দিতে পারে একথা সত্য যে বলশেভিকেরা মোটা তিনকে কাটিয়া ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোকের চর্চা করিতে মানুষ, দেহ ও ইহলোকের কথা ভুলিয়া যায় নাই। কারণ তাহারা জানে যে আজ যখন ইহলোকে দেহপিঞ্জরকে বরণ করিয়া লইয়াছেন তখন দেহের খোরাক না জোগাইতে পারিলে আত্মা-পাখী অতি সত্বরই খাঁচাছাড়া হইবেন। অবশ্য মডেল টাইম্স্-এর রাশিয়া সংবাদদাতার কৃপায় আমরা বলশেভিকদের চরিত্রের মোলহর্ষণ, মুলর্ষ তালিকা পাইয়াছি। কিন্তু এই মহাপুরুষদের স্বরূপ যে কি তাহা অতীবরলান নেহরুর "সোভিয়েট রাশিয়া" এই যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এবং উক্ত সংবাদদাতার তোরহ সংবাদ যে রোল আনাই মেকি তাহাতেও কোন সন্দেহই থাকিতে না। অতএব সোশিয়ালিজম্-এর বলশেভিক মূর্তির মধ্যে যে একান্তই ভয়াবহ বা বীভৎস কিছু আছে এ প্রকার ধারণা করিবার কোন কারণ নাই।

(৫)

আর বলশেভিক মূর্তিই যে সোশিয়ালিজম্ এর পেটেন্ট মূর্তি এমন কোন কথাও নাই। সোশিয়ালিজম্ আর সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতি এক নহে। বস্তুতঃ সোশিয়ালিজম্-এর কোন দেশকালনিরপেক্ষ নিরবয়ব মূর্তি নাই—এর কোন মাষ্টার মডেল আজও তৈরী হয় নাই। কোনো নেতার রিপোর্ট লেখা এর কার্য নয় এ কেবল একটা সামাজিক বা রাষ্ট্রিক আদর্শের ইঙ্গিত করে মাত্র।

কবি বলিয়াছেন,

"—মনুষ্যত্বে কষ্টের সংসার
যতই বরিছ, শূল, বড় দুঃখ, বক্ষ অন্ধকার—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।"

সোশিয়ালিষ্টরাও তার বাড়া কিছু চায় না জগতের কোটী কোটী দীনহীন মানুষের দুঃখ, মানের দুরবস্থাকে শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী লেখা, যারা—

"শুধু দুটি অন্ন দুটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।—"

তাদের আশা নাই, ভাষা নাই, আনন্দ নাই—যারা শুধু বাসনের মরুবক নিঃস্বত্বে বহিয়া চিরদিন এম দিন চলিয়াছে, যারা

"এক হাতে মোছে ঘাম, অন্য হাতে মোছে আঁখি বারি
. . . . . ; আঁধারনিবাসী—
অধীন, চিন্তাহীন, প্রেমহীন, অদৃষ্টবিহীন"—

(১) এক মাঞ্চেষ্টার ইংলণ্ডের বেকারের সংখ্যা পনর লক্ষের ও উপর ছিল। এ সময় বুকারাই বেকারের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ (মোটার)।

সোশিয়ালিষ্টরা চায় তাদেরই মূঢ় ম্লান মুক মুখে ভাষা দিতে, তাদের প্রাণ শুধু তপ্ত ক্ষুধা বুকে আশা দিতে, তাদের বুকফুলে ফুলে ওঠা মানুষ হইয়াও আজ জগতের অধিক সংখ্যক নরনারী যে অবস্থার ফেরে অমানুষ হইয়া আছে তারা চায় সেই অবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে। যুগ যুগান্ত ধরিয়া যে মানব জমিন পতিত রহিয়াছে তারা চায় সেগুলিকে উদ্ধার করিয়া তাতে সোনা ফলাতে—তাহাদিকে সার্থক ও সফল করিয়া তুলিতে।

(৬)

জগতের, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য জগতের, অর্থনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এক অতি বিস্ময়কর ও মর্মান্তিক ব্যাপার চোখে পড়ে। বিগত দেড়শত বৎসরে ঐ সকল দেশে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বাষ্প ও তড়িৎশক্তির বহুর প্রভাবে সর্বত্র অতিকায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তাহারা রাশি রাশি ধান প্রসব করিতেছে। এদিকে রেল ও ষ্টীমারের মহিমায় পৃথিবীর দূরতম দেশের সহিত সমুদ্রবাণিজ্যের সহজসাধ্য হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে উৎপাদিকা শক্তির এই বিপুলতা, উৎপন্ন দ্রব্যের বহুলতা ও বাণিজ্যের অভাবনীয় সুযোগ ও বিস্তার সত্ত্বেও ঐ সকল দেশের জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় নাই, দৈন্য ঘোচে নাই। পরন্তু, ঐ সকল দেশের অগণ্য লোক দিন দিন অত্যন্ত অসহায়ভাবে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে। তাহাদের সমস্ত জীবনের উপর অভাব ও অনিশ্চয়তার ছায়া নামা। কারখানার কাজ যখন পুরা দমে চলে, আর মনিষকের শতকরা তিনশ' টাকা মুনাফা হয়, তখনও তাহারা দেহে মনে নারায়ণ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া কোনও মতে নিজেদের ও পরিবারবর্গের অস্তিত্বরক্ষা করে; আর কারখানার কাজ যখন মন্দা হয় তখন হাজারে হাজারে বেকার বসিয়া থাকে—অর্থাৎ অর্ধাশনে, অনশনে, সরকারী দাতব্য ভাণ্ডারের কৃপার কোনও রকমে টিকিয়া থাকে। (১) এই লক্ষ লক্ষ মানুষের আয়ত্ত পরিয়া বাঁচিয়া থাকা তাদের মনিবস্থানীয় ভাগ্যবান লোকের খামখেয়াল ও মর্জির উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে।

(৭)

উপরে যে বিসদৃশ ও নিরুরুণ চিত্রের আভাস পাওয়া যায় সোশিয়ালিষ্টদের মতে উহা ধনিকতন্ত্র সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ধনিক সমাজের উৎপাদন ও বণ্টনের প্রণালীর গোড়াতেই একটা মস্ত গলদ রহিয়াছে, সেটা হচ্ছে ভূমি ও মূলধনের ব্যক্তিগত অধিকার। তারই ফলে একদিকে সৃষ্টি হয় লোক—যারা সকল মূলধন ও জমির মালিক—তারা 'গাদা' হইতেছে এবং পরদার ছোরে পৃথিবী শাসন করিতেছে; আর একদিকে অগণিত মানব রিক্ত, রিক্ত, নিঃসম্বল ও অসহায় অবস্থায় সংসার সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তারই ফলে পৃথিবীর বলশালীরা অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়িয়া গেলেও মানুষের দারিদ্র্যও যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। জীবনসংগ্রামের নাম সভ্যজগতের সেন্সাস্ হইতে মুছিয়া গেলেও অধ্যাপক বা সাহিত্যিকদের সংখ্যার বহর আমাদের চমক লাগাইয়া দিতেছে।

সোশিয়ালিষ্টদের মতে ক্যাপিটালিজম-ই মানবজাতির মহা-বিপদের প্রধান অন্তরায়। প্রত্যেক দেশেই এমন ষটকতক লোক আছে আন্তর্জাতিক বিসম্বাদ জাগাইয়া রাখা যাদের পক্ষে লাভজনক। বিভিন্ন দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে কোন বিরোধই নাই। কেবল ঐ সকল দেশের কর্তৃস্থানীয় স্বার্থান্ধ ধনিকেরাই নানা অজুহাতে বিরোধের সৃষ্টি করে এবং সেটাকে কায়েমী করিবার জন্য সতত চেষ্টা করে। এই ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। সাধারণ ইংরাজের সহিত সাধারণ ভারতবাসীর কোন কলহই নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্তা যে সকল সাম্রাজ্যবাদী ধনিকবর্গী মহাপুরুষেরা আছেন তাঁহারের নিজেদের স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষকে মুঠার মধ্যে রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই ভারতের শোষণ ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে। তাই সে ভারতের ঐশ্বর্য একদিন জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল সেই ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম দেশ তাই ভারতের কোটী কোটী অধিবাসী আজ অন্ন, নিরক্ষর, জর্জর, ব্যাধিগ্রস্ত, অনশনে মৃতপ্রায়। তাই ভারতের জন্য দাবী করিবার উপলক্ষিত হইতেছে। তাই মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন স্বরাজ পর, ন্যায়াধীশের এক কলমআঁচড়ের দম বন্ধ হইল, ভারতের পাতের খুশবুদের কড়া বন্ধিয়া পড়িল।

অতএব পৃথিবীর এই কুরুক্ষেত্রকে মানবের মিলনের এভায়তীর্থে পরিণত করিতে হইলে সমাজ-শরীর হইতে ক্যাপিটালিজম্ এর বিষোপাদান করা একান্ত প্রয়োজন। মানবসমাজের বর্তমান অর্থ-নৈতিক ভিত্তিটাকে ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া উহার নূতন ভিৎ-পত্তন করা দরকার। সোশিয়ালিষ্টগণ বলিতেছেন, সাধারণের জীবনযাপনের জন্য যে সকল সামগ্রী নিত্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই সকল সামগ্রী উৎপাদনের রাজসরঞ্জামের উপর কোন ব্যক্তির বা দলের—জমিদার, মহাজন বা কোম্পানীর—স্বত্বাধিকার থাকিতে দিও না। সাধারণের জীবনোপায়ের পথগুলি সাধারণের জিম্মায় ও তত্ত্বাবধানে থাকে। তাহা হইলেই সমাজের প্রস্তাবিত দৈন্য ও মনিষতা দূর হইবে। তাহা হইলেই দেশের সম্পদ হাতের কাছে আসিবে, দুঃখের জলের বাষ্পরাশিতে ভবিষ্যৎ যাইবে না। হাজার হাজার লোকের খাটুনির পয়সায় একজন ছাতা ভরিতে পারিবে না, এবং সেই ছাতা কাঁধে ফেলিয়া এক হাতে কলম ও আর এক হাতে তরবারি লইয়া কেহ পৃথিবীর এদেরত দেশগুলিকে উদ্বত করিতে যাইবে না। ফলে পৃথিবী হইতে চিরদৈন্য তিরোহিত হইবে, যুদ্ধোদ্যমি কমিয়া যাইবে, প্রত্যেক জাতিরই ছাপদের ঘোর কাটিয়া যাইবে, আভিজাত্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিসিধানা ও আড়ম্বরও অবশ্য কমিয়া যাইবে। কিন্তু মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তিসন্তোষ মোটের উপর বৃদ্ধি পাইবে।

(৮)

রাবণের অর্থপুরীর মধ্যেই যেমন তার মৃত্যুবাণ লুক্কায়িত ছিল, তেমনি আধুনিক যুগের সোশিয়ালিজম্ এর আদ্যপ্রবর্তক কার্ল মার্কস্ বিশ্বাস করিতেন যে ক্যাপিটালিজম্-এর গলদেরই তার নিজের ধ্বংসের বীজ নিহিত রহিয়াছে। কালপূর্ণ হইলে ঐ বীজ হইতে সোশিয়ালিজম্ নিশ্চয় হইবে এবং ক্যাপিটালিজম্ কবরীও নিশ্চয় করিবে

মানব সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে চিরদিনই সর্বপ্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছে—অর্থনীতি। যুগে যুগে মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক ও অপরাপর সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানই সমসাময়িক অর্থনৈতিক বিধানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে ও তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং মানব সমাজের ইতিহাসকে বুঝিতে হইলে অর্থনীতির দিক দিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে হবে। এবং তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অর্থনৈতিক হিসাবে সমাজ চিরদিনই মোটা-মুটি দুটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। এক, যাহারা সম্পত্তির অধিকারী; আর, যাহারা বিত্তহীন। যাহাদের সব-আছে আর যাহাদের কিছুই নাই। মধ্য-যুগে ইউরোপে ছিল একদিকে ফিউডাল লর্ড আর এক দিকে সার্ফ (serf)। অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকায় আছে একদিকে ধনিক শ্রেণী, যাহারা সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু যাহারা সকল সম্পদের অধিকারী; আর এক দিকে শ্রমিক শ্রেণী, যাহারা সংখ্যায় অগণ্য, কিন্তু যাহারা উদরান্নের জন্য ঐ ধনিকদের দাসত্ব করিতে বাধ্য। আমাদের দেশে স্বদেশে এখনও উভয় প্রকার শ্রেণীবিভাগই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একদিকে কলকারখানা ও যন্ত্র শূন্য। প্রসারেচ্ছু ও অপর দিকে গায়নার চাপে ও জমিদারের অত্যাচারে আমাদের কৃষকেরা জমি ছাড়িয়া ক্রমশঃ দেহাত্ম কলে কাজ করিবার জন্য শহরের দিকে ছুটিতেছে তাহাতে কালক্রমে আমাদের দেশেও প্রধানতঃ যে ধনিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব হইবে ইহা কল্পনা করা কঠিন নহে। আমাদের অভ্যাচার চাষীকে কেমন করিয়া মজুর পরিণত করিতেছে তাহার একটী করুণ চিত্র শরৎ চাটার্জির "মহেশ" নীরব গল্পে দেখিতে পাওয়া যায়

সে যাহা হউক, সমাজকে ক্রমশঃ ধনিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করাই ক্যাপিটালিজম্ এর ধর্ম্ম আর এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধও অবশ্যম্ভাবী। কেননা ধনিকদের লক্ষ্য, স্বভাবতই যেটা যেমন আছে সেটাকে ঠিক তেমনভাবে রাখা, পুরাতনকে সযত্নে রক্ষণ করা। আর শ্রমিকদের স্বার্থ, পুরাতনকে বিধ্বস্ত করিয়া নূতন ইটে নূতনকে গড়িয়া তোলা। দুই শ্রেণীর এই অনিবার্য্য সংঘর্ষের ফলে ক্যাপিটালিজম্ এর পতন আর সোশিয়ালিজম্ এর উত্থান সুনিশ্চিত। যেহেতু প্রথমতঃ শ্রমিকেরা সংখ্যায় পুষ্টি। তার পর বড় বড় কলকারখানায় হাজার হাজার লোক একত্র কাজ করিবার ফলে তাহাদের মধ্যে একতা, সমবেদনা ও সহযোগিতার ভাব স্বভাবতই সাধিয়া উঠে। একে যে শক্তি পুঞ্জ, সংহতি দ্বারা তাহা দুর্নিবার হইয়া উঠে অপর পক্ষে তাহাদের মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মে এবং শ্রমিকশাসনের আদর্শের দ্বারা তাহারা অনুপ্রাণিত হয়। ক্রমে যখন তাহারা সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য এগুলো হয় তখন তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব হয়েই উঠে, ক্যাপিটালিজম্ এর ধ্বজা মাটিতে লুটিয়া পড়ে। তার স্বর্ণপুরী শ্রমিকের করতলগত হয়। সোশিয়ালিজম —এর সূত্রপাত হয়।

কার্ল মার্কস এর নিকট সোশিয়ালিজম এর এই সম্ভাবনা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি জগতের সকল শ্রমিককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, সঙ্ঘবদ্ধ হও; তোর করিয়া পুরাতনকে ভাঙিয়া ফেল; যদি শৃঙ্খলমাত্র হও, তাহি নাই, কেননা তোমাদের সঙ্ঘর্ষ ত তোমাদের পায়ের বেড়ী। তোমরা যদি বিদ্রোহী হও, তোমাদের শাসকেরা ভয়ে কেঁপে উঠবে। কবির ভাষায়—

"মৃত্যুর তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার—তখনি সে
পথ কুক্কুরের মত সঙ্কোচে সভয়ে যাবে মিশে।"

(৯)

একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে কার্ল মার্কস্ এর আদি ও অকৃত্রিম সোশিয়ালিজম্-এর উদ্ভব সেই দেশেই সম্ভব যেখানে ক্যাপিটালিজম্-এর উন্নতি চরম সীমায় উঠিয়াছে। যেখানে ক্যাপিটালিজম্-এর তাবেদারীতে বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেখানে কাজ করিবার জন্য সহস্র সহস্র শ্রমিক কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কিন্তু ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে যখন বলশেভিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার সর্ব প্রথম সোশিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল তখন সোশিয়ালিষ্টদের মধ্যে কানাকানি হইতে লাগিল। কেননা রাশিয়ার ক্যাপিটালিজম-এর প্রতিষ্ঠা আদৌ

হয় নাই। ভারতবর্ষের মত মাশিয়া তখন, এখনও, কৃষি প্রধান দেশ। লেনিন প্রচার করিলেন যে কোনও দেশে ক্যাপিটালিজম-এর পূর্ণপ্রতিষ্ঠা না হইলে যে সে দেশে সোশিয়ালিজম আসিতেই পারে না এমন কোন কথা নাই। যারা গুতর সাটাইয়া খায় তারা যদি দল বাঁধিয়া বিদ্রোহ করে এবং শক্তিশালী হয় তাহা হইলে সংখ্যালঘু হইলেও তাহারা যে কোনো দেশে সোশিয়ালিষ্ট (সোভিয়েট) শাসন তন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে।

কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে নীতি ও পদ্ধতি লইয়া সোশিয়ালিষ্টদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেদিন এগুস বলশেভিক নেতৃবর্গ যাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে কাপিটালিষ্ট রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের দ্বারা, শ্রমিকদের একাগ্র বিদ্রোহের দ্বারা বিধ্বস্ত করা এবং শ্রমিক কর্তৃক রাষ্ট্রীয় শক্তি বলপূর্বক অধিকার করাই সোশিয়ালিজম-এর প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ তাঁহারা ১৯১৯ মার্চ মাসে মস্কো নগরীতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া এক বিরাট ঘোষণাপত্রে তাঁহাদের মত প্রচার করেন। এই তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘই "কম্যুনিষ্ট ইনটার-ন্যাশনাল" নামে খ্যাত, এবং এই সঙ্ঘের সভ্যেরাই বর্তমানে কম্যুনিষ্ট নামে পরিচিত। আর যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে নিরুপদ্রব উপায়ে, ভোটের দ্বারা, লোকশিক্ষার দ্বারা, সমবায় ও পানীয় প্রসারের দ্বারা সোশিয়ালিজম এর প্রতিষ্ঠাই শ্রেয়স্কর তাঁহারাই এখন সোশিয়ালিষ্ট নামে পরিচিত বিলাতের ঐপ্রসিদ্ধ ফেবিয়ান সমিতি এই দলভুক্ত। ইঁহারা সকলেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। এই ফেবিয়ান সমিতির কর্ণধার একজন, জর্জ বার্ণার্ড শ, ইঁহার মতে পার্লিয়ামেণ্ট আইনের দ্বারা সোশিয়া-লিজম্ প্রবর্তন করিতে সমর্থ।

(১০)

উপরে অতি স্থূল ভাবে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে সোশিয়ালিজম্-এর "স"—ও পুরাপুরি বলা হয় নাই। কোনও আদর্শ লইয়া চুলচেরা তর্ক করা সম্ভব নহে। আমরা স্বরাজ বলিয়া সকলেই চীৎকার করিয়া থাকি, কিন্তু স্বরাজের একটা সুস্পষ্ট সুবোধ্য চিত্র কয়জন আঁকিতে পারি? আঁকা সম্ভবও নয়, কেননা স্বরাজ আমাদের একটা আদর্শ। বাস্তবে পরিণত হইলে উহা কিরূপ দেখাইবে তাহা ভবিষ্যদ্বাই জানেন। সোশিয়ালিজম্-ও তেমনি একটা আদর্শ। মোটামুটি একটা সাম্যের আদর্শ। সেই সাম্যের প্রাক্ আঁকা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সেটা যে বাঞ্ছনীয় এ কথা আমরা অনুভব করিতে পারি। আমরা সকলেই মা বসুন্ধরীর সন্তান। তাঁর বুকভরা স্নেহ, অফুরন্ত ভাণ্ডার, অনন্ত ঐশ্বর্য্য। কিন্তু তাঁর ছই চারিটী সন্তানই কেবল সেই স্নেহ, সেই ভাণ্ডার, সে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, আর সকলেই তাহা হইতে বঞ্চিত। এ অবস্থা কখনও স্বাভাবিক নয়, সত্য নয়, সুন্দর নয়, কল্যাণকর নয়। এই বৈষম্যের অত্যাচারে আজ মানবের আসন টলমল। এর প্রতিবিধানের জন্য আজ সকলেই উৎসুক। মানুষের দুঃখ-সমস্যা সমাধানের জন্য রাজপুত্র গার্হস্থ্য পরিয়া বিবরে বিরাগী পথের ভিক্ষুক সাজিয়াছিলেন। সেকালের দুঃখ অবশ্য একালের তাপ নয় তাই কোনো বুদ্ধ বা ঈশ্বরের পুত্রের আত্মত্যাগে বা আত্মাহুতি দানে এ দুঃখ সমস্যার সমাধান হইবার নয়। একের ঘাড়ে সকলের বোঝা চাপাইয়া এখন আর নিষ্কৃতি নাই। দশের বোঝা দশজনকেই বহিতে হইবে। কেমন করিয়া, সোশিয়ালিজম্ তাহাই একটা পথের ইঙ্গিত করে।

বাঙ্গালীর রাষ্ট্রতত্ত্ব

—:০:—

(শ্রীরেবতীমোহন বর্ম্মণ এম, এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৯)

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টি তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতি-ভার একটী বিস্ময়কর দান, মনের জড়তা, মনের চকন উদাসতা, ধর্ম্মের নির্দ্দয় বিধি, কর্ম্মের অবিরাম কোলাহল, বর্ত্তমান জগত ও নর-সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য-গুলির মোহজাল ভেদ করিয়া কবিকর রবীন্দ্রনাথ আগামী সমাজের যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার মূল ইহা মানুষের মর্ম্মমূল রহিয়াছে যে প্রাণধর্ম্ম তাহাই, এক কথায় সমগ্র রবীন্দ্রদর্শন 'প্রাণধর্ম্ম' নামক 'অন্তর্ধর্ম্ম' এই বিরোধকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মানুষের সকল প্রকার ভোগাসক্তিরই উপেক্ষা করিয়া শরীর আত্মা ও মন লইয়া যে মানব সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার বাহিরে যাইয়া মানুষের মুক্তির নেশা চরিতার্থ করিবার বাসনা তিনি দেন নাই। সেই অতি পুরাতন 'এনিমিজমের' কাল হইতে আজিকার দিনের বিজ্ঞানসম্মত বস্তুতান্ত্রিক ধর্ম্ম বোধ, ইহার ভিতরে যে নিগূঢ় প্রাণপ্রবাহ নিহিত থাকিয়া মানুষকে সকল অজ্ঞান ও অবিদ্যার বাহিরে টানিয়া লইতেছে,—ইহারই যথার্থ রূপটুকু করি আমাদের মানস চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছেন। তবুই অবয়বের সৌষ্ঠব নয়, বস্তুর ভিতরে যে প্রাণের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে তাহারই পরিপূর্ণতার সমাজের উদ্দাম গতি, একটী স্থির শক্তির নিয়ন্ত্রণে সার্থক হইয়া উঠিবে। তখনই ব্যক্তি ও সমাজ, ধর্ম্মের ব্যবহারিক দিক ও মানুষের প্রাণের দিকটার ভিতরে একটা সুসামঞ্জস্য দেখা দিবে। রবীন্দ্রনাথ গভীর সৃষ্টি রহস্যের এই অতি তলদেশ হইতে মনুষ্যজীবনের সমস্যাগুলি লক্ষ্য করিয়া-ছেন বলিয়াই তাঁহার বাণী নৈরাশ্যগ্রস্ত বর্ত্তমানকে আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের ও বিশ্বের করিয়া এই ভারতবর্ষের। আত্মার রাজ্যে মানব সমাজের বিশ্ব-রূপটুকু ও জাগতিক ব্যাপারে ইহারই বিশেষ রূপটুকুর ভিতরে সুষমাবিধান করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই রবীন্দ্র-নাথের মনোজগতে বিশৃঙ্খলা কিংবা স্বতঃ বিরোধ নাই, তাই ভারতবর্ষের কবি হইয়াও বিশ্ববাসীর অন্তরাত্মাকে তিনি কাছাকাছি অটৈতন্য হইতে উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। এ-যুগের বিশৃঙ্খল অথচ চৈতন্যগর্ভ মানসসত্তাকে সুমিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত এবং আদর্শ দিয়া অনুপ্রাণিত করিবার ক্ষমতা যাহার রহিয়াছে বলিয়াই, রবীন্দ্রনাথ কবিকর ও অন্তর্দ্রষ্টা। বর্ত্তমান জগতকে রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ দিতে চান, তাহার প্রকৃত স্বরূপটুকু বুঝিতে হইলে, তিনটি জিনিস ভাল করিয়া বিচার করিতে হইবে। প্রথমতঃ, সভ্যতা ও অগ্রগতি অথবা ক্রমোন্নয়ন, দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যৎ সমাজের বর্ণ-বিকাশ ও সর্ব্বশেষে জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ নয় পরিণতি বিষয়ক।

সভ্যতার অগ্রগতি

অবয়বের দিক দিয়াই এতকাল ক্রমবিকাশের গবেষণা চলিয়াছিল। গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে একাধিক সমাজবিজ্ঞানের গভীর আলোচনা ও গবেষণা সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্যকাল ভেদ করিয়া মনুষ্যের শরীর ও মনের গতি ও নব নব পরিণতির কথা চলিয়াছে। ডারউনের পর স্পেনসার, ডারপর ইয়াহি ওয়ার্ড ও ডিউরি শরীর ও মনোরাজ্যের বিকাশ ও পরিণতির একাধিক পর্য্যায়ের কথা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, মনোময় জগতে অগ্রগতির ভিতরই সভ্যতার সত্যকার অর্থ নিহিত রহিয়াছে। সামাজিক 'মরফলজি' যে বিনিসটুকু তাহার ভিতর সমাজ মনই সর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয়। এ শিক্ষা দীক্ষা ও সংঘের সাহায্যে মানুষের এখনকার ভাব, অনুভূতি ও অজ্ঞান প্রেরণাসমূহ পরিবর্তন করিয়া তাহাকে বর্ত্তমানের চাইতে অধিকতর উচ্চতরে আনিয়া দাঁড়ান যায়। ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান মানবের প্রকৃতিকে পরিবর্তন করিয়া তাহাকে স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত করিতে চায়। কিন্তু বাংলার 'মনীষীগণ—বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ—অরবিন্দ পর্য্যন্ত সকলই 'মনুষ্যত্বকে' আরো উচ্চতর স্তর হইতে দেখিয়াছেন বলিয়াই সভ্যতার বিকাশের ও অগ্রগতিকে অবিদ্যা নয় বিদ্যা, মানস নয় আত্মিক কি হইতে দেখিতে প্রয়াস পাইতেছি। এইখানেই ইউরোপীয় চিন্তাধারার বিশেষত্ব। এই বিশিষ্ট চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ। রবীন্দ্রনাথ নৈতিক-পূর্ণতাকে ভিত্তি করিয়া মানুষ ও সমাজ গঠনের কথা বলিয়াছেন; অরবিন্দ আরো এক ধাপ উঁচুে যাইয়া, আধ্যাত্মিক স্তর হইতে নিম্ন দৃষ্টির অনুশীলনের কথা বলিয়াছেন; যথাস্থানে অরবিন্দ সাধনার আলোচনা তুলে এ বিষয়ের আমরা অবতারণা করব।

তবুই সামাজিক অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থার দ্বারাই সভ্যতা নয়; ইহার অন্তর্নিহিত অর্থটুকু, মানুষ অবয়বের ভিতর দিয়া মনুষ্য মনের যে প্রকৃতিটুকুর প্রকাশ হয় তাহাই সভ্যতারের সভ্যতা. পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য সমাজ এমনই একটা নৈতিক শক্তির অনুশীলন করিবে যে ইহারই বহিঃপ্রকাশ সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিবে। 'পারফেকসন' অথবা পরিপূর্ণতা—বাস্তবের প্রতি ইহাদের প্রত্যেক দৃষ্টি হইতে আমরা একটা অর্থ খুঁজিয়া পাই। কিন্তু মনুষ্য এবং তাহার সমাজ সম্পর্কে পরিপূর্ণতার অর্থটুকু আমাদের নিকট তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে না। মানুষ নিজেই সৃষ্টির একটা অত্যদ্ভুত ঘটনা বস্তু এবং প্রতিদিন সে নিজেকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে সুতরাং 'পার-ফেকসনের' যথার্থ অর্থটুকু এ কারণেই একটা বাহুল্যদোষ সহিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় না। এই নিষ্ঠিতার অভাবের জন্য নানাদেশের নানা মনীষীর নিকট সভ্যতার ও পরিপূর্ণতার বিভিন্ন অর্থ।

মনীষী রবীন্দ্রনাথ সভ্যতাকে 'ধর্ম্ম' এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বিশ্বের অর্থ করিতে গেলে, ধর্ম্ম হইল একটী জীবনীতি যাহা সমগ্রকে অবও কল্যাণের জন্য একত্র বাঁধিয়া রাখে; কিন্তু ইহার সাথে বল অর্থ হইল, যে কোনও সত্তার বিশেষ ধর্ম।

সত্তান্বিত মানুষের মেই প্রকার ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সে ধর্ম্মকে বাধ দিয়া একটা অক্ষুব্ধ তুলা হইতে পারে; বাস্তবতার দিক দিয়া শক্তিমানও হইতে পারে; কিন্তু তখন আর তাহাকে মানব বলা চলে না। অন্তর্দ্বের ভিতর দিয়া ঐ দিকের সমগ্রসম্বন্ধে অধিকারী মানুষ হইতে পারে সত্য; কিন্তু তাহার জীবন বেদীমূলে যে প্রধান মনিষা তাহাকে উজ্জল করিয়া তুলে তাহে যে বিরাট সমন্বয়ের অন্ধকারে তাহা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া যায়।

সভ্যতার অর্থ হইল, মানুষের জন্য তাহার জীবনের সকল দিককার মুখ্য নিরূপণ করা। কবির সৌন্দর্য্য অবয়বন করিয়া সত্যের যে বহিঃপ্রকাশ ইহারই ভিতর সৃষ্টি; ভিতরকার দৃষ্টা ও বাহিরের অবয়ব এই দ্বৈতকে সৃষ্টির জন্য স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। বস্তুকে কবির নিকট, সৃষ্টির পরিপূর্ণতার জন্য গ্রাহ্য স্বীকার করিতেই হইবে—এই ত হইল সৃষ্টি রহস্যের গোড়ার কথা।

উপন্যাস

সোনার সিঁড়ি

[শ্রীনারায়ণকুমার ঘোষ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

তার পর সে এক—হুলুস্থুল কাণ্ড! নিতাই উমার মাথায় বিনা মেঘে বাজ ভেঙে পড়লো। তখন ভোর হয়, পূর্ব্বের পূর্ব্ব আকাশ উঠেছে, তবু ঘোরে গাঁয়ের পাতা অঘোরে, গ্রামখানি নিঝুম। মেয়েকে খাইয়ে উমা স্নান করবার জন্যে খিড়কির কবাট ও পাতা নিয়ে সবে উঠানে নেমেছে এমন সময় বাইরে কর্কশ মোটা গলায়কে ডাকলো, "বাড়ীতে কে আছেন?" গলা শুনতে না শুনতে ভিতর থেকে নবু জবাব দিলো, "কে, না? বাইরে কে ডাকে না?" "দেখি" বলে উমা মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে কবাট পা এগিয়ে দেখে, উঁকি মেরে দেখে হাঁ, যেন সাপ দেখার মত আঁৎকে উঠে ভিতরে পিছিয়ে এল, তার পর বুকের ওপর দুই হাত চেপে ধরে খানিকটা দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। বাইরে আবার ডাক উঠলো, "বাড়ীতে কে আছেন?" তখন মায়ের সাড়া শব্দ না পেয়ে আর এই উপর্য্যুপরি ডাকাডাকিতে তাড়াহুড়ো করে কাপড়ে কাপড়ে, কেউ বা কাঁখা হাতে মাথার ঠিক গুছিয়ে নিতে নিতে ঘোর গণ্ডার গোলমাল করতে করতে; যখন শিরিবালারা ৫ উ কাঁহনে ছেলেকে কুড়ুতে কুড়ুতে, কেউ হুলুস্থুল হাতে ভাগের কাঁথি ধরে, কেউ "ঝিমী" "নরা" "পুটি" "সাধী"কে ডাকতে ডাকতে। চোখের পলকে দেখতে দেখতে বাড়ীর বাহির ভিতর ছেলে বুড়ো বুধা স্ত্রীলোক যুবতী বালিকায় ছেয়ে গেল। নবাই উৎসুক, সবার ভাবসমূহ উদ্বায়ণীয় এই মহাদায় সনাতনটুকু প্রান-ভরে দেখতে সবার তরু উমার জামাই, হাঁ, সেই দেহারা দেখো দেখে নবু। সোহাগা, ভগবান, ভগবান, এতদিনে তুমি মুখি মুখ তুলে চাইলে, এতদিনে এ পাপর চাপা অন্ধকার হয় বুঝি ঘুচলো, এই রংসের পরদা বুঝি সরলো।

আগুকদের প্রথম দু এক জনের মুখে জামাইর নাম শুনেই নবু পালাচ্ছিল। বাইরে শুক্তোপোরের ওপর ঈশান চাটুয্যের পাশে ঘণ্টার মুখে আমার বসে তার চার বছরে পিরে গাঁয়ের ছেলের দল। অন্ধরে জনমায় জানাজায় ঝেড়ের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েদের কৌতূহলী চাখ! সবাই গালে হাত দিয়ে চক্ষু কপালে তুলে একসঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে।

"ওমা! আমি যাব কোথা! এই জামাই?"

"কেন্ লা, বেশ জামাই তো, মন্দ কি? গাঁট্টা গোট্টা, কোথাও মন্দ, আবার কি হবে? ঐতো মেয়ের ছিরি, চেহারার ছন্দ।"

"হাঁড়ির মত মুখ বেন মা, হাতে পায়ে বরলের চাকা চাকা বিঁধা।"

"নবুর অদেষ্ট না, অদেষ্ট। মা বাপের চৌদ্দ-পুরুষ ছেলে কোথা কে জানে?"

"ঘাটের মুখ আগুবার মা, মুচ্ছোফরাস, ছোঁক কালো। ঐ কি কোনার, আ আমার বপাল! বামুন, না, চাঁড়াল নমশুদ্দুর গাঁ?"

ছোট ছোট মেয়ের দল ছেলেদের সঙ্গে মিশে উঠানে ঘোল হয়ে দাঁড়িয়ে জামাই দেখছে। কারু গালে বুড়ো আঙুল, কারু মুখ হাঁ করা, কারু হাঁহাত এক করে মাথার ওপর, কারু চোখ এতোবড় হয়ে যেন কপালে উঠেছে, কেউ পেছন থেকে আর একজনের ঘাড়ের ওপর দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছে, কেউ আগে যাবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে, একবার গোছে, ভাল করে দেখতে না পেয়ে আবার পাড়ার ধনা ভূতোর পেছনে ওদিকে গিয়ে পাছের বুড়ো আঙুলের ওপর উঁচু হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার পিঠের ওপর হুমড়ের ছোপপুরা মশলা আঁচল আর ছোট্ট বেণী দুলছে। একটিপ নস্য নিতে নিতে ঈশান চক্রবর্ত্তী বলছিলেন, "এত দিন খোঁজ-খবর নেই, আজকে হঠাৎ এলেন?"

জামা। আজ্ঞে হাঁ এই আসা যেন আমি কি। কি আমেন? খোঁজ খবর আমারই এত দিন কেউ জান নি। ঠিকানাটা দৈবাৎ পাওয়া গেছে। আপ-নারা?

ঈশা। আমি এদেরই প্রতিবেশী।

জামা। বেশ বেশ, খাসা, রাংসরখণ। কই, কেউ কোথায়ও নেই নাকি?

ঈশা। বাবাজীবন, জিজ্ঞেস করে চিঠি লিখে আসতে হয়। কর্ত্তা ঠাকুরের কাছে ওনেছি তোমাদের সঙ্গে এঁদের বনিবনাও নেই, তুমি বরং এ স্ত্রী ত্যাগ করে দ্বারান্তর গ্রহণ করেছ।

জামা। হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ, আপনি হাসালেন। এও কি একটা কথা? একটা ছেড়ে পাঁচটা উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করলেই কি স্ত্রী পর হয়? হিন্দুর সমাজ যে, পতিব্রতা বিষ্ণুবাক্যের বাণীই বদ ঘিরে, ওর নাম

কি সনাতন গতি, ইংগরকাল, ধর্ম্ম মোক্ষ, যা' বলেন।

ঈশা তোমার নাম?

জামা রঙ্গলাল মুখুয্যে, পিতার নাম দিগম্বর মুখুয্যে, নিবাস স্বরূপগঞ্জ। স্বরূপগঞ্জের জমিদার দিগম্বর মুখুয্যের নাম শুনেছেন বোধ হয়? তিনি ছিলেন ও অঞ্চলে স্বনামধন্য সুপ্রসিদ্ধ পুরুষ।

ঈশা। জানিয়ে আসাই উচিত ছিল। এঁরা মাসহোগাধ্যায় মাধবী নাথ স্মৃতিভূষণের আশ্রিত, তিনি এখানকার সমাজের মাথা। তাঁকে তোমাদের প্রতি প্রসন্ন দেখিনি, বাপু। শেষটা এবাড়ী তোমার স্থান না হলে—

জামা। এ কি আজ্ঞে করছেন আপনি? আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর যেথা স্থান আমার সেখানে হবে না? খুব হবে, খুব হবে পাড়ার আপনারা দশজন ব্রাহ্মণ কায়স্থ রয়েছেন, এটা ইংরেজের রাজত্ব, আইন আদালত রয়েছে, আপনি টপ্ করে এরকম একটা বেএক্তিয়ার কথা বলে ফেললেই হ'ল?

ঈশা। তা' বাবু আদালতেই যেন গেলে না, সে তো এখানে নয়।

হাস্যমুখে মাধবীকান্ত এসে ঘরে ঢুকলেন, 'এই যে" বলে ঈশান চক্রবর্ত্তী উঠে দাঁড়ালেন। মাধবীকান্তের কপালে বাহুমূলে বুকে চন্দনের ছাপ, হাতে মোটা লাঠি, চটুল চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মুখে চাপা হাসি। জামাই তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, নিজের অজ্ঞাতে হাত দুটো কচলাতে লাগল। মাকে একবার টপ্ করে গা বরলে কাপ মুঁছে নিল।

মাধ। এখানে কি মনে করে?

জামা আজ্ঞে-এ-এ-এ—

মাধ। তুমি তো বাপু হে দাঙ্গাতত্ত্ব প্রণয় করেছ, তবে?

জামাই নীরব, তার মোটা ঠোঁট খুলে পড়েছে, অস্বস্তির উদ্বেগে দাঁড়িয়ে একবার এদিক ওদিক চাইছে আর একবার মাধবীকান্তের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে, দৃষ্টি কিছু ভাষাচ্যাকা মারা।

ঈশা। বাবাজীবন এই একটু আগে ইংরেজের আইন আদালতের নাম করছিলেন।

ঘরের মটকা কাঁপিয়ে মাধবীকান্ত হাহা হাহা রবে হাসতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুঁড়ি ও দেহের বুক কাঁপতে লাগল। জামাই তো গা বদলে মাথা চুলকে যেন অস্থির। ঈশান ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর অমন চালাক চতুর মুখ এখন বোকা পাঁঠার মত নোদা ভাব ধরেছে, চোখের দৃষ্টি তপ্ত খোলায় আধ-ভাজা মাছের মত ছুটে বেড়াচ্ছে, যেন কোথায় স্থির হয়ে তার ঠাঁইনা পাচ্ছে না।

মাধ। আদালত তো গড়েই রয়েছে, সেই খানেই তা হলে স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্যে আবেদন করা হোক। তোমরা দশ ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বেঁচে থাকতে চাঁদ বাণী চন্দনার সমাজ যদি মরে গিয়ে থাকে তো স্ত্রীমানের স্ত্রীকে ইংরেজ রাজই তার ঘরে পৌঁছে দেবেন।

জামাই নীরব মুখ হাঁ করে মোটা ঠোঁট কুঁচিয়ে এক একবার এর ওর দিকে চাইছে। মাধবীকান্ত বলতে লাগলেন, "আর আদালত তো ওঁর চেনাই আছে, বনবিষ্ণুপুরের দিগম্বর মুখুয্যের ছেলে রঙ্গলালকে আদালতে তো নুকে নেবে, তারপরে স্ত্রী নিয়ে কি রাখবেন কালাপানি পারে আন্দামানে?" এবার জামাই কপালের ঘাম হাত দিয়ে মুছে ফেলে মুহুর্মুহু পা বদলে একবার ডান পায়ের ভরে আর একবার বাঁ পায়ের ভরে দাঁড়াতে লাগল।

মাধ। ঈশান ভায়া, তোমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বাবাজীকে আপাততঃ রাখ। আমাদের যাঁরে এসেছেন, অনুকূল যাবেন, সেটা ভাল দেখায় না। এখা সব বড় অধীর হয়ে পড়েছে, কারাকাটি করছে, এখানে ওঁর সেবা যত্ন হবে না। তবে এখান থেকে ওঁর যাওয়াই মঙ্গল, উষা তার কন্যাকে ওঁর হাতে প্রায় থাকতে দেবে না, আমরাও পুরাণ-কাসুন্দী ঘেঁটে কাক কোন অমঙ্গল ডেকে আনতে চাই নে পরকাল যে কালে রয়েছে সবাই কিছু কৃতকর্ম্মের ফল ইহলোকে নাই পেলো। কি বল বাবাজী? ইহকালে পরকালে দু' দণ্ড আর কষ্ট পাওয়া কেন?

ঈশান চক্রবর্ত্তী উঠে দাঁড়ালেন, জামাই বিনা বাক্য ব্যয়ে সৈঁটা থেকে নেমে দাঁড়াল। পথে যেতে যেতে হাতের কুকুর মুখো মোটা ছড়িখানা বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে রঙ্গলাল বিড় বিড় করে বকতে আরম্ভ করলো, "উনি বৃদ্ধ, আমার পিতার বয়সী, কিন্তু কথা গুলো বললেন নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত ওঁর মত দুষ্টিই লোকের এ রকম লঘুচেতা কথার পর অন্যরকম ব্যবহার আর কি বলার থাকতে পারে?"

কথা বলতে বলতে জামাইএর লুপ্ত সাহস ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর চড়তে লাগল। প্রায় চিৎকার করে বলতে লাগল, "আর সেই সঙ্গে খুব বড় বড় লম্বা পা ফেলে চলতে লাগল, "আদালত, হেঁঃ, আদালত দেখাচ্ছেন কাকে? আজ দশ বছরের কথা, তারও বেশি, লোক নিন্দে অপযশ কার না আছে? এই নিয়ে আদালত, বেশ, বেশ, খাসা, রাবারমন জজবাহাদুর। কিন্তু আমি পণ্ডিতকুলরত্নেষু জমিদার শ্রীশ্রীদিগম্বর মুখুয্যের পুত্র শ্রীরঙ্গলাল শর্ম্মা আজ এই আপনাকে বলে যাচ্ছি, এঁদের এই বিচিত্রকীর্ত্তির ফল সপ্ত সপ্ত আওরিতে ভোগ করতে হবে—

অতি দর্পে হতা লঙ্কা
অতি মানে চ পাণ্ডব।
আর কিনা অতি দানে বলী বদ্ধ
সর্ব্ব মতঞ্চ গর্হিতম্।

ঈশান ঠাকুরের বাড়ীতে পৌঁছে তক্তাপোষের ওপর লাফে দাওয়ায় উঠে আস্তিন গুটিয়ে তক্তাপোষের ওপর বসতে বসতে জামাই বলে চললো, "শাতকানা, রঙ্গলালপুর, পলাশবাড়ী, সেঁওড়, এই রকম করে গিয়ে এই যেসব কাছাকাছি দশটা গাঁয়ের চৌহদ্দির মাঝে যত শর্ম্মার নামে বসত থাকতে এক ভোরাদ জন থাক কিনা সেটা একবার ঐ অঞ্চলে পায়ের ধুলো দিয়ে দেখে আসবেন, এইটি আমার মিনতি রইল আগে। আদালত, হেঃ, আদালত কি আর আমি জেনি নি, একি ছেলের হাতের মোয়া?"

কুষ্ঠ রাজের স্থানের এই মেজোকর্ত্তা মার্কা কথাবার্ত্তা গায়ে না মেখে ঈশান চক্রবর্ত্তী তাকে না ডাকলেন, বন্ধ করে নিজে কাছে বসে থাকলেন, ভিতর বাড়ীর দাওয়ার ওপর মাদুর পেতে তামাকু-সেবা করালেন এবং নিজে স্নানাহারে যাবার সময় চোখ মিট মিট করে বলে গেলেন, "তা হ'লে আজই সন্ধ্যায় আপনার যাওয়া হচ্ছে তো?" জামাই কি বলতে যাচ্ছিল, কথাটে হাত তুলে বাধা দিয়ে বলতে বলতে অন্দরে চলে গেলেন, "আহাহা, তা যাবেন বই কি, যাবেন বই কি; আপনার এখন কাজ কম রয়েছে, আর এখানেও কার্য্যোদ্ধার হ'ল না, তখন আর দ্বিতীয় কথা কি আছে!" জামাই সটকার নল ছেড়ে মাদুরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো,—ভাবনার অথাই সাগরে। তক্তাপোষ বরাবরের মত উমার বাড়ীতে নিরাশ্রয় হয়ে একে একে ঈশান ঠাকুরের বাড়ী এসে পৌঁছাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

হরিয়া নামক বালুরঘাটের একজন চৌকিদার চুপ ও আলকাতরা মাখা মুখ লইয়া কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ— সে মদ খায় এবং সেই জন্য যুবকগণ তাহার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে।

মুগাস্কুর্য্য

[শ্রীযুক্ত রিমোহন সেন, বি, এ.]

রুদ্রদুর্দ্দম উদ্দাম গতি কে ওই মায়ের জাত—
রুঢ় রাজপথে করিল তাদের প্রথম চরণপাত।
জীবনের বুকে মৃত্যুর খেলা—কার হার কার জিত?
শাবল হানিয়া নাড়িয়া দিলো কি শিকলদেবীর ভিত?

বাসি মরা যুগ চলিয়া গিয়াছে, সূর্য্য অস্ত প্রায়—
নবশতাব্দী সূর্য্য জ্বলিছে ভাস্বর মহিমায়।
চলতে চরণে দলিয়া চলিবে ছিন্ন কাঁটার দল—
পিছনে ঘনায় প্রিয়ের আঁখিতে নির্ব্বাক্ আঁখিজল।

আজ সহস্র শঙ্খাধ্বনিহীন—গাহে জয়, গাহে জয়!
বিশ্বাসে ভরা কোমল পরাণ চিত্ত অসংশয়!
জাতি জাগ্রত জীবনে যে তুরু মুক্তির অভিলাষ
—পথে পথে শত উদ্ভত ফণা উদ্ধত ঝঞ্ঝার।

বিজয়লক্ষ্মী আসিছেন পথে চরণ-চিহ্ন তাঁরি —
আজ লইয়াছে বিজয়-পতাকা পুরুষের সাথে নারী—
আঁধার গুহার কক্ষে কি আজ পশিল রবির কর?
নারীর বক্ষে জাগিল যে তাই শকতির নির্ঝর!

মরণযজ্ঞে, অন্নপূর্ণা হেরির মায়ের দান—
ভোলো অবসাদ—শুধু গাহ আজ মহাজীবনে গান;
রাজপথে সবে বন্দী বীরের গাহ জয়—গাহ জয়—
নূতন যুগের সূর্য্য উদিবে সপ্ত ভুবনময়।

"বরফে কবর"

[রাণী শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণী]

জানিয়ার ভীষণ অরাজকতার সময় আমরা টমস্ক (T. msk) থেকে বলশেভিকদের বন্দী। সেই অবস্থায় আত্মীয়, স্বজন, সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে, জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে যাযাবরতা হারিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় আমাদের দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। স্বদেশ!—স্বদেশ!—চিরপ্রিয়, চিরসুন্দর সোণার দেশ আমার কত দূরে—সেখানে স্নেহের ধনি, ভালবাসার অথাই পারিধি, বন্ধুর শ্রীতর লোভেছা, আর সব ছেড়ে চির আকাঙ্ক্ষিতা আমার যাযাবরা প্রিয়া—সব হারিয়ে আজ আমি বন্দী। বলার গ্রাহে আশা নেই,—সাধ নেই,—সব তার চেয়ে সীমাহীন, দূ ধূ মরুভূমির মত শুকনো—রসশূন্য! আশা যেখানে বসতি করতে ভয় পায়, আকাঙ্ক্ষা কাছে এগেও দূরে পালিয়ে যায়। জীবনের মত কিছু-উদ্দীপনা, আনন্দ সবই হতাশার অগ্নি-শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বুকুর মাঝে সন্তাপ অবিরাম কামের কাছে এসে মুহুর্ত্তগুলি জানিয়ে দেয়—"মার কেন, ওরে মৃত্যি-প্রয়াসী, আয়, আয়, বাঁধন ছিঁড়ে জোর ক'রে চলে আয়, এই অনন্ত মুক্তির শান্তিময় কালে।" কিন্তু দেহের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলবার উপায় থাকলেও, মনের শিকল কাটবার তো উপায় নেই। ফলে হাসিমুখে বিদায় দিয়ে বলে-ছিল—"বীরের মত ফিরে এসো, জয়ী হ'য়ে এসো।"—সে আশীর্ব্বাদের অবমাননা ক'রে ভীরুর মত মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেবো—? আর,—আর অসহ্য কোমল মুখখানি বুকে রেখে প্রিয়া আমার বলেছিল—"তোমার জন্য আজীবন অপেক্ষা করবো—ওগো প্রিয়! ফেরা-বের মুহূর্ত্তে নাথ্য পরে, বারেক অন্ত চোখে তোমার প্রেমের মালা আমা গলায় পরিয়ে দিও।" সে যখন শুনলে তার বার, তার আবর্ত্ত, ভীরুর মত শত্রুর দেশে, শত্রুর কারাগারে মৃত্যুকে যেচ্ছায় বরণ করে নিতেছে,—একবার দেশের মুখ চেয়ে,—একবার তার মুখ চেয়ে প্রাতিশোধের জন্য অপেক্ষা করবারও তার সাহস হয় নি, তখন তার পর্ণে ভরা মুখখানি নিমেষে লজ্জার কালো ঘোমটায় ঢেকে যাবে না কি?—না—না—তা কখনো হবে না! জাতিশোধ! প্রিয়া আমার! দেখো শত্রু, তোমার শত্রু, আমার-শত্রু সকলের উপর প্রাতিশোধ আগে, তারপরে—

তোমার শ্যামল লতন দেখা যাওয়ার মাধবী কুঞ্জে, কতদিন তুমি আমার কথা ভাবতে ভাবতে আনমনে দিন কাটিয়ে দিয়েছ? মাতের বুক চেরা পরতীর দিকে চেয়ে চেয়ে তোমার চোখগুটির পক্ষ্ম কতদিন পড়েনি?—প্রিয়া আমার! পরাধীন বন্দীর চির-ধাধান অবাধ মন যে আমার গায়নের মত ছুটে যেতে চায়—ঐ শান্তি কুঞ্জের পুতকোলে দুটিতে পদ্ম তার কোমল পা দুটি মুকে নিতে চায়,—তাতো তোমার অজানা নেই!—

একদিন আমাদের সঙ্গী একজন পোলকে জা'নয়ে দিল—"আজ আমরা ভোর ক'রে মুক্ত হব,—খুব সাবধানে কাজ করতে হবে শেষ রাত্রে—"

মুক্তির আনন্দে সারারাত কেটে গেল। কি হুকুম, কি যাহু আছে ঐ "স্বাধীনতা" নামে—কি সম্মোহন, কি তেজের আছে দেশের ডাকে—কি উন্মাদনা আছে শত্রুর উপর প্রাতিশোধের স্পৃহায়? জানি না, তবে সেই মহামন্ত্রের বলে কবর প্রাতি মুক্তিকামীকে অদৃষ্ট পর্ণের মত সমস্ত আঘাত থেকে রক্ষা ক'রে অভাই পথে এগিয়ে দেয়। এই মহামন্ত্র কানে গেলে ভয় থাকে না,—বিপদের আশঙ্কা থাকে না, সকল আঁধার আলো ক'রে দেখে থাকে মুক্তির শতুত পূর্ণ ধরণের ঐশ্বর্য্য—আর তার সাথে থাকে উন্মাদ, অবাধ, উচ্ছলিত আনন্দ।

১৯১৯ সাল। মার্চ্চ মাসের শেষভাগে মোহার শিকল ভেঙ্গে ফেলে আমরা ৩২ জন চলেছি মস্কোনিয়ার সীমান্ত প্রদেশে। সাইবিরিয়ার উপত্যকা পেরিয়ে সেমিপ্লাটানিস্কে (Semiplatanisk) আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমাদের ইচ্ছা ছিল Tomsk Semiplatanisk এর দক্ষিণ দিকে এগিয়ে মস্কোনিয়ার সীমান্তে চ'লে যাব। কিন্তু আমরাই পাহাড় শ্রেণী যে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে সে কথা কারোই মনে ছিল না। সেইজন্য আমরা হঠাৎ এইভাবে বাধা পেয়ে Semiplatanisk এর কাছাকাছি রইলুম।

এই ভাবে দশদিন কেটে গেল। আমাদের অবস্থা ক্রমে অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়ালো। খাবার নেই, খাবার নেই, ওষুধ নেই, বন্দুক নেই। কিসের সাহায্যে, কিসের জোরে আমরা এই ক'জন মুক্তি প্রয়াসী দুর্ব্বল বন্দী, প্রবল বলশেভিকদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নিজের দেশে ফিরে যাবো? তবুও হতাশ হলুম না। দেশের ডাক,—মায়ের ডাক,—দেশের ডাক, সে এখনো করুণ সুরে কানে এসে বাজছে—নিশীতিতা লক্ষ্মভূমি আমার। অত্যাচারিতা মা, বোন, আমার—তাদের চোখের জল মাটিতে ঝরে পড়তে না পড়তেই যে অধিকারার মত ছুটে এসে আমাকে পুড়িয়ে মারছে। তাদের দীর্ঘনিশ্বাস মূর্ত্ত হয়ে আমার মানস চোখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ চায়। আর,—আর প্রেয়সী আমার! কত মর্ম্মকথা ঠোঁটের প্রান্তে লুকিয়ে আকুল দৃষ্টিতে নীরব আমারি আশাপথ চেয়ে আছে! শত ছলে কষ্ট বরণ ক'রে আমি এসেছি আজ তাদের মুখে হাসি ফোটাতে, তাদের বুকে আনন্দ ভ'রে দিতে,—আর শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে—এই যে আমার সব চেয়ে বড় সার্থকতা।

হতাশ অবশ হ'য়ে গেছি। না খেয়ে আর কত পথ চলা যায়? ক্ষুধার তাড়নায় জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে আমরা একদিন একটী নিরীহ গ্রাম আক্রমণ করলুম। গ্রামবাসীরা অতর্কিত আক্রমণে হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল, আমরা সেই অবসরে গায়ের আর ভুলি বন্দুক নিয়ে, তাদের খোড়াগুলি বের ক'রে সেখান থেকে স'রে পড়লুম। কিন্তু এইভাবে কতদিন চলা যায়? অবিশ্রান্ত ভাবে দিনের পর দিন কোথায় চলেছি, জানে শুধু-করা যাবার ফুরিয়ে গেল। কাছা-কাছি আর কোন গ্রামও নেই, ৩২ জন আমরা আলো দশ দিন অনাহারে—ক্ষুধার আলায় গাছের পাতা চিবাতে লাগলুম, মাটি খেকে খোকা ফুলে যেতে লাগলুম। তার উপর মস্কোনিয়ার দিকে যেতে যেতে বলশেভিক দলের সঙ্গে পদে পদে যুদ্ধ করতেও হচ্ছে-ছিল। এতদিনের উপবাসে ক্রমাগত পরিশ্রমে শরীর ও মন ভেঙ্গে চুরে হয়ে গেল। আর তো পারা যায় না। প্রবল শীতের প্রকোপে অনাবৃত অবস্থায় রাত্রির পর রাত্রি কেটে যাচ্ছিল, আমরা অসহায় অবস্থায় প্রকৃতির সে অত্যাচার মাথা পেতে নিলুম—শেষে আমরা ঘোড়ার মাংসে ক্ষুধা নিবারণ ক'রে চলতে লাগলুম। এই ভাবে ২ মাস কেটে গেল।

তখন মস্কোনিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। চারি-দিকে গভীর জঙ্গল,—দূরে পাহাড় শ্রেণী আকাশে ঘন মেঘ, সেদিন অসহ্য কনকনে ঠাণ্ডা, মনে হচ্ছিল আমাদের গায়ের রক্তগুলো পর্য্যন্ত বুঝি জমে যায়। হতাশ হ'য়ে একটী মাত্র ঘোড়াকে অবলম্বন ক'রে আমরা একটী ছোট পাহাড়ের আড়ালে শীত রাক্ষসীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য লুকিয়ে রইলুম। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে বরফের কণিকাগুলি আমাদের গায়ে সূচির ফুটাচ্ছিল। তখন বেলা ৫টা।

ছোট পাহাড়টীর ওপাশে একটী তাতার সৈনিক বসেছিল। সে হঠাৎ বলে উঠলো "কিসের শব্দ? আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে চমকে উঠে বললুম কিসের?" সে বললে "মানুষের আর ঘোড়ার।" আমরা বহুক্ষণ কান পেতে কিছুই শুনতে পেলুম না, কিন্তু তবু তার কথা আমরা বিশ্বাস ক'রে নিলুম কারণ কথনো সে আমাদের ভুল খবর দিয়ে অনাবশ্যক শত্রু আগায় নি।

আমাদের দলে তিনজন মেজর, পাঁচজন কাপ্তেন, আর তিনজন লেফটেন্যান্ট ছিলেন, তাছাড়া সার্জেন্ট ইত্যাদি অনেক ছিলেন, আমি ছিলুম দ্বিতীয় লেফটেনেন্ট। আমি আমাদের কাপ্তেন Col. Doberiobeimbov কে গিয়ে বললুম "বড়ই বিপদ বলে মনে হচ্ছে। এই সময়ে আমাদের একটা নিরাপদ স্থানে গিয়ে আত্মরক্ষা করা উচিত, কারণ মস্কোনিয়া অত্যন্তই বড় বিপদ সঙ্কুল।" কাপ্তেন বল্লেন "নিশ্চয়ই কোন খানে গিয়ে আত্মরক্ষা করা যাক।" আমরা খানিক দূরে গিয়ে একটী বেশ বেড়ার মত উঁচু পাহাড়ের ঢিপির পাশে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। তাতার সৈনিকটী বল্লে তাদের ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্রমই এগিয়ে আসছে। খানিক পরে আমরা সত্যিই দেখলুম দূরে কত গুলি ছায়া—তার পরেই কোয়াশার অন্ধকারে আর কিছু দেখা গেল না।

আমরা যেদিকে আশ্রয় নিয়েছিলুম সেদিকে ঢালু খুব বেশী ছিল না। আরো আমাদের মনে হল সেটী বলশেভিকদের একটী যাতায়াতের রাস্তা। তখনো কালো মেঘে সারা আকাশ ঢাকা ছিল—আর হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের গায়ে বরফ কুঁচি ছুঁড়ে মেরে নিষ্ঠুর রসিকতা করছিল। একটু পরে দেখা গেল বাতাসের জোর থেমে গেছে আর আমাদের অদূরে একজন লোক ছাউনি ফেলে বিশ্রাম করছে। তারা দলে ভারি ছিল। ৪০ থেকে ৫০ এর কম হবে না, সঙ্গে অনেক ঘোড়াও ছিল. কয়েকজন পাহারা দিচ্ছিল আর বাকি সকলে আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিল। তখন তারা মদ খেয়ে খুব গোলমাল করছিল, কেউ বা গান গাচ্ছিল আর কেউবা অশ্লীল ভাষায় ঠাট্টা ইয়ারকিতে মত্ত্বগুল হয়েছিল। চাঁদেরবাবীর মত তাদের মুখের গঠন, কোন জাতের লোক তারা দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না। তাদের দলপতিকে দেখে কি জানি কেন আমার মন ঘৃণায় ভ'রে গেল. সে দেখতে যেমনি কুৎসিত, তেমনি নিষ্ঠুর। ওর মুখ সখা তার দেহের ভঙ্গতা। চোখ দুটী ছোট ছোট—নিষ্ঠুরতা আর বলতায় পূর্ণ। গালের হাড় বেলায় উঁচু হ'য়ে বেরিয়ে এসেছে। চোয়াল দুখানা মত চওড়া আর মুখের হাঁও বিরাট। লোকটাকে দেখেই আমার মনে হ'ল ও দেশের শত্রু, সকলের শত্রু, আমার শত্রু। ঠিক সেকেছ বাঘের মত খুন তার যেন সর্ব্বদা মানুষের মাংস খাবার জন্য আনাচিত। আমাদের দলের একজন বল্লে "তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক আছে মনে হচ্ছে।" তবে কি নরপিশাচেরা স্ত্রীলোক লুঠ ক'রে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে?—না তারা এদেরই পরিবারবর্গ। আমরা বুকের উপর ভর দিয়ে শুয়ে লুকিয়ে ছিলুম, তা-ই আমা-দের খুব কাছে থাকলেও আমাদের দেখতে পায় নি, নিজেদের আমোদে নিজেরাই মাতোয়ারা হ'য়েছিল এবং কোন বিপদের আশঙ্কাও তারা করতে পারে নি।

রাত হ'য়ে এলো, আবার আরম্ভ হ'ল বরফের বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জোর বাতাস। আমরা চুপ করেই আছি। হঠাৎ এ-টা পরিচিত নারী কণ্ঠের আওয়াজে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো, আমি চমকে উঠলুম। এ কি মায়া?—না স্বপ্ন?—চির মধুর,—

চিরপ্রিয়,—কাল্ল ও কুণ্ঠকে।... স্বপ্ন, নাকি এমনি ক'রে বাস্তবের সঙ্গে মিশে গিয়ে এতখানি প্রাণ আকুল করতে পারে কি?... ধীরে ধীরে আমি উঠে, ওঁড়ি মেরে, একটু এগিয়ে গেলুম। উঃ! ওঃ কৃষ্ণ! ভগবান! তুমি আছ কি? ঐদের এরোপ্লেণে আগুন জেলে দলপতিকে নিয়ে চারিদিকে ঘিরে বসেছে কয়েকজন আর দুইজন দুই দিকে ব'সে টেনে টেনে আনছে কাকে? ও যে আমারি—আমারি—প্রিয়তমা, অসহ্য! আমি তাড়া-তাড়ি ফিরে এসে কাল্লেকে ডেকে বললুম "কাল্লেন! ওরা আমাদের চুরি করে এনেছে—আর আমাদেরই দেশের লোক! ওদের আক্রমণ করা যেতে।" আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলুম। কাপ্তেন আমাকে বুঝিয়ে বললেন —"তাড়াতাড়ি একটা কিছু করা ঠিক হবে না। আমি দেখছি চ।"

একটু পরেই কাপ্তেন হুকুম দিলেন "গুলি চালাও।" একসঙ্গে ৩৪টী বন্দুক আওয়াজ ক'রে উঠলো—তার ফলে ৩ জন লোক ও ২টি ঘোড়া প'ড়ে গেল দেখলুম। তার এ অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ ভাগে একটু দূরে গেল. বিপক্ষ বার আমরা গুলি করলুম তাতে তিনজন লোক ও একটী ঘোড়া পড়লো। এইটুকুতে ভীত হ'য়ে তারা ভয় পেয়ে পা বাড়াবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন তারা বুঝলো গোলাগোলা সমুখ যুদ্ধের চেয়ে আরো বেশী বিপজ্জনক তখন তারা আবার ফিরে দাঁড়ালো।

কাপ্তেন বললেন "আর এখন বেশী গুলি ক'রে কাজ নেই। কারুর আমাদের ভালি বারুদ বেশী নেই! ওদের আছে—দেখা যাক ওরা কি করে—"

হায় মূর্খই! এমনি ক'রে প্রিয়া আমার তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তাকি স্বপ্নেও ভেবেছিলুম? দয়া করলে তুমি চলিনী। উঃ এর চেয়ে আমি কারাগারে বন্দী অবস্থায় মরে গেলুম না কেন? আমার দেহটা সীসে হচ্ছিল না। কি ভয়ানক কাপ্তেনের আদেশ অপেক্ষা করতে হবে. কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এ মুহূর্তে ছুটে গিয়ে আমার প্রিয়তমাকে দস্যুদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনি. অসহ্য যন্ত্রণায় সন্ধ্যে কেটে গেল। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এসে আমার হতাশ বুকে বিষাদের কালো ছায়া ছড়িয়ে দিল।

রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তারা একবার পালাবার চেষ্টা করতে আমরা আর একবার তাল করলুম তাতে তারা ভয় পেয়ে আবার থেমে গেল।

উদ্বেগ আশঙ্কার ভিতর দিয়ে রাত্রি কেটে গেল। তারা আক্রমণ করলোনা বা পালাবারও চেষ্টা করলো না আর আমরাও সাহস ক'রে আক্রমণ করতে পারলুম না কারণ আমাদের গুলি বারুদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল তারা পালা ক'রে ক'রে ঘুমোচ্ছিল, কেউ কেউ পাহারা দিচ্ছিল আর আমরা সারারাত জেগে কাটিয়ে দিলুম, কারণ পলাতক বন্দীদের ঘুমের সঙ্গে বহুদিন ধ'রে থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিল, তাছাড়া আমার চোখে কি করে ঘুম আর আসবে? যার প্রাণ, মন, জীবন শত্রুর করতলগত, যখন যার উৎপীড়িতা, মা, বোন, যার নিগৃহীতা? যদি শক্তি পাই, যদি আগুনের মতন দহন করতে পারি,—বজ্রের মত প্রবল হয়ে উঠতে পারি, তবে—তবে এই স্বর্গ লোলুপ পিশাচদের একেবারে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারি নাকি? অসহায় আমি—প্রাণের সমস্ত শক্তি বুকে চেপে নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জে মরা ছাড়া আর কোন শক্তি তো আমার নেই ৫ ঘণ্টারও দেরী! তোমার ভাল-বিচারের মত কি দেশের শত্রুর উপর নেমে আসবে না?

রাত কেটে গেল দুশ্চিন্তায়। প্রিয়তমা আমার জানতেও পারে নি নিষ্ঠুর তার কত কাছে তার মুক্তির কামনায় কি মর্ম্মন্তুদ দুর্ভাবনায় মুহূর্ত্তগুলি সকলে আমরা একেবারে ঘুমিয়ে আছি বলে মনে হয়। নিঃশব্দে আমাদের বন্দুকও একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছিল—অনিদ্রায় আমরা তখন অবশ্য হয়ে পড়েছি। সন্ধ্যেরা কিছু খেয়ে গায়ানায় করছিল—আর আমরা ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আহত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। তবু তারা হয়তো আমার শিরোস্ত্রাণ বুঝে একটু খাবার তুলে দিচ্ছে—সেই যা আমার একটু সান্ত্বনা।

সকালে আমরা অবশ হাতে বন্দুক তুলে নিলুম—আমার বৃদ্ধ আরও হল, আমাদের গুলিতে তাদের ৫ জন আরো মারা গেল। শেষে তারা বয়ফল বেড়া ফুঁড়ে আত্মরক্ষা করে আমাদের উপর অবিরাম আক্রমণ করলো। আমরা তাদের কোন উত্তর দিলুম না। শেষে তাদের দলপতি আমাদের কুৎসিত ভাষায় গালি বর্ষণ আরম্ভ করলো—"এই জানোয়ারের দল! তোমাদের প্রাণে মারবে না কিন্তু টুকরো টুকরো করে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।" আমরা চুপ করেই রইলুম।

আবার রাত ঘনিয়ে এলো অসহ্য! অসহ্য যন্ত্রণা গায়ানের যুদ্ধের পরিশ্রম ও অনাহারে আর শরীর চলে না। আমরা প্রায় মৃতের মত মাটির উপর লুটিয়ে পড়লুম। অবশেষে একটা ঘোড়াকে মারা হল—তারপরে আমরা সেই ঘোড়ার মাংস কেটে কেটে খেতে থাকলুম—শুকিয়ে বা সিদ্ধ করে খাবার অবসর ছিল না—আমরা কাঁচা মাংস গিলে গিলে খেলুম। একটু পরে মনে হ'ল যেন শরীর কিছু বল সঞ্চার হয়েছে। আর ক'জন এর রকম উপবাস ভোগ করবে? এইটুকু শক্তির সহায়তা নিয়ে শত্রুদলনে অগ্রসর হওয়া শক্ত। আমি কাপ্তেনকে ডেকে বললুম "আর কতদিন বসে থাকবো? এ-বার সাহস করে তাদের আক্রমণ করি—"

কাপ্তেন বললেন "কি ক'রে?"

আমি বললুম—"আমরা পাহাড়ের নীচে নেমে গিয়ে নিজ উপরে উঠে শিখর থেকে আক্রমণ করি"

কাপ্তেন বল্লেন। কিন্তু একজন বড় বিপজ্জনক—

আমি বল্লুম। বিপদ সব সময়ই তো আছে—কিন্তু আমরা এখন মোরিয়া হয়ে উঠছি আর একদিন পরেই আমাদের কুকুরের মত গুলি ক'রে মারবে তারা—কারণ মাটীতে পড়ে গেছেন তিনি বোধ হয় আমরা দুর একজন ছিপদের হাতে পড়ে থাকতে পারেন নি—। কিন্তু এ ভাবে তিনি প্রাণ ধারণ করবেন—তাতো অসম্ভব। একসঙ্গে জীবনের ছয়টী আশা ছ'য়ের ফোলবুন। আমার অন্তর জোর ক'রে টেনে গেল. আর একটা বলে আমি বলছিলুম ছ'য়ে ১২লুম। নিরুপায়ের মত আমি তাকে খুঁজতে লাগলুম, অন্ধকারে ভাল করে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। খানিক দূরেই একটা ছোট ছাউনী দেখে আমি তার ভিতে প্রবেশ করলুম—গিয়ে যা দেখলুম তাতে আমার জ্ঞান লুপ্ত লোপ পেয়ে গেল। দেখলুম, সেই কুৎসিত দস্যুর আমার প্রিয়তমাকে দুই হাতে আলিঙ্গন বদ্ধ করেছে—আর সে অবাক বিস্ময়ে দয়ার করবার হ'য়ে ছট্‌ফট্ করছে আমি তৎক্ষণাৎ ছোরা তুলে পিশাচকে আক্রমণ করলুম। তখন প্রিয়তমার আমার আমাকে দেখে চোখ ভরা আনন্দ উঠলো মুখ দিয়ে তার কোন ভাষা কোন শব্দই বেরিয়ে এলো না সে অধীর আগ্রহে মুক্ত হয়ে মাটিতে ঢলে পড়লো। পিশাচটা আমার অতর্কিত বর্শা ক'রে ছোরা তুলে এড়িয়ে গেল তার নিষ্ফল বেগের ঝোঁকে—নিমেষে আমার হাত পা কেঁপে উঠলো—সমস্ত রক্ত যেন হিম হ'য়ে গেল—আমি সে পিশাচকে ধরতে পারলুম না,—চ'খের পলকে সে তার উপর ছোরাটা আমারই সামনে আমার প্রথম বুকের উপর বসিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো। আমার তখন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। তাকে প্রাণপণে আক্রমণ করলুম। "আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"তবে মূর্খ নরপশু তোর নাম কি?" সে বললে—"তোর মুণ্ডু কাটা আমার নাম গায়ানা চি।" দুইজনে যুদ্ধ করতে লাগলো। আমার অঙ্গ সঞ্চালন প্রত্যেকে দৃঢ় করছিল হাতে হাতে, তখনো তেমনি আমার দক্ষ

গীতি ও পটি

ছায়াচিত্রে "দালিয়া"

—:০:—

শ্রীরবীন্দ্রনাথের সমগ্র "দালিয়া" গল্পের ছবি ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড তোলেন নি। ফিল্মের মধ্যে তাঁরা টিরি ও দালিয়ার মধুর প্রেমের কাহিনীটুকুই শুধু গ্রহণ করেছেন। এতে ছবিখানি অনেক খাঁচাড়ত্বের থেকে মুক্তি পেলেও, একটি জিনিষের মস্ত অভাব তার মধ্যে রয়ে গেছে। তা হচ্ছে—ফিল্মের গল্পের অনগ্রসরতা সাধনের উপযোগী action। এই action বলতে শুধু মারামারি-কাটাকাটিই বোঝায় না। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, মানুষের অন্তরের বেদনা ও বিয়োগের নিযুঢ় প্রকাশ—এই নিয়েই হয় নাটকীয় actionএর সূচনা। ম্যাডানের "দালিয়া" ফিল্মে এই নাটকীয় actionএর অভাব আছে। এর জন্য মূল গল্প হয় তো অনেক পরিমাণে দায়ী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস—"দালিয়া" গল্পের মধ্যে নাটকীয়তার যতটুকু উপাদান আছে, চিত্রনাট্য রচনার সময় তার যথোচিত সুযোগ গ্রহণ করা হয়নি। তার ফলে ভালো ফটোগ্রাফি ও সুঅভিনয় সত্ত্বেও দর্শকদের মনের ওপর "দালিয়া" ছায়াচিত্র বিশেষ কোনরকম রেখাপাত করতে পারে নি।

কেবল মাত্র চিত্র হিসাবে কিন্তু আমরা ম্যাডানের এই নূতন ফিল্মখানি যথেষ্ট উপভোগ করেছি। যেমন সুন্দর হয়েছে "দালিয়া"র location নির্ব্বাচন, তেমনি মনোজ্ঞ তার ফটোগ্রাফি। এঁরং যে অল্প ক'জন শিল্পী এতে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁদের সমস্ত স্বাভাবিক অভিব্যক্তি "দালিয়া"কে ছবির মতই চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। বলা বাহুল্য "দালিয়া"র পারিপার্শ্বিকে রূপ দিতে ম্যাডান কোম্পানী আকাশকে যান নি। এ অবস্থায় সতেরো সত্তর অনবহুল লোকালয় বর্জ্জন করে নদীর ধারে, আলো ছায়া-ঘেরা বনের পথে এবং নির্জ্জন কুটীর প্রাঙ্গণে location নির্ব্বাচন করে "দালিয়া"র প্রযোজক যে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তার সাধুবাদ করছি। "দালিয়া"র অধিকাংশ দৃশ্যের পারিপার্শ্বিকই আমাদের চোখকে আরাম ও মনকে আনন্দ দিচ্ছে।

"দালিয়া" ফিল্মের মূল চরিত্র মাত্র পাঁচটি। এই সব ভূমিকায় যাঁরা অবতরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলের অভিনয়ই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তিরির ভূমিকায় যে নেমেছে (শ্রীমতী রমণী দেবী) নেমেছেন তাঁর দৈহিক শ্রী ও নাটনৈপুণ্য দুই-ই আছে। অথচ এর আগে কোন বড় ভূমিকায় তাঁকে দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারছি না। বাঙলার ছায়াজগতে এই নবাগতা মেয়েটি হাসির অবাধ ছন্দে, চোখের চকল নীলায় ও গতির সাবলীল ভঙ্গীতে ছায়াপটের তিরিকে অপরূপভাবে প্রাণময়ী করে তুলেছেন। শ্রীমতী রমণীর মুখের, বিশেষ করে তাঁর হাসির সঙ্গে ওদেশের ক্লারা বো'র মুখের ও হাসির অনেক খানি সাদৃশ্য আছে। আমরা এই নবীনা অভিনেত্রীকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মধু বীরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় যে অভিনয় করেছেন তাও উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। ছেলের মত ছায়াপটেও typo partএর অভিব্যক্তিতে তাঁর নৈপুণ্য দেখে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক রায় নাম-ভূমিকায় অবতরণ করেছেন: "রাধারাণী"র ছায়াচিত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়ের দুর্বলতা তাঁর এই দালিয়া আমাদের সব দিক দিয়েই ভাল দেখেছে। তাঁর বলিষ্ঠ চেহারা ও সুন্দর মুখ সহজেই সকলকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিষ্টার মাজুমদারের রহস্যময় খাঁ'ও নিন্দনীয় হয় নি। শুধু মিস রুবি মেয়ার তাঁর গৃহীত ভূমিকার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। Film faceএর বিরুদ্ধে তিনি পরে নিজের আশা করতে পারেন না।

"দালিয়া"র চিত্রনির্ম্মাণে ক্যামেরার ভার ছিল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাসের হাতে। আমাদের মতে "দালিয়া"তে তাঁর হাতের কাজ যতখানি খুলেছে ইতোপূর্ব্বে আর কোন ফিল্মে তিনি ততখানি আর্টিষ্টিক নৈপুণ্য প্রকাশ করতে পারেন নি। আমরা যতীন্দ্রবাবুর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

উদয়শঙ্কর

—:০:—

পাঠক ছিপছিপে চেহারা,—কিন্তু হাড়গুলি উঁচু বাঁধার মত নয়, সবল ও পেশী বহুল! নর্ত্তক-উদয়শঙ্করের প্রতি পদক্ষেপে ভারতের কত বিস্মৃত যুগের কত মনোহর ছবি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল—যাদের স্মৃতি আজও ইলোরা-অজন্তার গুহা-গাত্রে অমলিন হয়ে আছে। ষষ্ঠীর সৌন্দর্য্যের কত রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছিল এই অমরকান্তি যুবকের ষষ্ঠীর নৃত্য। স্বর্গের সুষমা সেদিন ইন্দ্রিয়ের ভোগ করে এসেছিলুম আমরা। তার রস এখনো আমাদের চোখ থেকে মুছে যায়নি।

উদয়শঙ্কর নাচেন নৃত্যশাস্ত্রের কোন ধাঁধা-ধরা বিধিকে illustrate করবার জন্যে নয়,—তিনি নাচেন স্বকীয় সৃষ্টির আনন্দে, প্রাণের উচ্ছ্বসিত আবেগে। সেই কারণে যুরোপ-সমাদৃত ডটিনীর মত তাঁর উদ্দেশ্য প্রতি মুহূর্ত্তে সকলকার অন্তরেই সাড়া জাগায়।

আমরা শুনে সুখী হলুম যে শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষের উদ্যোগে আগামী এই আগষ্ট মাসনাগাদ সন্ধ্যায় নিউ এম্পায়ারের ইজ্জতীতুল্য রঙ্গমঞ্চে উদয়শঙ্করের আর একটি নৃত্য-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। শিল্পরসিক যাঁরা তাঁরা উদয়শঙ্করের নৃত্যকলার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় স্থাপন করবার এই সুযোগের অবহেলা করবেন না আশা করি।



উদয়শঙ্কর

ওরিয়েন্ট্যাল ফিল্মস্ লিমিটেড

সম্প্রতি ওরিয়েন্ট্যাল ফিল্মস্ লিমিটেড নামে একটি নূতন ফটো প্লেয়িং কলকাতায় সংগঠিত হয়েছে। এই অফিসিনটির পরিচালকবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের শিল্পী ও সাহিত্যিকের নাম দেখে আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছি। নূতন কোম্পানীর শিল্প-নির্দ্দেশকের পদে বৃত হয়েছেন শ্রীযুক্ত বিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা—দশটাকা মূল্যের পঞ্চাশ হাজার অংশ তাঁকে ভাগ করা হয়েছে। বহুবে দশখানি করে ফিল্ম নির্ম্মাণ করা এঁদের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক ফিল্মের সংবাদপত্রে করে কপি এঁরা কলকেন একই ছবি নানাস্থানে প্রদর্শন করবার জন্যে। আমরা এই নূতন প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সুফল কামনা করছি।

বাঙালী শিল্পীর সম্মান

শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু চিত্রনাট্যকার ও ফিল্ম-অভিনেতা হিসাবে অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। এইবার তাঁকে দেখা যাবে ফিল্ম-ডিরেক্টর রূপে। লণ্ডনের সম্প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড পিকচার্স করপোরেশন (ইঙ্গিয়া) লিমিটেড তাঁদের প্রথম চিত্র 'Shadows of the Dead'এর প্রযোজনা করবার ভার দেবকী বাবুকে ছিরেক্টরের পদে বৃত করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির পিছনে নাকি অঢেলধার সমান রূপ ও অজস্র বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিশেষ সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা আছে। আমরা বাঙালী শিল্পীর এই সম্মানে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছি।

বাঙলার মধু

আরো একজন বাঙালী শিল্পী বাঙলার বাইরে সম্প্রতি এমনিধারা সম্মান পেয়েছেন। তিনি শ্রীযুক্ত মধু বসু। বাঙলা "আলিবাবা"র গানগুলিকে বিলাতী গৎ-এ বেঁধে এবং ছায়াচিত্রে রবীন্দ্রনাথের "গিরিবালা"র প্রযোজনা করে মিষ্টার মধু বোস শিল্পরসিক মহলের কাছেই পরিচিত ও প্রিয় হয়েছেন সম্প্রতি তিনি যোগ দিয়েছেন গ্রামার ফিল্ম কোম্পানিতে। এই কোম্পানী শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের "নল ভাঙ্গাত" নামক যে চিত্রনাট্যের ছবি তুলেছেন তার

মেঘদূত

[নিজলী]

বেতার-কোম্পানীর মুখপত্র "বেতার জগতে"র ২৩শ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ১লা আগষ্ট থেকে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ইঙ্গবঙ্গের ভারতীয় অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া আছে। আগামী এই আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রি ৮টার সময় বেতার কর্তৃপক্ষ "বিজেন্দ্রলাল রজনী"র ব্যবস্থা করেছেন। বেতার কোম্পানীর ভারতীয় আসরের ঐক্যতানবৃন্দকে এজন্য আমরা আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এর আগে আমরা বেতারের আসরে আরও কয়েকজন খ্যাতনামা পরলোকগত সাহিত্য-সেবীর স্মৃতি-রজনীর অধিবেশন হতে দেখেছি। এবারও "বিজেন্দ্রলাল-রজনী"র আশায় উদ্গ্রীব হয়ে রইলাম। অনুষ্ঠানসূচনের ঐকান্তিকতাই তাঁদের সাফল্য বহন করে আনবে।

"বিজেন্দ্রলাল রজনী"তে নিম্নলিখিত আর্টিষ্টরা যোগদান করবেন।

শ্রীহরিদাস গোস্বামী	বাংলা গান
কালি নজরুল ইস্লাম	"
কুমারী গৌরী জরুরী...	"
শ্রীরাধাদাস মজুমদার	এস্রাজ
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়	আবৃত্তি
শ্রীকানাই পাল গোস্বামী	বাংলা গান
কুমারী সুষমা দেবী	"
শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	আবৃত্তি
শ্রীঅমলীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	বেহালা

পেয়েছেন বাঙলার এই মধু। আমরা মিষ্টার বোসকে আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

সবাক চিত্রে বাঙলা গান

ব্রিটিশ মূভিটোন কোম্পানী স্থির করেছেন যে তাঁরা এবার থেকে ভারতীয় দর্শকদের আগ্রহোদ্দীপক খবরাখবরের News Reel তুলে প্রতি সপ্তাহে Air Mailএ এখানে এদের নব স্কন্ধে পাঠাবেন। এই সব চিত্রের বৈশিষ্ট্য হবে সাধারণতঃ আটপৌরে ছিটে। ইতিমধ্যেই ম্যাডান কোম্পানী এদেশে করেছেন যে আগামী কাল থেকে স্থানীয় সিকোলা গানেদের "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে" চলবে রঙ্গিনী'—এই সুবিখ্যাত বাঙলা গানখানি সবাকচিত্রে তোলা যাবে। আমরা আশা করি এই প্রথম বাঙলা 'টকি'র প্রচলন হবে।

ধ্বনিকার অন্তরালে

ইন্দ্র ও মিনার্ভায় ধ্বনিকার অন্তরালে ঘুঘুনি নূতন নাটক খোলবার খুব উদ্যোগ-আয়োজন চলছে। অপরেশচন্দ্রের "শত্রুমুখা" হবেন পুরাণ অনেক আগেই আত্মপ্রকাশ করবে। মিনার্ভা আসরে রঙ্গাত্র দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নীতার অভিনয়ী বিষয়ক একখানি একাঙ্ক নাটিকা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক এই নাটিকার রচয়িতা। মনোমোহনের "বৈধিক পতাকা"র বয়স পেশ রবিবার একমাস পূর্ণ হয়েছে। এই একমাসে "বৈধিক পতাকা" সর্ব্বেরো রাত্রি সংগীরবে অভিনীত হয়েছে। এই স্বল্পায়ুর মনোমোহন চাঙ্গাদন একাদিক্রমে "বৈধিক পতাকা"র অভিনয় আয়োজন করেছেন। বাঙলা দেশে এর পূর্ব্বে আর কোন নাটক একাদিক্রমে এতগুলি অভিনীত হয় নি। এর মত জনসাধারণের আগ্রহ উদ্দীপন করতেও বোধ করি খুব কম নাটকই পেরেছে।

—চন্দ্রশেখর।

কুমারী মানদা চট্টোপাধ্যায় — বাংলা গান
কুমারী মীরা সাহিড়ী — "
শ্রীনির্ম্মলেন্দু সাহিড়ী — আবৃত্তি
মিঃ আর, সি, বড়াল — পিয়ানো
শ্রীনলিনীকান্ত সরকার — হাস্যির গান
শ্রীযুপেন্দ্র মজুমদার — ক্লারিওনেট

* * *

আগামী সপ্তাহের আর-ও একটি বিশেষ আকর্ষণ-রূপে ৭ই আগষ্ট রবিবার সকাল-বেলায় শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্যের অবিনাকণ্ঠে যন্ত্র-সঙ্গীত। তিনি বার পূর্ব্বে একদিন স্বরোর বাড়িয়ে বেতারের ভারতীয়-আসর সমৃদ্ধ করেছিলেন এবারে তবু একাকী নন, তিনি সদলে যোগদান করবেন। তিমির বাবুর গঠিত ঐক্যতান যন্ত্র-সঙ্গীত আমরা শুনেছি। তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বেহালা, এসরাজ, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে সুশিক্ষিত ক'রে এই দল গঠন করেছেন। তাঁর ওস্তাদ আলাউদ্দিনের ভারত-প্রসিদ্ধ মাইহার ব্যাণ্ডের কতকটা আভাস এই ঐক্যতান-যন্ত্র-সঙ্গীতে পাওয়া যায়।

* * *

২২শে আগষ্ট বুধবারের হিন্দী-সঙ্গীত অনুষ্ঠানে আমরা বেতার-বৈঠকের নূতন আর্টিষ্ট শ্রীমতি কাঁর গানে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। নামে নাহেরনের সঙ্গীতের জন্য অতটা সময় দেওয়া উচিত হয় নি। একে তো এ ধরণের গানের সমঝদার শ্রোতারই অভাব,—দু'একজন যাঁরা আছেন, তাঁদেরও এমনি ক'রে বিরক্ত করলে শেষ পর্য্যন্ত আপনার বলতে যে কেউ থাকবে না। শ্রীমতী উষারাণী এ রজনীতে মেয়াদ-ঠুংরীর রস-সঙ্গীতের সঙ্গীতের সুন্দর রূপ-বিকাশ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের স্বরোদে ছন্দের বৈচিত্র্য কতকটা পাওয়া গেল,—কিন্তু সুরের ঘরে ভুল। বৃহস্পতিবারে শ্রীমতী বীণাপাণির বাংলা গানটি বেশ মিষ্ট ভনিয়েছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে অস্পষ্টতার জন্য সমস্ত কথা বুঝতে পারা যায় নি। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহান মহাশয় "আমার প্রাণে যে সুর বাজে" ব'লে যা গাইলেন, তাতে বোধ হয় তাঁর অন্তরাণী ব্যক্তিরা খুসীই হয়েছেন। শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মল্লিক "যখন ভাঙলো মিলন-মেলা" গানটিতে তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখেছেন। শুক্রবারের বেতার নাটুকে দল শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "বন্ধক" নাটকখানি অভিনয় করেছিলেন প্রায় সকল ভূমিকাই সুন্দরভাবে অভিনীত হয়েছিল। রজবাবুর গীত গানগুলি "বন্ধক" নাটকের বিশেষ সম্পদ। শনিবারে শ্রীমতী ইন্দুবালা "আশা কুহকে থেকে" গানটিতে আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত হৈমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য "তরুণ জিহ্বায়" ও "এত যে পানিতে ভাল" দু'খানি গানেই যথেষ্ট মধুর্য্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার নিধু বাবুর টপ্পার বিশেষজ্ঞ। এবারে তিনি "প্রেম যদি হাসের মেলাকে" গানটিতে তাঁর পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। রবিবারের প্রাতঃ কালের আসরটি আজু খাঁ, ক্ষেমেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী ও উমারাণীর গানে বেশ জমাট হয়েছিল। শ্রীযুক্ত মুকুন্দ মজুমদার ব্রডকাস্টিংএ এ আসরের সমাদর-সূত্রে পরিসমাপ্তি সম্পাদন করেছিলেন। রবিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ "এসো মা মেয়েদের হোমের আঙ্গনে" গাইলেন। শ্রীযুক্ত নিশিরকুমার ঘোষ রবীন্দ্রনাথের "যদি হঁস যাবার আগে" ও কবি সত্যেন্দ্র সুনামের "মুসাফির মোহনের আঁখিজল," গান দুটি গেয়েছিলেন। "যদি হঁস যাবার আগে" গানটি তিনি শেষ গেয়েছিলেন। "মুসাফির মোহনের আঁখিজল" গানটিতে তিনি যেটুকু নিজস্ব সুর কুড়োছিলেন, তাতে নজরুল ইস্লামকেই বোধ হয় "ঐঁাকলা" মুড়তে হয়েছে। কুমারী গৌরী মল্লিক ও কুমারী আশোকতরা সান্যাল দুখানি বাঙলা গান গেয়েছিলেন। সমস্বরে

পুথি-পত্র

শ্রীমতী—শ্রীরজনীশ গুপ্ত প্রণীত। বাগ্‌দী এণ্ড সন্স, ২০৩৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

গল্প পুস্তক আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রজনীশ গুপ্ত একজন শক্তিমান ও সুপ্রতিষ্ঠ গল্পলেখক। তাঁর ঝোরালে ও ধারাল ভাষা, সুন্দর প্রকাশভঙ্গী, নর-নারীর মনো-বিশ্লেষণ—এ সমস্তই বাঙলার পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাধারণতঃ তাঁর গল্প-লেখার বিশেষত্ব এই যে, তাঁর গল্পের মধ্যে ঘটনার জটিলতা ও পাত্র-পাত্রী-বাহুল্য নেই। সাধারণ জীবনের প্রাত্যহিক নানা ঘটনার সংঘাতে সংসারের সরলারার মনে যে ভাববিপর্য্যয় ঘটে সেই সূত্র অবলম্বন করে তাঁর গল্পগুলি নানা-ভাব-প্রবাহের মধ্য দিয়ে একটা পরিণতির মধ্যে পৌঁছায়। তাঁর গল্পের গতির এই সাবলীল ভাবভঙ্গ পাঠকের মনকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। বর্ত্তমান পুস্তকের গল্পগুলিতেও তাঁর এই বৈশিষ্ট্য বজায় আছে।

বইখানি মোট সাতটি গল্পের সমষ্টি—আহুতি, শত্রু, নিস্তব্ধ ও পরের, মেয়ার কথা, কার্য্যকারণ, অনুশাসন, অবাক্ জোৎস্না।

বইখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই মনোজ্ঞ।

সুধা—শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তি স্থান—কমলা বুক ডিপো লিমিটেড, ১২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

"সুধা" নীতি-কবিতার বই। রজনী সেনের "অমৃত"ও নীতি কবিতার বই। এই দুটী বইয়ে তফাৎ এই যে প্রথমটিতে কবিতা নেই, দ্বিতীয়টিতে কবিতা আছে।

বাঙলা মাসিক পত্রিকাগুলি আজকাল কবিতা-প্লাবিত। সেই সব কবিতাতে ভাবের দৈন্য থাকলেও ছন্দ ও মিলের দিক থেকে সেগুলি একরকম নিখুঁত হয়। কিন্তু 'সুধার' কবিতাগুলিতে ভাবের দৈন্য তো আছেই, কবিতার প্রধান ও প্রধান কথা—যতি, ছন্দ ও মিল সম্বন্ধেও লেখক একেবারেই সচেতন নন্। ভূমিকায় লেখক নিবেদন—"এই নীতি-কবিতাগুলি আমার পাঠ্যাবস্থায় রচিত"। এই কৈফিয়তে কবিতার বোধগুন হয় না।

প্রাণের টানে—শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যালঙ্কার এম, এ, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ টাকা।

উপন্যাস। লেখক সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক।

বইখানি পড়ে মনে হ'ল লেখকের বাস্তবার চেয়ে সংস্কৃত ভাষার দিকে ঝোঁক বেশি।

লেখকের যে সব বক্তব্য সেটা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে না বলে বোধ হয় প্রবন্ধের দ্বারা ব্যক্ত করলেই ভাল হত। উপন্যাস শুধু কতকগুলি ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর কথাবার্ত্তার সমাবেশ নয়।

পুস্তকখানিতে ছাপার ভুল ও বর্ণেই।

এক্ষেত্রে লেখক নূতন ব্রতী তবে তিনি সুপণ্ডিত। সেই জন্য আশা করি ভবিষ্যতে তিনি উপন্যাস-রচনায় তাঁর শক্তি ও শিল্পকুশলতার পরিচয় দেবেন।

সংস্কৃত নাট্য সমাজ সংস্কৃত ভাষায় "প্রহ্লাদ চরিত্র" নাটকের অভিনয় করলেন। প্রহ্লাদের ভূমিকা এঁরা করেছিলেন শ্রীমতী নীলিমা রায়। তাঁর অভিনয় বেশ ভাল হ'য়েছিল। সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে দুই দীর্ঘ উচ্চারণের হিসেব রাখা দুরূহ ব্যাপার। কাজেই যাঁদের সংস্কৃত পড়া বা বলা নিত্যকার অভ্যাস নয়, তাঁদের আবৃত্তিতে উচ্চা দোষ ত্রুটি থেকেই যায়। সোমবারের রজনীতে "কৃষ্ণ-সখা" অভিনয় চমননই গোছের হ'য়েছিল।

দিনের পর দিন

কলিকাতা

২৫।৭।৩০—বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ ও ডুবাজার আইন অমান্য পরিষদ খানাতল্লাস হইয়াছে।

২৬।৭।৩০—আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হাসপাতালে সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শয্যাগত আছেন। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী জেলেও প্রত্যহ বহু রাজনৈতিক বন্দীকে 'সি' শ্রেণীভুক্ত করিয়া আনা হইতেছে, তাহাতে সকলকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিস হইতে মহম্মদ ইসমাইল ও ১৩ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বেচারাম পাল ও ৬ জন লোক ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামকুমার ভাওলকা ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

২৭।৭।৩০—আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ১০৫ জন রাজনৈতিক বন্দী প্রায়োপবেশন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর ৩৬ পাউণ্ড ওজন হ্রাস হইয়াছে। কিরণ দাসের অবস্থা ভাল নহে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির অফিস খানাতল্লাস হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ গৌরহরি মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বড়বাজার কংগ্রেস অফিস হইতে শিবনারায়ণ সিং ও অপর ৩ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

২৮।৭।৩০—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসে প্রাতে হানা দিয়া ২২ জন ও সন্ধ্যায় অজিতকুমার মিত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস ও অপর ৫ জন অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দুইজন রাজনৈতিক বন্দী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। বহু প্রায়োপবেশনকারীকে ষ্ট্রেচারে করিয়া জেল হাসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছে। দেবনন্দন দীক্ষিত ও দেবেন্দ্রনাথ বসু দুর্ব্বল হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র দাস তলপেটে যন্ত্রণা পাইতেছেন। জগন্নাথ প্রসাদ সিং রক্ত বমন করিতেছেন। নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাশয় ভুগিতেছেন।

২৯।৭।৩০—প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানাভাববশতঃ রাজনৈতিক বন্দীরা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে—স্থান সঙ্কুলানের জন্য গত ২৬শে জুলাই একশত সাধারণ কয়েদীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সেণ্ট্রাল জেলে রাজবন্দীদিগের অসুবিধা সম্বন্ধে সরকার পক্ষ ব্যবস্থা করিবেন প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ রাজবন্দীগণ প্রায়োপবেশন বন্ধ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিস হইতে সরোজকুমার বসুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৮শে তারিখে রাত্রিকালে পুলিশ বড়বাজার কংগ্রেস অফিসে হানা দিয়া সমস্ত আসবাবপত্র লইয়া গিয়াছে—৪ জন স্বেচ্ছাসেবক বন্দী হইয়াছে—টেলিফোন উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে—দ্বারে তালা লাগাইয়া দিয়াছে।

৩০।৭।৩০—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসে প্রাতে ৯॥ টার সময় এবং বৈকালে ৫॥ টার সময় পুলিশ হানা দিয়া ৪৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ও মণিমোহন মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। বড়বাজারে পিকেটিং করিবার সময় ৩৫ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীসরোজ মোহন বসু মুক্তি পাইয়াছেন।

অবিলম্বে স্কুল কলেজ ত্যাগ করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ছাত্রদিগের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্সী জেলে সতীন্দ্র সেন প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

৩০শে জুলাই বহুস্থানে খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী অফিস হইতে অমূল্যচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী অফিস হইতে মন্মথ সরকার ও ৩জন কর্ম্মী, সিমলা ব্যায়াম সমিতি হইতে অতীন্দ্র বসু ধৃত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া দক্ষিণ কলিকাতার বহুস্থানে, যতীন্দ্র স্মৃতিমন্দিরে, দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সঙ্ঘ, নিখিল বঙ্গীয় যুব সমিতি, উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী, উত্তর কলিকাতা ছাত্র সমিতি প্রভৃতি স্থানে খানাতল্লাস হইয়াছে ও কোন কোন স্থানে কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ

২৬।৭।৩০—বন আইন ভঙ্গ করিয়া প্রেমগিরি পাহাড়ে বন কাটা হইয়াছে।

যোৎমল

বন আইন অমান্য করিয়া ২৩শে জুলাই ৫জন স্বেচ্ছাসেবক ২ হইতে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

গাইরাঙ্কা

২৬।৭।৩০—২৩শে জুলাই মনোমোহন পণ্ডিতের বাড়ীতে একটী বোমা ফাটিয়া যায়, ফলে একটী বালক আহত হয়। আহত বালকের ভ্রাতা ও উকীল তমিজুদ্দীনের চাকর গ্রেপ্তার হয়।

লুধিয়ানা

২৫।৭।৩০—কংগ্রেস ও মুসলমান জাতীয় বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক, কতিপয় মহিলা ও বহুলোক মিছিল করিয়া যাইবার কালে লাঠির আঘাতে ৪০ জন লোক আহত হইয়াছে।

বালুরঘাট

উকীল সমিতির সম্পাদক এবং কংগ্রেস কমিটীর সভাপতিকে নোটীশ দেওয়া হইয়াছে যে বন্দুকের পাশ নাকচ হওয়ার দরুণ গুলী বারুদ সমেত বন্দুক দাখিল করিতে হইবে।

হাবড়া

২৬।৭।৩০—কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাস করিয়া হরেন্দ্র ঘোষ ও ১৯জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীশীতল চট্টোপাধ্যায় ও শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে ৬ ও ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

তমলুক

২৬।৭।৩০—তমলুক মহকুমার কয়েকখানি গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীগণ চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

দিল্লী

২৭।৭।৩০—"মহারথী" নামক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ, বুলন্দর সাব-কংগ্রেস কমিটীর প্রসিদ্ধ কর্ম্মী পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা ১৩ দিন অনশন ধর্ম্মঘটের ফলে ২৬শে তারিখে মারা গিয়াছেন।

লাহোর

জমির খাজানা না দেওয়ার জন্য শিখুপুরে ৬০ জন লোক কারাবরণ করিয়াছে।

২৭।৭।৩০—"ফতে" স্বত্বাধিকারী সর্দ্দার লব সিং নারাঙ্গ, সমর পরিষদের সদস্য খাজা গোলাম নবী ও নওজোয়ান ভারত সভার সম্পাদক রতন সিং গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীহট্ট

বেহালি ও জলগাঁওর অধিবাসীগণ ট্যাক্স প্রদান বন্ধ করিয়াছে।

পুরুলিয়া

শ্রীনিবারণ দাশ গুপ্ত ও ৫ জন কর্ম্মী ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

২৭।৭।৩০—পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটীর বাড়ীতে যে জাতীয় পতাকা উড়িতেছিল, ২৫শে জুলাই তারিখে মানভূমের ডেপুটী কমিশনার বহু পুলিশ সঙ্গে লইয়া তাহা নামাইয়া ইউনিয়ন জ্যাক উড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদকল্পে মিউনিসিপাল আফিস বন্ধ ছিল।

আমেদাবাদ

২৫শে তারিখে তালুক কংগ্রেস সমিতির জাতীয় পতাকা পুলিশ গুড়াইয়া দিয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ

২৫শে জুলাই অভয় আশ্রম, কংগ্রেস আফিস, কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির বাড়ী ও আরও বহুস্থানে খানাতল্লাস হইয়াছে।

বাঁকুড়া

১১৭ ধারা ও ৫নং অর্ডিনান্সের ৪ ধারা অনুসারে মৌলবী আলতাফ আলী আমেদ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মুন্সীগঞ্জ

২৮।৭।৩০—সিরাজদীঘা থানার অধীন বয়রাগাদী ইউনিয়নের অফিস গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে।

আউটসাহী স্কুলের শিক্ষক ও ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া স্কুলে যে বোমা ফাটিয়াছিল, তাহাতে একটী ছাত্র আহত হয়। কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শিশিরকুমার গাঙ্গুলী কর্ম্মী শচীন দাস ও আহত ছাত্রটী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সেরাজদীঘা থানার মালখানগর ইউনিয়নের বহু করদাতা ট্যাক্স দিতে অসম্মত হওয়ায় তাহাদিগকে এই মর্ম্মে নোটীশ দেওয়া হইয়াছে যে ১৫ দিনের মধ্যে ট্যাক্স না দিলে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হইবে—কেহ ট্যাক্স দেয় নাই।

বোম্বাই

পিকেটীংএর ফলে রেস খেলার টিকিট খুব কম বিক্রয় হইয়াছে।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট স্থির করিয়াছেন—ট্রাষ্টের বাড়ী মদের দোকানের জন্য ভাড়া দেওয়া হইবে না ও ট্রাষ্টের কোন জমির গাছ হইতে তাড়ি কাটতে দেওয়া হইবে না।

হুগলী

উত্তরপাড়ার স্বর্গীয় ডাঃ চুনীলাল চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা বিষ্ণুপদকে হুগলী জেল হইতে পাগলা গারদে পাঠান হইয়াছে।

মাদ্রাজ

২৬।৭।৩০—পাঁচজন লোক গান্ধীটুপী পরিধান করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মালদহ

শ্রীরমেশচন্দ্র বাগচী ও রমেশচন্দ্র ঘোষ ১০৭ ধারা অনুসারে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং প্রথম শ্রেণী কয়েদী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন।

কটক

বালেশ্বরের "প্রজাতন্ত্র" ও সম্বলপুরের "উৎকল সেবক"এর নিকট দুই হাজার করিয়া এবং কটকের "সমাজ"এর নিকট ১৫০০৲ টাকা জামীন দাবী করাতে পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হইবে না।

মেদিনীপুর

তকলা বিক্রয় বা ব্যবহার করিতে পারিবে না—এই মর্ম্মে হুকুম জারী হইয়াছে।

ময়মনসিংহ

কংগ্রেস কর্ম্মী সূর্য্য কুমার সোম এক বৎসর এবং ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন—উভয় দণ্ড এক সঙ্গেই চলিবে।

যশোহর

২৬।৭।৩০ তারিখে কংগ্রেস অফিসে খানাতল্লাস করিয়া পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য ও দেবগ্রাম কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

পাটনা

২৯শে জুলাই পুলিশ আইনের ৩২ ধারা ও দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩ ধারানুসারে মিসেস হাসান ইমাম, মিসেস সি, সি, দাস, মিসেস সামি (হাসান ইমামের কন্যা), কুমারী গৌরী দাস ও মিসেস অম্বিকাচরণের বিচার হইয়া গিয়াছে। আসামীগণ কেহ আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই; মিসেস সামি ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে কেবলমাত্র বলেন—ম্যাজিষ্ট্রেটের পদত্যাগ করা উচিত। আদালতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে সার আলি ইমাম ও সৈয়দ হাসান ইমামও ছিলেন।

দানাপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ দালমিয়া (যিনি কংগ্রেস ভাণ্ডারে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন) যখন আদালতকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে তিনি এবং তাঁহার কন্যাই উক্ত মিছিলের প্রধান পাণ্ডা সুতরাং তাঁহাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে অভিযুক্ত করা উচিত—তখন আদালত গৃহে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল।

আসামীগণ দোষী সাব্যস্ত হইলে মিসেস হাসান ইমামকে ২০০৲ ও অন্যান্যকে ১০০৲ টাকা করিয়া জরিমানা করা হয়—জরিমানা না দিলে কি ব্যবস্থা হইবে তাহার উল্লেখ নাই। ১৪৩ ধারানুসারে কোন শাস্তি দেওয়া হয় নাই।

বেরার

বে-আইনী সংবাদপত্র অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে।

মাজু

ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের ফলে ২৯শে জুলাই ১২জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বালেশ্বর

বালেশ্বর থানার ৯নং ইউনিয়নের অন্তর্গত ৭২ গ্রামের অধিবাসীগণ চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করিয়াছে।

সিরাজগঞ্জ

বগুড়া ও ময়মনসিং জেলায় বক্তৃতা প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া সৈয়দ আসাদুল্লোলা সিরাজীর উপর নোটীশ জারী হইয়াছে।

লাহোর

মুলতান জেলে বটুকেশ্বর দত্ত ও লাহোর জেলে 'এ' শ্রেণীর বন্দীগণ অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন।

"সেবার প্রেস" ও "মজুর স্বদেশ" এর নিকট হইতে এক হাজার টাকা জামীন দাবী করাতে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকিবে।

চম্পারণ

চম্পারণ জেলায় কয়েকখানি গ্রামে ট্যাক্স বন্ধের ফলে কয়েকজন ধৃত এবং কয়েকজনের মালপত্র বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

জাতীয় আন্দোলনে নারী

—:০:—

২৮শে জুলাই তারিখের সংবাদ—শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীকে আগ্রাতে গ্রেপ্তার করিয়া এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

কলিকাতা নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী শান্তি দাস, শ্রীমতী যোগেশ্বরী দেবী, শ্রীমতী সরস্বতী কুমারী, শ্রীমত দেবী, শ্রীমতী ধনকর পঞ্জাবী ও শ্রীমতী বেচুলাল পেটেল পিকেটীং অর্ডিনান্সে ৪ মাস হিসাবে এবং শ্রীমতী চামেলী দেবী ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

২৫শে জুলাই শ্রীমতী গঙ্গা দেবী, কৃষ্ণা দেবী, পার্ব্বতী দেবী ও আর একজন মহিলা কলিকাতা বড়বাজারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

উপরোক্ত সাত জন মহিলার কারাবরণের প্রতিবাদকল্পে ২৫শে তারিখে দীপালী সঙ্ঘের উদ্যোগে ৮০জন মহিলা এক শোভাযাত্রা বাহির করেন। পুলিশ তাহাদিগকে অগ্রগমনে বাধা দেওয়াতে সকলে রাস্তায় বসিয়া থাকেন এবং রাত্রি হইয়া গেলে অনেকের অনুরোধেও তাঁহারা স্থান ত্যাগ করেন নাই। শেষে বহু লোক শয্যাদ্রব্য বা আহার্য্য দিয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন তাহাও তাহাদিগকে দিতে দেওয়া হয় নাই। রাত্রি ১২টার পর সকলে গৃহে যান। শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

২৭।৭।৩০—মেদিনীপুর জেলের শ্রীমতী চারুশীলা দেবী এখনও খাদ্য গ্রহণ করেন নাই।

কলিকাতা বড়বাজারে জোর পিকেটিং চলিতেছে। বৈকালে স্বেচ্ছাসেবিকাদিগের মধ্যে ৬ জন গ্রেপ্তার হন। শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র চারি মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এই সংবাদ বড়বাজারে পৌঁছিলে দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া যায়।

২৮।৭।৩০—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অফিস হইতে ১৫ জন এবং নারী সত্যাগ্রহ সমিতি হইতে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবিকা কলিকাতা বড়বাজারে পিকেটীং করিতে যান সেদিন সর্ব্বশুদ্ধ ২২ জন মহিলা গ্রেপ্তার হইয়াছেন—তন্মধ্যে শ্রীমতী অরু সেনগুপ্তা, শ্রীমতী সুনীতি দাস, শ্রীমতী মায়া নন্দী, শ্রীমতী শিখরবাসিনী সাহা, শ্রীমতী নীহারবালা মজুমদার, শ্রীযুক্তা সীতা ঘোষ, শ্রীযুক্তা নন্দী ও শ্রীযুক্তা গুপ্তা আছেন।

২৯।৭।৩০—কলিকাতা বড়বাজারে ২২ জন ধৃত মহিলাদিগের মধ্যে ১৭ জন মুক্তি পাইয়াছেন এবং শ্রীমতী ইলা সেন, নির্ঝরিণী সরকার, আভাবতী দে, লাবণ্য মিত্র এবং সুন্দরী দে ৪ মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন; ২৬শে জুলাই তারিখে ধৃত কুমারী পুষ্প নন্দী, সরোজবাসিনী সাহা ও সুরুচি সিংহ ২ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ছায়া দেবী ৪ মাস কারাদণ্ড এবং আরতি মুখোপাধ্যায়ের বয়স ১৫ বৎসর বলিয়া ১০৲ অর্থদণ্ড অন্যথায় আদালত না উঠা পর্য্যন্ত আটক থাকিবার আদেশ হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী অনশন ব্রত ত্যাগ করিয়াছেন।

৩০।৭।৩০—কলিকাতা বড়বাজারে পিকেটীং করিবার সময় ১২ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করিয়া ছয় জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীমতী চারুশীলা দেবীকে "সি" শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

৩০শে জুলাই কলিকাতা বড়বাজারে ৮জন মহিলা গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

রাজবাড়ী মহিলা সমিতির সভানেত্রী ও ঔপন্যাসিক ডাঃ নরেশ সেনের ভগ্নী শ্রীযুক্তা চারুপ্রভা সেনগুপ্তা পিকেটীং অর্ডিনান্সে ১০০৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ছাত্র আন্দোলন

—:০:—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অজিতকুমার ভট্টাচার্য্য ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের সম্মুখে পিকেটিংএর সময় আঘাত প্রাপ্তির ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য ও বর্ত্তমানে ছাত্র সমাজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ২৫শে জুলাই কলিকাতা এলবার্ট হলে এক সভা হয়—তাহাতে ২৬শে জুলাই হইতে ছাত্র সপ্তাহ পালন করা হইবে স্থির হয়—এই সময়ে ছাত্রগণ সমগ্র কলিকাতায় সকলকে বিদেশী বর্জ্জন প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইবে।

গত ২৬শে জুলাই প্রেসিডেন্সী কলেজে পিকেটীংএর ফলে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ২ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাঙ্গালী অধ্যাপক দলের সতর্কতার ফলে স্কটিশ-চার্চ্চ কলেজে পিকেটারগণ অসুবিধা ভোগ করিয়াছে।

২৫শে তারিখে সার বিনোদ মিত্রের মৃত্যু উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজ কিছুক্ষণ খোলা থাকিবার পর বন্ধ হয়—সেই সময়ের মধ্যে একদল পিকেটার গ্রেপ্তার হয়।

২৭।৭।৩০—দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র সমিতির উদ্যোগে জাতীয় বিদ্যালয়ে কুলদা সেনের সভাপতিত্বে ছাত্রদিগের এক সভা হয়। সভাভঙ্গে সকলে এক শোভাযাত্রা বাহির করেন কিন্তু পুলিশ ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। বারীন্দ্র মিত্র ও সুনীল দত্ত গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখে ৬জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ ২৬শে তারিখে বন্ধ ছিল। নিধিনাথ সেন কলেজ দরজায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছিলেন—তিনি এখনও অবিচলিত আছেন।

২৯।৭।৩০—আইনের মধ্য পরীক্ষার দিন পিছাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও ২৮শে জুলাই নির্দ্দিষ্ট দিনে পরীক্ষাগৃহ জনশূন্য ছিল। টাউনহল এবং বালিগঞ্জ পালিত বিল্ডিং কেন্দ্র ছিল। বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র করিলে পিকেটারগণ বিশেষ কিছু করিতে পারিবে না এই আশায় কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও পরীক্ষা গৃহীত হইতে পারে নাই টাউনহলে পিকেটারদিগের মধ্যে কয়েকজন মুসলমানও ছিলেন। শ্রীযুক্তা তরু সেন ছাড়া কোন মহিলা পিকেটিংএর সময় উপস্থিত ছিলেন না।

৩০।৭।৩০—আইনের মধ্য পরীক্ষার হলে কোন পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন না। টাউন হলে ৩ জন পরীক্ষার্থী হলে প্রবেশ করিলেও পরে বাহির হইয়া আসেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখে দুই দল পিকেটার গ্রেপ্তার হন।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের সম্মুখে সামান্য গোলমেলে ঘটিয়াছিল। কলিকাতার অন্যান্য কলেজে ছাত্র উপস্থিত হয় নাই।

বহুযুগ যুগান্তর পরে—
সুদূর দেশের মধুর চাঁদিমা এসেছে
হিমালয় স্নো
এসেন্স আগর—
পুষ্পকুন্তলা কেশতৈল—
নূতন বৌদি তরল আলতা—
অরোরা কেমিক্যাল—কলিকাতা

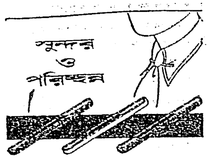

আপনি সর্ব্বদাই ক্রিমেণ্টজ্ কোয়ালিটী পিন পরিধান করিয়া সুন্দর ভাবে সজ্জিত থাকিবেন। ইহা আপনার জামার কলার ঠিক স্থানে ধরিয়া রাখিয়া আপনার চেহারার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ক্রিমেণ্টজ্ পিনই উজ্জ্বল ১৪ ক্যারাট স্বর্ণে প্রস্তুত এবং সকল ঋতুতে সমান ভাবে ইহার বর্ণের উজ্জ্বলতা চিরস্থায়ী রূপে অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহার পৃষ্ঠে ক্রিমেণ্টজ্ ছাপ দেখিয়া লইবেন।
KREMENTZ
Quality Jewellery for Gentlemen

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা

গত ২৬ শে জুলাই বিশেষ আদালতে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা আরম্ভ হইয়াছে। চট্টগ্রামের দায়রা জজ মিঃ জন ইউনি, অবসর প্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ ব ম বাহাদুর ছর্গাপ্রসাদ ঘোষ এবং পাবনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যৌনবী এ. এচ, এম জীবহুছ হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদ্রোহী অনন্তলালের পত্র

আসামী অনন্তলাল সিংহ ২৮ শে জুন কলিকাতায় আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পূর্ব্বে মিঃ লোম্যানের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ :—

প্রিয় লোম্যান,

২৮ শে জুন তারিখে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনি অবশ্য এ সুযোগ ছাড়িবেন না। নিশ্চয়ই তখন আমাকে গ্রেফতার করিবেন, আমিও তাহার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আত্মসমর্পণের জন্য আপনার নিকট যাইতেছি ইহা যেন আপনার মনে উদয় না হয়। লোক আত্মসমর্পণ করে কখন? যখন সে সম্পূর্ণ অসহায় হয় এবং পলাইবার কোন উপায় তাহার থাকে না, তখন—কেবল তখনই সে আত্মসমর্পণ করে। আমি কি এখন অসহায়? না, নিশ্চয়ই না, আমার আত্মরক্ষা করিবার উপযোগী অস্ত্র আছে; আমার যথেষ্ট অর্থ আছে, আমাকে সাহায্য করিবার লোক অনেক আছে। বলা বাহুল্য—বাঙ্গলার বাহিরে তথা ভারতের বাহিরে পলাইয়া যাইতে আমার যেরূপ অনেক স্থান আমার আছে। এখন আমি আমার বন্ধুদের সহিত পলাইয়া আছি; আমরা নিরাপদেই আছি। তথাপি আপনাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ দিতেছি কেন? আপনি কি মনে করেন, আমি আমার কোন কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত? না, কখনই নয়, আমি একটুও ভীতিত নহি। তবে কি আমি কোন কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে চলিতেছি? না, তাহাও নয়। ইহা আমার ব্যক্তিগত স্বাধীন, সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আমি এ পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি।

বিদ্রোহী অনন্তলাল সিংহ।

আসামীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মামলায় সরকারী উকীল প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির যে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

যোগেন্দ্র ওরফে মোনা গুপ্ত—কে-টীলার উপর ইঁহার বাড়ী, অনন্ত সিংহ দেবী অষ্টম পাড়ী লইয়া সেই টীলার প্রায়ই যাইত এবং তাঁহার বাড়ীতেই নাকি বিপ্লবী দল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জমায়েৎ হইত। যোগেন্দ্রের এক পুত্র দেবীপ্রসাদ এই মে তারিখে কানাইপোলে পুলিশের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং অপর পুত্র অমল ফেরারী।

রঞ্জন সেন উকীল—তাঁহার বাড়ী নাকি বিপ্লবীদের অপর একটী আড্ডার স্থান ছিল অনন্ত সিংহের দেবী অষ্টম মোটর, পাড়ী তাঁহার বাড়ীর ছাদায় অনেক সময় থাকিত। তাঁহার বাড়ীতে নাকি পিস্তল ছোড়া শেখা হইত—তাঁহার বাড়ীর পুকুরেই নাকি লক্ষ্যভেদ শেখা চলিত; তাঁহার ছেলে রঞ্জত অনন্ত ইত্যাদির সঙ্গে বিশিত, কিন্তু তিনি তাহাকে সংশোধন করেন নাই। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরদিন অস্ত্রাগারে তাঁহার বন্দুক পড়িয়া আছে দেখা যায়। কার্ত্তুজ কিনিবার জন্য তাঁহার লাইসেন্স মন মন ব্যবহৃত হইত; লাইসেন্সখানি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না এবং বন্দুক বা লাইসেন্স হারানোর এবং এত পরিমাণে কার্ত্তুজ কিনিবার কোন কারণই নাই। তাঁহার পুত্র এবং অন্যান্যদের চালচলন তিনি জানিতেন।

গোপাল সিংহ, উকীল—ইনি অনন্ত সিংহের পিতা। ১৮ই এপ্রিল তারিখে সন্ধ্যাবেলায় অনন্ত এমনভাবে পিতামাতার নিকটে বিদায় লয় যে তাহাতে নাকি বেশ অনুমান করা যাইত যে একটা বিপদজনক কাজে যাইতেছে। তাঁহার পিতা কোন চেষ্টাও করেন নাই এবং সরকারকেও কিছু জানান নাই। তিনি ঐ রাত্রেই নাকি পরিবার ও মালপত্র লইয়া বরিশাল রওনা হন। তিনি নাকি তাঁহার পুত্রের সন্দেহজনক চলাফেরার বহুত জানিতেন এবং পুলিশকে সময়মত সংবাদ দিলে নাকি একটা বিষম দুর্ঘটনা না ঘটিতে পারিত।

উপরোক্ত এই তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা নিম্নলিখিত অল্প বয়স্কদের বিরুদ্ধে মামলার চেয়ে একটু অন্য প্রকারের।

হেরম্ব মল—হেমেন্দ্র ঘোষালের "এসেক্স" মোটর গাড়ীর চালক। নৈন্য শ্রেণীর তালিকার মধ্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। এই তালিকায় তাঁহার গাড়ীখানির নামও পাওয়া যায়। সে নাকি গাড়ীতক এই লুণ্ঠনে যোগ দিয়াছিল। ঐ দিন ভোরে তিনটার সময়ে তাঁহার গাড়ী গ্যারেজে পাওয়া যায় নাই বলিয়া নাকি বেলা গিয়াছে।

সুরোধ রায়—ঘটনার দিন হইতে সুবোধকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তাঁহার পিতা রাজুল রায় নিজেই পুলিশকে সংবাদ দেন যে তাঁহার ছেলেকে পাওয়া যাইতেছে না। সরকারী অস্ত্রাগারের নিকটে টীনার তাঁহার বন্দুক পাওয়া যায়। "রাজুস" নাম লেখা একখানি কাপড়ও সেখানে পাওয়া যায়। আসামী নাকি এক স্বীকারোক্তি করিয়াছে, তাহাতে সে অপরাধের সহিত জড়িত বলিয়া জানা যায়।

মধুসূদন গুহ—অ্যাডভোকেট মহিমচন্দ্র গুহের পুত্র বাহিরের সাক্ষী দ্বারা তাঁহার অপরাধ প্রমাণ করা হইবে। "সৈন্যদলের তালিকায় তাঁহার নাম পাওয়া যায় এবং একজন এপ্রকার তাহাকে সনাক্ত করিয়াছে।

সুরেন্দ্র দস্তিদার—অনন্তের কাছে সে একখানি পত্র লিখিয়াছিল, তাহাকে জড়িত করিতে তাহাই যথেষ্ট। মৃত হিমাংশুকে যখন সে গুলী করিতেছিল, তখন ঐ চিঠি তার সে বয়া পড়ে। ফকির সেন সে স্বীকারোক্তি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহাতে তাহার উল্লেখ আছে।

অর্দ্ধেন্দু গুহ—"সৈন্য দলের" তালিকায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ বিলি করিবার ভার তাঁহার উপর ছিল বলিয়া প্রকাশ।

সুবোধ বিশ্বাস—"সৈন্যদলের" তালিকায় এবং ফকির সেনের স্বীকারোক্তিতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। গণেশ ঘোষের বাড়ীতে থানাতল্লাস হওয়ার সময়ে সে নাকি সন্দেহজনকভাবে ঐ বাড়ী লক্ষ্য করিতেছিল বলিয়া সেখানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ফণীন্দ্র নন্দী—ছয় মাসের মেরাদ নদী গার হইয়াছিল এবং যাহাদিগকে গ্রামবাসিগণ তাড়া করিয়াছিল ফণীন্দ্র তাহাদের মধ্যে একজন। তাহার স্বীকারোক্তির ফলে বহু অস্ত্র শস্ত্র (অস্ত্রাগার হইতে লুণ্ঠিত) একটী খাল হইতে পাওয়া গিয়াছিল। তাহারা পলায়নকালে অস্ত্র শস্ত্রগুলি তথায় ফেলিয়া দিয়াছিল।

নলীগোপাল সেন—ফকির তাহার স্বীকারোক্তিতে নলীগোপালকে জড়িত ও সনাক্ত করিয়াছে।

নিতাই ঘোষ—ফকির ইহাকে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী দলের লোক বলিয়া জড়িত করিয়াছে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—এই ব্যক্তির ভাতা ভবতোষ। ভবতোষের উপর সন্দেহ করা হইয়াছে,—সে একজন ফেরারী। সে সকল লোকের উপর সন্দেহ করা হইয়াছে, আশুতোষ তাহাদের সহিত মাখিই, তাহার পলায়ন প্রমাণ আছে।

মালন ঘোষ—ফকির তাহার স্বীকারোক্তিতে ইহার নাম করিয়াছে। এই ব্যক্তির নাম 'সৈন্যদলের তালিকায়' ও ছিল।

বিভয় সেন—(ভয় সেন। ফেরার) ইহার ভ্রাতার গৃহশিক্ষক ছিল। এই ব্যক্তি কংগ্রেস অফিসের নিকটে বাস করিত এবং সূর্য্যসেনের দলের সহিত মেলামেশা করিত। এই ব্যক্তির নামও "সৈন্যদলের তালিকায়" ছিল।

শান্তি নাগ—ফকির ইহাকে জড়িত ও সনাক্ত করিয়াছে। "সৈন্যদলের তালিকায়" ইহার নাম ছিল।

অশ্বিনী চৌধুরী—ফকির এই ব্যক্তিকে সনাক্ত করিয়াছে। এই ব্যক্তির নাম "সৈন্যদলের তালিকায়" ছিল।

অনিল রক্ষিত—অনিলকৃষ্ণ দাস তাহার স্বীকারোক্তিতে এই ব্যক্তিকে জড়িত করিয়াছে। অনিল চন্দনপুরা ব্যায়াম ক্লাবের একজন সভ্য ছিল। ঐ ক্লাবের সভাপতি কৃষ্ণ চৌধুরী ফেরার।

সুবল দাউল—এই ব্যক্তির নাম "সৈন্য তালিকায়" ছিল। ঘটনার দিন হইতে এই ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

রণধীর দাসগুপ্ত—ঘটনার দিন হইতে ইহার নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে ইহার পিতা রিপোর্ট করিয়াছিল। ইহার আত্মীয় ক্যাপ্টেন পি, চৌধুরীর



হাঁ স্যানাটোজেনই

আপনার বল বৃদ্ধি করিবে।

যদি আপনি আপনার শক্তি বৃদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য জয় করিতে চান তবে আপনি সেইজন্য অল্প নির্ব্বাচন করিয়া সইবেন দ্বারা আপনি প্রকৃত বল পাইতে পারেন।

সেইজন্যই আপনাকে স্যানাটোজেন ব্যবহার করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। ইহা একটী বিস্ময়কর বলবর্দ্ধক বাস্তু। স্যানাটোজেনে মায়বিক এবং সকল প্রকার দুর্ব্বলতা দূর করিবার ক্ষমতা আছে।

স্যানাটোজেন আপনার নার্ভসেলীর সহিত জীবনীশক্তি বাড়াইয়া দিবে। দুধের ছায় বল ও স্বাস্থ্যবান স্যানাটোজেন আপনাকে নিঃসন্দেহে করিবে।

আজই এক বোতল স্যানাটোজেন ক্রয় করুন।

SANATOGEN

পৌষ্টিক বলকর খাদ্য

সমস্ত ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়। স্যানাটোজেন প্রস্তুতকালে হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হয় না।

মুক্তনের পর দিন প্রাতে গণেশ ঘোষের বাড়ীতে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, বন্দুকটী পূর্ব্বদিন রাত্রে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বীরেন্দ্র দস্তিদার—ইহার পিতার বন্দুক ১৯ শে এপ্রিল প্রাতে গণেশ ঘোষের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রীপতি চৌধুরী—এই ব্যক্তি গণেশ ঘোষ প্রভৃতির অ ঘ্র নহী। শ্রীপতি তাহার পিতার আমলার নিকট হইতে ৬০০০ টাকা লইয়া গিয়া বিপ্লবীদলের সম্বন্ধের নিকট দিয়াছিল। তবে বলা হইয়াছে যে, ঘটনার সময় সে উপস্থিত ছিল না।

সুবোধ চক্রবর্ত্তী, সুধাংশু দত্ত ও সৌরীন্দ্র চৌধুরী—ইহারা ট্রেণ্ডের লাইন উলটাইয়া করার সময় ইহারা লালমোহন সেনের সঙ্গী ছিল। ইহারাই ১৮ই এপ্রিল রাত্রে নারায়ণগড়া আক্রমণ করার জন্য রাস্তা লালমোহনের স্বীকারোক্তিতে ইহারা জড়িত হইয়াছে। লালমোহন ইহাদিগকে সনাক্ত করিয়াছে।

লালমোহন সেন, ফকির সেন, অনিলকৃষ্ণ দাস ও সুবোধ চৌধুরী—ইহারা স্বীকারোক্তি করিয়া অপরের সাহত নিজ দলকে জড়াইয়াছে।

নন্দ সিং—অন্তরীণ হোম ভাঙ্গা। এই ব্যক্তি 'মেসি অষ্টিন' মোটর গাড় ক্রয় করিয়াছিল।

অনন্ত সিং—এই ব্যক্তি মিঃ লোম্যানকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা হইতে সে যে অপরাধের সাহত সংশ্লিষ্ট ইহা প্রমাণিত হয়।

সুবোধ চৌধুরী—সরকারী উকীল বলেন, এই ব্যক্তি অপরকে জড়াইয়া স্বীকারোক্তি করিয়াছে। কিন্তু সুবোধ চৌধুরী আদালতে বলে,—"আমি পুলিশের নিকট কোন এজেহার করি নাই। সরকারী উকীল যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা। আমি পরে আমার বক্তব্য বলব। পুলিশ আমার উপর নির্য্যাতন করিয়াছিল।"

চিঠির ঝাঁপি

—:::—

শ্রীযুক্ত নরশক্তি সম্পাদক মহাশয়ের করকমলে।

সবিনয় নিবেদন

বিগত ৯ই শ্রাবণের 'নবশক্তিতে' শ্রীমান সুবোধ গুপ্ত 'কথা প্রসঙ্গে' আমার সম্বন্ধে যে কয়টী কথা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই, কারণ কাঁঠাল পাড়া বঙ্কিম সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতিরূপে আমি মৌখিক যে ছইচারিটী কথা বলি, সেই কথা কয়টী বলার পর আমি এক মিনিটও সভায় ছিলাম না, তৎক্ষণাৎ বিশেষ কার্য্য বোধে কলিকাতায় চলিয়া আসি; সুতরাং তাহার পর কে কি বলিয়াছেন, না বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও আমি কিছুই এ অবস্থায় শ্রীমান সুবোধ যে আমার অপরাধী করিয়াছেন, আমি সে অপরাধ—সত্যসত্যই সে অপরাধ করি নাই।

আর একটী কথা এই উপলক্ষে বলিতে চাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আমি এসকলের লেখকদিগের নিন্দা করিয়াছি। তাহা মোটেই নয় বর্ত্তমান সময়ের অনেক শক্তিশালী লেখকগণের মধ্যে অতি অল্পই যে ছই চারিজন ব্যাকরণ-শিষ্ট প্রয়োগ ও পদনির্ব্বাচন সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদেরই সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়াছিলাম—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও শক্তিশালী তরুণ লেখকগণের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কাহারও অপেক্ষা কম নহে।

বিনয়াবনত
শ্রীঅমলের সেন

(২)

সাবিত্রী সম্মিলনী

দেশের ও সমাজের কাজ করিবার জন্য কতিপয় [illegible] হইয়া 'সাবিত্রী সম্মিলনী' নামক একটী মহিলা-কর্ম্মী-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণের মধ্যে যাহাতে স্বশিক্ষার বিস্তার হয়, নানাবিধ শিল্প শিক্ষার যাহাতে তাঁহারা সুবিধা ও সুযোগ পান, নানারূপ সদালোচনা দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন হয়, বাঁচিবার ও বাঁচাইবার জন্য যাহা নিত্য প্রয়োজন সেই স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও শিশুপালন বিষয়ে যাহাতে তাঁহারা প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন, যাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে দেশপ্রীতির উদ্রেক হয়—তাহারই জন্য এই সম্মিলনী কয়েকমাস যাবৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; এবং আনন্দের বিষয়—আর্থিক অসচ্ছলতা ও নানাবিধ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র ধীরে ধীরে প্রসারতা লাভ করিতেছে।

প্রতি সপ্তাহে সুধীর বাণীবাজার পল্লীতে সম্মিলনীর আলোচনা সভা হয়। ঐ সভায় কেবল মাত্র মহিলাগণই উপস্থিত থাকেন এবং মহিলাগণের দ্বারাই শাস্ত্র ব্যাখ্যা, শিক্ষা, সাহিত্য, স্বাস্থ্য ও শিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হইয়া থাকে। তা ছাড়া 'সাবিত্রী সম্মিলনী'র পরিচালনার একটি মহিলা-শিল্প-শিক্ষালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। তথায় সপ্তাহে চারিদিন করিয়া কাট ছাঁটের কাজ ও সূচিশিল্প শিখা দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে কুড়িটি ছাত্রী নিয়মিতরূপে শিক্ষা পাইতেছেন। মাসিক বেতন আট আনা বং 'এডমিশন ফি' আট আনা যাঁহারা সক্ষম তাঁহারা ইচ্ছামত বেতনও দিয়া থাকেন এবং যাঁহারা অক্ষম তাঁহাদিগকে অন্ন বা বিনা বেতনেও শিক্ষা দেওয়া হয়। সপ্তাহে একদিন করিয়া ছাত্রীগণ শিক্ষালয়ে চরকা কাটিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া বাড়ীতেও তাঁহারা নিয়মিতরূপে চরকা বা তকলি কাটেন। তাঁহাদিগকে শ্লিপার কাপড়, চাদর, ঝোলে, গামছা, কাচুর প্রভৃতি বয়ন-বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হইবে। মহিলাগণের মধ্যে যদি কেহ 'সাবিত্রী সম্মিলনী'র কার্য্যাবলীর সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া এই অনুষ্ঠানের সহিত যোগ দান করিতে ইচ্ছুক হন, বা সম্মিলনীর সাপ্তাহিক অধিবেশনের দিন প্রবন্ধ পাঠ ও কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে চান, অথবা ছাত্রীগণকে কোনরূপ শিক্ষা দ্বারা (যথা—বস্ত্রাদি, টিফাদন, সূচিশিল্প, কাট ছাঁটের কাজ ও বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি) সমাজ কিংবা কর্ম্মে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার এবং তৎসহিত 'সাবিত্রী সম্মিলনী'কেও উপকৃত করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন—তবে বিস্তারিত অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিশেষ সুখী হইব।

বিনীতা
শ্রীরমা দেবী
৩ নং দ্বারকা নাথ ঠাকুর লেন
জোড়াসাঁকো।

কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মঃশ-প্রাপ্তে আইন অমান্য সমিতির কোন জানা বা অজানা লোককে আশ্রয় দান, কোন জনসভায় অধিবেশন, ভিন্ন বা কুচকাওয়াজ, শরীর চর্চ্চা এবং সে-আইনী সংবাদ বিলি নিষেধ করিয়া ছই মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন।



কঠিন পীড়া প্রায়ই ঘটিয়া থাকে

৫জনের মধ্যে ৪জনের দন্তমূল ভাঙ্গিয়া যায়

একমাত্র প্রতিনিধি :-
মুলার ম্যাকলিন এণ্ড কোং লিমিটেড

পাইওরিয়ার ভয়াবহ রূপ ৪০ অথবা তদ্ধিক বয়স হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। অবহেলা অনেক কঠিন রোগের পথ প্রশস্ত করে। দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়া পাইওরিয়ার বিষ সমস্ত দেহে সংক্রামিত হয়। বিশেষ ভয় হইলে এই ভয়ানক ব্যাধিকে ভয় করিবার কিছুই নাই। ফরহানস্ ক্লথ যি থামস্ উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার করিলে পাইওরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা দন্তমূল দৃঢ় এবং দাঁতগুলি শক্ত ও তক্তোরম করে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত ফরহানস্ ব্যবহার করুন তাহা হইলে আপনার দাঁত ভাল থাকিবে। আজই একটী টিউব কিনিয়া আনুন।

Forhan's মাড়ীর জন্য

ইহা কেবলমাত্র দন্তমঞ্জন নহে, ইহা পাইওরিয়ার ঔষধ।

কিশোরগঞ্জ সেবাকার্য্য

ঢাকা জেলার অন্তর্গত রোহিতপুরের সেবাকার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধিবাসিগণের করুণ আর্ত্তনাদ আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই মহকুমায় কিরূপ অত্যাচার হইয়াছে তাহা সংবাদপত্রের পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এখানকার দুরবস্থা রোহিতপুরেরই মত, কেবল একখানির পরিবর্ত্তে প্রায় ৫০ খানি গ্রাম উহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমাদের সেবকগণ যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহাতে কেবল হিন্দুদেরই ঘরবাড়ী লুটপাট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, মুসলমানদের বাড়ী যেমন তেমনিই আছে এই অমানুষিক ধ্বংসলীলার এবং কোথাও কোথায়ও হত্যাকাণ্ডের ফলে নরনারীগণের কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। পাঠকগণ কল্পনার চক্ষে তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। শুধু ঘরগুলি খাড়া হইয়া আছে, মূল্যবান দ্রব্য দূরে থাকুক, তাহাতে সাধারণ একটী জিনিসও নাই। দুর্ব্বৃত্তেরা সব লইয়া গিয়াছে। কেবল যাহা লইয়া যাইতে পারে নাই, তাহাই অব্যবহার্য্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই বর্ণনায় একবিন্দুও অতিরঞ্জন নাই। বড় বড় সমৃদ্ধিশালী বাজার আজ শ্মশানে পরিণত। উৎপীড়িত হিন্দুগণের মধ্যে আজ দরিদ্রেরও যে অবস্থা, লক্ষপতিরও সেই অবস্থা, কাহারও অন্নের সংস্থান ত নাইই, রাঁধিবার বা জল খাইবার পাত্রও নাই। কুমারের দোকানেও হাঁড়ি কলসীও চুরমার করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সবারই পরণের কাপড়গুলিই মাত্র সম্বল এই অসহায় অবস্থার মধ্য হইতে তাহাদিকে অবিলম্বে উদ্ধার করিতে হইবে, নতুবা পরিণাম ভয়াবহ হইবে।

কিশোরগঞ্জের এইরূপ ভীষণ অবস্থা দেখিয়া আমরা তথায় সেবাকার্য্য খোলা স্থির করিয়াছিলাম, আমাদের সেবকগণ তথায় গিয়াছেন। বিশেষ বিবরণ আমরা শীঘ্রই সাধারণের নিকট প্রকাশ করিব। আমরা ইতিপূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে আমাদের তহবিল শূন্যপ্রায় এই মহকুমায় সেবাকার্য্যের অত্যন্ত প্রয়োজন দেখিয়াই আমাদিগকে রোহিতপুরের কার্য্য তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হইতেছে। তথায় আমরা চাউল ব্যতীত কিছু কিছু কাপড় ও বাসন বিতরণ করিতেছি। শেষ কয়দিনের সেবাকার্য্যের বিবরণ যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। দুঃস্থ নরনারীগণের সেবা কল্পে আমরা সহৃদয় জনসাধারণের নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত হইতেছি, আশা করি আমাদের আবেদনে তাঁহারা অচিরে কর্ণপাত করিবেন। সাহায্য নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে ও তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

(১) প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ হাওড়া।

(২) ম্যানেজার, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১, মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, ১৮২।এ, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(স্বাঃ) বিরজানন্দ
অস্থায়ী সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন।

২৭শে জুলাই তারিখে দিল্লী কুইন্স গার্ডেনে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট সভায় যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য মিঃ তাহাদ্দিক হোসেন সেরওয়ানী বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসলমান ভাইদিগকে কংগ্রেস পতাকাতলে সম্মিলিত হইতে আহ্বান করেন।

চুলকণাযুক্ত যন্ত্রণাদায়ক

মস্তকের তালুদেশ কণ্ডু

দাদ, চুলকণা পুঁজ স্রাবযুক্ত ক্ষত টাকপড়া, একজিমা মস্তকের চুল উঠিয়া যাওয়া এবং মস্তকের তালুদেশের যাবতীয় রোগ

জাম্বক্

দ্বারা আরোগ্য হয়।



ইহাতে ডাক্তার-চর্ব্বি আদৌ নাই

মস্তকের চুলের মূলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু বাসা করিয়া মস্তকের তালুর পীড়া আনয়ন করে। সামান্য মাত্র প্রদাহ বা এই সকল রোগের অল্প লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই সর্ব্বজন পরীক্ষিত ঔষধ জাম্বক ব্যবহার করুন। ইহা গাছগাছড়া হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। রোগের মূল আক্রমণ করিয়া ইহা চর্ম্ম হইতে সমস্ত বিষদোষ নষ্ট করিয়া নূতন ত্বকের সঞ্চার করে। মাথার মরা মাশ দূর করিয়া মস্তকের তালুদেশ পরিষ্কার রাখে এবং কেশ উৎপন্ন করে। ধোপাদিগের কণ্ডু, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, বিষাক্ত কীট দংশনের ক্ষত, আঁচড় এবং মচকাইয়া যাওয়া প্রভৃতিতে জাম্বক অপরিহার্য্য ও অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য এক টাকা ও দুই টাকা।

এজেন্টস্—স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোং, ইণ্টালী, কলিকাতা।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ঔষধ।

জাম্বক
Zam Buk : Zam Buk

প্রমোদ

—::০::—

[শ্রীভূতনাথ দত্ত]

মাঠময়

দু'জনে একই আপিসের সহকর্ম্মী বন্ধু।

"না ভাই, আজকের দিনটা আমাকে মাপ কর।"

"আবার ঐ এক কথা! মুচি মেথর পর্য্যন্ত আর মাঠ-মুখো হয় না, আর তুই খেলা দেখতে যাবি?"

"আরে, আমাকেই কি এই দেড়মাসের মধ্যে একদিনও যেতে দেখেছিস্? কিন্তু আজ যে ভাই শেরুড-গর্ডনের খেলা!—এ খেলা দেখতে না পেলে আমি যে মুফ্‌চাপড়ে মরে যাবো রে দাদা!"

ভদ্রলোক তাঁর বন্ধুকে তখন আর কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। আপিসের ছুটীর পর বন্ধুর পিছু নিলেন।

ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের কাছাকাছি এসে ধাঁ করে ভদ্রলোক বন্ধুর সামনে এসে চেঁচিয়ে বল্লেন—"আঃ, কি আপদেই পড়লুম! না মশাই, আমার কাছে টাকা নাই।" গোলমাল শুনে আশপাশের লোকগুলো নিকটে এসে জড়ো হতে লাগলো। ভদ্রলোকও আরও চেঁচিয়ে হাত মুখ নেড়ে বলতে লাগলেন—"কিন্তু যদিই থাকতো, তা' হলেও আমি আপনাকে ফুটবল খেলা দেখবার জন্যে সে টাকা ধার দিতুম না। খেলা দেখবার সখ তো মশায়ের আঠারো আনা আছে দেখচি, কিন্তু সেই সখ মেটাবার জন্যে একজন অচেনা লোকের কাছ থেকে টাকা ধার করতে আপনার লজ্জা করেনা—ছোঃ!" বলেই ভিড় কাটিয়ে সরে পড়লেন।

হেরফের

একখানা কাগজের সম্পাদক একজন গল্প-লেখকের নিকট লিখেছিলেন—"গল্প পাঠাবেন। পছন্দ হ'লে চেক পাঠাবো।"

লেখক জবাব দিয়েছিলেন—"চেক পাঠাবেন। পছন্দ হ'লে গল্প পাঠাবো।"

সংশোধন

"আরে, খাঁদ্দা যে! রেঙ্গুন থেকে ফিরলে কবে? শুনলুম, তুমি নাকি রেঙ্গুনে চালের ব্যবসা করে দু'বছরের মধ্যেই বিশ হাজার টাকা রোজগার করেছ?"

"কথাটা ঠিক সত্যি নয়। আমি রেঙ্গুনে যাই নি, মাদ্রাজে গিয়েছিলুম; চালের কারবার করিনি—ঘিয়ের; দু'বছর নয়, তিন বছর।"

"আহা, তাই-ই না হয় হ'লো। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হচ্চে যে, তুমি নগদ কর্‌করে বিশ হাজারখানি টাকা উপায় করেছ কি না?"

"না, তাও ঠিক নয়। বিশ হাজার নয়, পাঁচ হাজার। কিন্তু ঐ পাঁচ হাজার টাকা আমি রেঙ্গুনে চালের ব্যবসায়ে রোজগার করিনি; মাদ্রাজে ঘিয়ের ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি।"

বেফাঁস

বিকাল বেলা বাড়ী ফিরে বাবু চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁরে, পাওনাদারের সেই লোকটা এসেছিল?"

"হাঁ বাবু।"

"আমি তোকে যেমন শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম, তুই ঠিক তেম্নি বলেছিস তো?"

"হাঁ বাবু। সে জিজ্ঞেস করলে—'তোর বাবু কোথায়?' আমি বল্লুম—'আজ ভোরের গাড়ীতে এলাহাবাদ গিয়েছেন।'

"তার পর সে কি বল্লে?"

"সে বল্লে—'কবে ফরবে এলাহাবাদ থেকে?' আমি বল্লুম—"আজ রাত্তিরে।"

Congress Committee
Berhampur
"Bengal"
19-20.

REG. NO. C1757.

স্থাপিত ১৮৮৪ খৃঃ।



ডাক্তার এস, কে, বর্ম্মনের

কঠিন রোগের অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধাবলী

তারা ট্রেড মার্ক SKB রেজিষ্টার্ড

মূল্য এক টাকা **কোলা টনিক** দুই আনা মাত্র।

(রেজিষ্টার্ড)

জীর্ণ শরীরে বল সঞ্চার করিবার ও শুষ্ক শরীর সতেজ করিবার অব্যর্থ মহৌষধ।

কোলা পশ্চিম আফ্রিকার একপ্রকার বৃক্ষের ফল। নিগ্রোজাতি অধিক পরিশ্রম-জনিত ক্লান্তি অপনোদন করিবার জন্য এই ফল খাইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, তাহারা এই ফল খাইয়া প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে কোনপ্রকার খাদ্য বা পানীয় ব্যতিরেকেও অনায়াসে ২০।২৫ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে পারে। অল্প আহার করিয়া অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে কোলাই একমাত্র ক্লান্তিনিবারক।

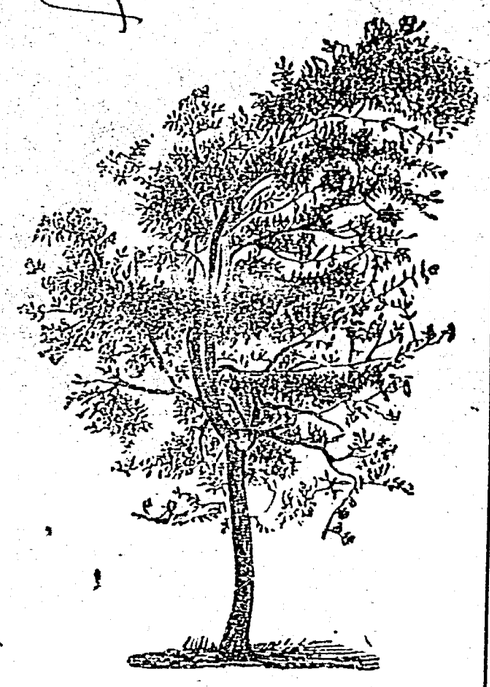

(কোলাবৃক্ষ)

কোলার গুণঃ—

১। মনের প্রসন্নতা আনয়ন করে। ২। চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করে। ৩। চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে। ৪। শিথিল মাংসপেশীর দৃঢ়তা আনয়ন করিয়া পরিশ্রমের কার্য্য সহজ করে এবং অবসাদ দূর করিয়া দেয়। ৫। মদ্যপানের দোষ দূর করিতে কোলার শক্তি অদ্বিতীয়। অধিক মদ্যপানে মত্ততা উপস্থিত হইলে ২।১ মাত্রা কোলা সেবনে নিদ্রাবেশ হয় এবং চক্ষুর রক্তিমা দূর হইয়া নেশা ছুটীয়া যায় ও মুখশ্রী সরল হয়; জাগিয়া উঠিলে মাথার ব্যথা ও শরীরের অন্যান্য গ্লানি দূর হয় ও চিত্ত স্থির ও প্রফুল্ল হয়। নিয়মিতরূপ কোলা ব্যবহার করিলে মদ খাইবার লালসা কমিয়া যায়। ৬। কোলা সেবনে আফিংও ছাড়া যায়। ৭। কোলা গলার স্বর পরিষ্কার করে এবং স্বরবদ্ধ হইলে কোলা সেবনে গলা ছাড়িয়া যায়। মূল্য এক টাকা দুই আনা মাত্র।



নাসিক গন্ধর্ব্ব মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গীতাধ্যক্ষ পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর বলেন—

"……আমি কোলা টনিক ব্যবহার করিয়াছি। ইহার তুল্য ঔষধ আর দেখি নাই। গায়কদের এবং যাঁরা অত্যধিক মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন তাঁদের জন্যই যেন ইহা তৈরী। গলার বদ্ধস্বর পরিষ্কার করিয়া সুরলহরী মধুর করিয়া তোলে……।"

সম্পূর্ণ বিবরণ ও এজেন্সী নিয়মাবলীর জন্য লিখুন ঃ—

ডাঃ এস, কে, বর্ম্মন

বিভাগ নং ৪৭, পোঃ আঃ বক্স নং ৫৫৪

৪নং তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

NABASAKTI

August 14, 1931.

নবশক্তি

পরিচালক—লিবার্টি নিউজপেপার্স লিমিটেড

৩য় বর্ষ | শুক্রবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৮ | ১৪শ সংখ্যা

কিটি

একমাত্র স্বদেশী নির্ভরযোগ্য কীট নাশক।

মশা, ছারপোকা, মাছি।

ইহারা আপনার গৃহে
কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর
প্রভৃতির বিষ সংক্রামিত করে।

কিটি

ইহাদিগকে ধ্বংশ করে
বীজাণু নাশ করে
ইহাদের আক্রমণ
প্রতিরোধ করে।

ম্যানেজিং এজেণ্ট ঃ—
"রায় এণ্ড কোং
১১বি, রামকৃষ্ণ লেন,
কলিকাতা।

মৃনাল কুসুম কেশ তৈল।

ক্যান্থেরাইডিন, ভৃঙ্গরাজ, চন্দন, অগুরু
ও বচ সংমিশ্রণে প্রস্তুত।

প্রকৃতিজাত সুরভিসম্পন্ন প্রসাধন-সামগ্রীর ইহা অন্যতম দান।
ইহার তুলনা নাই—কি বর্ণে, কি গন্ধে—কি নির্ম্মল পবিত্রতায়।

"রায় কেমিক্যাল।" কলিকাতা।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ১০ আনা মাত্র।

ভারতের বৃহত্তম বীমা-কোম্পানী

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

জীবনবীমা, অগ্নিবীমা, নৌবীমা, দুর্ঘটনা-বীমা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বীমার কার্য্য করিয়া থাকে।
নিউ ইণ্ডিয়ার জীবনবীমা বিভাগ প্রথম দুই বৎসরেই এককোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বীমার কার্য্য সংগ্রহ করিয়া এককোটী দশ লক্ষ টাকার পলিসি বিতরণ করিয়াছে।

ভারতীয় অন্য কোনো কোম্পানী এ-পর্য্যন্ত প্রথম দুই বৎসরে এত কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

এস জে এফ রিভাস
ব্যাঙ্ক ম্যানেজার

কলিকাতা আফিস :—
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ এস সি রায়
লাইফ সেক্রেটারী

ঘোষ ব্রাদার্স—ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

জুয়েলারি ম্যান্‌সন্,—১১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা।

আমরা স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রস্তুত-কারবারে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছি
আমাদের প্রস্তুত গহিনা—

ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট পুনরায় বিক্রয় করিলে আমরা পান-মরা বাদ না দিয়াই গিনি সোনার দামে খরিদ করি।

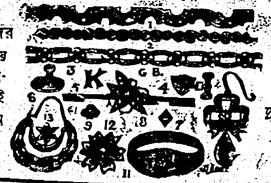

ইহাই কি আমাদের সততার অগ্নি-পরীক্ষা নয়?

দুই (৵০) আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ক্যাটালগ পাঠাই।

কবি শিবরাম চক্রবর্ত্তীর কাব্যগ্রন্থ

তাঁহার কবিতায় সুরের স্বাতন্ত্র্য, ভাবের অভিনবত্ব ও প্রকাশভঙ্গীর ঈসারেসের আলোচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক অন্নদাশঙ্কর রায় বলিয়াছেন "বাংলাকাব্যে শিবরামের সপোজ নাই" এবং Liberty বলিয়াছেন "Bolshevism in Bengali Poetry" তাঁহার কাব্যের পরিচয় না লইলে আপনার কাব্যপাঠ অসম্পূর্ণ থাকিবে; এবং এই কবির মুদ্রিত না দেখিলে আপনার আজকের জীবন ও জগৎকে জানা সম্পূর্ণ হইবে না।

মানুষ—১৷৷০

এই কাব্যের মধ্যে মানুষের নবরূপ ও নূতন পরিচয়—যে মানুষ বিধাতার চেয়ে বড় অথচ যে মানুষের কোনোই মূল্য নাই, যে-মানুষ বিধাতাকে ও জগতকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে চায় অথচ যে নিজের অন্তরের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিতে অক্ষম, যে মানুষ আকাশের রঙ দেখে অথচ যাহাকে পদে পদে মাটির ঋণ শোধ করিতে হয়—"ওরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"।

চুম্বন—১৷৷০

প্রেমের কবিতা; কিন্তু প্রেমের কবিতা বলিতে সাধারণত যে একঘেয়ে হা হুতাশ বোঝায় চুম্বনের কবিতাগুলি তা থেকে স্বতন্ত্র প্রেমের, সৌন্দর্য্যের, সম্ভোগের যে নূতন সুর এই কাব্যে শুনিবেন সেই বিশেষ সুর বাংলার আর কোনো কবির কাব্যে নাই; তাঁহার অভিনবত্ব ও আবেগ আপনাকে অভিভূত ও অনুভাবিত করিবেই। যাঁহারা যৌবন ও জীবনকে ভোগ করিতে সার্থক করিতে চাহে তাহাদের জন্যই এই কাব্য,—অনভিজ্ঞ মন, বয়স্ক শিশু বা নাবালকদের জন্য নহে।

আজ এবং আগামী কাল—১৲

আসন্ন যুগবিপ্লবের আদ্যন্তিক—নূতন চিন্তা, নব মনন্তত্ত্ব, নবীন বাণী। প্রাচীনপন্থী রাষ্ট্রনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও সাহিত্য ধর্ম্মের প্রতি নির্ম্মম আঘাত ও সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ—ভাবী কাল ও ভাবী সমাজের ইঙ্গিত। প্রবন্ধ রচনাকে চিত্তোত্তেজক অথচ পরম উপভোগ্য করিতে শিবরামবাবুর লেখনী অদ্বিতীয় অদম্যিত্ব যে যৌবন শক্তি আজ ভারতের ইতিহাস ভাঙিয়া গড়িতে চাহিতেছে তাহার অন্তর্নিহিত চিন্তাধারার পরিচয় পাইতে এই বই পড়া দরকার

এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শাঙ্কপতি, একশিরা সর্ব্ববিধ বাত ও ফুলাবাতের

Tulsiraj Oil

পরীক্ষিত ও সিদ্ধপ্রদ মহৌষধ। মূল্য ২৲ টাকা, এজেন্ট বি, কে, পাল এণ্ড কোং, সন্স বনহিউস্ লেন, প্রসিদ্ধ কত চিকিৎসক—নেন, কে, কর, এম্‌বং মানুকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঋতদেহে প্রাণদান

ভাওয়ালের মৃত রাজকুমারের পুনর্জ্জীবন দাতা বাবা দর্শনদাস নাগা প্রদত্ত "এক্সোডাইনা" সেবনে হাপানি, ও শ্বাস (হাঁপানি) সারিবেই। এক দিনেই উপশম, কলের জল স্যারিজি, শিশি ২৲৷৷ ডজন ভাই এণ্ড কোং (নং) পোঃ জয়ন্তী ঢাকা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি

পরিবর্ত্তিত নিয়ম

এতদ্দ্বারা আমাদিগের বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন এজেন্টদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, যে সপ্তাহে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন "নবশক্তি"তে প্রকাশিত হইবে, সে সপ্তাহের সোমবার বেলা ৪ ঘটিকার মধ্যে তাঁহারা যেন বিজ্ঞাপনের নমুনা (নূতন অথবা পুরাতন) আমাদের বিজ্ঞাপন বিভাগে পাঠাইয়া দেন এবং বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে অথবা বিজ্ঞাপন ছাপা হইবার পূর্ব্বে নমুনা দেখিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনের 'কপি' পাঠাইয়া দেন।

২। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তনের তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে তাঁহারা যেন ব্লক ফেরৎ লয়েন; কারণ ব্লক বহুদিবস অপ্রয়োজনীয় ভাবে পড়িয়া থাকিলে নষ্ট হইবার বা হারাইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

৩। কোন বিজ্ঞাপন বক্তাইস টাইপে ছাপা হয় না, এজন্য কেহ অনুরোধ করিবেন না।

৪। বিজ্ঞাপনদাতাগণ তাঁহাদের কাগজ যে সপ্তাহে না পাইবেন, তাহার পর সপ্তাহের সোমবারের মধ্যে উক্ত কাগজের ব্লক আমাদের অফিসে জানাইলে আমরা ঐ অপ্রাপ্ত সংখ্যা পাঠাইবার সাধ্যমত ব্যবস্থা করিতে পারি, বিলম্বে কোন প্রকার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য কাগজ পাঠান হয় না

ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্র, টাকা, চেক প্রভৃতি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার—লিবার্টি নিউজপেপার্স লিঃ
কলিকাতা, ২৪শে শ্রাবণ।
সন ১৩৩৮ সাল।

নবশক্তির
নূতন ভবন
=লিবার্টি হাউস=
৩২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
—ঃ টেলিফোন ঃ—
কার্য্যাধ্যক্ষ—বড়বাজার ২৪৮৮।
বিজ্ঞাপন বিভাগ—বড়বাজার ২৫৫৩।

ইউনিপ্যাথি

একটু সহজ সুলভ ও অব্যর্থ ফলপ্রদ চিকিৎসা আর নাই। বিনামূল্যে গ্রন্থ বাংলা হিন্দী ও গুজরাতীতে ভিক্ষা প্রদত্ত হয়। কালিদের জন্য পত্র লিখুন।
বঙ্গবাসী এণ্ড কোং—১১২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমেরিকান ষ্টাইল

পোর্টেবেল অরগ্যান



ষ্টাইল নং ৪৩।

চার অক্টেভ, "সি" হইতে "সি"
২ সেট রীড, ডবল বেলো,
নী-সোয়েল, মেঘাগি পালিশ,
বাক্সের মধ্যে ভাজ করিয়া
রাখা যায়।

কেস, তালা চাবি প্রভৃতিসহ—মূল্য ১৫৫৲ টাকা।

অরগ্যানের বিস্তারিত তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম.এল.সাহা লিঃ

৫১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট] কলিকাতা [৭১স, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট।

বিনামূল্যে "জেনাস"

বর্ষাকালে গৃহলক্ষ্মীগণ "হাজার" বড়ই কষ্ট পান। অনেক মলম ও তৈলাদি ব্যবহারেও "হাজার" যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাননা। আমাদের "জেনাস" মলম হাজার ধ্বন্তরী। এক রাত্রে হাজা অর্দ্ধেক ভাল করিবে ও দুই দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বিনামূল্যে আমরা এই মলম বর্ষার দুই মাস বিতরণ করিব। "জেনাসে" খোস, দাদ, পোড়া, একজিমা, ফোড়া, পোষ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ বর্ষায় আরোগ্য হয়। ইহাতে পারা বা কোন প্রকার ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি নাই।

আবেদনের নিয়ম ঃ—"নবশক্তির" এই অংশের "ক্লাসিফিং সহ" দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক কৌটা (ছোট) "জেনাস" পাইবেন।

পোষ্টে সার্টিফিকেট দিয়া আমরা "জেনাস" পাঠাইয়া থাকি। কেহ না পাইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী নহি, এবং এ বিষয়ে কোন পত্র বিনিময় করা হয় না।

এক কৌটায়ই হাজা আরোগ্য হয়। সেজন্য একজনকে এক কৌটার অধিক দেওয়া হয় না বড় কৌটার দাম—৸০ ডিঃ পিঃ খরচ—৵০ (ছয় আনা, তিন কৌটা পর্য্যন্ত)

জেনাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং

পোঃ বক্স ২২৩১ কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আবশ্যক।

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর চ্যবনপ্রাশ ও সেরু মকরধ্বজ ও তেলের

খারখানা আমীরাগঞ্জ রোড

চাকা শক্তি ঔষধালয়

হেড আফিস পটুয়াটুলী ঢাকা

১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে নবযুগ আনিয়াছে

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

রাজা, মহারাজা, ছোটলাট, বড়লাট প্রভৃতি বহু সম্রান্ত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট ও প্রশংসিত প্রোপ্রাইটার শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী, বি, এ, (রিসিভার) হিন্দু কেমিষ্ট ও ফিজিসিয়ান ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ব্রাঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে এবং চিকিৎসক মহোদয়গণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে অনুসন্ধান করুন, ১৲ আনার টিকেট পাঠাইলে বিনামূল্যে ক্যাটলগ ও প্রেরণ করা হয়। "সারিবারিষ্টি"—যাবতীয় রক্তদুষ্টি, গর্ম্মি, গেটেবাত, ঝিকিবাত, প্রমেহ, এসিডের সহিত মূত্রাধ্যে পড়া, বহুমূত্র প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ মূল্য ৬৲ শিশি, "দশনসংস্কার চূর্ণ"—বিদেশী মাজনের তুলনায় ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, মুক্তাকি দাঁতের মাজন, দাঁতের সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়, মুখের সর্ব্বপ্রকার গ্লানি, রক্তপড়া, পোকা পড়া, মাড়ির প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য—৵ আনা কৌটা

উৎকৃষ্ট বীজ কলম ও গোলাপ গাছ।

১। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষিক্ষেত্র হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন করা সকলপ্রকার সব্জী বীজ।
২। সকলপ্রকার দেশী ফলের কলম।
৩। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বাছিয়া আনা মনোহর গোলাপের গাছ। আমাদের সমাবেশ (collection) ভারতে অদ্বিতীয়।

সকলপ্রকার উচ্চশ্রেণীর মরহুমী ফুলের বীজের জন্য আমরা বহুপ্রসিদ্ধ। সচিত্র মূল্য তালিকা বিনামূল্যে পাঠাইয়া থাকি। ভিজন এণ্ড সন্স—বাটরিগা, বি, এন, আর, ব্রাঞ্চ—সুলতাগান, মণোর রোড, দমদম। (৮১৯)

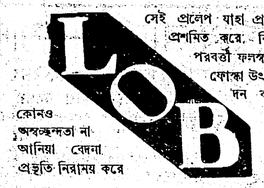

সেই প্রলেপ যাহা প্রদাহ প্রশমিত করে, কিন্তু পরবর্ত্তী ফলস্বরূপ ফোস্কা উৎপাদন করে না।

কোনও অস্বচ্ছন্দতা না আনিয়া বেদনা প্রভৃতি নিরাময় করে



বিনা লাইসেন্সে এলাম পিস্তল

অদ্ভুত আবিষ্কার—ডাকাইত, চোর, বানর প্রভৃতিকে ভয় দেখাইতে, ঘোড়দৌড় এবং নানাবিধ ক্রীড়ার 'হাট' দিবার উপযোগী। আসল বন্দুকের ন্যায় জোর আওয়াজ হয়। ক্ষতিকারক নয় বলিয়া লাইসেন্স করিতে হয় না। অটোমেটিক রিপিটার ৩৷৹, ১০০টী ক্লাকার ২৷৹, সিঙ্গল ব্যারার পিস্তল ৩৷৹, ৫০টী ক্লাকার ১৷৹। পাইওনিয়ার আর্মস কোং (৪০) সীরাট

পত্রাদি ইংরাজীতে লিখিবেন।

তাতি সুলভে হোমিও ডিপ্লোমা

করনাও করা যায় না। অক্ষর তেও সুলভ নাই। নিয়মাবলী অর্দ্ধ আনার ছুটী ডাকটিকেটে।

ডাঃ—রাস (নং) রমনা, ঢাকা।

সস্তায় খারাপ ক্যামেরা ক্রয় করা অর্থের অপব্যয়। ফটোগ্রাফি শিখিয়া মাসিক ২০০৲ টাকা উপার্জ্জন করুন।

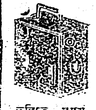

আমাদের রয়াল মাও ক্যামেরার ফটো তুলিবার নিয়মাবলী এত সহজ ও সরল যে সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষানবীরা কেবল মাত্র থ্রিং শাটারের ব্যবহার জানিয়াই কোয়ার্টার সাইজ (৩৷৹ × ৪৷৹) প্লেটে যে কোন বস্তুর সুন্দর সুন্দর ফটো তুলিতে সক্ষম হইবেন। এই ক্যামেরার শক্তিশালী ল্যাণ্ডীন লেন্স ও ভিউ-ফাইণ্ডার সুবিধাই। প্লেট, রেপার, ওয়াশিং ডেভলপিং কেমিক্যালস্, ফটোগ্রাফিক, লেন্টারন, প্রিন্টিং ফ্রেম, খরানি ডিস এবং ব্যবহার বিধি একসঙ্গ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। মূল্য—৭৲ স্থলে মাত্র ৬৲ মাশুল ৸০ আনা।

Madhab Trading Co., Aligarh. No. 76.

নবশক্তি

৩য় বর্ষ } শুক্রবার ২৯শে শ্রাবণ ১৩৩৮, ইং ১৪ই আগষ্ট ১৯৩১ { ১৪শ সংখ্যা

সূচী-পত্র

১। সম্পাদকীয়— ... পৃষ্ঠা ১
২। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বিপ্লবোদ্যম—রোমাঁ রোলাঁ ... ,, ৩
৩। প্রাপ্তবয়স্কতার ভুকী মাশুল— ... ,, ৪
৪। কমরেড ব্রাডলের চিঠি— ... ,, ৫
৫। খোসনবীসের দপ্তরে (কবিতা)—
শ্রীস্থিতি চৌধুরী ... ,, ৬
৬। নিষেধাজ্ঞা—শ্রীনিরঞ্জন বসু ... ,, ৭
৭। বৈদেশিক সাময়িক সাহিত্যে নারী— ... ,, ৮
৮। অন্ধকারের অন্তরে (গল্প)—শ্রীসুধীর রায় ... ,, ৯
৯। সরস্বতী (গল্প)—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে ... ,, ১১
১০। বীর (গল্প)—শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায় ... ,, ১৪
১১। শিক্ষা বিস্তার (উপন্যাস)—
শ্রীবেণী সংহার রায়চৌধুরী ... ,, ১৮
১২। বর্ষামঙ্গল (গান)—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ... ,, ১৮
১৩। আমাদের একমাস—শ্রীসবিতা দেবী ... ,, ২২
১৪। আন্তর্জাতিকবিজ্ঞান—বিজ্ঞানাচার্য্য বসুঃ পাঁচুগোপাল ... ,, ২৩
১৫। হে ক্রীত্রুহেলা (কবিতা)—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ... ,, ২৪
১৬। ঘর ও পর— "ভ্রমণেন" ... ,, ২৫
১৭। নারী আন্দোলন ইহারই চালাইবে ?—
শ্রীসত্যবতী দেবী ... ,, ২৭
১৮। বাঁশীতে বাজালী—শ্রীবিমলচন্দ্র সোমানী ... ,, ২৮
১৯। প্রমোদ—(ক) শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ও শ্রীসুধী ... ,, ২৮
(খ) শ্রীসতীশচন্দ্র পালিত ... ,, ২৮
... মেঘদূত— শিল্পজী ... ,, ২৯
... খাদ্য (চুটকী)— ... ,, ৩১

গ্রাহক ও লেখকদের প্রতি

১। নবশক্তি প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।
২। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত নমুনা প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা, বার্ষিক মূল্য ডাকটিকিট ৩টাকা মাত্র।
৩। টাকা কড়ি প্রভৃতি যাবতীয় টিকানার, টিকানাটি নিম্নউক্ত পোষ্টাল ঠিকানা ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, টিকানায় পাঠাইতে হয়।
৪। অসমর্থিত সম্পাদক সমীপে, বিষয়টি হইলে, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, টিকানায় পাঠাইতে হয়।
৫। অমনোনীত না হইলে লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।

তরুণের নেতা কৈ ?

স্বাধীন দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে দেশ সেবার জন্য সর্ব্বদা ও সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়। রাষ্ট্রনিয়ন্তারা তার ব্যবস্থা করে থাকেন, রাষ্ট্রের নিয়োজিত শিক্ষক ও পরিচালকরা তরুণদের তৈরী করবার ভার নিয়ে থাকেন। প্রত্যেকটি ছেলে ও মেয়েকে উপলব্ধি করতে হয় যে, তার অস্তিত্ব ও উন্নতির সঙ্গে জাতির অস্তিত্ব ও উন্নতির সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। একটী ইরাক ও জার্ম্মান তরুণ ও তরুণীকে দিয়ে তাই বিভিন্ন ও জার্ম্মান জাতিকে বাচাই করা চলে।

রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রারা আমাদের ছেলে মেয়েদের সর্ব্বতোভাবে জাতীয় ভাবাপন্ন করবার ভার নেয়নি। কারণ জাতির সভ্যতা-কৃষ্টির সঙ্গে শাসন শক্তির সম্পর্ক ও বনিবনাও নাই। আমার জাতির মূলগত ধর্ম্ম কি, আমার ব্যক্তির মূলগত চরিত্রবোধ কি, আমার সমাজের স্বভাবগত বৃত্তি ও গতি কোন্ দিকে, এর নির্ণয় করতে পারে না তারা, যারা আমাদের আত্মার মানুষ নয়। নিয়ামক শক্তির নায়কদের মধ্যে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দরদ নাই বলে এদেশের রাষ্ট্র পরিচালনের মধ্যে ততটা স্নেহ ও মমতার শাসনবোধ নাই, যতটা রয়েছে ক্ষুব্ধ প্রভুত্বের তারস্বরবোধ।

আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে ভাই শিক্ষা মানে শাসন, শিক্ষা মানে—তার গতিকে সবদেশ রুদ্ধ করে স্বভাবের বিরুদ্ধ মুখে পরিচালিত করা। আমাদের তরুণকে শৈশব থেকে দাস হতে শেখান হয়। বাইরের কত জাগরণের গান ওঠে তার কর্চিকুকে উদ্দীপনা জাগায়, তার অন্তরের স্তব্ধীতে স্তব্ধীতে যা জেগে। কিন্তু সমাধান কৈ,—না এদিকে নয় ! সম্মুখে অভাব ও আসন্ন মৃত্যু, ওদিকে দুটি দিবার অধিকার তোমার নাই। সমাজ কৈ,—না এদিকে নয়। স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ দেশের শান্তির মধুর গীতি গানে যোগ দিবার সুযোগ তোমার কৈ, তোমার হতভাগ্য দেশে যেখানে মড়ক মারী, ভিক্ষে শ্রাবনে নিত্য জাগে হাহাকার ? যেখানেই তরুণ এই শক্তি ও সমাজের ঈপ্সিত অতিক্রম করে অন্তরের বাণী শুনেছে, সেখানেই তরুণ এই ন্যায় ও বিশ্বস্ত শক্তি ও সমাজকে অভয় দিবার আশায় বাইরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন ভয়ময় আপনাকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছে, সেইখানেই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রারা এসে সন্দেহ করেছে। বলেছে, অসহ্য তুমি দাস, রইবে চির কৃতদাস—বিশ্বের আভিজাত্য বোধে প্রযুদ্ধ হবার তুমি অধিকারী নও।

তবু বাইরের গান এসে পৌঁছেছে ছেলে মেয়েদের প্রাণে। তারা গুমরে উঠেছে ব্যথায় সেই মহাকালীর যার ভয়ের মাঝে লক্ষকোটি শতদল। হাতির ভাতি, সমাজের আতঙ্ক, প্রভুশক্তির নিষিদ্ধিবের ছাপিয়ে ওঠে সেই গান। ভারতের তরুণ ও তরুণী যে বিপ্লবিচ্ছন্দে যোগ না দিয়ে পারে না।

কিন্তু দেশ ও জাতির প্রতিভূ ও প্রতিনিধি-চরিত্ররূপে গঠিত হয়ে উঠবার মত শিক্ষা ও অনুশীলন আমাদের ছেলেরা পাচ্ছে না, মেয়েরা ত নয়ই। সংসারের জ্যেষ্ঠরা নব আশার অনুশীলনের কথা ধারণাতে আনতেই পারেন নাই। তাঁরা জানেন অভাবের তাড়না। সেই তাড়নায় দিনে বিশ ঘণ্টা খেটে কোনও মতে আবর্জ্জ ও ক্লেদের ব্যবস্থা কি করে করতে হয় মাত্র তাই তাঁরা জানেন। দেশের মেয়েরা ইহত খালি গৃহাঙ্গন, সংসারের মুহ্যমান দুশ্চিন্তা।

বিশ্বের দিগ্‌দেশ থেকে আজ বেদ ইঙ্গিত সঞ্জীবনী সুর ভেসে আসছে তরুণকে ডেকে বলছে—ওঠ! জেগে থাকলেই ভোমায় কলি ধেয়ে আসবে হাসবে ঘাপর। উঠে দাঁড়াও সেইত ত্রেতা। চল—ত্রিসবে তবেই আসবে সত্য যুগ। চল তরুণ! চলার শ্রমে ক্লম ও অচল অঙ্গ তোমার সচল হয়ে উঠবে—হয়ে উঠবে প্রস্ফুটিত কুসুমের সুরভি সৌন্দর্য্যে সুষমাময়। এই চলার সাধনে আমাদের ব্রহ্মর ও ভঙ্গী আজ যে যেতে উঠল এতে আশ্চর্য্য আমরও ইচ্ছা শক্তি কিন্তু সেই অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তির অনুগত করে কর্ম্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে, কর্ম্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে সমস্যাশক্তিকে প্রয়োজনের অনুগত করতে নেতৃত্বের প্রয়োজন আজই অভাব আজ অত্যন্ত! রাষ্ট্রশক্তি এই নেতৃত্বের ভার যখন নিতে পারলনা তখন ভারতের তরুণ-শক্তি মুনিঋষিদের ভার কাজের উপর পড়ল লেখা একটা বড়কথা দাঁড়িয়েছে।

কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ

বাংলার বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ গত সোমবার স্বর্গে গেছেন। এমন জ্ঞানপ্রিয় অধ্যাপক বাংলার বেশী নাই। বাংলার প্রাচীন পণ্ডিতের মতন সরল ও সাদাসিদে জীবন নিয়ে অধ্যাপক চট্টরাজ আজ ৪০ বৎসর একই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে এসেছেন। বিদ্যাকে তিনি বড় দেখেছিলেন তাই বৈষয়িক বিষয় তার বড় হয় নাই কোনও দিন।

সময় সময়ে জ্যোতিষের ঘটনা বিষয়ে এমন ভাবে তিনি নির্ভুল থাকতেন যে দেখে মনে হত দানদৃষ্টি কবি। বাংলার অন্যতম শিক্ষাগুরু। মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত।

অধ্যাপক খোদাবক্স

মিঃ এস, খোদাবক্স গত রবিবার পরলোক গমন করেছেন। সত্যিকার শিক্ষিত কাকে বলে তা আমরা জানতে পেরেছিলাম এই অতি উদার পুরুষের মধ্যে। ইসলাম সভ্যতা ও ইতিহাসের কথা তিনি যেমন করে বলেছেন তা অপূর্ব। বহু ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর দখল ছিল। তাঁর পিতা অমর খোদাবক্স পাটনায় মুসলিম লাইব্রেরী স্থাপন করেন। পুত্র অধ্যাপক খোদাবক্সের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর গ্রন্থ সংগ্রহও অতি অপূর্ব। আরব সভ্যতা ও মুসলেম ইতিহাস ও কৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণায় তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে পরিগণিত ছিলেন। এমন পুরুষকে হারিয়ে দেশ সত্যই দরিদ্র হ'ল।

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী

স্বদেশী যুগের অন্যতম বাগ্মী ও প্রচারক পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী গত শনিবার দেহত্যাগ করেছেন। এই প্রাচীন-পন্থী পণ্ডিতটি কি করে অতি-আধুনিক দেশপ্রেমকে আয়ত্তে এনেছিলেন তাঁর প্রতি সনাতনী পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। দেশপ্রেমের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে অনেকবার জেলে যেতে হয়েছিল। স্বাধীনতার মহাযজ্ঞের এই যাজ্ঞিকের অভাব আমরা নিত্য অনুভব কর্ব্ব।

বন্যার প্রহার

বাংলার গবর্ণর ঢাকার দরবারে সনদ ও চাপরাস বিলি কর্ব্বার উপলক্ষে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের বন্যা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এতে ক্ষতির পরিমাণ কেমন হবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না, তবে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের রিপোর্ট থেকে মনে হচ্ছে যে বন্যাতে বিশেষ কিছু করতে পারবে না। এই বন্যাতে যদি কাঙালের মুখের দানা নষ্ট না হয় তবে গবর্ণরের ভবিষ্যৎ বাণীর দাম আমরা দিতে পারব। কিন্তু একটা কথা স্যর ষ্টানলি ভুলে গেছেন যে, তাঁর প্রভা বানের পূর্ব্ব থেকেই না থেতে পেয়ে মরছিল। এমন অনেক খবর হয় ত তাঁর কানে গেছে যে পেটের ভাড়নায় মা ছেলেকে মেরেছে, নিজে আত্মহত্যা করেছে। বানের প্রহার এসে পড়েছে এদের উপর কাজেই বত অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীই রিপোর্ট প্রদান করুন না আমরা এ কথা বিশ্বাস করতেই পারলাম না যে বন্যাতে বিষম কিছু করতে পারবে না।

মানুষের সাধ্যাতীত ?

কিন্তু নিত্য এ বন্যা কেন হচ্ছে তার সম্বন্ধে গবর্ণরের অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা কিছু ফতোয়া দেন না কেন? এক শত নোত্তর বছর পূর্ব্বে বাংলার বানের কথা ইতিহাসে পাঠ করিনি, আজ সংসা মৃহুর্হু নদী শুকায় অথচ দেশ ডোবে কেন? বাংলার স্বভাব স্রোতস্বতীগুলো শুকিয়ে মরে, বাঙ্কে একি বিধাতার অভিপ্রায়ে, না, অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের অবহেলায় ও অজ্ঞতায়—এ সম্বন্ধে কি খোঁজ করা হয়েছে? রেল লাইনগুলো তৈরী করার সময় দেশের জল নিকাশের বৈজ্ঞানিক সুব্যবস্থার দিকে নজর কেউ কি দিয়েছে? গবর্ণর চাকায় বলেছেন—"unfortunately floods in these great rivers are at present beyond man's control"—এই সব বড় নদীর বন্যা আয়ত্তে আনা মানুষের সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে আর নদীগুলোকে এমন দুর্দ্দান্ত কর্ব্বার জন্য দায়ী কে? শাখা নদীগুলোকে তকিয়ে মেরে মূল প্রবাহের স্বভাব গতি রুদ্ধ করে কে দিল? এ সম্বন্ধে কিন্তু মিঃ উইনস্টেড উইলকক্সের মূল্যবান মন্তব্যের দিকে কেন সরকার দৃষ্টি দিচ্ছেন না? জনসাধারণ রেল লাইনকে দায়ী করছে। সরকারকে প্রমাণ করা দরকার যে তাদের ধারণা মিথ্যা। এত কমিশন বসে, এত অনুসন্ধান সমিতির আখড়াই হয় কিন্তু বাংলার বর্ষাকার বন্যা নিবারণের জন্য সরকার কোনও চেষ্টাই করেছেন বলে আমরা জানি না। বন্যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে এ কথা বলবার পূর্ব্বে স্যর ষ্টানলি জ্যাকসন এ সব বিষয়ে নজর দিয়ে থাকতেন। যে বন্যা বাংলার সাধ্যাতীত ছিল না, সে বন্যা নিবারণ সরকারের মতে আজ সাধ্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এ কথার কোন মানেই হয় না।

পুলিশ জনপ্রিয় নয় কেন

গবর্ণর বলেছেন যে পুলিশ জনসাধারণের নোকর। জনসাধারণের রক্ষা ও সাহায্যের জন্য তাদের অস্তিত্ব। জনসাধারণ যদি পুলিসের উপযুক্ত সেবা চায়, তাহলে তাদের কর্ত্তব্য পালনে সাহায্য করতে হবে। স্যর ষ্টানলি বলেছেন যে, জনসাধারণ যদি অপরাধ অনুসন্ধানের জন্য সাক্ষী দিতে না এগোয় বা খবরাখবর না দেয় তবে বুঝতে হবে তারা হয় ভয় পেয়েছে, না হয় তারা অপরাধের সমর্থন করে। পুলিশের নাকের উপর যখন কোনও খুন-খারাপী চুরী-ডাকাতি হয়, তখন বিপন্ন হয় জন-সাধারণ, পুলিশ নয়। কাজেই বিপন্ন হয়ে অপরাধের সবাই সমর্থন করছে, এ কথার কোন মানে হয় না। কারই বা ভয়ে জনসাধারণ আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টায় বাধা দিবে? সত্যি কথা হ'ল অবিশ্বাস। পুলিশ যে কোনও ভাল কাজ করতে পারে জনসাধারণের এতে যেন বিশ্বাস মোটেই নাই। পুলিশের চাকুরীকে সবাই এ দেশে ভাল চক্ষে দেখে না। পুলিশকে বহুভাবে কেউ দেখবার সুযোগ পায়নি, পুলিশকে তারা ভয় করে। কেন ভয় করে তার বিশেষ কারণ সম্বন্ধে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিশনার তার রেজিনাল্ড ক্লার্কের যে মত আমরা গত সংখ্যায় নিয়েছিলাম তারই পুনরুল্লেখ করতে হ'ল—"In the police, unlike the army, complete authority has to be delegated right down to the lowest ranks and these ranks in India have not yet got the education and the training which would prevent them from, at times, abusing these powers."

আবার মাইকেল ও'ডায়ার

লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারাল তার জর্জ্জ ম্যাকমান প্রণীত "The Indian Mutiny in Perspective" বইখানির সুবৃহৎ সমালোচনা করতে গিয়ে তার মাইকেল ও'ডায়ার প্রসঙ্গত বিলাতী "মর্ণিংপোষ্ট" পত্রিকায় লিখেছেন—আজ আমাদের ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসন অটল হবার আশঙ্কা হয়েছে বইখানিতে যে সব নতুন নতুন ঘটনা বলা হয়েছে, এমন সব উদাহরণ দেখান হয়েছে যাতে মনে হয় এ থেকে অনেক কিছু আজ শিক্ষার রয়েছে আমাদের ১৮৫৭ সালের যে রকমের শক্তিমান মানুষ আমরা পেয়েছিলাম, আজ অবস্থা সামাল দিতে তেমন শক্তিশালী পুরুষ আমাদের নেই।" এ সম্বন্ধে Dr. Thompson-এর "The Other side of the Medal" বইখানি দামী। Dr Thompson প্রসঙ্গত ১৯১৯ সালের অমৃতসরে জেনারেল ডায়ারের কাজের সমালোচনা করেছেন বেশে তার মাইকেল তেমনি বেরুনে অগ্নি উঠেছেন। ১৯২৪ সালের ও'ডায়ারি কলিকাতা বে অমন রসিক তা আমরাকায় অন্য কখনও নাগার সাক্ষাৎকার মাইকেল আগে হয়ম করতে পারেন নি।

রক্ষণশীলের বজ্র আঁটুনী

এঁরা ক্ষুদ্রম পন্থারই সমর্থন বেশী করেন। শক্তিশালী পুরুষ বা giant বলতে এঁরা বুঝেন ক্ষুদ্রম পন্থার দিক পুরুষ। ভারতের মুক্তি অর্জ্জনের বৈধ প্রচেষ্টাকে খর্ব্ব করতে চান এঁরা বলপ্রয়োগে তা যে চলবে না তা সেদিন বর্ড আরউইন বিলাতে বলেছেন। বর্ড আরউইন গোল টেবিল ও ভারত উভয়কেই অনুরোধ করেছেন মিত্রভাবে মিলতে। ইংরাজ এক চুল ছাড়বে না, ভারতও সমস্ত দাবী অধিকার করে তবে ছাড়বে, এ হতে পারে না। এর উপর মন্তব্য করে রক্ষণশীল সাপ্তাহিক টুথ বলেছেন—"আগে যা আমাদের ক্ষুদ্রচক্ষে ছিল তার কথা না হয় ছেড়ে দাও। আজ সব রাজনীতিক দল সত্যি সত্যি ভারতের মঙ্গল চায়, কিন্তু ভারতের কোনও দলবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের সঙ্গে আমরা কথা কইতে চাই না।" অর্থাৎ কি না কংগ্রেসের কথায় আমরা আমাদের বজ্র আঁটুনী শিথিল করব না। আঁটুনী বজ্র করতে গিয়ে যে ফস্কা বহু সময়ই শিথিল হয়ে যায় এটা প্রবাদ বচন।

রক্ষণশীল ও ভারতের দাবী

বিলাতী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেবারদলের সভাপতি মিঃ কেনার ক্লেকডরে এদের এই নীতির সমর্থন করেন না। "নিউ ষ্টেট্‌স" সাপ্তাহিক (১১-৭-৩১) "Is a Crush Coming" (ক্রাশ কি আসর ?) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"মিঃ বলডুইন ও লর্ড আরউইনের চেষ্টা সত্ত্বেও রক্ষণশীলরা ভারতে আবার ক্ষুদ্রম নিপীড়ন চালাতে চায়। শ্রমিক সরকার পাকতেও যদি ভারতের দাবী পূর্ণ না হয় তবে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। রক্ষণশীল সরকার যে এই দাবী পূর্ণ করবেন এ আশা নিষ্ফল। কিন্তু ভারতকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। এমন শক্তিতে ভারত বাধা দিতে থাকবে যে তাতে করে ইংরাজ সাম্রাজ্য সত্যিই ছত্রছাড়া হয়ে যাবে।"

লণ্ডন অনুপযুক্ত

ভারতের আত্মায় মহা সভার দাবীই যে ভারতের পঞ্চত্রিংশ কোটির সত্যিকার দাবী একথা এরা মানতে চাচ্ছে না। তাই কংগ্রেস যে কিছু না, কংগ্রেস যে গুনার আখড়া, এই কথাই এরা দেশে-বিদেশে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। কংগ্রেসকে গোলটেবিলে আনা দিলে "gravest event" বা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এর ইঙ্গিত ভারতবিদ্বেষী পত্রিকাগুলি প্রতিদিন দিচ্ছে। বিলাতের মন্ত্রী সভা যে এদের উপদেশ কান দিচ্ছে না তাতে এই সব সংবাদ পত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। ষ্টেটসম্যান লণ্ডন বলেছেন—"London controls Simla, and London is distant, irresolute and incompetent" লণ্ডন সিমলাকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু সে লণ্ডন দূরে, তার মানসিক শক্তি ক্ষীন—সে শাসন কর্ব্বার অনুপযুক্ত।

বিশ্রী হাঁসফাঁস

তাই ক্ষুদ্রমের ভার এরা নিজের হাতে হাতে নেবে বলে ইঙ্গিত করছে। ষ্টেটসম্যান জানিয়েছেন যে আইনপ্রিয় প্রজা আপনাকে ও অনেকের প্রাণ রক্ষার জন্য হত্যা করবার এবং তজ্জন্য কায়িক বল প্রয়োগ কর্ব্বার অধিকার তার আছে বলে বিধান করে ("He believes in the right to kill either in self defence or in defence of the lives of others, and he believes in the right to use his bodily strength in the same cause") ; ষ্টেটসম্যান এই দাবার উদ্‌যাপনে ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য বেশী বলে মনে করেছেন। বলেছেন এ দাবার ভারার সৌষ্ঠব রক্ষক। কলিকাতা যে অমন রসিক তা আমরাকায় অন্য

প্রয়োগ নিপুন রক্ষণশীল মাত্রেই তর্কি একথায় বিশেষ করে জানান হয়েছে। এভাবে জাতির বিরুদ্ধে জাতকে এবং মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলা এই অপপ্রচারক সম্প্রদায়ের নিজেদের পক্ষেও মারাত্মক বলে আমাদের মনে হচ্ছে

পরাঙ্গপুষ্টদের প্রচার

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে স্তর আগেই ইটসমের প্রতি আক্রমণ ও মিঃ গান্ধীকে হত্যা করার নিন্দা করেছেন, তাতেও ইংলিশ্‌ম্যান পত্রিকা-গুলি তুষ্ট নয় মহাত্মা গান্ধী, তাঁর সাধুতা ও বিশ্বাস সম্বন্ধে কতটুকু সন্দেহ করে না, তাঁর সাধুতাতেও এই পত্রিকা গুলি ভণ্ডামীর আভাস পেয়েছে। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান বলেছে যে, শোলাপুর ও চৌরীচৌরার ব্যাপারের জন্য দায়ী (bloody guilty) মহাত্মা স্বয়ং। কংগ্রেস-ক হীন প্রতিপন্ন করছে এরা প্রত্যহ। গোল টেবিলের বৈঠকে কংগ্রেস যাতে মান না পায় তার জন্য এখন থেকেই ওরা প্রচার কাজ চালাচ্ছে। হচ্ছে—"দুনিয়ার চোখে কংগ্রেস নৈতিক-দেউলে।

এর মৌখিক অহিংসার সেবা ভাঙারজনক। এর বোধাই মজুর আগাথোড়া মিথ্যাচরণে কলঙ্কিত (The States man 7, 8 31.)" এদের সাম্প্রদায় ভারতের একমাত্র সম্প্রদায় হলে অবশ্য এই রক্ত চক্ষুকে ভয় করা চলত। কংগ্রেস কি, তাদের নেতারা কি তার বিচার করার ভার ভারতবাসীর উপর, পরাদপুষ্ট কতিপয়ের উপর নয়।

চুক্তি ভঙ্গ

মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই গবর্ণরকে যে চিঠি দিয়েছিলেন গবর্ণর তার সদুত্তর দেন নি। মহাত্মার চেষ্টায় সরকার গুজরাট থেকে ১৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আদায় করতে পেরেছেন। তার উপর যে টাকা সরকার আদায় করেছেন মহাত্মা চান সরকার তা ফেরৎ দিক। গবর্ণর স্যর আর্থার হুট সন বলেছেন, তা হতে পারে না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতে এতে দিল্লীর চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। মহাত্মা বড়লাট ও বরাট-সচিবকে জানিয়েছেন যে, এমত ক্ষেত্রে গোলটেবিলে যাওয়াই মুস্কিল! মহাত্মা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে বিষণ্ণভাব প্রকাশ পেয়েছে। অবস্থা এমন ভীষণ দাঁড়িয়েছে যে বোম্বাই আর বিলাতে হরদম তার বিনিময় হচ্ছে।

মহাত্মা যদি না যান

মহাত্মা যদি বিলাতে না যান তাহ'লে যজ্ঞ পণ্ড হ'ল। মহাত্মা না গেলে হয়ত শ্রীযুতা সরোজিনা ॥ পণ্ডিত মালব্য কেউ যাবেন না। যে জন্য সভা বৈঠক আহ্বান করা তা পণ্ড হ'ল। কেবল পণ্ড হ'ল না, ভারতের সংগ্রাম আবার হয়ত সুরু হ'ল। সংগ্রাম যদি আরম্ভ হয় তবে সরকারের সব কিছু চেলে সাজতে হবে। ভারতের অর্ডিন্যান্স রাজ যুগ আসবে, আবার কারাগারগুলো পূর্ণ হতে থাকবে। কিন্তু মনে হচ্ছে ইংরাজ অত নীচ নড়াইয়ে নামবে না। এদিকে ম্যাঞ্চেলা ইণ্ডিয়ান এদিকে চালিল দলের গজেন্দ্র খুব বেশী হ'লেও বর্ণন যেন হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

অর্থনৈতিক দায়িত্ব

ব্রিটেনের সম্পর্কে ভারতের অর্থনৈতিক দায়িত্ব নির্ণয়ের জন্য কংগ্রেস যে সিলেক্ট কমিটি গঠন করেছিলেন তার সুবিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এতে ইংরাজ সাংবাদিকরা ভারী বিচলিত হয়েছেন। ভারতবর্ষ ছয় দাসের দেশ, সেখান থেকে আবার এত সব বড় বড় দাবী-দাওয়ার কথা, এ নিতান্তই হাসির ব্যাপার! এ সম্পর্কে এদের মনোভাবের দু টুকরো নমুনা দিলাম :—২২শে জুলাই তারিখের রক্ষণশীল সাপ্তাহিক টুথ লিখেছেন—"কংগ্রেসওয়ালারা দাবী করেছে যে, প্রথম আফগান যুদ্ধ থেকে সুরু করে সব বাইরের যুদ্ধের খরচ ব্রিটেনকে দিতে হবে। নির্ভীকের ধরচাও দিতে হবে। পরিমাণ প্রায় তিন কোটি পাউণ্ড। ওদের এই যে, শাসনের ভারপ্রাপ্ত যারা তাদের কুশাসন ও কুশিক্ষাদিনের সব লড়াইয়ের প্রয়োজন যখন হয়েছিল, তখন ওই ব্যয়ভার বহন করবে ব্রিটিশ সরকার! এমন অনেক ছেলেমানুষী দাবীর কথা আছে যা একটু হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে" ("There are many other claims equally childish and impudent which might well be passed with a laugh")। সত্যের অপলাপ সাপ্তাহিক দি একোনমিষ্ট বলছেন (১৮-৭-৩১)—"ব্রিটিশ শাসনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে বহু টাকার দাবী করে কংগ্রেস নিযোজিত কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে বেশ একটু হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে।"

বস্ত্র ব্যবসায়

জাপানী বস্ত্র বয়কট সম্বন্ধে মহাত্মার মন্তব্যের পর ইংরাজী বস্ত্র ব্যবসার একটু যেন সুবিধা হয়েছে। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের কলিকাতা সংবাদদাতা গত ২২ই জুলাই, যা সংবাদ পাঠিয়েছেন তাতে পাওয়া যায় যে, মহাত্মার মন্তব্যের পর, পরই কিছু ভিন্ন বিলাতী মালের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ("Mr, Gandhi's remarks about Japanese imports have led to smaller demand for grey goods,") ঠিক এরই পূর্ব্ব দুইটি দিনের রিপোর্টে যা পাই তাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের অবস্থার উন্নতি দেখতে পাওয়া যায় না। ২৪ই জুলাইয়ের রিপোর্ট বলে—"Negotiation for the larger quantities are still proceeding, but small lots have already been booked." বেশী মাল রপ্তানীর কথা বার্ত্তা চলছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত অর্ডার যা পাওয়া গেছে তা এক রকম কিছুই নয়। ২৬ই জুলাইয়ের রিপোর্ট বলছে—"মূলের ব্যবসা এত নগণ্য যে দুই একটি মিল চলতে পারে। কিন্তু অর্ডার এত বেশী নয় যে সেই কোতে একটা অচল মিলকে সচল করা চলে ("...but which never provides an order large enough to make it worth anybody's while to start up an idle mill.")

ভারতীয় বস্ত্রের কথা

ইউরোপ থেকে যে বিদেশী বস্ত্র আমদানী হয় তার বেশীর ভাগ চিকন সুতার। জাপান যে ইউরোপের বাজারকে জয় ক'রছে তা চিকন সুতার প্রতিযোগিতায় নয় জাপানের সত্যিকার প্রতিযোগিতা ভারতীয় মিলগুলোর সঙ্গে। জাপান বেশীর ভাগ মোটা সুতার কাপড় পাঠায়। ভারতীয় মিলও সাধারণতঃ মোটা সুতার বস্ত্রই প্রস্তুত করে। জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মিল সুবিধা করতে পারবে আরও বেশী, যদি আমরা জাপানী মালের চাইতে ভারতীয় মালের দিকে বেশী আকৃষ্ট হই! তাই মহাত্মা জাপানী বস্ত্রের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় চিকন বস্ত্রের হাত থেকে দেশী বস্ত্র ব্যবসায়কে রক্ষা করতেও দেশী মিলওয়ালারা কম চেষ্টা করছেন না। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান এদিকটায় নজর দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁরা বলছেন—"ভারতীয় মিলওয়ালারা দেশী বাজারের উপর আপনাদের দখল যেন শক্ত করছে। ফেব্রুয়ারীর হিসাব দেখলে বুঝা যায় যে চিকন সুতার মাল বিশেষ করে সাধারণতঃ ভারতে যে ধরণের বস্ত্র আমদানী হয় ভারতীয় মিলগুলি সেধরণের মাল বেশী তৈরী করছে।"

সাহিত্য সমালোচনা

দেশী ভাল

আচার্য্য জগদীশ-স্তব—ডাঃ শ্রীদেবীপ্রসাদ বসু এম-এ, পি-এইচ-ডি প্রণীত। প্রকাশক বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ২০২ পৃষ্ঠা—পাইকায় হাপা। দাম দেড় টাকা। দাম একটু বেশী হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই অতি সাধারণ। ভাল বই। ছেলেদের অবশ্য পাঠ্য। কয়েকটি হানের ইংরাজী কথাগুলির বাংলা অনুবাদ থাকা উচিত ছিল। সরলই এই পুস্তকের প্রাণ। নানা সংগ্রহকে বেশ সাজাইয়া তোলা হয়েছে। আচার্য্য সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান পাইবার পক্ষে বইখানি বেশ উপযুক্ত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক—বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ২৩৬ পৃষ্ঠা—পাইকায় ছাপা। দাম দেড় টাকা। একটু বেশী দাম। ছাপা ও বাঁধাই তৃতীয় শ্রেণীর। বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর যে কয়খানি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে এইখানি তন্মধ্যে চিত্তাকর্ষক নয়। মহাত্মার নেতৃত্বে আন্দোলন ও তাঁহার শত দশ বৎসরের শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মাত্র ১৬০ পৃষ্ঠায়। মহাত্মার সংগঠন শক্তির কোন পরিচয় নাই। মহাত্মার বাহিরের কাজের কতকটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকিলেও সে শক্তির বলে মহাত্মা আজ জগদ্বরেণ্য এই পুস্তক পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে একটু প্রেরণাও আসে না। মহাপুরুষদের জীবনী যে মাত্র কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি মাত্র নয় এ কথা গ্রন্থকার ভুলিয়া গিয়াছেন। বাংলার মহাত্মার আক্ষরিকের সংক্ষিপ্ত এক সংস্করণের প্রয়োজন বেশ আছে। কেহ এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

বেদ-বাণী—(প্রথম প্রচার) প্রকাশক শ্রীযুক্ত নগিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, পটুয়াখালি, বরিশাল। দাম ১৬০ আনা। ভূমিকায় আছে—কোনও মহাপুরুষ বিভিন্ন সময়ে সাধকের কল্যাণার্থে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়খানি মাত্র এই ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। পত্রগুলি পাঠ করিলে সত্যই মন পবিত্র হয়। ধর্ম্মার্থীদের কল্যাণপ্রদ।

পূর্ণ-জ্যোতিঃ—স্বামী পূর্ণানন্দ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত মতিলাল সেন, বি, এ, চকবাজার, বরিশাল। ৪০২ পৃষ্ঠা দাম দুই টাকা। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, যতী ও ভিক্ষু জীবন সম্বন্ধে দামী উপদেশ রহিয়াছে। মূল উপদেশ সংস্কৃতে। এস্থে বঙ্গানুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মসাধন যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের উপকারে লাগিবে।

বেণু—(মাসিক পত্র) শ্রাবণ—বেণু নামী পত্রিকা হইয়া উঠিতেছে। এই সংখ্যায় দীনেশ গুপ্ত সম্বন্ধে এমন সব বিশেষ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, যা অন্য কাগজে হয় নি। অন্য লেখাগুলিও দামী এবং সুনির্ব্বাচিত।

তীর্থ ভ্রমণে—কাশী—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—ভ্রমণ বুক এজেন্সী, ১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ভ্রমণ কাহিনী নহে। কাশীর পরিচয়-পুস্তিকা বা গাইডবুক। আড়ম্বর নাই। এক কথাকে দশ কথা দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা নাই। নূতন কাশীযাত্রীদের নিকট অপরিহার্য্য। ৬২ পৃষ্ঠা। দাম উল্লেখ নাই।

ব্যক্তিত্ববাদ ও বিশ্বপ্রেম

[রোমাঁ রোলাঁ]

[Feodor Gladlov এবং Ilya Selvinsky রোমাঁ রোলাঁকে এক পত্র দেন। উত্তরে রোলাঁ যাহা লিখেন তাহা নীচে আমরা প্রকাশিত করিলাম। রোলাঁর পত্র মস্কোর Literaturnaya Gazetaতে ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন Miss Lubov Meiller এবং Harold Balon]

বেশ বন্ধুভাবে তোমরা লিখেছ। ধন্যবাদ নাও। তোমরা জান, আশা করি সোভিয়েট ইউনিয়নের তোমাদের সব ভাই-ই হয় ত জান যে, আমি তোমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। পাশ্চাত্য দেশে আমি সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বার্থ-রক্ষী। ১৯১৭ সালে যেদিন জন্মাল তোমাদের ঐ তরুণ বিপ্লব সেই দিন ও সেই ক্ষণ থেকে আমি তাকে বরণ করেছি সাদরে। অনেকে একে আক্রমণ করেছে, এর কদর্থ করেছে, কিন্তু সেই সুরু থেকেই আমি অক্লান্তভাবে আমার লেখা দিয়ে তাদের বাধা দিয়েছি। এইত সেদিন আমি "Pan-Europeans" (নিখিল-ইউরোপ-বাদীদের) মুখ থেকে ধাপ্পাবাজীর মুখোস টেনে ছিঁড়ে ফেলেছি নির্ম্মমভাবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে আমি বিশ্বাস করি। তাই, সমর্থন করে যাব একে আমার শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত। তাইতেইত, তোমাতে আমাতে শান্তি সংস্থাপন। এতে যে কত আনন্দ!

কিন্তু বড় ভয় পেয়ে গেছ যে! আমি ব্যক্তিত্ববাদী তাইতে তোমরা বিচলিত হয়েছ। মানুষ জাতের উপর আমার অন্তরের প্রেম দেখে তোমরা বিচলিত হয়েছ। প্রিয়, আমি যা সেই ভাবেই আমায় নিও। ভুল আমার হয়েছে, হয়ত হয় নি। কিন্তু আমি অন্ততঃ সাধু, মনে আমার খিচ নেই। দিল আমার সাচ্চা—সেই ত আমার জোর! হাঁ, বিশ্বপ্রেমে আমি আস্থাবান।...তাই-এই প্রেমবাদী ও ব্যক্তিত্ববাদী তোমাদের লড়াই করছে। 'না এ হতে পারে না', এ কথা না বলে, ব্যক্তি ও মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থকরা যে সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে রয়েছে, এতে আনন্দ করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

প্রিয় সেল্‌ভিন্‌স্কী, তুমি বলেছ যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে কিছু নাই, বুদ্ধিজীবিরা কোন দিনই মুক্তি পায় নি মুক্তি তারা পেতে পারে না। কিন্তু আমার গোটা জীবনটাই এর প্রতিবাদ করেছে। স্বাধীন মানুষরূপে, আমি সারা জীবনটা কাটিয়েছি। শত্রুদের মাঝে, প্রিয় যা আমার তার সব কিছুর মাঝে, আমার সমগ্র সংগ্রামের মধ্যে, আমার সমস্ত আদর্শের মধ্যে আমি নিত্য দাঁড়িয়েছি স্বাধীন ও মুক্ত। ঢের দাম দিতে হয়েছে এই স্বাধীনতার জন্য। আপন ভাবের নির্জ্জনতায় নির্ব্বাসিত আমায় হতে হয়েছে। চারদিক থেকে তীব্র ঘৃণা আমায় ঘিরে ধরেছে। সে সব কষ্টের কথা আজ আর নাই-ই তুললাম। আমি সহনশীল মোটেই নই। তাই এই নির্জ্জনতার ব্যথা আমায় বড্ড বেধেছে। হৃদয়-হীনতার ব্যবসা আমি কোনও দিনই করিনি। চিরদিন আমি ভালবেসেছি, আর প্রতিদানে আশা করে এসেছি ভালবাসা। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য, আমাকে সব কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে—সুখ, আকাঙ্ক্ষা, বৈষয়িক উন্নতি—সব। স্বাধীনতা আমি পেয়েছি ঠিকই। আমার জীবনের এই কয়টা বছর আমি যেন মুক্ত হয়েছি হয়েছি নিঃসঙ্গ! পাশ্চাত্য দেশের বুদ্ধি-জীবী জ্ঞানীদের গর্ব্বিত বাণী ও স্বার্থপর সংস্কার গুলো আমি হজম করিতে পারিনি তাই ওদের মধ্যে একা আমায় মাথা উঁচু করতে হয়েছে। ১৯১৪ সালে আমি একা দাঁড়িয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবগুণ্ঠন মোচন করতে চেয়েছিলাম। সন্ধিপত্র সই হয়ে গেল, তবু একেবারে রইলাম আমি একা, নিঃসঙ্গ। দস্যুদের এই মিথ্যা সন্ধিকে আমি অনবরত আক্রমণ করেছি। নিন্দা করেছি। একটা ছোট্ট দল আছে আমার চার পাশে, আমার মতনই তারা ভাবে। এদের নিয়ে আজ আমি সোভিয়েট ইউনিয়ন সমর্থন করতে পাশ্চাত্যদেশে দাঁড়িয়েছি। তাইতে বলি এ কথা বলো না যে স্বাধীন হওয়া যায় না। চিত্তের মুক্তির জন্য সব কিছু বলি দিবার পর্য্যাপ্ত সাহস যার আছে সেই স্বাধীন।

চলতি বর্ব্বর ও পাশব উত্থানের যুগে ফেদর গ্লাদ-লোভ, তুমি বলেছ, বিশ্ব প্রেম একটা হাসির কথা। আমার মত কি জান? আমার মত হল মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে কথা কইবার এই সত্যিকার সময়। বিশ্বপ্রেমই এ যুগের আদর্শ। যখন প্রবলের পায়ের তলে পিষে মরবার আশঙ্কা প্রবল, তখন এই সংগ্রামের যুগে মনুষ্যত্বের পতাকা তলে সমবেত হতে হবে আমাদের। জাতে জাতে আজ বর্ব্বর লড়াই বেধেছে। মনুষ্যত্বের পতাকা আজ লাঞ্ছিত। আমি এর উদ্ধার করতে যথা শক্তি চেষ্টা করছি। এতে যদি চাও আমায় পায়ে দলে পিষে চলে যাও.....শান্তি ও বিশ্বপ্রেমের ধাপ্পাবাজী ধরিয়ে দেবার বেলায় অবশ্য আমরা এক, এতে আমাদের মতভেদ কর্ম্মভেদ নাই। আমি "লিলুলি"র গ্রন্থকার। এই ধাপ্পাবাজীকে যা দিতে, এর সাথে অক্লান্ত ভাবে লড়াই করতে আমার চাইতে কে বেশী করেছে,? ধাপ্পাবাজী সব দেশে, সব যুগে, সব দলেই রয়েছে সিংহের অর্জ্জিতে ভাগ বসায় এই শৃগালরা চিরদিনই, সিংহ আহত বা অসুস্থ হ'লেই এরা তাকে খতম করে দেয়। এই শৃগালদের সঙ্গে সিংহদের পার্থক্যে যেন গোল করে বসো না! ব্যক্তিত্ব-বাদ বলে আপনার বিশ্বাসকে প্রতারিত কর্ব্বার আগে যেন মৃত্যু হয়! এই মহৎ ব্যক্তিত্ববাদের সঙ্গে হীন স্বার্থপরতাকে ঘুলিয়ে ফেল না। স্বার্থপর যে সে চায় মাত্র আপনার পেট পুরাতে, চায় আপনার আকাঙ্ক্ষা ও আমাকে পূর্ণ করতে। যারা সন্ধিসর্ত্ত ও আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের অজুহাতে নিজেরা স্ফীত হয়ে ওঠে তাদের মিথ্যা প্রেমের সঙ্গে সত্যিকার বিশ্বপ্রেমের তুলনা করো না। সত্যিকার বিশ্বপ্রেমিক স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ ও একাগ্র প্রেম প্রয়োগ করে নির্য্যাতিত ও লুণ্ঠিত জনগণকে উন্নত ও জাগ্রত করতে চায়। তোমাদের মধ্যে জ্বলছে এই ত্যাগ ও প্রেমের বহ্নি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের হে আমার বন্ধু, তোমাদের দেশে বিবেক ও বিচারবোধকে কেউ বন্ধন করতে পারে নি। এ কথা তোমরা ঠিক বুঝতে পারছ না। তোমরাই সত্যিকার ব্যক্তিত্ববাদী, বিশ্বপ্রেমের সত্যিকার ঋষি ও একাগ্র সেবক তোমরাই। এ বুঝি ধরতেই পাচ্ছ না? তোমাদের দেশে কর্ম্মীরা আপন নসীবের নিয়ন্তা হয়েছে। এই কর্ম্মীদের কর্ম্ম শিবিরে আমি বয়ে নিয়ে এসেছি কিন্তু স্বাধীনতার পূত পতাকা—সাথে এনেছি বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেম। অন্ধ হয়ো না ভাই, একে হেলায় ফেলে দিও না। গর্ব্ব কর এর। উল্লাস কর আমরা তোমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছি। সেক্‌স্‌পিয়রের "য়্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা"তে পড়েছ বোধ হয় যে দুনিয়ার গতি যে মহাযুদ্ধে নিয়ন্ত্রিত হল, এতে অক্টেভিয়নের হাতে সব প্রভুত্ব এসে পড়ল। রাতের হাওয়ায় শোনা গেল যাদু গীতি। য়্যাণ্টনীর শিবিরে বেণুর মূর্চ্ছনা ভেসে আসল—গীতি সুর ক্রমে মন্দীভূত হয়ে আসে—শেষে থেমে যায়। এ হ'ল ডাওনিসাসের অভিযান—য়্যাণ্টনীর ভাগ্য দেবতারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। যাদের মৃত্যু আসন্ন দেবতারা তাদের ত্যাগ করে যায়...ব্যক্তিত্ববাদ ও বিশ্বপ্রেম হ'ল প্রাচীন জগতের ভাগ্য দেবতা। তাঁরা শত্রুদের শিবির ত্যাগ করে চলেছে তোমাদের শিবিরে। বরণ করে নাও। দেবতাকে যে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে তার হাত ধরে বরণ কর। সারা জীবনের সংগ্রাম অভিজ্ঞতায় হাতখানি আমার থেকে গেছে হাত হয়ে গেছে সুদৃঢ়। এই সুদৃঢ় হাতের সাথে তোমাদের আজ করমর্দ্দন!

দাম্পত্য সমস্যায় তুর্কী নারী

তুর্কী নারী

সুয়াৎ দরবিশ হানিম জার্ম্মনীতে Women's clubএর বক্তৃতায় বলেন—

তুরস্কের পরিবর্ত্তন এত অভিনব ও আকস্মিক যে তার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তুর্কী নারীর মন আনন্দে ও গর্ব্বে পূর্ণ হয়ে ওঠে। গোটা জগৎ জানে যে মাত্র কাল এই তুর্কী নারী অন্তঃপুরে আটক ছিল। বন্ধ জানালা তুর্কী গৃহ পিঞ্জরই ছিল মেয়েদের বিশ্বজগত। গৃহের দুইটা ভাগ ছিল। একভাগে পুরুষরা থাকত, অতিথি অভ্যাগত নিমন্ত্রিত করত। অন্য ভাগে রইত নারী তার ছেলেপিলে ও দাসদাসী নিয়ে। বাইরের কারু এই হারেমে প্রবেশাধিকার নাই। সে যুগে তুর্কী মেয়েদের কৃতদাসী হয়ে বিক্রীত হবার দাবী পর্য্যন্ত ছিল না। আজ তুর্কী নারী গৃহের কাজকর্ম্মও যথাবিহিত দেখে থাকেন, তবু বাইরের জগতে তুর্কী নারী তুর্কী পুরুষের সঙ্গিনী। প্রায় আজ একশ বছর ধরে ইউরোপীয় ধরণে তুর্কী মেয়েদের শিক্ষিত করা হচ্ছে, কিন্তু সংস্কার ও দেশাচার এমনি যে তারা আপনাদের গুণপনা প্রদর্শন করতে পারছে না। দেশ পরিত্রাতা গান্ধী নারীকে আজ দাসত্ব ও সংস্কার থেকে মুক্ত করেছে। বিপ্লবে আজ নারী অংশীদার। নারীর দাবী নারী আজ রক্ষা করছে, দেশকে অতি আধুনিক করতে তারা সাহায্য করছে।

মুক্তির দিন থেকে স্বামীর সঙ্গে এক যোগে তুর্কী নারী কাজ করে আসচে। আজ তুর্কী নারী রাজ কর্ম্মচারী, আইনজীবী, দন্ত চিকিৎসক, রাসায়নিক, লেখক, কবি, সাংবাদিক, চিত্রকর, ভাস্কর, গায়িকা, অভিনয় শিল্পী। দেশের কলা জীবনে নারীর স্থান আজ অনেক উঁচুতে। দেশের শিক্ষাদান ব্যাপারে নারী সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা। তুরস্কে পুরুষদের চাইতে মেয়ে শিক্ষক বেশী। মেয়েরা মাত্র যে বালিকা বিদ্যালয় পরিচালন করে তা নয়, ছেলেদের স্কুলও পরিচালন করে।

এইবার নারীরা রাজনৈতিক দলের সভ্য হচ্ছে। মিউনিসিপালিটিতে মেয়েরা সভ্য হচ্ছে, শীঘ্র গিরই বোধ হয় ন্যাশনাল এসেম্বলীতে তারা প্রবেশ করবে। তুরস্কে দাবী চাইবার আগে মেয়েদের অধিকার দেওয়া হচ্ছে। গান্ধী নারী আন্দোলনের আজ মহাসংরক্ষক।

(১৪-৩-১৯৩১)

নব-নারী

সুইজার্ল্যাণ্ডের নারীর যে অধিকার আজ তুর্কী নারীর সেই অধিকার। এ জন্য তুরস্ক প্রজাতন্ত্রকে ধন্যবাদ দিচ্ছে মেয়েরা। সুইস বিধি গ্রহণ করার ফলে সুইস নারীদের চাইতে আমাদের মেয়েদের শিক্ষা স্তর যে উন্নত হয়েছে তা নয়। আজ, স্কুলের সংখ্যা

(শেষাংশ ১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ব্যক্তিত্ববাদ ও বিশ্বপ্রেম

মন্দীভূত হয়ে আসে—শেষে থেমে যায়। এ হ'ল ডাওনিসাসের অভিযান—য়্যাণ্টনীর ভাগ্য দেবতারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। যাদের মৃত্যু আসন্ন দেবতারা তাদের ত্যাগ করে যায়...ব্যক্তিত্ববাদ ও বিশ্বপ্রেম হ'ল প্রাচীন জগতের ভাগ্য দেবতা। তাঁরা শত্রুদের শিবির ত্যাগ করে চলেছে তোমাদের শিবিরে। বরণ করে নাও। দেবতাকে যে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে তার হাত ধরে বরণ কর। সারা জীবনের সংগ্রাম অভিজ্ঞতায় হাতখানি আমার থেকে গেছে হাত হয়ে গেছে সুদৃঢ়। এই সুদৃঢ় হাতের সাথে তোমাদের আজ করমর্দ্দন!

কমরেড মুজাফ্‌ফরের চিঠি

"নবশক্তি" সম্পাদক,

মান্যবরেষু,

কয়েক দিন পূর্ব্বে তরুণ সাহিত্যিকদিগকে আক্রমণ ক'রে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ বাবু শিবরাম চক্রবর্ত্তীকে যে পত্র লিখেছিলেন, "নবশক্তিতে" তা প্রকাশিত হয়েছিল। কমরেড আহমদের মন্তব্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে "দি মুসলমানের" মিঃ মোহাম্মদ মোদাব্বের মীরাট জেলে তাঁকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তরে কমরেড আহমদ যা লিখেছেন, আপনার নিকট পাঠালাম। আবশ্যক বোধ করিলে "নবশক্তিতে" প্রকাশ করিবেন। ইতি—

বিনীত

হোসেন আরা বেগম

(মিসেস মোদাব্বের)

District jail,
Meerut u. p.
1. 8. 1931,

প্রিয়বরেষু,

আপনার ২৮শে জুলাই তারিখের পত্রখানা অপ্রত্যাশিত রূপে পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। বন্ধু শিবরাম চক্রবর্ত্তীকে যে পত্রখানা আমি লিখেছিলেম তা নিতান্ত ব্যক্তিগত ভাবেই লেখা হয়েছিল। তিনি যে আমার পত্রখানা "নবশক্তি"তে ছাপাতে পাঠাবেন তা আমি ধারণাও করতে পারিনি। বাংলার সমগ্র সাহিত্যিক সমাজ যে পলিটিক্‌সকে ভয় ক'রে চলেন, এমন কথা বলার অধিকার আমার নেই। শিবরাম চক্রবর্ত্তীকে পত্র লেখার সময় ঐ সব সাহিত্যিকদের কথাই আমার মনে উদিত হয়েছিল যাঁদের তিনি ও আমি চিনি। তরুণ সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চ ধারণা আপনি পোষণ ক'রে থাকেন তা-ই যদি সত্য হয় তা হ'লে আমার চেয়ে অধিকতর আনন্দিত বোধ হয় আর কেউই হবেন না। তবে, দুঃখের বিষয় এই যে আমি আপনার মত Optimist এখনো হ'য়ে উঠতে পারিনি।

যা'ক্ সে সব কথা। আপনি যে দয়া ক'রে আমায় পত্র লিখেছেন সে জন্য আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আচ্ছা, আপনার সহিত আমার কখনো পরিচয় হয়েছিল কি? আমার কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না। চেহেরা সম্বন্ধে আমার স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল হ'লেও নাম আমার খুবই মনে থাকে! কিন্তু আপনার নামও আমার মনে পড়ছে না। যদি কখনো আপনার সহিত দেখা হয়ে থাকে, আর আমি ভুলে গিয়ে থাকি তা' হ'লে আমায় ক্ষমা করবেন। এ'ও অবশ্য হ'তে পারে যে আমাদের কখনো পরিচয় হয় নি, তবে কারাগারের অধিবাসীদের জন্য আপনার প্রাণের টান আছে ব'লেই আপনি পত্রখানা আমায় লিখেছেন! তা-ই যদি সত্য হয়, তা হ'লে আবারো আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা" এবং নজরুল ইসলামের "মৃত্যুক্ষুধা" ও "বুলবুল" ব্যতীত অন্য কোনো বাংলা বই আমার নিকটে নেই। ইংরেজী বই অবশ্য যথেষ্টই রয়েছে, তবে সব সময়ে ইংরেজী পড়তে ভাল লাগে না। তাই মাঝে মাঝে মাতৃভাষায় লিখিত বই পড়বার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। উপন্যাস এবং অন্য যে কোনো বিষয়ের বাংলা বই পেলেই আমরা বাধিত হব। আপনি বোধ হয় জানেন যে এখানে বাঙালী আমি একাকী নই, আরো কয়েক জনও আমার সঙ্গে রয়েছেন। বাংলা মাসিক পত্রিকা পেলেও আমরা খুব খুসী হই। তবে, আপনি অসুবিধায় পড়ুন, এ আমার মোটেই ইচ্ছা নয়। নিজেকে বিশেষ অসুবিধায় না ফেলে যদি দু'চার খানা বই সংগ্রহ ক'রে পাঠাতে পারেন তা হ'লে আমরা খুবই আনন্দ পাব।

মীরাটে অনেক বাঙ্গালী আছেন এবং শুনেছি তাঁদের বাংলা বইএর একটা লাইব্রেরীও রয়েছে। তবে অসুবিধা এই যে ও লাইব্রেরী থেকে বই পাবার জন্যে মাসিক চাঁদা দিতে হয়, তা ছাড়া বই এ'নে দেবার লোকেরও অভাব। এতকাল জেলখানায় থেকে মাসিক চাঁদা দেওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সে জন্যই বাংলার বন্ধুদের কষ্ট দিতে হচ্ছে। বন্ধুদের কষ্ট দিয়ে যে সব বই পাওয়া যাবে সে সব কারা জীবনের জন্য একটা সম্বল হবে।

আপনার মুজাফ্‌ফর আহমদ

ঘোমটা খুলিতে হবে

[শ্রীবিভূতি চৌধুরী]

সপ্তলোকের আঁধার টুটিয়া নবীন সূর্য্য জাগে,
উদয়-অচল রাঙিয়া উঠিছে লাক্ষা-রক্তরাগে,
পূর্ব্ব তোরণে উষা জাগিয়াছে—পশ্চিমে তা'র শিখা
উড়ন্ত মেঘ-শিশু-ভালে আঁকে যাত্রার জয়-টীকা।
উষসী জেগেছে জেগেছে ধরণী কুঞ্জে জেগেছে পাখী,
পাতার আড়ালে ফুলেরা ঘুলেছে তন্দ্রা জড়িত আঁখি।
আকাশ জাগিল বাতাস জাগিল জাগিল বিশ্বপ্রাণ,
তপন করিছে তূর্য্য বাজায়ে ভৈরবী-আহ্বান।
জাগার মন্ত্র সূর্য্য দিয়াছে দিকে দিকে সঞ্চারি';
অয়ি বাঙলার লাজ-কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা নারী!
তোল তোল মুখ তোল,—
অনাদি যুগের ব্যথা-নিপীড়িত মুখের ঘোমটা খোল।

কিশোরী ঘোড়শী বধূ মাতা জাগো জাগো,
শতাব্দী ধরে ঘুমালি তো, আজো তন্দ্রা ভাঙিল না গো?
অই সে তোমার লাজের শিকল মুখ-অবগুণ্ঠন
শক্তি সাহস বীর্য্য করিছে পলে পলে লুণ্ঠন।
অর্দ্ধ জগত তোমার আঁখির সুমুখে পড়েছে ঢাকা,
এমন করিয়া বিশ্বে তো নারি! চলিবে না কারো থাকা!
ক্ষুদ্র প্রেমের মমতা তোমার হয়েছে গলার ফাঁস,
আজো তাই তুমি রয়ে গেলে হায় জগতে অপ্রকাশ!
নরের বাহুর বাঁধনে বন্দী পীড়িত তোমার দেহ,
লোলুপ অঙ্গে জ্বলিছে শুধুই কামনার অনুলেহ।
সহিতে পার না ক্ষীণ-প্রাণা তুমি রৌদ্র-দহন-জ্বালা;
তাই দোলে ফিরে ফুল বক্ষে লক্ষ কুসুম-মালা?
বাহিরের আলো সহে না তোমার লজ্জাজড়িত চোখে,
বন্ধুর পথে চলে না চরণ,—সেই কথা লোকে লোকে
ধ্বনিয়া উঠিল আননে তোমার লেপি' কলঙ্ক-মসী,
সেই সুর শুনি' ছায়াপথে হাসে নীহারিকা-তারা-শশী।
মুখরি' ঘোরার পথ—
বিশ্বের নরনারী লয়ে চলে জগন্নাথের রথ।
তা'র মাঝে আজ স্থান কই তব? ঘরের বাঁধন ছাড়ি'
পারিলি না নিতে জিনি' অধিকার হায় বাঙলার নারী!
আকণ্ঠ ডুবে আজো তুমি আছ ভোগের কালিমা নহে,
রমণী হইয়া বাঁচিয়া রয়েচো—মানুষ হইয়া নহে!
প্রাণ-ধারণের গান বাজে আজ চৌদিকে কলরবে,
লাজ-কুণ্ঠিতা অয়ি বধূ মাতা! ঘোম্‌টা খুলিতে হ'বে।

দেবদাসী আর সেবাদাসী হয়ে বাঁচিবি রে কতকাল?
নির্ম্মম নর ভাবিছে তোদের পরগাছা জঞ্জাল!
আপনার পায় দাঁড়াইতে হবে পুরুষেরে ঠেলি দিয়া,
গৃহ-কোণ ছাড়ি' এস দুর্জ্জয় বীর্য্য-শক্তি নিয়া।

মোহিনী-মূর্ত্তি চাহি না তোমার চাহি না ললিত ভাষা
কণ্ঠে কণ্ঠে গরজি উঠুক চির ক্ষোপা দুর্ব্বাসা।
কটাক্ষে তব চাহি না হে নারি! ফুলশর কামরতি,
চরণে চাহি না হাওয়ায় আনত হরিণ-দোহল গতি,
নাহি চাহি আজ অধরের কোণে কালকূট-মাখা সুধা,
মহাবুভুক্ষা যে-জাতির বুকে সে পারে মিটাতে ক্ষুধা?
অগস্ত্য-তৃষা যার,—
ঘুচাইতে চাহ রূপ-মদিরায় সে-পিয়াসা দুর্ব্বার?

হে অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী! রে পরভৃতিকা নারী!
ভোগের সমিধ জ্বালায়ে দিও না ক্লীব হয়ে তা'র ভারি।
হেম পালঙ্কে রূপের অঙ্কে বসি' নিশি দিনমান
গেয়ো না ক আর পুরুষের কানে ঘুম-পাড়ানিয়া গান।
বজে রে কর বাঁশরী তোমার বাজাও বিষের বীণা,
পুরবী? সে থাক গাহ ভৈরবী আজি হে তন্দ্রালীনা!
দীপক রাগিণী গেয়ে যাও নারী গাহ মেঘ মল্লার,
আসুক বহ্নি ঝঞ্ঝা তুফান ঘুর্ণা চমৎকার,
উনপঞ্চাশ বাত্যার সনে আসুক রুদ্র-বাণী,
তা'র সাথে সাথে পড়ুক খসিয়া মুখের ঘোমটাখানি।
কড় কড় কড় বাজুক বজ্র অম্বরে গুরু গুরু,
জাগুক তারই সে-সুর তব হৃদ্-স্পন্দনে দুরু দুরু।
নব ফাল্গুনে খুলিয়া দিও না ঘরের দখিন-দ্বার,
ঈশান কোণের বাতায়নে বসি শোন গান ঝঞ্ঝার!
ডেকে ডেকে তোমা' ফিরে যায় অই বাহিরের আলো-হাওয়া
কুটির ছাড়িয়া ছুটে চল নিতে আপনার দাবী দাওয়া।
রক্ত-পতাকা হাতে ধরি ভানু উদিছে পূর্ব্ব নভে,
বাঙলার নারী! বাঙলার মেয়ে! ঘোমটা খুলিতে হবে,
অবমাননার বেদনা বক্ষে বাঁধি'
কদিন রহিবি? তা'র ব্যথা আজ মোর বুকে উঠে কাঁদি,
তোদের মৌন ভাষা-হারা মুখে কবি দিতে চাহে বাণী,
বিদ্যুত-রাঙা যৌবন নিয়ে জাগো বাঙলার রাণি!
রক্তে তোদের নাচুক পদ্মা, গঙ্গোত্তরী ধারা,
স্বর জাহ্নবী গুঁড়ায়ে ভাঙুক বিধি নিষেধের কারা।
মেঘনার বারি বক্ষে তোদের আসুক মুক্তি-বাণ,
আয় আয় আজ বন্দী নারীর বিপ্লব অভিযান।
ক্রন্দসী-তল কাঁপিয়া উঠিছে সর্ব্বহারার গানে,
গুণ্ঠন খুলি চাহ একবার রাঙা সূর্য্যের পানে!

কমরেড মুজাফ্‌ফরের চিঠি

বিদেশীয়া

[শ্রীসুনির্ম্মল বসু]

সৎ কর্ম্ম

(CONGREVE)

সৎ-কর্ম্ম কর ভাই,
কেন বিসম্বাদ,—
ভালো কার্য্যে বিধাতার
ঝরে আশীর্ব্বাদ।
দেরী যদি হয় হোক্
চিন্তা নাহি তার,
করে যাও ভালো কাজ;—
আছে পুরস্কার।

শান্তি

(EMERSON)

শান্তি খুঁজেই ভ্রান্ত পথে,
শ্রান্ত হোলো মন,—
শান্তি যে তোর নিজের কাছেই
সুপ্ত অনুক্ষণ।
নিজের মতে চলতে গিয়ে
যেদিন হবে জয়,
দেখবি সেদিন শান্তি তোরই
নিজের কাছেই রয়।

শৈলজা বাবুর সাহিত্য-সাধনা

সত্য কথা কি ?

প্রতিষ্ঠাবান কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের চইট রচনা লইয়া বেশ একটু আলোচনা হইয়া গেল। কিন্তু আলোচনাকারী কোনও পক্ষেই মুক্তি সম্পূর্ণ ঈর্ষা গন্ধ বর্জ্জিত বলিয়া মনে করি নাই। সুখের অনেক স্থলেই পরিতাপ হইয়াছে। সাহিত্যের ভ্রম ও ত্রুটি প্রদর্শন করিতে গিয়া নির্ভীক সত্যসন্ধী হইতে হয়, এই স্থানে ব্যক্তিগত কারণ আসিতে আনিতে নাই। কিন্তু যিনি সত্যই কুশলী শিল্পী তাঁহাকে আঘাত করিতে শিল্পীর মতনই করিতে হয়, ওস্তার মতন নয়। আমরা এই আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে শৈলজাকে পাঠক চক্ষে খাটো করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে দেই নাই। অপর পক্ষে দেখিয়াছি যে এই আঘাতের দোষ চাপান হইয়াছে এমন সকল ব্যক্তির উপর সত্যই যাহাদের লেখা আমরা পাই নাই। আলোচনার বিষয় যাহা, তাহা বন্ধুদের তরফ হইতে যদিই বা আসিল তাহাতে বিচলিত হইলে ক্রোধী হওয়া চলে সাহিত্যিক হওয়া চলে না। অবান্তর আলোচনার বপোগযুক্ত প্রশ্রয় যাহা দিবার আমরা দিয়াছি। সাময়িক সাহিত্যে লেখা প্রকাশের জন্য দায়ী সম্পাদক ও প্রকাশকগণ। প্রকাশকগণ কেন পাইকা হরফে ছাপিলেন বর্চ্চাইসে কেন নয়, ইহার কৈফিয়ৎ লেখকের কাছে চাওয়া মূর্খতা। কাজেই সমস্ত বিষয়ের পরিষ্কার মীমাংসা যাহাতে হয় তজ্জন্য আমরা কথা ও কাহিনী সিরিজের সম্পাদিকা ও ভারতবর্ষ সম্পাদকের নিকট এই বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখি। উত্তর যাহা পাইয়াছি তাহা আমাদের মূল চিঠিসহ নিম্নে দিলাম। চিঠি দুইটি আলোচনা করিয়া পাঠকের যাহা ধারণা হইবে তাহাই প্রকৃত সত্য। এই স্থানে অন্য তর্ক ও যুক্তির অবতারণা নাই। আমরা আরও চিঠি পাইয়াছি। ইহার পর শ্রীযুক্ত সুজিত কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দাস ও শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের চিঠি আমরা ছাপিবার প্রয়োজন মনে করিলাম না। সাহিত্যিকরাও মানুষ, সুতরাং ব্যক্তিগত কলহ তাহাদের আছে। এই কলহের পরিচয় দিয়া পাঠকের চিত্ত কলুষিত করা পাপজনক মনে করি। প্রসঙ্গত অনুবাদ সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি চিঠি ছাপিলাম। শৈলজা বাবুর ছায়ম্বর ও জোড় মাণিক সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা "নবশক্তি"তে ছাপা হইবে না। শৈলজা বাবুর আর কোন্ রচনা মৌলিক নয় অথচ মৌলিক বলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার আলোচনা আমরা সাগ্রহে ছাপিব। "নবশক্তি" সম্বন্ধে ইঙ্গিতটি সুবিস্তৃত ভাবে প্রমাণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন মহাশয়কে আমরা আহ্বান করি। —নবশক্তি সম্পাদক।

কথা ও কাহিনী সম্পাদিকার বক্তব্য

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা কিরণলেখা দেবী,
সম্পাদিকা, কথা ও কাহিনী সিরিজ,
৬১, কালিঘাট রোড, কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের সিরিজের অন্যতম গল্প শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "জোড় মাণিক"এর যে পাণ্ডুলিপি আপনারা পাইয়াছিলেন তাহাতে গল্পটি যে শেখড হইতে গৃহীত এমন কোনও উল্লেখ ছিল কিনা তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব। গল্পটি মৌলিক বলিয়া আপনারা লইয়াছেন কি? সুপ্রসিদ্ধ গল্প লেখকের এমন কোনও মন্তব্য পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ছিল কিনা যাহাতে বুঝা যায় যে উহা প্রথমে "গল্পহরী" মাসিক পত্রিকায় অন্য নামে প্রকাশিত হইয়াছিল? যদি মন্তব্য থাকিয়া থাকে আপনারা কেন তাহা ছাপিলেন না? এ বিষয়ে আপনাদের যদি ভুল হইয়া থাকে তাহা হইলে পরবর্ত্তী সংখ্যায় কোনও সংশোধনী মন্তব্য আপনারা করিয়াছেন কি? এই সম্পর্কে সবিস্তার উত্তরের অপেক্ষা করিতেছি। এই চিঠি ও আপনার উত্তর আগামী ১৪ই আগষ্ট প্রকাশিত হইবে। নমস্কার সহ নিবেন। ইতি

বিনীত
সম্পাদক, নবশক্তি
'কথা-ভবন'
৬১, কালিঘাট রোড, কলিকাতা।

নবশক্তি সম্পাদক মহাশয়েষু—

শৈলজাবাবুর কাছে গল্প চাহিয়া পাঠাইলে তিনি 'গল্পহরী' হইতে ফাইল কাটিয়াই 'দম্পতি' নামক গল্পটি আমাদের পাঠাইয়া দেন। তাহার নীচে 'শেখড' কথাটি ছাপাই ছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে শৈলজাবাবুর কোন প্রকার প্রতারণার ইচ্ছা যে ছিল না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু পরে তাঁহার গল্পের পাণ্ডুলিপিটী উল্টিয়া দিয়া কি প্রকারে এই বিভ্রাটের সৃষ্টি হইল—তাহাই বলি।

শৈলজাবাবুর গল্পটি পাইয়া আমরা তাঁহাকে গল্পের নামটি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে অনুরোধ করি; তদনুসারে তিনি গল্পের নাম 'জোড়-মাণিক' রাখিতে বলেন। শুধু গল্পের শিরোনামা পরিবর্ত্তন করিয়া আমি শৈলজা বাবুর প্রেরিত ফাইলটি ছাপাখানায় পাঠাইয়া দেই, কিন্তু সেই সময় একটি পারিবারিক বিপদে পড়িয়া গল্পের মুদ্রন ব্যাপার আর তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। সত্য কথা বলিতে কি গল্পটি ছাপা হইবার পরও পাণ্ডুলিপিটি ছাপিতে ভুল হইয়াছে বৈকিয়াও আমি তেমন বিচলিত হই নাই। যে গল্পটি একবার 'শেখড'এর ঋণ স্বীকার করিয়া অন্য কাগজে ছাপা হইয়া গিয়াছে তাহার দ্বিতীয় মুদ্রনে এই ভুলটুকু থাকিলে এত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইতে পারে আমার মনে হয় নাই। আমি সে জন্য পরবর্ত্তী সংখ্যাতেও পূর্ব্বেকার ভ্রম সংশোধনের জন্য চেষ্টা করি নাই।

আষাঢ়তঃ কাগজ পত্রে এই লইয়া আলোচনা দেখিয়া আমার ত্রুটির গুরুত্ব আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার অসতর্কতার ফলে পাঠক সমাজ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ও শৈলজা বাবুর সুপ্রতিষ্ঠিত নামের যেটুকু হানি হইয়াছে তাহার জন্য আমি লজ্জিত ও তজ্জন্য দুঃখিত। তবে এ বিষয়ে আমি নূতন ব্রতী, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সব সময় নিখুঁত ভাবে সব কাজ করিয়া উঠিতে পারি না। আশা করি এইটুকু মনে রাখিয়া পাঠক সমাজ ও শৈলজা বাবু আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

পরিশেষে সরল অন্তঃকরণে একান্ত বিনীত ভাবে শুধু এইটুকু মাত্র আমি বলিতে চাই যে—পাণ্ডুলিপিটি তুলিয়া সাধারণকে প্রতারণার করিবার আমার সত্যই কোন ইচ্ছা ছিল না। ইতি ২০ শ্রাবণ, ১৩৩৮।

বিনীতা
শ্রীকিরণলেখা দেবী

এই চিঠি হইতে প্রমাণিত হইল যে 'কথা ও কাহিনী সিরিজের' "জোড়-মাণিক" গল্পে শেখড়ের ঋণ যে উল্লেখ ছিল না তজ্জন্য দায়ী শৈলজা বাবু নন, দায়ী সিরিজের সম্পাদিকা আশা করি সম্পাদিকা সিরিজের আগামী সংখ্যায় এই ত্রুটির উল্লেখ করিবেন। —নবঃ সম্পাদক।

"ভারতবর্ষের" ব্যাকখ্য

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক, ভারতবর্ষ,
ওরুরাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন

"ভারতবর্ষের" আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "ছায়ম্বর" গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পটি Gjalskia "the Dream of Dr. Misic" হইতে গৃহীত বলিয়া নবশক্তিতে যে আলোচনা চলিতেছে তাহা হয়ত দেখিয়া থাকিবেন। শ্রাবণের "ভারতবর্ষে" জানান হইয়াছে যে গল্পটির সঙ্গে বিদেশী কোনও গল্পের কিছিৎ সাদৃশ্য আছে। অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন, কি সে পাণ্ডুলিপিতে শৈলজা বাবু বিশেষ করিয়া Gjalskia নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন কি না? এই সম্বন্ধে সকল আলোচনা শেষ করিবার নিমিত্ত প্রশ্নটি সম্বন্ধে আপনার উত্তরের আশা করিতেছি।

আশা করি ১৯ই আগষ্টের নবশক্তিতে আপনার উত্তর সহ এই পত্র ছাপিতে পারিব। নমস্কার সহ নিবেন। ইতি

বিনীত
নবশক্তি সম্পাদক

সবিনয় নিবেদন,

আপনার অনুগ্রহ-পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। পত্রের উত্তরে নিবেদন এই যে, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ছায়ম্বর' সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে'ই প্রকাশিত হইয়াছে। নিবেদন ইতি

ভবদীয়
শ্রীসরলবর সেন

শ্রাবণের ভারতবর্ষে লেখা হইয়াছে—

"আষাঢ়ের ভারতবর্ষে শ্রীমান শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ছায়ম্বর' নামে যে-গল্পটী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একটি বিদেশী গল্পের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। গতবারে সে কথা ক্রমক্রমে আমাদের পাঠক পাঠিকাদের জানানো হয় নাই।"

ইহার অতিরিক্ত কোনও কথা ভারতবর্ষ সম্পাদকের বলিবার নাই। ছায়ম্বরের পাণ্ডুলিপিতে শৈলজা বাবু বিশেষ করিয়া Gjalskia ঋণ স্বীকার করিয়া থাকিলে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক তাহা নিশ্চয় জানাইতেন। 'ছায়ম্বর' যে বিদেশী গল্পের অনুবাদ বা অনুসরণ তাহা শ্রাবণের ভারতবর্ষের মন্তব্য হইতে বুঝা যায় না। বরং ঐ মন্তব্যের অর্থ এই হয় যে, একটি বিদেশী গল্পের সঙ্গে ছায়ম্বরের কতকটা মিল আছে। গল্পটি যে কতকটা মৌলিক তাহাই যেন 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক বলিতে চান, এবং বর্ত্তমান পত্রেও শ্রদ্ধেয় সরলবর বাবু সেই ইঙ্গিতেরই সমর্থন করেন। নানা আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গিয়াছে যে শৈলজা বাবু গল্পটির মৌলিকতার দাবী করেন না। তবে সাহিত্য সত্যই পাঠ কালে বা ভারতবর্ষে প্রকাশ কালে মূল লেখক Gjalskia নাম উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা সমীচীন হইয়াছে বলিতে হইবে।

—নবঃ সম্পাদক।

অনুবাদে ঋণ স্বীকার

শ্রীযুক্ত নবশক্তি সম্পাদক মহাশয়েষু—

শৈলজানন্দের সাহিত্য-সাধনা নিয়ে যে অভিপ্রায় আলোচনা আরম্ভ হয়েছে, তাহাতে কোনক্রমে অংশ না গ্রহণ করেও প্রসঙ্গতঃ গোটা কতক কথা আমি নিবেদন করছি। আশা করি আপনি তা পত্রস্থ করবেন এবং পাঠক-সাধারণও অবাক

(শেষ অংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)



অন্ধকারের অন্তরে

[শ্রীপ্রফুল্ল রায়]

প্রায় দশ বছর পরে দেবার হঠাৎ একদিন পথের মাঝে কেদারের সহিত দেখা হইয়াছিল।

এককালে কেদার আমার সংগাঠী ছিল এবং যথেষ্ট জানিতাম সে আমাকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিত; কিন্তু পরে জীবনের সীমাহীন গতির পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে সেই প্রীতির সূত্র ধীরে ধীরে স্খলিত হইয়া কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল—তাহার খেয়াল ছিল না সে কোথায় কি অবস্থায় আছে এবং আদৌ বাঁচিয়া আছে কিনা তাহাও জানিতাম না। অকল্পিত অপ্রত্যাশিত ভাবেই সেদিন পথের মাঝে তাহার দেখা মিলিল। চলিতেছিলাম হঠাৎ সে সম্মুখে পড়িয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল—কে-রে প্রভেন না? এবং আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে পুনরায় বলিল—চিনতে পারিস?

তৎপরি আমি তাহাকে ঠাহর করিতে পারিলাম না। পরিবেশে স্বপন চিনিলাম তখন প্রথমেই তাহার স্বাস্থ্যের সুস্পষ্ট দৈন্যতা আমার চোখে পড়িল। বাস্তবিক, তাহাকে 'চিনিবার উপায় ছিল না। যে ছর্দ্দান্ত স্বাস্থ্যবান ছেলেটী এককালে বিশ মাইল হাঁটিত, গাঁচ মাইল দৌড়াইত, সাত ঘণ্টা সাঁতার কাটিত, সেদিন দেখিলাম তাহারই পুরু দেহাবরণ ভেদ করিয়া বুক পাঁজরের পাঞ্জরগুলি সর্ব্বনাশা মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। চোখ মুখের কী শ্রীছাঁদ ছুটিয়াছে! কিছুদিন পূর্ব্ব বিস্ময়ে নির্ব্বাক রহিয়া বলিলাম—তোকে যে চেনবারই জো নেই, ভেবেছিলাম—বড্ড বে রোগা দেখাচ্ছে।

কেদার আলোয়ানের ভেতর হইতে তাহার ছই খানা শীর্ণ হাত বাহির করিয়া আমাকে টানিয়া রাস্তার এক পার্শ্বে লইয়া গেল। অকাল ক্ষয় মুখখানায় হাসি ফুটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া হতাশ ভাবে বলিল—বেঁচে আছি এই ঢের। দেড় বছর ধরে যক্ষ্মায় ভুগছি। তুই কেমন আছিস কোথায় থাকিস কি করিস?—সে অজস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল।

কিন্তু সে সবদিকে আমার মাত্রও লক্ষ্য ছিল না। কেদারের দেহের এই সর্ব্বনাশকর ক্ষয়শ্রী দেখিবা মাত্রই যেন আমার মনশ্চক্ষু ভবিষ্যৎ দিগন্ত বৈশেষের একখানা অপরূপ ছবি সজীব হইয়া উঠিতেছিল। শুষ্কমিত মানুষ জীবন ভরিয়া কতবার এমনই কত হাজারো ছবির পানে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে কিন্তু যে পথে তাহার চরণ চিহ্ন একবার পড়িয়া গিয়াছে সে পথে আর ফেরা যায় না।

আমাকে নীরব দেখিয়া কেদার প্রশ্ন করিল—বিয়ে থা' করেছিস তাহলে? বউ কেমন? খু—র, না? তাহার চোখে মুখে পরিহাসের তরল হাসি অরূপ মূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠিল।

আমার বৈচিত্র্যহীন জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস ওতোধিক ক্ষুদ্র ভাষায় তাহাকে বলিলাম। তিনিয়া সে ইহারই মধ্যে মেটুকুতে অত্যন্ত প্রীত হইল—তাহাই অবলম্বন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—এই তো চাই ভাই, এখানে তা' হলে সস্ত্রীকই আছিস—না?

মাথা নাঁকাইয়া তাহাকে ভরসা দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম—কিন্তু তুই এ কাদিন শরীর নিয়ে এখানে কেন—কতদিন ধ'রে এমন আছিস?

কেদারের চোখে মুখে যেন নিষ্ক্রিয়তার পূর্ণমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। দৃষ্টিতে সর্ব্বহারা দুঃখ ফুটাইয়া বিষণ্ণ সরল কণ্ঠে অস্পষ্টভাবে বলিল—কোথায় যাব···। সে থামিয়া গেল।

একটু পরে পুনরায় বলিতে লাগিল—ওঃ তুই দেখছি তা' হলে কিছুই জানিস নে। শোন্, বছর সাতেক হ'ল আমার মা বাপ ছুই-ই মারা যান, যে রোজগি ছিল তার বিয়ে হয়ে গেছে। সংসারে এখন আমি একা। দেশের বাড়ীঘরে তাই মন বসে না—যখন যেখানে থাকি সেইটেই এখন আমার বাড়ীঘর। চিকিৎসা ভালো হবে ভেবে ৬ বছর ধরে এখানেই আছি···। সে তাহার চোখে মুখে আর এক কলক কাতরতা ফুটাইয়া কথাটা শেষ করিল।

তাহার এই ছরদৃষ্টের কাহিনী শুনিয়া আমার সমগ্র দেহমন ছর্দ্দার কেরুনায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কাতর-কণ্ঠে বলিলাম—এখানে কোথায় আছিস? আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে নাকি?

কেদার বলিল—না, আত্মীয় স্বজন বলতে কোথাও আমার কেউ নেই। নিজেই একটা বাড়ী ভাড়া করে আছি—আর একজন আছে কিনা···সে বিবাহ করিয়াছে তাহার চোখে মুখে এমন ভাবই ফুটিয়া উঠিল।

হাসিয়া বলিলাম—তাই বল্—বিয়ে করেছিস··· না? কেদার উত্তর দিতে যাইতেছিল। কিন্তু প্রাণান্তকর কাশি আসিয়া তাহা রুদ্ধ করিয়া দিল। চোখমুখ অসহ্য কষ্টে লাল করিয়া কিছুক্ষণ কাশিয়া লইয়া সে বলিল—বিয়ে করেছি বললে মিথ্যা বলা হয়। আসল কথা, আমি একটী মেয়েকে ভালবাসি সেই আমার বাসায় থাকে।

দেখিলাম বন্ধুটীর সমস্তই নূতনত্বময়। তাহার জীবনের ইতিহাস যতটুকু সুস্পষ্ট আছে তাহাই স্মরণ করিয়া আমি শুধু ছাসিই হইলাম। না প্রচুর আগ্রহও পাইলাম, কিন্তু বলিবার কিছুই নাই। অনন্তকাল ধরিয়া এ অরূপ দেহমিলন কামনা ছনিয়ার ক্ষুধা লইয়া জাগিয়া আছে—ছনিয়ায় কত পথভোলা পথিক তাহাকে অভিনন্দন করিয়া ধন্য হয়। হাসিয়া বলিলাম—তাই নাকি, আচ্ছা রোমান্টিক জীবন তো তোর তা' হলে···।

কেদার লজ্জিতভাবে বলিল—সে অনেক কথা। সব বলতে হ'লে আজ আর হস্পিটালে যাওয়া হবে না কিন্তু না গেলেও নয়—ছ' তিন দিন ধরে ভয়ানক কাবু হয়ে পড়েছি···! তুই যদি আমার বাসায় যাস্ তা' হলেই হয় ভালো। অনেক কথা আছে সব তুনবি···বলিয়া কেদার আমারই পল্লীর একটা বাড়ীর নম্বর বলিল। তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। পরদিনই যাইব বলিয়া বিদায় হইয়াছিলাম।

বাড়ীর সম্মুখের রাস্তাটার ছুই পার্শ্বের বহুদূর ব্যাপী গৃহগুলি আমার অত্যন্ত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কেদারের কথিত নম্বর খুঁজিয়া যে বাড়ীখানার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম—দেখিলাম সে বাড়ীখানা এতকাল যে কেমন করিয়া আমার দৃষ্টির পরিপূর্ণ অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। থাকিবার কথাও। রাস্তার দিকের সব্য প্রান্তের পরিপূর্ণ জাগ্রতার ঢেউয়ের শীর্ণ রেখা বিধানার উপর মেলিয়া দিয়া···

ঠাহে ভাঙিয়া ভাঙিয়া গড়িয়াছে—তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যায় অশথ···আম, জাম, কিছু গাছ। তাহারই একান্ত অপরিসর—ইটালি গাছগুলি মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া দিনের অন্ধকার রচনা করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পেছনে ছই তিনখানা পেঁপে ধরা বিবর্ণ টালী ইটের ঘর অস্পষ্ট দেখা যায়। বাড়ীখানার চতুষ্পার্শ্ব ঘেরিয়া যেন দারিদ্র্যতা নগ্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, মর্ম্মান্তরীর অন্তর ভেদী অসীম চোখ সেদিকে ফিরিয়া চাহে না।

কড়া নাড়িলে কিছুক্ষণ পরে ভেতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল। কিন্তু পা বাড়াইতে যাইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল, দেখিলাম, দুয়ারে এক পার্শ্বে একটী নাতি-নগ্ন নারীমূর্ত্তি নিজকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে! বুঝিলাম ইনিই।·····

আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে নিজেকে যথাসম্ভব দ্রুতার আড়াল রাখিয়া চোরে মুখে এমন ভাব ফুটাইল—যাহাতে আমি অলক্ষ্যেই ভেতরে ঢুকিলাম।

ছই দিকে অল্প সতাপাতার জঞ্জাল রাখিয়া সেই গুমট ছই বাড়ীখানার ভেতরে প্রবেশ করিলাম। পরে ক্ষুদ্র আঙিনার এক ধারে কেরোসিন-কাঠের বেঞ্চি লইয়া উঠিলাম। কেদার একখানা চৌকির উপর একটা বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়াছিল—আমাকে দেখিয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল—কী রে, তুই দেখছি সত্য সত্যই এসে হাজির। সে আমাকে আগ্রহ ভরে টানিয়া তাহার শয্যার পার্শ্বে বসাইল।

বাহিরের সেই নগ্ন দারিদ্র্যতার অন্তরালে অবস্থিত এই গৃহখানা কিন্তু চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখিয়া মনেই হইল গৃহখানা সুখী পরিবারের। কোথাও একটু অগোছাল ভাব নাই। প্রত্যেকটী জিনিষ যেন অপরূপ শুভ্রতায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। গৃহখানার চারিদিকে দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য ছবি—প্রত্যেক খানা ছবির নীচে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত কাপড়ের ফুল-মালা। এক পার্শ্বে কাপড়ের আলনা, সেখানে খান ছই লালপেড়ে সাড়ী কুঁচান রহিয়াছে··· তাহারই পোড়ায় কেদারের জোড়া কয়েক দামী দামী জুতা। গৃহ খানায় বাহুল্য আড়ম্বরের জঞ্জাল নাই।

বসিয়াছিলাম, কেদার বলিল—তুই যে আসবি এ ধারণাই আমার ছিল না। তোরা কত কাজে ব্যস্ত থাকিস···বলিয়া সে বাহিরে যেখানে সেই মেয়েটী দাঁড়াইয়া ছিল—সেই দিকে চাহিয়া বলিল—অজনকে এক কাপ চা' দাও সুনীতি, হর বড্ড পরিশ্রম হয়েছে···

সুনীতি আরও ঘোমটা টানিয়া ধীর পদে আসিয়া গৃহ হইতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া গেল। এইবার চাহিয়া দেখিলাম তাহার দেহ সৌষ্ঠব অপূর্ব্ব অফুরন্ত। গায়ের রং খুব ফর্সা নয়—কিন্তু অসাধারণ বয়সের ফলে তাহা যেন প্রশংসায়মান গৌর বর্ণকে পরিহাস করে। মুখ না দেখিলেও মনে হয়—সে সুন্দরী না হইয়া যায় না।

সুনীতি রান্না ঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলে কৌতুক আনন্দে হাসিয়া কেদারের দিকে চাহিয়া বলিলাম—এটি কে কেদার?

কেদার আপ্রাণ চেষ্টায় হাসিতে হাসিতে বলিল—এর কথাই তো তোকে কাল বলছিলাম—কেমন বুঝলি?

উৎসাহে বিছানায় হাত ঠুকিয়া বলিলাম—চমৎকার!

কেদার বলিল—বেশ চমৎকার নয়? না হবেই বা কেন, আমরা তো আর ভোদের মতো ভালো ছেলে সেজে বিয়ে করিনি। আমরা ছজনকেই আগে গছন্দ করেছি···ছ'জনেই ছ'জনের মন বুঝেছি তার পর···বলিয়া কেদার একটু থামিয়া 'তাহার শীর্ণ দেহটা বিছানার উপর মেলিয়া দিল।

অন্ধকারের অন্তরে

পর পুনরায় বলিতে লাগিল—তার শেষ, বছর পাঁচেক আগে আমি যখন রাঁচিহিংতে ছিলাম—তখন দিন কয়েকের জন্য দেখানে বেড়াতে এসে ওরা আমার পাশের বাড়াটায় জায়গা নেয়, ওর বয়স ছিলো তখন পনর কি ষোল। ৺পাঁচ সাত দিন দেখা শুনাতেই আমাদের বেশ আলাপ হয়ে গেলো। ক্রমে তা' ভালোবাসায় পৌঁছলো। কিন্তু পরে শুনলাম ও বিধবা। কাজেই বিয়ের আর কোন কথাই উঠলো না। শেষটায় যখন পালানো ছাড়া আর গত্যন্তর রইলো না তখন ও-ই বললো—চল কলকাতায়……

বলিয়া কেদার কিছুক্ষণ থামিল। পরে আবার বলিতে লাগিল—কিন্তু বেরিয়ে এসেছে বলেই মনে করিসনে, যে ওর ভালোবাসায় কোন গলদ আছে। এ ভালবাসা নিয়ে ও পরম সুখী···আর আমি, আমি কে না পেলে বোধ হয় অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে যেতাম। কে আমাকে এত যত্ন করতো—কে দেবতো? কেদার বলিয়া যাইতেছিল কিন্তু চায়ের সরঞ্জাম হস্তে সুনীতিকে আসিতে দেখিয়া সে থামিল।

সুনীতি আসিয়া আমার সম্মুখে এক কাপ চা' ও এক রেকাব খাবার রাখিল। পরে কেদারের দিকে এমন চোখে চাহিল যেন নীরব ভাষায় প্রশ্ন করিল—তুমিও কি কিছু খাবে?

কেদার নিশ্চয়ই এ দৃষ্টির জন্যই অভ্যস্ত ছিল। সে বলিল—না, আজ রাত্রেও আমি কিছু খাবো না, শরীরটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে···আমার দিকে চাহিয়া বলিল—খেয়ে নে ব্রজেন, পরাণের বাড়ী, এই-ই ব্যবস্থা।

চা' খাওয়া হইলে কেদার আবার উঠিয়া বসিল, শয্যার একপার্শ্বে রেকাবীতে পান সাজান ছিল, তাহা হইতে কয়েকটা পান আমার হাতে দিয়া বলিল—বউয়ের মুখ দেখবি না ব্রজেন?

কেদারের স্বভাব জানিতাম এবং সে যে এখনই একটা প্রশ্ন করিবে, তাহাও জানিতাম, কিন্তু সেইমাত্র ক্ষণকাল পূর্ব্বে সে যাহার উল্লেখ করিয়াছে, সেই ইতিহাস আমাকে অন্যমনস্ক করিয়াছিল। ইতিহাস আমাকে শুনাইয়াছে ক্ষণকাল পরেই যে সে আবার আমাকেই তাহার মর্ম্মন্তুদ দেখিবার নিমন্ত্রণ করিবে, বসিয়ে তাহা কল্পনাও করি নাই। আর বাস্তবিকও আমার সে আগ্রহ ছিল না। আমি স্পষ্ট জানিতাম আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে নিশ্চয়ই সুনীতির মাথা পাতালের পানে ঢলিয়া পড়িবে···এবং ক্ষুব্ধ কলঙ্ক রেখা পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে তাহার ললাটে ফুটিয়া উঠিবে। একদিনের দেখা এই মেয়েটীর প্রতি এই অবিচার করিতে আমি নারাজ! তাই কেদারের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলিলাম থাকুক আজ আর একদিন দেখবো।

কেদার আবার বিড়ানায় হতাশ ভাবে শুইয়া পড়িল। পরে বলিতে লাগিল—ভাই হবে, আজ শরীরটাও বড্ড খারাপ লাগছে। কাল বাসায় ফেরবার পর থেকেই যেন ক্রমেই শরীর খারাপ হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে এমনই হয়। পাঁচ সাত দিন তখন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করি। পরে আবার দিন কয়েক ভালো থাকি এবারও হয় তো ঠিক তেমনিই হবে। দুই মাঝে মাঝে এসে একটু খোঁজ খবর নিস্। একা মেয়ে মানুষ ও, কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না।

কেদার হাপাইতে লাগিল।

ইহার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন কথাই হইল না। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সম্মুখের বড় বড় বাড়ীগুলির পশ্চাতে ঘনায়মান অন্ধকার লইয়া আকাশ তখন ধূম কলঙ্কিত কলিকাতা সহরের এ দৃশ্যটুকু স্পষ্ট চোখে পড়ে।

কিছু লইতে চাহিলাম কিন্তু কেদার কাতর ভাবে বলিল—যামিনী কে, হয় আর কিছু সময়। কাল থেকে শুধু তোর কথাই আমার চলছে—একটু যে কেঁদে শুনবে, এমনও একটা লোক নেই! ও তোর কথা শুনে কত পুণ্যি—দুই কিন্তু যোগই একবার করে আসিস্—খুব দূর তো নয়—

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া কেদারের কথা শুনিলাম। তাহার এই অত্যাচারের এই সুদীর্ঘ ঘর সংসারের প্রত্যেকটী কথা সে খুটিনাটী করিয়া আমাকে শুনাইল! এবং ইহারই মধ্যে বিজলীর মত খেলিয়া থাকিয়া সুনীতির অসাধারণ কর্ত্তব্য বোধের অভ্রভেদী প্রশংসা যেন স্ফলকে স্ফলকে বাহির হইতেছিল। এ অন্ধকারের জীবনেও যে পরিপূর্ণ সুখা।

পুনরায় আসিব আশ্বাস দিয়া সেদিন সন্ধ্যার পরে কেদারের গৃহ হইতে বিদায় লইয়াছিলাম।

ইহার পর প্রায়ই কেদারের বাসায় যাইতাম। পূর্ণ অভিজ্ঞতা হইতেই হয় তো কেদার বলিয়াছিল তাহার এই রোগ বৃদ্ধি একান্তই সাময়িক। কিন্তু দেখিলাম সুস্থের পরিবর্ত্তে সে যেন দিন দিনই জীবনের শেষ দিনের দিকে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল।

সুনীতিই প্রত্যহ দরজা খুলিয়া দিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিত। কিন্তু প্রথম দিনের সেই অকল্পিত সুযোগ অবহেলার পর আমার সহিত মুখোমুখি কথা বলিবার তাহার প্রয়োজন হয় নাই। লজ্জা করিতাম সেও যেন প্রচণ্ড শক্তিতে আপনাকে আমার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে চাহে! ইহার একটা অস্পষ্ট হেতু আমার মনে দোল খাইত! তাহার সম্বন্ধে আমি যে অভিমতই পোষণ করি না কেন—সে হয়ত মনে করিত ইনিময় দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইবার অধিকার তার নাই।

আমি নিরুপায় হইয়া মাঝে মাঝে তাহাকে দুই একটা প্রশ্ন করিতাম, সে যোগাটার নাচ হইতে কখনো মাথা ঝাঁকিয়া কখনো শুধু হাঁ—না করিয়া তাহার জবাব দিত, আর কোন কথাই হইত না। কিন্তু যতক্ষণ থাকিতাম, দেখিতাম সে যেন আমাকে বন্ধু রূপে পাইয়া পরিপূর্ণ নিরস্ত হইয়াছে। আমার আদর যত্নের প্রতিও তার প্রখর নজর ছিল।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় কেদারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দেখিয়াছিলাম—সুদীর্ঘ রজনীর অসুপস্থিত কালে কখন কি ঘটিয়াছিল জানিতাম না। সুনীতি আমাকে দরজা খুলিয়া দিয়াই আমার গতিরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া; মাঁচলে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে লাগিল।

এতদিনের এই আসা যাওয়ার ফলে এই মেয়েটীর অন্তরের খবর কিছু কিছু জানিতাম এবং ইহাও জানিতাম সহসা সে বিচলিত হইবার পাত্রী নহে। তাই তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াই বুঝিলাম কেদারের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ। আমার সমগ্র দেহ মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সুনীতিকে আশিতে বলিয়া আমি দ্রুত পদে বাইয়া ঘরে উঠিলাম।

কেদারের উপর চোখ পড়িল। মনে হইল যেন দেহে প্রাণ নাই। একটী রাত্রির অনুপস্থিতিতে—এ কী দৃশ্য! চোখ মুখ ঠিক মরা মানুষের মত, খাদ পড়ে কি না পড়ে।

কেদারই ক্ষীণ স্বরে আমাকে কাছে ডাকিল। অনন্ত মৃত্যু-ক্রন্দন এইটা তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। কিন্তু সে ভালো করিয়া কথা বলিতে পারিল না।

সে দিন অস্কোচে সুনীতি বিগত রজনীর ইতিহাস শুনাইল। সে বলিল—কাল রাত্ত দশটায় হঠাৎ কাশিটা খুব বেড়ে যায়—তারপর অনেকক্ষণ ধরে রক্ত বমি যেন ঘুমে মানুষে লড়াই। বাকী সারাটা রাত তাই হত চেতনায় কেটে এই সকালে হুঁতে মাত্র দু একটা কথা বলেছে—

সরঞ্জাম।

[শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে—কুমিল্লা]

একটি ছোট মালভূমির উপর হামাগুচির বাড়ী। মালভূমির তিনদিকে ছোট ছোট কতগুলি টিলা, সম্মুখে সমুদ্র কয়েক মাইলে ছুটিয়া চলিয়াছে তার পর। পথে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অথবার ছুটিয়া চলিয়াছে মালভূমির কিছু দূর একটি নাতি প্রসারিত একটি ছোট্ট গ্রাম সন্নিবিষ্ট।

হামাগুচি ধূর্ত্ত। থাকে উপরে আর সমস্ত গ্রাম নিভর করিয়, গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে ধনী হইলেও সে পরিপূর্ণ মন প্রাণ দিয়া ভালবাসিত এবং সমস্তে তাহাদিগকে ধর্ম্মসাধনা শিক্ষা দিত। কুতর গ্রামবাসী তাহাকে আজ্ঞান করিয়া ডাকিত "হাঁ" (ojiisan)। আজ সকাল হইতেই দিনটাকে কেমন যেন নিরস দেখাইতেছিল। সূর্য্য হাকে যেন মেঘের কোলে মুখ লুকাইতে পারিলে বাঁচে এমনি এক দিন। গ্রামবাসীরা 'নবান্নের' উৎসবে মাতিয়া উঠিল। হামাগুচির কিন্তু আজ মনটা ভালো ছিল না। কি যেন একটা অজানা আশঙ্কায় তার মন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তাই সে তার ছোট্ট নাতি 'তাকে' (Taka) নিয়ে বাড়ীতেই রহিয়া গেল।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়; হামাগুচির মন সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিয়া বিপদ সাগরের—হউচো একটা বড় রকমের ভূমিকম্প আপনার এই ক্ষুদ্র গ্রামটিকে গ্রাস করিয়া দিয়া যাইবে। তার সে উদ্‌ধার হইয়া চাহিয়া রহিল নাড়ে গ্রামের দিকে—যেখানে উৎসবানন্দরত নরনারীগণ সুখসম্ভারে সে নিজেদের পরিপূর্ণ করিয়াছিল। তখন তাহারা চিন্তার ভারেক্রিষ্ট নয়।

হঠাৎ হামাগুচির দৃষ্টি অদূরে সমুদ্রের দিকে আকৃষ্ট হইল। সমুদ্র বাহুর বিরুদ্ধে তাহার অভিমান ক্ষুব্ধ করিয়াছে। বেলাভূমির উপর তরঙ্গমালা তার ক্রুদ্ধ ক্রন্দন রোলে সন্ধিয়া যাইতেছিল। ঘোর হইতেছিল যেন নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার চুপ করিয়া গেছে তাই দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া উন্মাদে সে ছুটিয়া চলিয়াছে মিলনের জন্য: বারে বারে অকৃতার্থ হইয়া আসিল। আকাশ প্রান্তর উজ্জ্বল করিয়া দিবার জন্য পূর্ণিমা পড়িয়া অন্যতেই মিলিম্ন গিয়াছে।

জলপূর্ণ সমুদ্র বক্ষে এখন স্থল দেখা দিল দূরে, বহুদূরে একটি কালো রেখা গ্রামের জন্য প্রতীক্ষমান হইতে লাগিল। এই ভীষণ দৃশ্য হামাগুচির বৃদ্ধ মস্তকে একটি বিষাদের রেখা টানিয়া দিল। তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, সমুদ্রের প্রলয় কল্লোল তার কাণে কাণে বলিয়া দিয়া গেল—"তিন শত প্রাণ বাঁচা।" প্রবল উত্তেজনায় হামাগুচি দুই পায়ে ভর করিয়া উঠিয়া চাকিল "তাকা" ঐর একটি প্রণাম নিয়ে এসো।"

তাকা প্রণাম হাতে হামাগুচির অনুসরণ করিয়া চলিল। হামাগুচি স্নেহে সযত্নে রক্ষিত তার ধানের মাটির নিকট আসিয়া দাঁড়াল। তাকা'র হাত ধরে দাঁড়িয়ে গ্রহণ সে তাহার ধানের মাটিতে অধি-

(পেছনে ১৪ পৃষ্ঠার কলুন)

তনিয় কেদার অতি কষ্টে তাহার সবিনয় প্রতিবাদ জানাইল। পরে ধীরে ধীরে ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল—ও সব কিছু নয় ব্রজেন। অমন তো কতদিন হয় কিন্তু ওর সবটাতেই বাড়াবাড়ি। সারাটা রাত ভরে কেঁদেছে। আমি বলি, আমার বেশ লাগছে; কিন্তু ও তা শোনে না। ওকে ভাই দুই একটি বুঝা।

কি বুঝাইব! সুনীতির এ স্বামী প্রীতিকে আমি শ্রদ্ধা করি। এ প্রীতি অতি বড় পবিত্র। মৃত্যুকে

বীর

[শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য]

(গার্ডিয়েনো দায়ুনো (গল্প)

সেন্ট গণেলুভোর প্রথাগত নিশান গুলি বাতাসে মৃদু আন্দোলিত হইতেছিল। হাবেডিংকের গঠন করুকগুলি লোক সেগুলি গঠন করিতেছিল।

মরুসাহারা

সন্ধ্যা ঘনাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া টাকা কোড়িয়া আসন্ন তাহার তার বধিয়া বুঝল—"নাঃ বেন? বেন?"

হামাগুচি কোন উত্তর করিল না।

ক্রমে আগুন সমস্ত দানে ছড়াইয়া গড়িয়া লাউ লাই কবিয়া অলিয়া উঠিল। অগ্নি-শিখা বন্ধুর সঙ্গে খেলা করিতে করিতে তাহাদের দিকে লইয়া চলিল। উত্তর পশ্চিমোত্তিত মন্দিরের পুজারী গিয়াছে সঙ্কেত আহ্বান বহু ঘণ্টার ক্ষমাগত ঘা দিতে লাগিল। নাচ হইতে গ্রামবাসীগণ তাহাদের চিরোপকারী পশু হামাগুচির বাড়ীতে আগুন দেখিয়া ছুটিয়া ফিরিয়া যাহা নিবারণের চেষ্টা করিতে। কিন্তু হামাগুচি কাহাকেও আগুন নিবারিতে দিল না। তখন তাহা অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—"ওরে পাগল হয়ে গেছে। ও নিজে হাতেই এই ধানে আগুন লাগিয়েছে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

সমবেত জনতার দিকে চাহিয়া হামাগুচি গর্জ্জিল—হউচো একটা বড় রকমের ভূমিকম্প আপনাকে এই ক্ষুদ্র গ্রামটিকে গ্রাস করিয়া দিয়া যাইবে। তাই এ উদ্ধার হইয়া চাহিয়া রহিল নাড়ে গ্রামের দিকে—যেখানে উৎসবানন্দরত নরনারীগণ সুখসম্ভারে সে নিজেদের পরিপূর্ণ করিয়াছিল। তখন তোমো চিন্তার ভারেক্রিষ্ট নয়।

হঠাৎ হামাগুচির দৃষ্টি অদূরে সমুদ্রের দিকে আকৃষ্ট হইল। সমুদ্র বাহুর বিরুদ্ধে তাহার অভিমান ক্ষুব্ধ করিয়াছে। বেলাভূমির উপর তরঙ্গমালা তার ক্রুদ্ধ ক্রন্দন রোলে সন্ধিয়া যাইতেছিল। ঘোর হইতেছিল যেন নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার চুপ করিয়া গেছে তাই দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া উন্মাদে সে ছুটিয়া চলিয়াছে মিলনের জন্য: বারে বারে অকৃতার্থ হইয়া আসিল। আকাশ প্রান্তর উজ্জ্বল করিয়া দিবার জন্য পূর্ণিমা পড়িয়া অন্যতেই মিলিম্ন গিয়াছে।

জলপূর্ণ সমুদ্র বক্ষে এখন স্থল দেখা দিল দূরে, বহুদূরে একটি কালো রেখা গ্রামের জন্য প্রতীক্ষমান হইতে লাগিল। এই ভীষণ দৃশ্য হামাগুচির বৃদ্ধ মস্তকে একটি বিষাদের রেখা টানিয়া দিল। তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, সমুদ্রের প্রলয় কল্লোল তার কাণে কাণে বলিয়া দিয়া গেল—"তিন শত প্রাণ বাঁচা।" প্রবল উত্তেজনায় হামাগুচি দুই পায়ে ভর করিয়া উঠিয়া চাকিল "তাকা" ঐর একটি প্রণাম নিয়ে এসো।"

তাকা প্রণাম হাতে হামাগুচির অনুসরণ করিয়া চলিল। হামাগুচি স্নেহে সযত্নে রক্ষিত তার ধানের মাটির নিকট আসিয়া দাঁড়াল। তাকা'র হাত ধরে দাঁড়িয়ে গ্রহণ সে তাহার ধানের মাটিতে অধি-শিখা গ্রহণ করিল। ইহা দেখিয়া টাকা কোড়িয়া আসন্ন তাহার তার বধিয়া বুঝল—"নাঃ বেন? বেন?"

হামাগুচি কোন উত্তর করিল না।

ক্রমে আগুন সমস্ত দানে ছড়াইয়া গড়িয়া লাউ লাই কবিয়া অলিয়া উঠিল। অগ্নি-শিখা বন্ধুর সঙ্গে খেলা করিতে করিতে তাহাদের দিকে লইয়া চলিল। উত্তর পশ্চিমোত্তিত মন্দিরের পুজারী গিয়াছে সঙ্কেত আহ্বান বহু ঘণ্টার ক্ষমাগত ঘা দিতে লাগিল। নাচ হইতে গ্রামবাসীগণ তাহাদের চিরোপকারী পশু হামাগুচির বাড়ীতে আগুন দেখিয়া ছুটিয়া ফিরিয়া যাহা নিবারণের চেষ্টা করিতে। কিন্তু হামাগুচি কাহাকেও আগুন নিবারিতে দিল না। তখন তাহা অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—"ওরে পাগল হয়ে গেছে। ও নিজে হাতেই এই ধানে আগুন লাগিয়েছে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

সমবেত জনতার দিকে চাহিয়া হামাগুচি গর্জ্জিল—"কোনকের কথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু তোমরা কি ঐ উপাদিত আছ?" সমবেত কণ্ঠে উত্তর আসিল "আছি।" হামাগুচি তখন সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"এখন দেখ আমি যাগাম কিনা! তোমাদের একানে অতি সহজ আনন্দের অন্ত আর কোনো সঙ্কল্প ছিল না বলিয়া এতে আগুন লাগিয়েছি" হামাগুচির কথা শেষ হইলে তাহারা ভয়াকুলতা ভীতি-বিহ্বল নেত্রে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। অগ্নির আলোকে তাহার ধবধবে একটি গাঙার কালো রেখা দেখিতে পাইল। তাহা ক্রমেই কাছে আসিতে লাগিল। কিন্তু পুলে একানে কোনো ভয় ছিল না।

তাহার কারণ দৃষ্টিতে পাইল সহসা সমুদ্র পশ্চাদ্ভাগে সমুদ্র দিকে গতিতে ফিরিতেছে, সমুদ্রের পশ্চাৎ কারণে ওকদের সৃষ্টনা করিতে লাগিল। ধ্বংস-প্রমাণ ঢেউই সমুদ্রকে অতুলাসে মুছা করিতে লাগিল। সমুদ্র উপরের চেয়েও আকস্মিকের মত বেগে বিস্তৃত হইয়া গ্রামের নিকট আসিয়া পড়িল নিমেষের "সবনের কথা ভাবিবার তাহার সময় বিকট ভারে চাৎকার করিয়া উঠিল—"সুনেমি (Tsunami)····" কিন্তু তাহাদের আতঙ্কান সমুদ্রের গম্ভীর ভয়াবহে নিমেষে পরাজয় মানিল।

পরমাণুতে ঐ উঁচু বালুটি ভয়ানক ভাবে নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিকটার মত চমক মারিয়া ভয়ানমান জলরাশি উদ্ধমিকে ধাবিত হইল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না—তাহারা শুধু দেখিল একখণ্ড কালো মেঘ তাহাদের নিকট দিয়া ঝটিকা বেগে প্রবাহিত হইয়া গেল।

সমুদ্র তাহার প্রলয়লীলা সমাপন করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিয়া তরঙ্গগুলি সমস্ত গ্রামটি দুইয়া মৃত্তিয়া পরিহার হইয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে রহিয়াছে শুধু কয়েকখানি উলঙ্গখণ্ড এবং কয়েকটি সমুদ্র-ভাত-দৃশ্য।

হামাগুচির সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া গেল কিন্তু বাঁচিল তিন শত প্রাণ!*

---

* Lafcadio Hearn এর "Gleanings in Buddha-fields" নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

'রাডুমা'র লোকদিগকে পরাজিত করিয়া 'মাকেলি-কো'র লোকেরা খুব জাঁকজমকের সহিত সেপ্টেম্বর মাসের এই উৎসবটির অনুষ্ঠান করিত। ধন্যপ্রণয়ন তাহাদের দুদয় উদ্ভসিত হইয়া উঠিত। সকলেই পরমোল্লাস শত প্রাচুর্য্য দ্বারা এই দেবতার তৃপ্তি বিধান করিতে তৎপর হইত। বাস্তবার এপাশে একটি গাঙার কালো রেখা দেখিতে পাইল। তাহা ক্রমেই কাছে আসিতে লাগিল। কিন্তু পুলে একানে কোনো ভয় ছিল না।

তাহার কারণ দৃষ্টিতে পাইল সহসা সমুদ্র পশ্চাদ্ভাগে সমুদ্র দিকে গতিতে ফিরিতেছে, সমুদ্রের পশ্চাৎ কারণে ওকদের সৃষ্টনা করিতে লাগিল। ধ্বংস-প্রমাণ ঢেউই সমুদ্রকে অতুলাসে মুছা করিতে লাগিল। সমুদ্র উপরের চেয়েও আকস্মিকের মত বেগে বিস্তৃত হইয়া গ্রামের নিকট আসিয়া পড়িল নিমেষের "সবনের কথা ভাবিবার তাহার সময় বিকট ভারে চাৎকার করিয়া উঠিল—"সুনেমি (Tsunami)····" কিন্তু তাহাদের আতঙ্কান সমুদ্রের গম্ভীর ভয়াবহে নিমেষে পরাজয় মানিল।

পরমাণুতে ঐ উঁচু বালুটি ভয়ানক ভাবে নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিকটার মত চমক মারিয়া ভয়ানমান জলরাশি উদ্ধমিকে ধাবিত হইল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না—তাহারা শুধু দেখিল একখণ্ড কালো মেঘ তাহাদের নিকট দিয়া ঝটিকা বেগে প্রবাহিত হইয়া গেল।

সমুদ্র তাহার প্রলয়লীলা সমাপন করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিয়া তরঙ্গগুলি সমস্ত গ্রামটি দুইয়া মৃত্তিয়া পরিহার হইয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে রহিয়াছে শুধু কয়েকখানি উলঙ্গখণ্ড এবং কয়েকটি সমুদ্র-ভাত-দৃশ্য।

হামাগুচির সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া গেল কিন্তু বাঁচিল তিন শত প্রাণ!

মরুসাহারা

সন্ধ্যা ঘনাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া টাকা কোড়িয়া আসন্ন তাহার তার বধিয়া বুঝল—"নাঃ বেন? বেন?"

হামাগুচি কোন উত্তর করিল না।

ক্রমে আগুন সমস্ত দানে ছড়াইয়া গড়িয়া লাউ লাই কবিয়া অলিয়া উঠিল। অগ্নি-শিখা বন্ধুর সঙ্গে খেলা করিতে করিতে তাহাদের দিকে লইয়া চলিল। উত্তর পশ্চিমোত্তিত মন্দিরের পুজারী গিয়াছে সঙ্কেত আহ্বান বহু ঘণ্টার ক্ষমাগত ঘা দিতে লাগিল। নাচ হইতে গ্রামবাসীগণ তাহাদের চিরোপকারী পশু হামাগুচির বাড়ীতে আগুন দেখিয়া ছুটিয়া ফিরিয়া যাহা নিবারণের চেষ্টা করিতে। কিন্তু হামাগুচি কাহাকেও আগুন নিবারিতে দিল না। তখন তাহা অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—"ওরে পাগল হয়ে গেছে। ও নিজে হাতেই এই ধানে আগুন লাগিয়েছে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

সমবেত জনতার দিকে চাহিয়া হামাগুচি গর্জ্জিল—"কোনকের কথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু তোমরা কি ঐ উপাদিত আছ?" সমবেত কণ্ঠে উত্তর আসিল "আছি।" হামাগুচি তখন সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"এখন দেখ আমি যাগাম কিনা! তোমাদের একানে অতি সহজ আনন্দের অন্ত আর কোনো সঙ্কল্প ছিল না বলিয়া এতে আগুন লাগিয়েছি" হামাগুচির কথা শেষ হইলে তাহারা ভয়াকুলতা ভীতি-বিহ্বল নেত্রে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। অগ্নির আলোকে তাহার ধবধবে একটি গাঙার কালো রেখা দেখিতে পাইল। তাহা ক্রমেই কাছে আসিতে লাগিল। কিন্তু পুলে একানে কোনো ভয় ছিল না।

তাহার কারণ দৃষ্টিতে পাইল সহসা সমুদ্র পশ্চাদ্ভাগে সমুদ্র দিকে গতিতে ফিরিতেছে, সমুদ্রের পশ্চাৎ কারণে ওকদের সৃষ্টনা করিতে লাগিল। ধ্বংস-প্রমাণ ঢেউই সমুদ্রকে অতুলাসে মুছা করিতে লাগিল। সমুদ্র উপরের চেয়েও আকস্মিকের মত বেগে বিস্তৃত হইয়া গ্রামের নিকট আসিয়া পড়িল নিমেষের "সবনের কথা ভাবিবার তাহার সময় বিকট ভারে চাৎকার করিয়া উঠিল—"সুনেমি (Tsunami)····" কিন্তু তাহাদের আতঙ্কান সমুদ্রের গম্ভীর ভয়াবহে নিমেষে পরাজয় মানিল।

পরমাণুতে ঐ উঁচু বালুটি ভয়ানক ভাবে নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিকটার মত চমক মারিয়া ভয়ানমান জলরাশি উদ্ধমিকে ধাবিত হইল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না—তাহারা শুধু দেখিল একখণ্ড কালো মেঘ তাহাদের নিকট দিয়া ঝটিকা বেগে প্রবাহিত হইয়া গেল।

সমুদ্র তাহার প্রলয়লীলা সমাপন করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিয়া তরঙ্গগুলি সমস্ত গ্রামটি দুইয়া মৃত্তিয়া পরিহার হইয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে রহিয়াছে শুধু কয়েকখানি উলঙ্গখণ্ড এবং কয়েকটি সমুদ্র-ভাত-দৃশ্য।

হামাগুচির সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া গেল কিন্তু বাঁচিল তিন শত প্রাণ!

---

* Lafcadio Hearn এর "Gleanings in Buddha-fields" নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

'রাডুমা'র লোকদিগকে পরাজিত করিয়া 'মাকেলি-কো'র লোকেরা খুব জাঁকজমকের সহিত সেপ্টেম্বর মাসের এই উৎসবটির অনুষ্ঠান করিত। ধন্যপ্রণয়ন তাহাদের দুদয় উদ্ভসিত হইয়া উঠিত। সকলেই পরমোল্লাস শত প্রাচুর্য্য দ্বারা এই দেবতার তৃপ্তি বিধান করিতে তৎপর হইত। বাস্তবার এপাশে একটি গাঙার কালো রেখা দেখিতে পাইল। তাহা ক্রমেই কাছে আসিতে লাগিল। কিন্তু পুলে একানে কোনো ভয় ছিল না।

তাহার কারণ দৃষ্টিতে পাইল সহসা সমুদ্র পশ্চাদ্ভাগে সমুদ্র দিকে গতিতে ফিরিতেছে, সমুদ্রের পশ্চাৎ কারণে ওকদের সৃষ্টনা করিতে লাগিল। ধ্বংস-প্রমাণ ঢেউই সমুদ্রকে অতুলাসে মুছা করিতে লাগিল। সমুদ্র উপরের চেয়েও আকস্মিকের মত বেগে বিস্তৃত হইয়া গ্রামের নিকট আসিয়া পড়িল নিমেষের "সবনের কথা ভাবিবার তাহার সময় বিকট ভারে চাৎকার করিয়া উঠিল—"সুনেমি (Tsunami)····" কিন্তু তাহাদের আতঙ্কান সমুদ্রের গম্ভীর ভয়াবহে নিমেষে পরাজয় মানিল।

পরমাণুতে ঐ উঁচু বালুটি ভয়ানক ভাবে নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিকটার মত চমক মারিয়া ভয়ানমান জলরাশি উদ্ধমিকে ধাবিত হইল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না—তাহারা শুধু দেখিল একখণ্ড কালো মেঘ তাহাদের নিকট দিয়া ঝটিকা বেগে প্রবাহিত হইয়া গেল।

সমুদ্র তাহার প্রলয়লীলা সমাপন করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিয়া তরঙ্গগুলি সমস্ত গ্রামটি দুইয়া মৃত্তিয়া পরিহার হইয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে রহিয়াছে শুধু কয়েকখানি উলঙ্গখণ্ড এবং কয়েকটি সমুদ্র-ভাত-দৃশ্য।

হামাগুচির সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া গেল কিন্তু বাঁচিল তিন শত প্রাণ!

---

* Lafcadio Hearn এর "Gleanings in Buddha-fields" নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

'রাডুমা'র লোকদিগকে পরাজিত করিয়া 'মাকেলি-কো'র লোকেরা খুব জাঁকজমকের সহিত সেপ্টেম্বর মাসের এই উৎসবটির অনুষ্ঠান করিত। ধন্যপ্রণয়ন তাহাদের দুদয় উদ্ভসিত হইয়া উঠিত। সকলেই পরমোল্লাস শত প্রাচুর্য্য দ্বারা এই দেবতার তৃপ্তি বিধান করিতে তৎপর হইত। বাস্তবার এপাশে একটি গাঙার কালো রেখা দেখিতে পাইল। তাহা ক্রমেই কাছে আসিতে লাগিল। কিন্তু পুলে একানে কোনো ভয় ছিল না।

তাহার কারণ দৃষ্টিতে পাইল সহসা সমুদ্র পশ্চাদ্ভাগে সমুদ্র দিকে গতিতে ফিরিতেছে, সমুদ্রের পশ্চাৎ কারণে ওকদের সৃষ্টনা করিতে লাগিল। ধ্বংস-প্রমাণ ঢেউই সমুদ্রকে অতুলাসে মুছা করিতে লাগিল। সমুদ্র উপরের চেয়েও আকস্মিকের মত বেগে বিস্তৃত হইয়া গ্রামের নিকট আসিয়া পড়িল নিমেষের "সবনের কথা ভাবিবার তাহার সময় বিকট ভারে চাৎকার করিয়া উঠিল—"সুনেমি (Tsunami)····" কিন্তু তাহাদের আতঙ্কান সমুদ্রের গম্ভীর ভয়াবহে নিমেষে পরাজয় মানিল।

পরমাণুতে ঐ উঁচু বালুটি ভয়ানক ভাবে নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিকটার মত চমক মারিয়া ভয়ানমান জলরাশি উদ্ধমিকে ধাবিত হইল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না—তাহারা শুধু দেখিল একখণ্ড কালো মেঘ তাহাদের নিকট দিয়া ঝটিকা বেগে প্রবাহিত হইয়া গেল।

সমুদ্র তাহার প্রলয়লীলা সমাপন করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিয়া তরঙ্গগুলি সমস্ত গ্রামটি দুইয়া মৃত্তিয়া পরিহার হইয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে রহিয়াছে শুধু কয়েকখানি উলঙ্গখণ্ড এবং কয়েকটি সমুদ্র-ভাত-দৃশ্য।

হামাগুচির সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া গেল কিন্তু বাঁচিল তিন শত প্রাণ!

---

* Lafcadio Hearn এর "Gleanings in Buddha-fields" নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

দিকে, গোনো, ক্রিয়ে সবাই উল্লাসিনার স্থান অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। উল্লাসিনো আগাইয়া আসিল। কিন্তু হাতটা তুলিতে ছিল, আর এক হাতে লোক সরাইয়া সে রাস্তা করিতেছিল।

ছ

উপন্যাস

শিল্পী বিদায়

[শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—তিন—

ঘূর্ণিপাক

ব্যাণ্ডেল পরিবারের নিকটবর্তী বাড়ীতে শিল্পী কৈশোর অবস্থায় আসিয়াছিলেন সে আজ মাত্র কয়েক বৎসরের কথা, তদবধি নিয়মিত ভাবে ল্যান্সডাউন রোডের বায়ুসেবনে অতি অল্প সময়ের ভিতর তাঁহার যৌবন আসিয়া উপস্থিত হইল।

অপর্যাপ্ত সময়, অর্থ চিন্তাও নাই, তাহার উপর এই আকস্মিক পরিবর্তন শিল্পী কিংকিং কেমন কেমন বোধ করিতে লাগিলেন। এমন সময় ব্যাণ্ডেল পরিবারে লিলির আবির্ভাব। দার্জিলিঙে পড়িতেছিল, কি কারণে ডায়োসেসনে আসিয়া ভর্তি হইয়াছে, সঙ্গে বিধবা মাও আসিয়াছেন।

লিলি সকালে গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যায়, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া গান গায় এবং ছুটির দিনে সুবিধা পাইলেই উঠানের পেয়ারা গাছে উঠিবার চেষ্টা করে! জানালার ফাঁক দিয়া, শিল্পী প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময় এই সব ছোট বড় ঘটনা লক্ষ্য করেন।

একদিকে লিলির সুমিষ্ট গলা এবং তাহার সহজ ভাবে চলা ফেরার অপূর্ব ভঙ্গিমা, অপর দিকে বয়সের নিষ্ঠুর আক্রমণ, শিল্পী বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বাঁশী বাজাইয়া, গান গাহিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই রূপ জীবন সংগ্রামের মাঝে খবর আসিল, কলিকাতার কোন নামজাদা মহলে কলাবিদের সভা বসিবে সন্ধ্যা ৭টায়। তথায় স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন। বিষয় একটি ক্লাব খোলা। সভ্যতা সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করেন।

হাত উল্টাইয়া দেখেন কড়ি, মড়িতে পাঁচটা বাজিতে মাত্র পনের মিনিট বাকি, কাল বিলম্ব না করিয়া আদেশ করিলেন "ট্যাক্সি লাও"।

বেশ পরিবর্তন শেষ করিয়া মনে পড়িল আসল জিনিসই পরা হয় নাই। মুহূর্তে রাইটিং টেবিল এলটা পালট হইয়া গেল, তোয়াত উল্টাইয়া মেঝেতে পড়িল, কলম ছিটকাইয়া অভিধানের ভিতর ঢুকিল, অবশেষে হারানো ধন খুঁজিয়া পাইলেন—তুলি দুইটি চোখের সামনেই ছিল, তাড়াহুড়ায় দেখিতে পান নাই।

বাহিরে যাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেই শিল্পী তুলি দুইটি পকেটে পুরিয়া লইতেন—"হাট" সাহেবরা যে ভাবে রেশমি রুমাল বুক পকেটের ভিতর হইতে ঈষৎ বাহির করিয়া রাখেন, শিল্পীর তুলিকাদ্বয়ও কতকটা সেই ভাবে পকেট হইতে উঁকি মারিত।

দর্পণের সম্মুখে কেশ-বিন্যাস করিতে করিতে দেখেন পকেটটি রঙ্কের কৃপায় হানডই হইয়াছে, অগত্যা তুলি দুইটি হাতেই লইলেন এক হস্তে মোড়া তুলি অপর হস্তে স্পেসের অপ্রভাগ ধরিয়া শিল্পী মোটরে উঠিলেন।

রাস্তায় সবে তখন উজান বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, মাঝে মাঝে চলন্ত রঙ্গীন শাড়ীর আবির্ভাব হইতেছে, অকালে পড়ন্ত রৌদ্রে হরতুকি রঙের উজ্জ্বলতা মনোরম হইয়া উঠিতেছে।

বামে ফিরিয়া দেখেন অনতিদূরে বামে চাই হাল কুতার ফাঁকে মোহাম্মদ গোড়াদিন—দেকের অগঠনের পরিচয় দিতেছে গোড়াদির সহাধিকারিণী নিকটবর্তী হওয়ায় রসভঙ্গ হইল—ধ্যানকে ভাবিয়াছিলেন—তিনি নহেন, তাঁহার মাতা হইতে পারেন! রাস্তার দুই পাশে, বারান্দাযুক্ত বাড়ী, সাহেব বাবুরা আপিস কিম্বা আদালত হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাস্তায় চায়ের সরঞ্জাম চলিয়াছে। সামনে পিছনে নানা জাতীয় যান, কোনটি ডিমলার, কোনটি অষ্টিন আবার কোনটি মিনার্ভা, এমন কি ফোর্ড পর্যন্ত সাজা উজানে গা ঢালিয়া দিয়াছে, সকলেরই গতি অতি মন্থর। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় মোটরগুলির কল বিগড়াইয়াছে।

শিল্পী এই সব চিত্র-ভ্রমর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া উঠিতেছিলেন বেগবান টোঙ্গা ক্রমাগত সিগন্যাল করিতে করিতে চলিয়াছে উজানমুখ রাস্তাগুলি শেষ করিয়া গাড়ী উত্তর কলিকাতা অভিমুখে ছুটিতেছিল। অবশেষে ভাঁড়ে দেখা দিল—মোহান, মহিষ বান, নল্লা, মাড়োয়ারী এমন কি মুটিয়ারা পর্যন্ত গাড়ীর গতি থামাইয়া দিতেছিল। দেশের উন্নতি কল্পনায় শিল্পী বিভোর হইয়াছিলেন, নচেৎ এই সব বাজে গোলের উৎপাত করনই সহ্য করিতেন না।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া একটি পুরাতন মন্দিরের সামনে দাঁড়াইল মন্দিরে উপস্থিত দেবতা আছেন কি না জানি না তবে কোন কালে ইহা যে শিবের বাসস্থান ছিল এ বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কারণ এখন কয়েকটি ভক্ত প্রাণপণ শক্তিতে দেবতার Favourite brandএ দর্শ দিতেছে। পাশেই একটি সাহেবী বাড়ী, জনৈক স্বনাম খ্যাত বাঙ্গালী স্থপতির পরিকল্পনায় পুনঃ সংগঠিত হইয়াছে। নবকলেবর প্রাপ্ত বাড়ীটি যে স্থপতির রূপদক্ষতার পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

দরজাটি দাঁচি পেটের কৃষ্ণাকৃতি, দুই পাশে ইতালী গুহার দ্বারপাল দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে নটরাজের প্রতিমূর্তি, বামে তাহিনে মূর্তাকারের নটীদের ভীড় দাঁড়াইয়াছে। তত্ত্বের ফাঁকে বিশ্ব ঠাকুর একটু স্থান করিয়া লইয়াছেন—মংসলো ভাবভঙ্গী এবং বৃহত্তা নিয়ে, যে যেখানে ছিল, স্থপতির চেষ্টার স্থান কাল, এবং ভেদ না করিয়া একত্রে সম্মিলিত হইয়াছে, এমন কি মেঘ গণিত বিমানের উদাটি পর্যন্ত বাড়ার করার অনুরোধে বাদ যায় নাই। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের এই অপূর্ব মিলনক্ষেত্রে Kipling সাহেব মাথা পড়িয়াছেন।

শিল্পী গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর নম্বর মিলাইয়া লইলেন—ঠিকই আছে তথাপি উঠিতে সাহস পাইতেছিলেন না—ভই একবার ইতস্ততঃ করিয়া দেখ পর্যন্ত মরিয়া হইয়া ঢুকিয়া পড়িলেন। সিঁড়ির সামনে একরাশ জুতা, ছোট ছোট বাহারি নাগরাগুলি ভাগ করিয়া দেখিয়া শইলেন, ঘরে রাস্তবিকই সভা বসিয়াছে এবং বাঙালী মহিলার সংখ্যাও কম নাই, শিল্পী আশ্বস্ত হইলেন।

দেবের অবসতি এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতেছিল। বক্তা বলিতেছিলেন—মহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ! আজ যে দেশের অবনতি হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী বাস্তবিক আমরাই, এতকাল আমরা সুপ্ত ছিলাম। বলিহারি চক্ষু মুদিলেন, তাহার পর হাই-তুলিয়া, হঠাৎ বলে নর্তকীদের মত বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর করিয়া সোজা দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—কিন্তু আজ আমরা জাগিয়াছি। দেশে লুপ্ত কলার সাড়া পড়িয়াছে, এই নব-জাগরণের দিনে এমন কোন্ ভদ্র সন্তান আছেন যিনি এই মহৎ কার্য্যের উন্নতি সাধনার্থে যথাসাধ্য সাহায্য না করিবেন? আর মোক্তারদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি, গণিত কলার হিতার্থে সাধ্যমত সাহায্য করুন! বক্তা থামিলেন।

কেহই নড়িতেছেন না দেখিয়া বক্তা পুনরায় মঞ্চে উঠিলেন। চক্ষু বাষ্পময়; ইই একটি কথা বলার পরই অশ্রুধারার বাধ ভাঙ্গিল মোক্তারমান বক্তাকে দেখিয়া অনেকেই বিচলিত হইয়া পড়িলেন, যাঁহার যাহা মনে আসিল কাগজে সই করিয়া বসিলেন।

নগদ এবং অন্যান্যপ্রকার একত্রিত করিয়া সংগ্রহ হইল মন্দ না। সেক্রেটারি মহাশয় চাঁদার তালিকা দেখিতেছিলেন। এক জায়গায় তিন সংখ্যা নজরে পড়িল, প্রথমটা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আর এক ব্যক্তিকে দিয়া পড়াইলেন, না ভুল হয় নাই, বাস্তবিকই শিল্পী। নামের পাশে মোটা টাকা সাঁই করিয়াছেন; দুই ধারে বেড়া দিয়া লিখিয়া ছেন—শিল্পী।

(ক্রমশঃ)

বনজ্যোৎস্না

[শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়—বেহালা]

(পূর্বানুবৃত্তি)

পাঁচ

স্পেশ বাবু যদিও বাড়ীতে ছিলেন চাকরটা বলল রাতে দেখা হবে না। তাই নেপালী চাকরটাকে সরিয়ে দিলুম তারপর ফিরন্তর মতো শেখর বাবুর বসবার ঘরে প্রবেশ করলুম! চেয়ারে বসে সেই শূন্য ঘরে মনের জোর সবল করতে লাগলাম!

আমার প্রবেশের খোবয়াল ও সজোরে দ্বার-প্রবেশ নিশ্চয়ই শেখর বাবুর কানে গিয়াছিল। পাশের ঘর থেকে এক মিনিটের মধ্যেই তিনি বেরিয়ে এলেন! এই সুযোগে আমি শোবার ঘরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলাম—সে ঘর শূন্য! তবে সেখানে একটা খোলা সুটকেশ, একটা বাঁধা বেডিংমল্ল দেখে একটা যাত্রার আয়োজন আমার বুঝলাম!

শেখর বাবু আমায় দেখে নমস্কার বা কোনো কুশল প্রশ্ন না করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি উঠে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম; তাঁর মুখে রক্তের লেশ নেই—কৃত্রিম কঠোর, চোখে যেন কিসের চিন্তা, কিসের যেন ভয়ানক্রান্ত তিনি বিভোর! আমার প্রতি তাঁর যে কি ভাব চাউনি—রাগে ভরা দুই চোখে যেন আগুন ঠিকরিয়ে পড়ছে! আমি বিস্মিত হলাম, কিন্তু চুপ্‌লাম জোৎস্নার সম্বন্ধে সকল কথাই ও জানে! ভাবলাম আমার কোনো সন্দেহের কথা না তুলে ওকে যার ভাবে প্রশ্ন করে যাই! দৃঢ় কণ্ঠে বললাম—শেখর বাবু জোৎস্নাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আপনি জানেন কি সে কোথায়?

—না আমি ত' জানি না—!" বিস্ময়ের ভান তার চোখে।

—মিঃ ঘোষালের ভবন থেকে টাক্সি করে বেরিয়ে আপনি তাকে কোথায় ছেড়েছেন—

—সে কথা আমি তোমায় বলতে পারবো না রাখাল!

—আপনি কি বলতে চান তার সংবাদ সম্বন্ধে আপনি অজ্ঞ?

—যা উত্তর দেবার তা আমি আগেই দিয়েছি—।

আমার স্বরেরও সমস্ত রক্ত যেন ফুটে উঠলো, সে কি আমা সত্য অজ্ঞ! ঘৃণায় মতো দৃঢ় কণ্ঠে মন্তিয়া হয়ে বললাম—

—তখন তুমি আমার বলতে চাও না তার কথা সাহস তোমার নেই। আমি তার খবর জানবোনা, বহুতো তোমায় পুন করতেও দ্বিধা বোধ করবো না!

আমাদের মধ্যে বাবধান ছিল টেবিলের মতই আমার পরাবে যে উগ্র রক্ত বইছিল তাতে আমি ওর টুঁটি চেপে ধরতাম!

ঘৃণা ও অবজ্ঞার সুরে ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ে শেখর বাবু বললেন—তোমায় আমি ভয় করি না রাখাল, জ্যোৎস্না যেখানেই থাক সে তার সুখী মতই আছে!

সজোরে বললুম—সে এইখানেই—এই বাড়ীতে তোমার কাছেই আছে!

—সেই এখানে প্রত্যেক ঘর, বাথান, আসবাবী সব দেখ। চাকরটা কর, তাকে পার ত তদ্বিয়কে জানাও অবিশ্বাসের তো তোমার—না—না—সে এখানে নেই—নেই!

এমন ভাবে শেখর বাবু কথাগুলো বলে গেলো যেন আমি তাকে বিশ্বাস করাই। মাত্রা কথা বলতে কি বিশ্বাস করছিলুমও। ও ভেবেছিল, আমিও ভেবেছিলাম—মানু যেখানেই ও জ্যোৎস্নাকে লুকিয়ে রাখুক না কেন—ওর বাড়ীতে ত' নয়ই! কিন্তু এ কথাও ভুলতে পারলুম না আজই সকালে যে নারী তার একটা উত্তপ্ত চুম্বন আমার ঠোঁটে এঁকে দিয়েছে, সেহ তাকে নিয়েই সরেছে! এমনও ত হতে পারে, ও হয়ত জোৎস্নাকে খুন করেছে। আগে আগে (অর্থাৎ বর্তমান যুগের আগে) লোকে প্রেমে হতাশ হলে এ কাণ্ডই ত' করেছে। কিম্বা জোৎস্নাকে লুকিয়ে কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে—হয়ত সেই অন্ধকার ঘরে মানু-মানু বেলে জোৎস্না মাটিতে পড়ে আছে কে জানে! এখনও হয়তো আমি নিশ্চয়ই তাকে গিয়ে উদ্ধার করবো ভাবছে, সরলা নারী! পুরুষের ছলনার কাছে হার মেনেছে!—এই সব চিন্তা আবার আমায় আকুল করে তুললো। রাগে-দুঃখে আমার সর্বশরীর কাঁপতে লাগলো শেখর আমার সামনে পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে। বললাম—

তুমি একটা শিশাচ জোৎস্না কোথায় আছে একবার বলো। আমি তাকে একবার দেখতে চাই!

খুব সন্তায় ভাবে দৃঢ় কণ্ঠে শেখর বললো—শোনো নিজের আগে তোমায় শ্যাম বলে ডাকতাম ওকে সুখী কোরো, সে কথা তোমায় মনে পড়ে। তুমি তা করেছিলে?

পাগলের মতো বলে উঠলাম—শয়তান বক্ত দিয়েও যদি তাকে সুখী করবার প্রয়োজন হোত আমি তা করতাম! কিন্তু তোমার হাতে এই দুর্দ্দিত জীবন সাগরে সে কি বেশী সুখী হবে?

ওর চোখ জ্বলে উঠল বললে—তুমি এখান থেকে যাও-শীগ্‌গীর চলে যাও।

মনের সুরে হাসলাম—এখন আমার সকল আশা পরামর্শ করি। বেরিয়ে গিয়েছি। বন্ধুকে টেলিফোন করবে নিয়ে এখন একজন লোকের নাম নই হবেনে এখন কেবল প্রতিশোধ—প্রতিহিংসার আগুন আমার বুকে জ্বলছে। গম্ভীরভাবে বললাম—

যাবো কোথায়? সারারাতএমনই বসে থাকবো। তুমি যখন তার কাছে গোপনে মিলবে, আমি তোমার অনুসরণ করবো! দৃঢ়পূর্ণ বাণী হিসাবে তাকে আশীর্বাদ করবার ত' একটা অধিকার আছে আমার! বলমম!

কোনো উত্তর না দিয়ে শেখর হাঁকল—বাহাদুর সামনের জানালাটা খুলে দাও—বরফটাও—তার পর যাও।" বাহাদুর চলে গেল।

ও আমার দিকে এগিয়ে এলো, তার পর এক প্রচণ্ড ঘুসি আমার গালে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ওর বিশাল হাত দুটো আমার গলাকে বিরে ফেলল।

শারীরিক শক্তি অনেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, তা একটা আকস্মিক ব্যাপার!—কিন্তু কোনো লোক অন্য ব্যক্তিকে তার চেয়ে শক্তিমান বলে কল্পনা করতে চায় না। তাতেই বিশেষ আনন্দের সঙ্গে না হলেও আমাদের সেই হাতাহাতি যুদ্ধের কথা বর্ণনা করবো। আমার শক্তি ছিল এবং বহুবারের সঙ্গে তার পরীক্ষা হয়েছে—এর সঙ্গে শুধু হয় নি। তার দিকে যখন এগিয়ে গিয়েছিলাম ভেবেছিলাম যে আমিই জয়ী হব, কিন্তু শেখরের হাত দুটো ছিল যেন লোহা। গায়ে, অস্বাভাবিক তার বুকের বিশালতা, তার ওপর আমার চেয়ে সে প্রায় মাথায় ৩ ইঞ্চি লম্বা। আগে যদি জানতাম সে কোন লোক তা' হলে আমার মতো শক্তিমান লোককে ভুলে বাজারে নিয়ে শুধু ভাবে ধরে নিয়ে মিলে বাজার ফেলে দিতে পারে, তা হলে হাসতুম। কিন্তু শেখর বাবু তা ও সমস্তই করা নয়—আমি উঠবার আগেই সেন করে তার দৌর বন্ধ করে দিল।

পরাজয়ের অপমানে আমি নিষ্ফল রাগে ফুলতে লাগলুম। বেরিয়ে গুলো ঘরে উঠে দাঁড়াল নিঃশ্বাস নিলাম! সেখানে অভিজাত বিলাস—অভিজাত বিলাস অধিবাসিনী জীবে—নিঃশব্দ অক্ষমতা ও অসহায়ক বিকার বিলাস! এমনই আমার তখন মনের অবস্থা হয়েছিল যে আমার হাতে কোনো অস্ত্র থাকলে ঐ মানুষটাকে সেই মুহূর্তেই হত্যা করতাম, ও আমাকে ছলনা করেছে; অপমান করেছে; আহত অপমানে অস্থিপর কি করা যায় ভাবতে লাগলাম! মনে হোল এঁকে দিয়েছে, শেষর তাকে নিয়েই সরেছে! যে কোন উপায়েই হোক শেখর বাবু জোৎস্নাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ভালবাম কিছুক্ষন এখানে অপেক্ষা করা যাক তারপর ওর পশ্চাদ্ধাবন করে আমার স্ত্রী—অগ্নিশিখিনী ছলনাময়ী নারী যে আমার জীবন ছারখার করে দিল তার সন্ধান করবো। শুধু আমার ভালবাসাই ও ফেরত করেনি—জগতের কাছে আমার সমস্ত প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট করেছে। ভাবি—গত বারো ঘণ্টায় আমার জীবনে কি ঘটল। আজ সকালেই আমি ছিলাম সব চেয়ে সুখী লোক—আর এখন আমার মতো দুঃখী কেউ আছে কিনা কে জানে!

ওর বাড়ীর সামনের চাতরে লোকানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার ঘোর ঘন অন্ধকার করে করে আমার আশ এখানেই অবস্থান হবে ভেবে চলে গেছে। ধূলি মলিন পরিচ্ছদে আমার আভিজাত্য যেন মলিন হয়ে গেছে একবার দেখলাম, জানালা খুলে শেখর বাবু দেখল আমি এখনও আছি কিনা—সন্ধ্যান—বিশ্বাসঘাতক—পিশাচ!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, উদ্যানতলের পথে নরনারীদের আসর উষ্ণ উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল! তখনও সাধারণের কৌতূহল জাগিয়ে আমি সেই রকাবখনক ঘণ্টার চায়ের দোকানে বসে। এমন সময় হঠাৎ মনে হোল এ ভাবে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। ভালোবাসার চেয়েও বেশী, নইলে এ জীবন যে কেন নিজেই ওকে পাথরের মতো ভালোবাসে! আমার নিষ্ফলতা, আমার নীরবতা

ভ্রমণ কাহিনী

আর্য্যাবর্ত্তে 'একমাস'

[শ্রীঅখিল নিয়োগী]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরদিন সকাল হ'তেই আগ্রার ট্রেনে চেপে বস্‌লাম। এক কামরায় উঠলুম সেটা একেবারে কাবুলীওয়ালায় ভর্ত্তি। সব দল বেঁধে দেশে চলেছে। শরৎ বাবু শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীতে বলেছেন "কে কবে শুনেছে কাবলীওয়ালা আবার গান গায়।" আজ আমি বুক ঠুকে বলতে পারি শুনেছি আমি, আর শুধু শুনিনি সমস্বরে গীত সে মধুর রাগিনী এমন উৎকট ভাবে কর্ণপটহে গিয়ে আঘাত করেছে—যে অতি বড় শত্রুও যেন তেমন দশায় কখনো না পড়ে!

যাক্—টুণ্ডলা জংসনে গাড়ী বদল করে বেলা তিনটের পর এসে আগ্রায় নামলাম। প্রথমেই গেলাম ধর্ম্মশালার খোঁজে। কিন্তু এখানকার ধর্ম্মশালা এত বিশ্রী যে কোনো ভদ্রলোক সেখানে থাকতে পারে না। কাজেই সোজা এসে "আগ্রা হোটেলে"ই উঠলাম। বাঙালীর হোটেল—থাকবার খাবার বেশ সুবিধে।

হোটেলে বিছানা পত্র রেখেই টাঙ্গা ভাড়া করে আগ্রা ফোর্ট দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। ফোর্ট হোটেলের খুব কাছেই। ঢুকতে দু'আনা করে টিকিট লাগে—আর গাইডকে দিতে হয় এক টাকা। ঢুকতেই জাহাঙ্গীর বাদশার তৈরী তাঁর হিন্দু বেগম যোধাবাইয়ের জন্য অপূর্ব্ব হেরাম।

যেখানে যোধাবাই বসে নীচের বিরাট প্রাঙ্গণে নর্ত্তকীদের নাচ দেখতেন সে যায়গাটা দেখতে বেশ: দুর্গের ভেতর থেকেই হিন্দু-মেয়েদের যমুনা স্নানের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। একটা সুড়ঙ্গের মত রাস্তা তাতে চমৎকার সিঁড়ি বাঁধানো—সিধে যমুনার জল পর্য্যন্ত নেমে গেছে।

আগ্রার সম্রাটের সিংহাসনের দু'পাশে দু'টি চমৎকার থাম ছিল তাতে নানা রকম মণিমুক্তা বসানো—থাম দুটি এখন ভেঙে গেছে—দুর্গের এক পাশে রেখে দেওয়া হয়েছে। মণিমুক্তোগুলোও নেই—কিন্তু তার শিল্প-চাতুর্য্য দেখে বোঝা যায় পূর্ব্বে এ কি ছিল!

গ্রীষ্মের সময় বেগমদের স্নান করবার যে ব্যবস্থা ছিল—তা' এতদিন শুধু গল্পেই শুনেছি—এইবার চোখ মেলে দেখলাম। প্রকাণ্ড একটি চৌবাচ্চা তার ভেতর সব বসবার আসন—আর সারে সারে গোলাপ-জলের ফোয়ারা। বেগমদের স্নান করা সেই জল তলাকার ড্রেণ দিয়ে একেবারে সম্রাটের আঙ্গুরিবাগে পড়ত।

শীতকালে বেগমদের স্নানের ঘর আরো অপূর্ব্ব। কী অপূর্ব্ব কারু কার্য্য তাতে এখানে গরম গোলাপ জলের ফোয়ারা ছিল। কক্ষটি দীপমালায় সজ্জিত থাকত আর তাতে কি রকম দেখাত, সঙ্গের গাইড ঘরের ভেতর রংমশাল জ্বালিয়ে তাই দেখিয়ে দিলে: এত কারুশিল্প এত চাক্‌চিক্য—অভ্রের আয়নার এত ঔজ্জ্বল্য যে চোখ ঝলসে যায়! এতদিনের জিনিষ কিন্তু এতটুকু মলিন হয়নি।

দুর্গের ওপর একটা উঁচু মিনার আছে এখানে দাঁড়িয়ে সম্রাটরা প্রজাদের অভিবাদন গ্রহণ করতেন: আরো ছোট ছোট দুটি মিনার আছে দু'পাশে—তার ভেতর সম্রাট সাজাহানের দুই কন্যা জাহানারা আর রোশেনারা থাকতেন।

সম্রাট সাজাহানকে ঔরংজেব যেখানে বন্দী করে রেখেছিল সেই স্থান এবং তৎসংলগ্ন মতি মসজিদ দেখলাম। কন্যা জাহানারা তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তারপর সম্রাটের মৃত্যুর সময় তাঁকে তাঁর পূর্ব্ব শয়নকক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এখান থেকে তাজমহলের দৃশ্য অপূর্ব্ব। সম্রাট সাজাহান তাঁর এত বড় প্রতিভা এবং বিরাট কবিপ্রাণ নিয়ে কী পূর্ব্বীভূত ব্যথা হৃদয়ে ঢেপেই না একদৃষ্টে তাজমহলের দিকে চেয়ে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। এখান থেকে তাজের দৃশ্য দেখলে মন আপনিই ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে।

এখানকার দেওয়ালে দু'টি পাথর বসানো আছে। তাকে Reflection stone বলে। এর ভেতর দিয়ে তাজের প্রতিচ্ছবি অতি চমৎকার ভাবে চোখে ধরা পড়ে।

আমরা যখন দেখছিলাম তখন দুর্গের ভেতর "জাহাঙ্গীর" Play বায়স্কোপে তোলা হচ্ছিল। দুর্গের ভেতরই একটা যায়গা তারা চমৎকার করে সাজিয়ে নিয়েছিল। দৃশ্যটি ছিল সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান বসে আছেন আর তার সামনে নর্ত্তকী ও বাঁদীরা নৃত্য কচ্ছে। মেয়েদের ভূমিকাগুলি প্রায় সবই মেম সাহেবেরা নিয়েছে। ওদের একজন অভিনেতার সঙ্গে আলাপ করে জানলাম কোম্পানীর নাম Imperial Film Company—এসেছে বোম্বে থেকে।

দুর্গের ভেতর দুইটি সিংহাসন আছে। একটি শ্বেত পাথরের, অপরটি কৃষ্ণ প্রস্তরের তৈরী।

বেগম মহলে দেওয়ালের ভেতর ভেতর চমৎকার খোপ আছে তাতে নাকি বেগমরা টাকা পয়সা রাখতেন। খোপ গুলি স্বচ্ছ (transparent) প্রস্তরে তৈরী। চার ইঞ্চি পুরু অথচ বাইরে থেকে হাত নাড়লে ভেতর দিয়ে তার ছায়া দেখা যায়। দুর্গের দেওয়ানী খাস ও দেওয়ানী আম সম্রাট সজাহানের আমলে তৈরী। দেওয়ানী খাসে সম্রাট আমীর ওমরাহ ও অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং দেওয়ানী আমে সাধারণ বিচারাদি হ'ত।

দেওয়ানী আমের বিরাট যায়গা দেখবার মতো। দোতালায় একদিক দিয়ে হিন্দু বেগমদের অপর দিক দিয়ে মুসলমান বেগমদের বসবার স্থান। প্রায় দেড় তালা সমান উঁচু একটি প্রকাণ্ড বেদী। তাতে বিচারকেরা বসতেন—তলায় আমীর ওমরাহ এবং মন্ত্রীদের বসবার বেদী। চারদিকে প্রজাদের দাঁড়াবার স্থান। দুর্গের শেষ অংশে সম্রাট সাজাহান একটি প্রকাণ্ড মসজিদ তৈরী করে দিয়েছিলেন তাতে হাজার লোক নমাজ পড়তে পারে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানে ইংরাজরা আশ্রয় নিয়েছিল এবং আহত ইংরাজদের জন্য হাসপাতাল খোলা হ'য়েছিল।

দুর্গের ভেতর প্রকাণ্ড একটি ইন্দারা আছে। এত বড় ইন্দারা আর কোথায়ও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তার একটু দূরে বেশ বড় বড় দুটি চৌবাচ্চা আছে। এখানে জল তুলে নাকি হাতি দিয়ে স্নান করাত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ সোমনাথের প্রবেশ দ্বার এই দুর্গে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

সম্রাট সাজাহান যেখানে থাকতেন—সেখানে দাঁড়িয়ে একটি ফাঁকা যায়গা দেখা যায়। এখানে হাতি ও বাঘে লড়াই হ'ত—আর সম্রাট সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতেন।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আগ্রা দুর্গ বন্ধ হ'য়ে যেতে আমরা গাড়ী করে আগ্রার বাজার দেখতে বেরুলাম। শ্বেত পাথরের দোকানে কিছু জিনিষও কেনা গেল। তার ভিতর তাজের একটি ছোট মডেল অন্যতম।

ঠিক করলাম পরদিন সকালবেলা তাজমহল দেখব। সকালবেলা উঠেই দেখি টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে! পড়ুক বৃষ্টি—হয়ত তারই ভেতর তাজের আলাদা একটা সৌন্দর্য্য ফুটে বেরুবে।

যা ছিল কবির কল্পনায় আর শিল্পীর ধ্যানে তা' যখন চোখের সম্মুখে সত্যই মূর্ত্ত হ'য়ে উঠল মাথা আপনিই নত হ'য়ে এলো।

এক জ্যোৎস্না রাতে সম্রাটের করে কর—বক্ষে বক্ষ রেখে সাজাহানের প্রিয়তমা মমতাজ বলেছিল, আমি যদি তোমার আগে মরি ত' কি হ'বে?

সম্রাট জবাব দিয়েছিল—তা' হ'লে এমন অপূর্ব্ব স্বপ্নময় তাজ নির্ম্মাণ করবো যে তুমি চিরদিন অমর হ'য়ে রইবে। সম্রাটের সে বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। সার্দ্ধ তিন শত বৎসরের ঝড় ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প এই তাজের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে—আজিও সে চির নূতন কবি তাজকে জমাট অশ্রু বলে সম্বোধন করেছেন। সেই জমাট অশ্রুর ওপর আকাশের অশ্রুবিন্দু পড়ে সম্রাটের প্রেমকে যেন আরো সঞ্জীবিত করে তুল্‌ল। মৃত্যুর পর প্রিয়তমার পার্শ্বে স্থান পেয়ে সম্রাটের তৃষিত তাপিত বক্ষ যেন যমুনার সমস্ত বারি শুষে নিয়েছে। তাতেও যেন সে শুষ্ক আত্মা কণ্ঠাগত হ'য়ে এক ফোঁটা জলের জন্য মাথা কুটোকুটি কচ্ছে—তার ওপর আকাশের এই অশ্রু যেন ভগবানেরই স্নেহাশীর্ব্বাদ।

খুকী বলেছিল, তাজ দেখতে চাও যদি ত' বর্ষার দিনে, জ্যোৎস্না রাতে যমুনার ওপর নৌকা থেকে। কিন্তু মনে হয় এ যেন তাজের আর এক রূপ চোখে পড়ল, আরো ম্রিয়মাণ অথচ আরো মহান্!

তাজের ভেতরে মমতাজ বেগমের কবর। তার পাশেই সম্রাট সাজাহানের সমাধি। যেন মনে হয়—মৃত্যু তাঁদের মিলনকে পৃথক করতে গিয়ে পরাজিত হ'য়ে লজ্জায় ফিরে গেছে। মমতাজের কবরের ওপর থেকে একটি ফুল তুলে গাইড হাতে দিলে। সযত্নে তা রেখে দিলুম।

তাজমহলের কারুশিল্প শিল্পীদের চোখ মেলে দেখবার। ভিতরকার যে প্রকোষ্ঠে সম্রাট দম্পতির কবর রাখা হ'য়েছে তার শিল্পচাতুর্য্য দেখে শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। তাজমহলের চারপাশে চারটি উঁচু মিনার, তার ওপর উঠে সমগ্র আগ্রার তথা তাজমহল সংলগ্ন বাগিচা ও ফোয়ারার নক্সা অতি অপূর্ব্ব দেখা যায়।

তাজের একদিকে একটি প্রকাণ্ড মসজিদ অপরদিকে জমায়েৎখানা। নমাজ পড়বার আগে এখানে এসে লোক জমায়েৎ হত সম্মুখস্থ বাগানে একটি যায়গাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। তাজ নির্ম্মাণ শেষ হওয়ার আগে পর্য্যন্ত মমতাজের দেহ এখানে রক্ষিত ছিল।

সম্রাটের ইচ্ছা ছিল—যমুনার অপর পারে তাজের ঠিক উল্টো দিকে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত আর একটি তাজমহল তৈরী করাবেন—সেখানে থাকবে তাঁর নিজের কবর। কিন্তু ঔরংজেবের হাতে পড়ে তাঁর সে বাসনা আর কার্য্যে পরিণত হ'তে পারেনি।

এই তাজ মহলের প্রাঙ্গণ থেকে একটি বহুদূর বিস্তৃত সুড়ঙ্গ পথ ছিল তার একটি শাখা আগ্রা দুর্গের সহিত সংলগ্ন ছিল—আর দুটি চলে গিয়েছিল দিল্লী আর ফতেপুর শিক্রীর দিকে। এখন সে রাস্তা গুলো বন্ধ করে দেওয়া হ'য়েছে। তবে খানিকটা পথ দ্রষ্টব্য হিসেবে রক্ষিত আছে। ভিতরটা একেবারে অন্ধকার, গাইডের সঙ্গে আলো নিয়ে নামতে হয়। একদিক দিয়ে ঢুকে আর এক দিক দিয়ে ওপরে উঠে আসা যায়। তাজমহলে ঢুকতেই তোরণ দ্বার সংলগ্ন একটি ছোটোখাটো মিউজিয়াম আছে। তাতে তাজের নক্সা, যে সব পাথরে তাজ তৈরী করা হ'য়েছিল তার নমুনা, সম্রাট আকবরের সমাধি মন্দিরের নক্সা, তখনকার আমলের জিনিষ পত্রাদি সবরে রক্ষিত আছে।

তাজ দেখে ফিরে আসতে ৯॥টা বেজে গেল। হোটেলে স্নানাহার শেষ করে ১২॥টার সময় টাঙা ভাড়া করে সেকেন্দ্রায় রওনা হলুম সেকেন্দ্রায় মোগল সম্রাট আকবরের সমাধি একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য সেকেন্দ্রা আগ্রা সহর থেকে পাঁচ মাইল। আগ্রা থেকে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরে সেকেন্দ্রায় যেতে হ'য়। এই রাস্তা শের সার আমলে তৈরী হয়। হাওড়া থেকে পেশোয়ার অবধি চলে গেছে। শের সা ঘোড়ার ডাক প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এই রাস্তা দিয়ে সেই ডাক চলাচল করত।

পথে যেতে আকবর বাদশার অনেক কীর্ত্তি কলাপ দেখা গেল। প্রকাণ্ড একটি গেট দেখলাম। তার নাম দিল্লী গেট। সম্রাট এই গেটের ভেতর দিয়ে দিল্লী যেতেন। এর পাশে সরাইখানা পান্থ-নিবাস ইত্যাদি ছিল, তা লুপ্ত হ'য়ে গেছে। দিল্লীর পথে পনর মাইল পর পর আকবর এক একটি স্তম্ভ তৈরী করে দিয়েছিলেন। তার একটি আমাদের পথে পড়ল। রাস্তায় একটি সমাধি মন্দির ও একটি ঘোড়ার প্রস্তর মূর্ত্তি চোখে পড়ল। একজন ডাক পেয়াদা এই ঘোড়ায় চেপে—দিল্লী থেকে আগ্রায় আকবর বাদসাহের ডাক আনা নেওয়া করত। দস্যুরা এই ডাক পেয়াদা ও ঘোড়াকে মেরে ফেলে। তারই স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ বাদসাহের এই কীর্ত্তি।

(ক্রমশঃ)

বনজ্যোৎস্না

সুখনীড়কে জাগিয়ে রাখুক। আমি যে সুখের স্বপ্ন দেখতাম, ওরা তা দেখুক। আমার জীবনে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতো যা এসেছিলো তা ওরই থাকুক। তারপর একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো—ওদের যুগল শিরে সহস্র বেদনা নামুক—

প্রতিজ্ঞা করলাম আজই হোক বা কাল, সদুপায়ে বা অসৎ ভাবে—শেখরের মৃত্যু আমার হাতে। আমার এ কর্ত্তব্যের ত্রুটী ক্ষমা কোরো না বিধাতা—ক্ষমা কোরো না।

(ক্রমশঃ)

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

[শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

মধুকর যেমন মধুলোভে দিগবিদিক হইতে প্রস্ফুটিত ফুলের নিকট চলিয়া আসে তেমনি একদিন সহস্র সহস্র ছাত্র পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বিদ্যা শিক্ষার জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটিয়া আসিত। আজ নালন্দা ভগ্নস্তূপে পরিণত; তাহার সে গৌরব আর নাই; কাজেই ইহার পুরা কাহিনী শুনিতে অনেকের ভাল লাগিতে পারে এই আশায় নালন্দা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

নামোৎপত্তি

নালন্দার বর্ত্তমান নাম বড় গা। ইহার আর একটী নাম ছিল নরেন্দ্রবিহার। হুয়েন সাঙ যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে ভগবান বুদ্ধ এই স্থানের রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ধনসম্পত্তি খুব দান করিতেন, কাজেই "ন অলম্ দা" কথাটী তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত—তাহার সংক্ষেপে "নালন্দা"! কানিংহাম মনে করেন একটী নাগ নিকটস্থ জলাশয়ে বাস করিত, তাহা হইতে এই নামোৎপত্তি। এ বিষয়ে একটী লিপিও তিনি পাইয়াছিলেন। এই শেষোক্ত মতটীই আজকাল সকলেই মানিয়া থাকেন।

উত্থান পতন

ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়া দেখিতে গেলে বুদ্ধদেবের সময় হইতেই নালন্দার গৌরবের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। তিনি এস্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ পবরিক আম্রকাননে আগমন করেন। এ স্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংঘের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন। এই স্থানে লেপা নামক এক ধনী বাস করিতেন; বুদ্ধ তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। পাটলীপুত্র অপেক্ষা নালন্দা যে অধিক প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়, কারণ বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য আনন্দ বলিয়াছিলেন যে নালন্দাই বুদ্ধদেবের দেহরক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান। কল্প-সূত্রে উল্লিখিত আছে যে তিনি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাবীরও এই স্থানে কিছুদিন ছিলেন। দিগনিকায় নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে রাজগৃহের নিকট নালন্দা নামে একটী গ্রাম আছে—এবং অমর নামক এক ব্যক্তি ইহার অধিপতি। এই স্থানাধিবাসী এক ব্যক্তি বুদ্ধদেবকে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু বুদ্ধ তাহাতে রাজী হন নাই। এই স্থানের অমর বাটিকা নামক একটী বিশ্রামাগারের নামও পাওয়া যায়—বুদ্ধ এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের সময়ের প্রায় তিন শত বৎসর পরে অশোকের সময় ভিন্ন নালন্দার উল্লেখ আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারানাথ বলেন যে এই নালন্দায় সারিপুত্ত জন্মগ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই আশী হাজার অর্হৎ নির্ব্বাণ লাভ করেন সারিপুত্তের চৈত্যটী অশোকের সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল, এ স্থানে তিনি পূজা দিয়াছিলেন এবং একটী বিরাট বৌদ্ধ বিহার স্থাপনা করেন। কাজেই অশোকই ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ইহার পরে ক্রমান্বয়ে পরবর্ত্তী গুপ্ত সম্রাটগণ—শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, বালাদিত্য এবং বজ্র—ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। মধ্য দেশের একজন রাজার নামও হুয়েন সাঙ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কে তাহা ঠিক বলা যায় না।

৪৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—এই সুদীর্ঘ সার্দ্ধ তিন শতাব্দী নালন্দা স্বীয় গৌরবে আসীন ছিল। ইহার পর গৌড়ের পালবংশীয় রাজাদের সময় হইতে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় রাজসহানুভূতি লাভ করে—কাজেই ইহার পূর্ব্বতন সমৃদ্ধি আর রহিল না। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে তিব্বত দেশীয় রাজা এই স্থানের প্রধান আচার্য্য কমলশীলকে লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট সম্বন্ধ কিছুদিন রহিল, কিন্তু নালন্দার গৌরব রবি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে খৃষ্টীয় একাদশ শতক পর্য্যন্ত নালন্দা স্বকীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ঐ সময় পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব থাকিলেও উহা যে তখনও বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল তাহা মনে হয় না। ডাঃ কিয়েল হর্ণ বলেন যে নালন্দার গৌরব শেষ দিগ হইতে (নবম শতাব্দীর) লোপ পাইতে আরম্ভ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের দুইটী প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের অত্যাচার। শরৎচন্দ্র দাস বলেন যে ১২১২ খৃষ্টাব্দে বকতিয়ার খিলজির সেনাপতি মহম্মদ বেন সাম নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে পুড়াইয়া দেয়। পুড়াইবার পর মুদিত ভদ্র নামক এক সাধু ইহার পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। পরে নালন্দার কুক্কুতসিদ্ধ নামক মগধ রাজের এক মন্ত্রী এই স্থানে এক বিহার নির্ম্মাণ করান। একদিন বক্তৃতার সময় কয়েকজন তীর্থক সাধু এস্থানে আগমন করেন—কেহ কেহ তাচ্ছিল্য করিয়া তাঁহাদের গাত্রে অপরিষ্কৃত জল দেয়—ইহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া একত্রে মিলিয়া নালন্দা পুড়াইয়া দেয়। ইহা একটী মনোরম উপন্যাস বটে, কিন্তু ইতিহাস ইহাতে কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় ১২১২ খৃষ্টাব্দেই নালন্দার গৌরবের দিন শেষ হয়।

নালন্দা সম্বন্ধীয় লিপি

এই স্থলে আমি নালন্দার রচিত কোন পুস্তক বা নালন্দা সম্বন্ধীয় কোন লিপি, যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। (১) দ্বিতীয় গোপাল দেবের প্রথম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি বাগেশ্বরী মূর্ত্তি। (২) মহীপাল দেবের ৬ষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে লিখিত একখানি পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে—তাহা বর্ত্তমানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রহিয়াছে; একখানি প্রজ্ঞাপারমিতাও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে—"দেয়-ধর্ম্মেয়ং প্রবর মহাযান যায়েনঃ তাড়িবাড়ি মহাবিহারীয় অবস্থিতেন শাক্যাচার্য্য স্থবির সাধুগুপ্তস্য যদত্র পুণ্যস্তদ্ভবত্যাচার্য্যো পাধিকেন মাতাপিতৃ পূর্ব্বমং কৃত্বা সকল সত্ত্বা রাশেরনুত্তর জ্ঞান কলাবাপ্তয় ইতি। পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম সৌগত শ্রীমন্মহীপাল দেব প্রবর্দ্ধমান কল্যাণ বিজয় রাজ্যে ৬ষ্ঠ বৎসরে অভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কে সম্বৎ ৬ কার্ত্তিক কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাস্তিথৌ মঙ্গল বারেণ ভট্টারিকা নিষ্পাদিতমিতি॥ শ্রীনালন্দাবস্থিত কল্যাণ মিত্র চিন্তামণিকস্য লিখিত ইতি॥" ইহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তাড়িবাড়ি বিহারস্থিত শাক্যাচার্য্য স্থবির সাধুগুপ্তের ব্যয়ে নালন্দাবাসী কল্যাণ মিত্র চিন্তামণি ইহা প্রস্তুত করেন। (৩) মহীপাল দেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে তৈলাঢ়কবাসী বালাদিত্য নালন্দা বিহারের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন। নালন্দা বিহারের প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বার দেশের শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহাবিহার ধ্বংস হইলে বালাদিত্য, গুরুদত্তের পুত্র এবং হর দত্তের পুত্র ইহা পুনঃ সংস্কৃত করেন। (৪) রামপাল দেবের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে মগধ বিষয়ে নালন্দায় গ্রহণ কুণ্ড নামক লেখকের লিখিত একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে—"মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম সৌগত শ্রীমদ্রামপালদেব প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে পঞ্চদশমে সম্বৎসরে যত্রাঙ্কেনাত সম্বৎ ১৫ বৈশাখ দিনে কৃষ্ণ সপ্তম্যাং অস্তি মগধ বিষয়ের শ্রীনালন্দাবিহারাবস্থিত লেখক গ্রহণকুণ্ডেন ভট্টারিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লিখিতা ইতি।" (৫) রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীতে একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা আছে, উহা ১১৬৫ খৃঃ মহারাজ গোবিন্দপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে শূন্যোদক গ্রামবাসী নালন্দাবিহার স্থিত একব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হয়। (৬) ডাঃ ভোগেলের মতানুসারে অষ্টম কি নবম শতাব্দিতে সম্পাদিত একখানি শিলালিপিতে নালন্দা বিহারের দানের উল্লেখ আছে। (৭) রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক নালন্দায় গোবিন্দচন্দ্রের একখানি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। (৮) পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী নালন্দায় দেবপালের একখানি তাম্রফলকে উৎকীর্ণ লিপি পাইয়াছেন। তাহাতে নালন্দা বিহারস্থিত ভিক্ষুদের সুখ সুবিধা ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা এবং ধর্ম্ম পুস্তক লিখিবার ব্যয় স্বরূপ কয়েকখানি গ্রাম দানের উল্লেখ আছে। শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে সুমাত্রার রাজার অনুরোধে দেবপাল ঐ স্থানে একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করান। (৯) নালন্দায় অনেকগুলি শিল মোহর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—"শ্রীনালন্দা মহাবিহারীয় আর্য্য ভিক্ষুসংঘস্য।"

(ক্রমশঃ)

অন্ধকারের অন্তরে

(৮ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—ইহা নিছকই আত্মঘাতী নয়। বিপুল বাধার তৃণ মাড়াইয়া সে এই সাধনার ধন লাভ করিয়াছে। এ অমাবাত আঘাত নিষ্ফলও নয়। চোখে তাহার আবণের ধারা তবুনো রহিয়াছে ···কত আশঙ্কায় দোদুল্যমান ঐ দেহখানা! পরিপূর্ণ শোকভার নত্র।

কেদার বলিল—ওর চিরদিনই এই এক ভাব। কত বলি কত বুঝাই কে শোনে? আর নিজেও তো ও বোঝা নয়—মর্ম গ্রহণক্ষিতা ওর মুখস্থ, কিন্তু···

সুনীতিকে সেদিন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিলাম। সীতা সাবিত্রীকে দেখি নাই—ইংরেজের ভাষায় যাহা তনিয়াছি—তাহাদের সাথে কি সুনীতি দাঁড়াইবার যোগ্য? সে যাহার বন্ধনে নিজেকে বাঁধে নাই—সে বাঁধা পড়িয়াছে আমার বন্ধনে। তাহাদের ছন্নছাড়া আত্মার ক্লান্ত অঙ্গন বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে···কোন দিনই খুলিবে না···

সারাদিন থাকিয়া সন্ধ্যার সময় একটু বাসায় যাইব ভাবিয়াছিলাম। সুনীতি আসিয়া তাহার হাতের সমস্তগুলি সোনার চুড়ি খুলিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল—এগুলো কোথাও রেখে কিছু টাকা এনে দিন—আমার হাতে তো আর বিশেষ কিছুই নেই—

কান্না চাপিতে যাইয়া তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল।

সে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল 'শাঁড়ান' বলিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইয়া চুড়িগুলি তাহার হাতে তুলিয়া দিতে বলিলাম—এগুলো রাখুন, টাকার জন্য ভাববেন না।

প্রত্যুত্তরে সুনীতি চোখ তুলিতে তুলিতে মৃদু কণ্ঠে বলিল—আপনি যখন আছেন, সে জন্য আমি নিশ্চয়ই করি না। কিন্তু পরম্পর হবার মতো কিছু হাতে থাকতে আমি তা কখনও নিতে পারবো না।

অনিচ্ছায় অনুরোধ নিষ্ফল। কর্তব্যবোধ তাহার অসাধারণ তাহার নিজ হাতে একটা কপর্দক থাকিতেও সে পরের গলগ্রহ হইবে না—এ ইহা ধ্রুব সত্য। তাই বলিলাম—তা' হলে আমার কাছেই থাক্ এগুলো—কত টাকা চাই আপনার?

সুনীতি ম্লান চক্ষু দুইটী উঠাইয়া বলিল—আগাততঃ শ ছয়েক হলেই বোধ হয় চলবে কাল থেকে ডজন ভাল ডাক্তার ডাকবেন আর এ রোগে চ'শর বেশী আমি চাইতেও পারি না।

তখনই বাসায় ছুটিয়া যাইয়া ছয় শত টাকা আনিয়া সুনীতির হাতে দিলাম। চুড়িগুলি তাহারই কাছে রাখিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলাম। সে শুধু একবার বলিল—আমার কাছে থাকা যা—আপনার কাছেও তা।

পরদিন হইতে রীতিমত কেদারের চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া বলিল—এখনো তেমন ভয় নেই—মাঝে মাঝে এমন রোগে এমনই হয়।

সুনীতি অনাহারে অনিদ্রায় চোখে ব্যথার বস্ত্র লইয়া কেদারের পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। কেদার তাহাকে একটু বিশ্রামের জন্য কত অনুরোধ করিত কিন্তু সে নড়িতও না।

ক্রমে দেখিতে লাগিলাম কেদারের ঘরের আসবাব পত্রগুলি দিন দিন কমিতেছে। সুনীতিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল- আর তো হাতে কিছুই নেই তাই জিনিষ পত্র অনেকগুলো বেচে ফেলেছি—ভালো ক'লে আমার কষ্ট হবে।

কিন্তু তাহার অর্ধ মনের এ লীন ক্রন্দন কে শুনিবে? কেদার দিন দিন মৃত্যুর পানে ছুটিয়া চলিয়াছিল। ইহারই মধ্যে একদিন হঠাৎ সে নিজেও ঘরে পড়িল।

প্রবল দুইদিন ঘরের প্রান্তদেশ কেহ ছুইলেও সে তাহা আমল দিতে চাহে নাই। রুগ্ন দেহ লইয়াই সে সংসারের প্রত্যেকটী কাজ করিয়া যাইত। এবং অভুক্ত কেদারের কাছে যাইয়া বসিত।

কিন্তু তৃতীয় দিন সে শয্যা লইল। বৈকালের দিকে সে ঘরে অটৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল—আমি কাছে যাইয়া বসিলে সে তাহার রোগ শীর্ণ আতুর হইতে সোনার আংটীটী খুলিয়া আমার হাতে দিয়া মৃদুস্বরে বলিল—কাল ডাক্তার আসলে টাকার দরকার হবে—এটা কোথাও রেখে কিছু টাকা আনবেন।

একটু পরে, সে পুনরায় ভগ্নিকণ্ঠে বলিল—অসুবিধে হ'লে একটী ঠাকুর আজই ঠিক করে খাকবেন। আমি তো পড়ে আছি, সকাল সকাল দুটো ভাত না হ'লে ওর চলে না! বিকালের ঔষধটা খাইয়েছেন তো?

মাথা নাড়িয়া বলিলাম—হুঁ!

সুনীতি পুনরায় বলিতে লাগিল—আপনার কর্ম পরিশোধ করিবার নয় আপনি ওর বন্ধু, আমার চাইতে ওকে আপনি ঢের বেশী ভালবাসেন—কিন্তু তবু—

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই সুনীতি কাঁদিতে লাগিল।

তাহাকে সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। কিন্তু তখনি সেদিন সুনীতির সেই আশঙ্কা কম্পিত স্নেহের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি নাই। বলিয়াছিলাম—আপনি কেন কাঁদছেন, কোনও ভয় নেই। কেদার নিশ্চয়ই ভালো হবে। ডাক্তার বলেছেন আপনার অবহেলা দুশ্চিন্তা হবে। ডাক্তার

চোখ মুছিতে মুছিতে সুনীতি বলিল—আমার বাচার সাধ নেই, কিন্তু আপনার এ আন্তরিকতার ওর জীবনটুকু যেন রক্ষা পায়' সে আমার কাঁদিতে লাগিল।

ইহার দিন চারি পরে কেদারের অবস্থা খারাপ হইয়া উঠিল,কেদারের কথায় আমি তাহার চৌকিখানা সুনীতির কাছে আনিয়া পেলাম, সুনীতি ক্লান্ত চোখ দুইটা নীরবে কেদারের দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি যেন আকাশের কাছে নীরব নিবেদনে বহিতেছিল—ওগো করুণাময়ীর ভগবান ওকে বাঁচাও—

রাতেই অবস্থা খারাপ হইয়া উঠিল। কেদার অনেক কষ্টে উঠিয়া তাহার মাথার কাছে গিয়া বসিল। কিন্তু সুনীতির কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল সুতরাং কেউ আর কোন কথাই বলিল না! সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সে সুনীতির চোখের উপর চোখ রাখিয়া বসিয়া রহিল। দুই জোড়া চক্ষুই যেন স্থির হইয়া গিয়াছিল।

একটু ঘুমাইয়া ছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দে চমকিয়া জাগিয়া দেখিলাম কেদারের কঙ্কাল জর্জরিত দেহটা সেফের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। আর সুনীতি—সে বিছানার উপর চির নিদ্রায় শয়ান।

প্রতিদিন বাড়ী ফিরিয়া স্টকে কেদারের গৃহের প্রতিটী কথা খুটী নাটী করিয়া বলিতাম। শুনিয়া সুমিত্রা কোনও দিন কিছু বলে নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি—আমার কথা শুনিয়া সে যেন নীরবে আকুলকন্ম করিয়া মরিত! শুধু সেদিন সে যখন একটী মৃতা কন্যা প্রসব করিয়া নিজেও মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল তখন আমাকে কাছে ডাকিয়া অনেক কষ্টে শুধু বলিয়াছিল—সুনীতি তাহারই বড় বোন ···

হে ক্লীব বৃহন্নলা

[শ্রীনগেন্দ্রমোহন সেন]

আঘাত হান কেউ দেখে আজ পূর্ব বিহর শেষ
ও দুঃশাসন-কর ধর আসি সভামাঝে দেখ।
যেথা এ পাঞ্চালী কণ্ঠের মাগা পূজার বেদীর বাঁধ
ভোরের মেলা, হুধারী ওই বর্ষর সংঘাত।

শঙ্কাহারা আকাশের বুকে চলিয়া চলিয়া ওঠে,
অধর্মন ত মতে হয়না থাকেতে পড়িয়া কোটে।
চক্রার দল মৎস্যরাজের খাতা নিয়ে যায় কেড়ে
কুকর্মে মত্ত কুরু সৈন্যের পাঞ্চী উঠেছে বেড়ে।

যা কিছু শ্রেষ্ঠ ভালোর আলো এনলি মনুষ্যম
বাহুবল দিয়ে দিতে চায় তারা সব জিনিষের দাম।

ও দুঃশাসন ছাড় ছাড় নষ্টকী বেশ বাস
বৃহন্নলে করুনে হয় তুলোনাক উদাস!
ভালো ভাল ভালো কৃষ্টি নৃত্যু আজিকে বন্ধ রাখে
বাহিরে গরজে শঙ্খ ধ্বনি শুনেও কি কোন নাকো?
সমরের পথে ওঠে অহরহ অন্তের ঝঙ্কার,
বীরত্বহীন বিলাসিতের ভেঙ্গে দিবার গরজা।
অন্তঃপুরের ভক্ত কেপ মরে অন্তঃপুরিকা দল
রাজপথে ওই নগরবাসীর অসহায় কোলাহল।
হে সব্যসাচী রাখ রাখ তব মৃত্যুর ছদ্মবেশ
বসুধি ধর শত্রুসংহার, হে রাখ বৃহন্নলা!

চুলিয়া গেছ কি শত্রুনি সংঘ কুটিল দুর্যোধন
ছাতে চাহাইয়া কেমনে সবার শাসন নিবাসন?
ভুলেছ কি হায় কৃষ্ণসভা মাঝে দ্রৌপদীর অপমান,
অংশনের অন্ধ সাহস—দেহ তার প্রতিদান।
হালার বেশেতে আজো পাঞ্চালী চিতিছে অশ্রুনীরে
ঘাদশ বরষ বাঁধে নাক বেশ—তুমি কি দেখনা ফিরে?
মনির বদনে ভাষেরা চিরিছে, নত মস্তক হাতে
রঙ্গমঞ্চে নটীর বেশেতে তোমারে কি আর সাজে?
কোথায় উটিছে অত্যাচারীর সমর হুঙ্কার
হে সব্যসাচী বুকের রক্ত করে নাকি হোনপাড়?

হে সব্যসাচী জাগ জাগ জাগ জাগ হে মহাপ্রাণ
বীর বিক্রমে বিজয়া পার্থ গাণ্ডীবে দাও টান!
টঙ্কার তার চমকি উঠিবে হীন শত্রুর দল
রক্ত পতাকা কাঁপিয়া কাঁপিয়া লুটাবে ধরণী তল।
অস্ত্র খসিয়া পড়িবে অরির শিথিল হস্ত হতে
উর্ধ্বশ্বাসেতে পলাইবে ছুটে হস্তিনাপুর পথে।
ছুড়ে ফেলে দাও পায়ের নূপুর, হাত বাণা ঝঙ্কার
লীলা বিরাম চাহিনা ত—চাহি অস্ত্র ঝনৎকার।
যত উক্ত আসিয়াছে যারা ভ্রাতৃবিধি লঙ্ঘিতে
হে সব্যসাচী তুমি করহ তোমার ক্রুদ্ধপাতে।

বিদেশীরা

[শ্রীঅনির্মল বসু]

রূপ ও রস

(SHAKESPEARE)

অনবদ্য গোলাপের
মধুময় হাসি,—
কিন্তু তার গন্ধ আমি
আরো ভালোবাসি।
'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'—
(MILTON)
সত্য শিব সুন্দরের কর উপাসনা
নিত্য নিত্য এফুল্ল অন্তরে,—
প্রেমের সঙ্গীত শোনো,—নিম্নে যারে তারা
গন্ধাতের অনেক উপরে।

পীঠ ও পীঠ

—চন্দ্রশেখর

রঙমহলের উদ্বোধন

গত শনিবার যথোচিত সমারোহের সঙ্গে রঙমহল নবতম নাট্যভবন রঙমহলের উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হ'ল। এই নূতন নাট্যভবন প্রতিষ্ঠার পিছনকার ইতিহাসটুকু এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিতান্ত সহায়-সম্পদ-হীন দু'জন নাট্যশিল্পীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম জন্মলাভ করে: নাট্যামোদী সকলকার কাছেই এই শিল্পী দু'জন সুপরিচিত; একজন, জননীপ্রিয় অভিনেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়, অপর জন সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে। এঁরা দু'জন গত বহুর কর্ণওয়ালিস ষ্টেটের ওপর একখণ্ড জমী দীর্ঘ মেয়াদে পত্তনি নেন. উদ্দেশ্য—এই জমীর ওপর একটি সম্পূর্ণ আধুনিক নাট্যশালা গড়ে তুলবেন। এঁদেরই অধিরাম চেষ্টা এবং অপরিসীম উদ্যমের ফলে সহরের বহু গুণী ও মানী এঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হন। তারই ফলে গড়ে ওঠে—দি রঙমহল সিণ্ডিকেট। এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের প্রথম নাট্যভবন রঙমহল। রঙমহলের উদ্বোধন-দিনে রবীন্দ্রমোহন ও কৃষ্ণচন্দ্রের কথাই তাই সর্বাগ্রে মনে পড়ছে। আজ এঁদের দু'জনকেই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রঙমহলের উদ্বোধন-উৎসবের পৌরহিত্য করলেন শ্রীযুক্ত অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একটি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে এই সম্মান দান করায় রঙমহল কর্তৃপক্ষের যে ঔদার্য্য প্রকাশ পেয়েছে তা যথার্থ প্রশংসার যোগ্য। অপরেশচন্দ্রকে মাল্যচন্দন দানে সম্বর্ধিত করতে গিয়ে রঙমহলের শিল্প সংঘের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই নব নাট্যভবন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে বিবৃত করে দর্শক-সাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করলেন এবং বল্লেন যে এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি বেঁচে থাক বা না থাক, যারা এখানে অভিনয় করতে এসেছেন তাঁরা শিল্প-সাধনার একটা সঙ্কল্প নিয়ে এসেছেন, এই কথাটি যেন কেউ না ভোলেন। শিশিরকুমারের এই শেষের কথাটি আমাদের সত্যিই ভাল লেগেছে। শুধু বেঁচে থাকাই প্রকৃত শিল্পীর কাম্য হতে পারে না, তার চেয়েও বড় জিনিষ তার শিল্প-সাধনার সঙ্কল্প। শিশিরকুমার ও তাঁর সহকারীদের এই সঙ্কল্পটি যেন কখনও না ঘটে—নাট্যমন্দিরের পোচনীয় পরিণতির পর আজ আমরা কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনাই করছি।

অপরেশচন্দ্র সাধু ভাষা ও চলতি ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়ার সমন্বয়ে লিখিত তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বল্লেন যে শিশিরকুমার এই উদ্বোধন-উৎসবের পৌরহিত্য করতে তাঁর মত বৃদ্ধকে যে ডেকেছেন তার কারণ শিশির কুমার নিজে প্রাচীনপন্থী। কোন আর্টিষ্টের পক্ষে প্রাচীনপন্থী হওয়াটা খুব গৌরবকর নয়। সেই হিসাবে শিশির কুমার অপরেশচন্দ্রের বর্ষনাট কি ভাবে নিয়েছেন তা' জানি না। শিশিরকুমার যদি বিগত যুগের দিকেই মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন তা'হলে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর উক্তি বা অভিযোগের সত্যতায় হয়ত পুলকিত হয়ে উঠবেন, কিন্তু তাতে আমরা সুখী হতে পারব না।

উদ্বোধন-বক্তৃতা প্রসঙ্গেই প্রবীণ অপরেশচন্দ্র প্রকাশ করতে চান না, অথচ গত যুগের নাট্যামোদীদের কাছে তিনি সুপরিচিত। বর্তমানে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই তাঁকে অভিহিত করা যাক। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রহসন খানির মধ্যে খুব নিপুণভাবে সঙ্গে বাঙ্গালীর কেরাণী জীবনের একটি নক্সা এঁকেছেন। এর আগাগোড়া হাসির আবরণে মোড়া থাকলেও গল্পের অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডিটুকু বিশেষ ভাবেই মনকে স্পর্শ করে। নিশ্চেষ্ট আলস্যে ঘরের কোণা পরকে বিলিয়ে দিয়ে বাঙ্গালী দিন দিন কেমন করে 'কাঙালী কেরাণীতে' পরিণত হচ্ছে—তার চিত্র আঁকতে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে যেমন হাসিয়েছেন, মনে মনে ঠিক ততখানি কাঁদিয়েছেনও। এই শ্রেণীর প্রহসন রচনায় তাঁর যথার্থ মূলিয়ানা আছে দেখা যাচ্ছে। আমরা অল্পদিনের মধ্যে এই ধরণের হাস্যোদ্দীপক অথচ মর্ম স্পর্শী প্রহসনের অভিনয় বাঙলা স্টেজে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না

এই প্রহসন খানিকে রূপ দিতে মিনার্ভাও আয়োজনের কোন ত্রুটী করেন নি। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী স্বয়ং এই প্রহসনের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এবং সত্যিই চমৎকার অভিনয় করেছেন তিনি। বিশেষ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে তাঁর অভিনয় খুব কৌতুকোদ্দীপক হয়েছে। তিনি যে হাস্যরসের সৃষ্টিতেও ততখানি ওস্তাদ তা' সন্দেহ করবার কোন অবকাশ এর আগে পাই নি। শ্রীমতী চারুশীলা ও শ্রীমতী আশুবালাও এই অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এঁদের দু'জনের অভিনয়ও ভাল হয়েছে, তবে শ্রীমতী আশুবালার গান শুনে আমরা বিশেষ তৃপ্তি পাই নি; তাঁর গানের ষ্ট্যাণ্ডার্ড দিন দিন বেন নেমে পড়ছে। অহীন্দ্র বাবুর সহ-অভিনেত্রীরূপে শ্রীমতী বেদানাবালাও প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহের মহাদেব এবং অধিকাংশ ছোট ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত হয়েছে।

সমবেত মৃত্যগীতগুলির দিকে মিনার্ভার অধ্যক্ষের কিন্তু প্রখরতর দৃষ্টি থাকা কর্তব্য; যে ভাবে এই 'নাচগানগুলি সম্পাদিত হয়েছে তার মধ্যে প্রাণের কোন সাড়া নেই। এইগুলির উন্নতি সাধন এবং প্রহসনের ভাবকে জায়গায় জায়গায় আর একটু মার্জ্জিত করে নিলে "কলির স্বয়ম্বর মন্থন"র অভিনয় আরো অনেকাংশে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে।

চিত্রায়—"চুপ্"

চিত্রায় "চুপ" দেখলুম। "চুপ" ইউনিক পিকচার্স কর্পোরেশনের প্রথম ছবি। ছবি হিসাবে ইউনিক না হলেও, একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে "চুপ" যথেষ্ট আশাপ্রদ। এই ছবিখানিতে যাঁরা অভিনয় করেছেন এবং এর পরিচালনাভার যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ফিল্ম-নির্মাণের ব্যাপারে নূতন ব্রতী। সে দিক দিয়ে "চুপ" ছবিখানির দাম আছে।

"চুপ" ছবিখানির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তার ফটোগ্রাফি। শ্রীযুক্ত সুবোধ গাঙ্গুলী ক্যামেরার হাতল ঘুরিয়েছিলেন। আমরা ওঁর হাতের কাজের প্রশংসা করছি। মোটের উপর বেশ পরিষ্কার ছবি তিনি তুলতে পেরেছেন।

একটা মৌলিক গল্পের ওপর "চুপ" ছবির ভিত্তি। এই গল্পের নির্ম্মাচন খুব ভাল হয় নি। এই গল্প অবলম্বন করে বড় জোর দু'রীলের একটি ছোট কমেডি তোলা যায়। কিন্তু তার বদলে ইউনিক পিকচার্স করপোরেশন তুলেছেন একটি দশ রীলের লম্বা ছবি। ফলে গল্পটিকে অনাবশ্যকভাবে টেনে হেঁচড়ে এবং actionএর অভাবে অত্যন্ত বেশ্মরকম চিত্র পরিচালক টাইগুল ছবির মধ্যে ঢুকিয়ে পেয়েছে।

[৮৫]

গীত ও পট

"চুণ" ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরেন বসু, শ্রীযুক্ত সত্য দত্ত, শ্রীমতী আইট ও শ্রীমতী নিভাননীর নাম উল্লেখযোগ্য। নায়িকার ছোট ভাইটিও বেশ। "চুণে"র প্রযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত হরেন বসু। বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত যাঁরা প্রযোজক নামে পরিচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে হরেন বাবুর বয়সই বোধ করি সব চেয়ে কম। সে হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব সামান্য নয়।

"চুণে"র location নির্ব্বাচন ভালো! দৃশ্যসজ্জার মধ্যে নির্ম্মাতাদের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। মোটের উপর ছবিখানি অনেকের প্রথম প্রচেষ্টার চেয়ে প্রশংসনীয় হয়েছে।

মহিলা দর্শকের অভিযোগ

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

মাননীয় "নবশক্তি" সম্পাদক মহাশয়—

সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন—

বর্ত্তমানে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষদের সম্মুখে একটা গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়েছে এই যে সহরের বায়স্কোপ সিনেমাগুলির প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি উপায়ে তাঁদের ব্যবসায় চালানো যেতে পারে। মুক্তি পরামর্শ অনেকেই দিচ্ছেন,—কর্ত্তৃপক্ষরাও নিশ্চেষ্ট ন'ন। নিত্য নূতন নাটক অভিনয় ক'রে ও নানারূপ প্রলোভন সৃষ্টি ক'রে তাঁরাও দর্শকদের আকৃষ্ট করবার চেষ্টা কচ্ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দর্শকদের অভাব অভিযোগগুলির সম্বন্ধে এই সকল রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষরা একেবারেই নির্ব্বিকার!

যে সকল পর্দ্দানশীন মহিলা উপরে স্বতন্ত্র আসনে বসে অভিনয় দর্শন করেন তাঁদের যে কত কষ্ট ও বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় তা কেবল যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরাই জানেন। সঙ্গী পুরুষদের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্য পাবার আশা তাঁদের থাকে না। কাজেই নিরুপায় হয়েই তাঁদের নির্ভর করে থাকতে হয় থিয়েটারের 'কি' নাম্নী সর্দ্দারণীদের উপর! কিন্তু এই ঝিদের কাছ থেকে সময় সময় যেরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়, আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পন্ন যে কোন ভদ্রমহিলার পক্ষেই সেটা সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠে। এদের কাছে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া ত দূরের কথা, অতি তুচ্ছ কারণে অপমান ও লাঞ্ছনা লাভই হয় ষোল আনা।

অসৎ উপায়ে, মেয়েদের ঠকিয়ে এই পরিচারিকারা পয়সা উপার্জ্জন করে, তাদের এই কার্য্যটাকে কোন ক্রমেই অনুমোদন করা যেতে পারে না। থিয়েটার সংলগ্ন দোকানগুলি থেকেই এরা মেয়েদের জন্য আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্য এনে দিয়ে থাকে, কিন্তু মূল্য আদায় করে নেয় দ্বিগুণ বা তারও বেশী। যথা ছোট এক কাপ চা ⁄১০ ছয় পয়সা, এক বোতল লেমোনেড বা আইসক্রিম ⁄০ তিন আনা, ছোট এক গ্লাস সরবৎ ⁄০ আনা ইত্যাদি। ছোট এক ভাঁড় কলের জলের জন্যও এদের ⁄০ দুই পয়সা মূল্য দিতে হয়,কারণ মহিলাদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষরা যেরূপ করিয়া রাখেন, তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণের ইচ্ছা বলবতী না হইয়া বরং বিতৃষ্ণারই জন্মিয়া যায়।

অনেক সন্তান-জননীই, যাঁদের শিশু সন্তানগুলিকে বাড়ীতে রেখে আসবার কোন উপায় নাই, তাদের সঙ্গে নিয়ে আসেন। এদিকে ত থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষরা একটী ৩।৪ বৎসরের মেয়ের জন্যেও (যে কিছুক্ষণ পরেই মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে) একটা পুরা টিকিটের দাম আদায় না ক'রে ছাড়েন না, অথচ মহিলাদের এই গুরুতর অভাব অভিযোগের প্রতি তাঁদের আদৌ দৃষ্টি নাই। গাঁঠের পয়সা খরচ ক'রে যাঁরা কয়েক ঘণ্টার জন্য আমোদ উপভোগ করতে যান, তাঁদের যদি এই প্রকার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়, তা'হলে ক্রমেই থিয়েটারের প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা আরও বেশী বর্দ্ধিত হবে, শত প্রলোভন বা চেষ্টা নিমন্ত্রণেও তাঁরা দর্শকদের, বিশেষতঃ মহিলাদের আকৃষ্ট করতে পারবেন না।

বিনীতা—

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন

৩।৫, সেন লেন, কলিকাতা।

চলচ্চিত্রে

বাঙলার বাহিরে বাঙ্গালী

বহুদিন আগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আর্য্যনী করিয়াছিলেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সমুখে দাঁড়ায়ে রাখি তারে
তোমার আসন তলে
টানিয়াছ যারে অবহেলে
ধূলিতে হতেছে তারে নত
তোমার সে অসম্মান
ফিরিছে সঞ্চিত হয়ে সবার মাঝারে
আঘাত করিছে তব বিশ্বজন দ্বারে।
হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।"

আজ মনে হয় সত্য সত্যই রবমাতা তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। বাঙ্গালী আজ বাঙ্গলার গণ্ডার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। বাঙ্গলার বাহিরে —বিশ্বের চারিদিকে, কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করতে চলেছে—বঙ্গলার বাহিরে, একটা বৃহত্তর বাঙ্গলা, একটা বৃহত্তর ভারত গড়তে ছুটেছে। বাঙ্গালী আজ তার চিন্তাধারা, তার কল্পনা, তার কবিতা, তার সঙ্গীত, তার নৃত্যের পরিকল্পনা, ভারতের ও বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য লইয়া এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক লইয়া বিশ্বদরবার পানে অগ্রসর হয়ে চলেছে। কিন্তু সেই সমুদয় বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে, তবে যে কয়েকজন বাঙ্গালী বাঙ্গলার বাহিরে মিথ্যা ভাবাভিব্যক্তগতে নিযুক্ত ছিলেন বা এখনও রহিয়াছেন তাঁহাদের কার্য্যাবলীর একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

শ্রীনিরঞ্জন পাল। ইনি বরাবরই বাঙ্গলার বাহিরে কার্য্য করিয়াছেন, তবে উপস্থিত বাঙ্গলাতে ছবি তুলিতেছেন। বিলাতে Ambassador & Aldwych Theatreএ তাঁহার নির্দ্দেশে "The Goddess" হিমাংশু রায়, ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালী নট দ্বারা অভিনীত হয়। তারপর তিনি দিল্লীর "দি গ্রেট ইষ্টার্ণ করপোরেশনে"র জন্য "Light of Asia"র চিত্রনাট্য প্রস্তুত করেন। ক্রমে ক্রমে "Shirass" "Throw of a dice" লিখেন। এই তিন খানি ছবি নাগর পাবে তাঁহার নাম কিনিয়াছে। India Office ও Anny Council of India তাঁহার সহযোগিতায় "Khyber Pass" নামক একটী ছবি তুলিবার বন্দোবস্ত করেন কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠে নাই। উপস্থিত তিনি চিত্র প্রযোজনা কার্য্যে হাত দিয়াছেন। ইণ্ডো ইষ্টারনেশনাল পিকচার্স লিমিটেডের "Trouble never comes Alone" ও "Bandit's Bold" এই দুইখানি ছবির 'চমনাট্য' লিখেছেন। তারপর মাদ্রাজের গাঙার কিল্ম কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং সেখানে তাঁহার নিজের লেখা "The Falcon of Khyber" তোলা হয়।

শ্রীহিমাংশু রায়— ইঁহারও কার্য্যক্ষেত্র বাঙ্গলার বাহিরে বিশেষতঃ নাগর পারে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি বিলাতে "Inner Temple"র সভ্য ছিলেন। ১৯২২ সালে বিলাতে শ্রীনিরঞ্জন পালের "The Goddess"এ প্রধান ভূমিকা লইয়া ওদেশের লোককে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তারপর "Light of Asia"তে বুদ্ধদেবের ভূমিকায় অভিনয় করেন। British Instructional Film কোম্পানীর "Shiraz" ও "The Throw of a dice"এ প্রধান ভূমিকা লইয়া ও প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হইয়া এদেশে ও বিদেশে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উপস্থিত তিনি আর্য্যাণীতে আছেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ—প্রথমে বাঙ্গলার মাটীতে ভাগ্য পরীক্ষা আরম্ভ করেন কিন্তু সুবিধা করিতে পারেন নাই। তারপর তিনি পশ্চিম ভারতে গিয়া উন্নতি লাভ করেন—ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ফিল্ম কোম্পানীর প্রধান প্রযোজক হন। একদিক দিয়া ঘটিতে গেলে তিনি প্রথম ভারতীয় "সিনিয়াল" চিত্রের প্রবর্ত্তক। "হাতিম তাই" নামক একটী সুদীর্ঘ ৩৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ সিরিয়াল চিত্র প্রযোজনা করিয়া তিনি বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি বোম্বাইর শ্রীকৃষ্ণ ফিল্ম কোম্পানীর "The Valliant" "Bondman" "Dashing Youth" "Divine girl" "The Wild Rose" প্রভৃতি বহু চিত্রের প্রযোজক। অনেক ছবির চিত্রনাট্য তিনি নিজে লিখিয়াছেন এবং নিজেই তাহার রূপ দিয়াছেন। ইদানীং "টকী" ফিল্মে তিনি মনোযোগ দিয়াছেন। বাঙ্গলার বাহিরে প্রথম বাঙ্গলা সামাজিক "টকী" চিত্র "জাগরণ" ইহার চেষ্টায় তোলা হয়। "Imitation Tansen" নামক একটী সবাক ফিল্মী কৌতুক চিত্র তিনি পরিচালনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে উপস্থিত তিনি নাগর ও ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীর সহিত সংযুক্ত আছেন।

সৎ-সঙ্গ

(LONGFELLOW)

জীবন সংগ্রামে যাঁরা কথা আর কাযে
করে উপকার,—
পবিত্রতা হতে যাঁরা পবিত্রতা মাঝে
টানে আনবার,—
যাঁদের পবিত্র কণ্ঠে সঙ্গীত স্বর্গীয়
শুনি বার বার,—
তাঁরাই বরেণ্য, ধন্য—অনির্ব্বচনীয়,
করি নমস্কার।

ভাগ্য

(MOORE)

ভাগ্য আমার করবে কি আর—
যতই ঘটাক মন্দ,
গাইব আমি মহোল্লাসে
আমার গানের ছন্দ—।
ঘটুবে যতই দুর্ঘটনা,
করব ততই সুর রচনা,—
জানি,—জানি রাত্রি পেরে
হাসবে আবার চন্দ্র।

বাংলা চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।
শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী
সরস্বতীর
সহধর্ম্মিণী
বাঙ্গলার ঘরের কথা—প্রাণের ব্যথা—
বাঙ্গলার সমাজের বৈশিষ্ট ও বাঙ্গালীর
জাতীয় ধারা লইয়া বাংলায় ফিরিয়া
আসিতেছেন।
রূপম ফিল্ম কোং
কলিকাতা।

নারীর কথা

আন্দোলন ইহারাই চালাইবে

[শ্রীসত্যসতী দেবী]

নারী সমস্যার আলোচনা মেয়েদের কাছে যেন বিলাসের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ যেন তাহাদের সমস্যা নয় যাহারা সত্যই ব্যথাতুর। অতি বড় ব্যথায় যে আন্দোলন জাগে, অপরিহার্য্য প্রয়োজনে যে চেষ্টা শক্তি লাভ করে, তাহা যেন বাঙ্গলার নারী সমাজের নয়। অল্প অনুশীলনের ফাঁকা আওয়াজই বল, নারী কংগ্রেসের বাহোবাহী তামাসা বৈঠকই বল, এই সভ্য ঐ সমিতির বহাল তবিয়তি আরাম আয়োজনই বল—সমস্তই ঘর বাঁচাইয়া, সমাজ বাঁচাইয়া, পতি পুত্র পিতা ও ভ্রাতার সামাজিক প্রতিষ্ঠা কায়েম রাখিয়া। সর্ব্বস্ব সফল করিয়া, একমাত্র পণ করিয়া কাজে নামিবার মত নারী যেন বাঙ্গলায় জন্মে নাই।

কল্পিতে যে পারে না তাহা বলি না। হাতের মোহাটুকুকে স্নেহই দিয়া স্বামী ভাইয়ের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে চালাইতে মরিয়া গিয়াছে, নারী প্রিয় স্বামীকে সংসার করিতে ভিক্ষা করিয়াছে, সন্তান রক্ষা করিতে দাসীপনা করিয়াছে, আত্মবিক্রয় করিয়াছে, সন্তানটুকুও রক্ষা করিতে পারিয়া পাগলিনী হইয়াছে, এই উদাহরণ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে একাধিক। ইহারা নিরুপায়, ইহারা কিছু করিতে পারে। মাত্র অভাব সংগঠনের। ঐ বাঙ্গলায় কৈ সেই সব নারী যাহারা বন্ধনের উদার্য্যের সুখে কর্ম্মের দায়িত্বটুকু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। পুরুষরা বেকার ছেলেদের লইয়া দেশসেবার সৈনিকদল রচনা করে। বাঙ্গলার সর্ব্ব মায়ামুক্ত ভগিনীদের বুকে আগুন জাগাইয়া দিবার, নারীর তথা মনুষ্যত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে নারী বাহিনী সংগঠিত করিবার মতন শক্তিমতী নারী কৈ বাঙ্গলায়?

অনেক স্থলে বুকের আগুনে দগ্ধ হইয়া সুচেতন বাঙ্গলার মানিকরা আমাদের কাছে আসিয়া কত কথা বলিতে চায়, বলিয়াও যায়। তাহাদেরই অনুকরণে, কোথাও বা তাহাদেরই পরিচালনে লোক দেখান নারী আন্দোলনের চলন বাঙ্গলায় হইয়াছে। ছেলেরা মেয়েদের অভাব বুঝে না, ব্যথায় ব্যথিত হইলেও তাহাদের চেষ্টা ও সাহায্য মাত্র আন্তরিক পরোক্ষ সহানুভূতিতে পর্য্যবসিত হয়। এ যেন মহানুভব ইংরাজের দুঃখ ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি করা। কিন্তু যাহারা দাসীপনা করিয়া অন্ন ও মাতাল স্বামীদের পেটের ভাত নিত্য জোগায় ও পরিবর্ত্তে পুত্রধার পায় প্রহার—যাহারা পেটের ক্ষুধার সময় সৎ সৎ ধর্ম্ম কথায় চিত্ত পবিত্র করিবার অবসর না পাইয়া জীবনে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, মাতালের অত্যাচার সহিতেছে, গুণ্ডার প্রহারে পীড়িত হইতেছে—যাহারা পিতৃগৃহে ও শ্বশুরগৃহে, সর্ব্বত্রই হতে পারিতেছে লাঞ্ছনা—যাহাদের সম্পদ নাই, সম্পদ লাভের উপায় নাই—যাহারা ধর্ম্ম আচরণে অস্পৃশ্য, সামাজিক আচরণে পাংক্তেয়, সাংসারিক আচরণে নিরুপায় ও নাবালিকা, তাহাদের মনে সংসার, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি সঞ্চারিত করিবার মত মেয়ে ত কৈ দেখিতেছি না। বড় বড় নারী সব দেশে জন্মিতেছে। তাহারা জনমানসে পরিচালিত করে জাতির সন্তানসন্ততির কিশোর যুবকের তরুণ চিত্তের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সৃষ্টি করে নারী। আর আমাদের দেশে নারী চায় না যেন সেই সৃষ্টিকর্ত্রীর রূপ। বাঙ্গলার স্বনামকথিত নারী-নেতারা এক কথায় সেবা-বিমানী, অথবা তাহাও নহে, তাহারা সেবার ভণ্ডামী করে মাত্র।

তুনিয়াছি তাহারা সাংবেস্টি পুলিশের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায়। তাহাও বিলাস। বাপার দীড়ায় তাহারা অগ্রবর্ত্তী হয় না। স্বামী পুত্রের নিকট মান পাইতে, দেশের নিকট বাহবা পাইতে যতটা তাহাদের আগ্রহ, ততটা আগ্রহ অন্তর হইতে স্বতঃ উৎসারিত অবশ্য প্রয়োজনীয়তার তাগিদে নয়। সন্তান পথ না পাইলেই মরিবে, এখানে মাতাকে চুরি করিয়াও শাবক রক্ষা করে। মাতৃত্বের এই যন্ত্রণা বাঙ্গলার মেয়ে নারীর বুকে বৃশ্চিক দংশন করে না। প্রাবন, দুর্ভিক্ষ, দেশের আত্মহত্যা, কত কাহিনী বাঙ্গলার নারী দেখে, শোনে। কত কত চরমাইনের অপমান, কত নিষ্ঠুরতার লাঞ্ছনা, প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু ছেলেদের মতন কৈ বাঙ্গলার নারীকে ত নিভৃতে ইহা লইয়া কাঁদিতে দেখি নাই—সে ত উন্মাদকরের মতন দেশের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হয় না!

পরিবর্ত্তে দেখি ঠমক-ঠাট বজায় রাখিয়া যেন সেবার নাটকে অভিনয়। একটু বক্তৃতা করিতে শিখা, একটু লিখিতে করিতে শিখা, একটু বাগী দিতে শিখা, সভাসোরগোল প্রস্তাব প্রতি-প্রস্তাব করিতে শিখা, ইহাই কেবল বাঙ্গলার নহে সমগ্র ভারতের নারী কর্ম্মীর কর্ম্ম শিক্ষা। তাহাকে সন্তান পালন করিয়া, স্বামীর সেবা করিয়া, সংসারের দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, নিত্য সেই সংগ্রামের তাড়নায় মর্ম্মে মর্ম্মে দহিয়া স্বভাবতঃ নারীত্বের দাবীর কথা সুতীব্র ভাবে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে এবং তজ্জন্য আঘাতপাত করিতে হয় না।

হয় না বলিয়াই বাঙ্গলার নারী আন্দোলন অন্তঃসারহীন। এই আন্দোলনে ছেলেদের প্রবর্ত্তিত মুষলদণ্ডের কোনও সহায়তা করিবে না। চাই জনার আন্দোলন। প্রবাবতীকে হত্যা করিয়াছিল কপট কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন। মাঠের বুকে অলিয়াছিল প্রতিহিংসা। প্রতিহিংসায় জলিয়া-উঠা নারীর বাস্তব চেষ্টায় পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। চাই মৌপদীর আন্দোলন। অপমানিতা পাঞ্চালী যে বেদনায় বেণী মুলিয়াছিলেন, সেই বেদনায় নিত্য স্বামীদের ব্যথাতুর করিয়া তুলিতেন, এবং তুলিতেন বলিয়া অঘটন ঘটিয়াছিল। ক্ষুধা এক, ক্ষুধার অভিনয় অন্য। ক্ষুধা বাস্তব, ক্ষুধার অভিনয় মিথ্যা। বাঙ্গলার নারী সমাজের ক্ষুধা জাগে নাই। যাহাদের নিত্য ক্ষুধা, সেই যুগ-যুগের কৃতদাসাদের নিয়েই প্রভুরচিত্তে চাঞ্চল্য জাগাইতেও বৈজ্ঞানিক প্রেরণা দরকার। এই প্রেরণা দিবে কৈ সে নারী?

নিত্যার ভণ্ডামীতে নারীর অসারত্ব যাহারা প্রমাণ করিতেছে, যাহারা নারীর অভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিয়া জোড়াঙ্গলে ছইট সিধান বুলি আবৃত্তি করিতেছে, তাহারা মেয়েদের কেহ নহে। তাহারা নারী সমাজের শত্রু। মেয়েদের ব্যবায় ইহারা ব্যঙ্গ করে মাত্র। অগ্নিময়ে দীক্ষিতা নারীর আবির্ভাব না হইলে এই সকল বিলাসিনীর বিলাস প্রচেষ্টার শেষ হইবে না। জাতিকে তজ্জন্য মূল্যও দিতে হইবে।

শৈলজাবাবুর সাহিত্য সাধনা

(৩৪ পৃষ্ঠার শেষ অংশ)

হবেন। আমাদের সাহিত্যের অনুবাদ অংশ যথেষ্ট নয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই যা কিছু অনূদিত হয়েছে তা'র একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে যে আমল গ্রন্থকারের নাম পুর্ণ-প্রকাশের অনিচ্ছা! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'বিদেশী গল্প অবলম্বনে' 'বিলাতী গল্পের ছায়া' ইত্যাদি কথার দ্বারা যেন অনুবাদের কলঙ্ক (?) এড়াবার চেষ্টা দেখা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ দরা বাক্ লাট হামলেটের বাঙ্গলা অনুবাদ। ভূমিকায় যদিচ পরিমাণে স্বল্পতর হলেও বিজ্ঞাপনীর ভাষা দেখে বুঝার উপায় নাই যে বিদেশী পুস্তকের অনুবাদ। উপরন্তু বাঙ্গলা অনুবাদক কিছু নরওয়েজান ভাষা হতেই অনুবাদ করেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরাজীর মধ্য দিয়া অনুবাদ হয় অথচ ইংরাজ-অনুবাদকদের নামের লেশ পর্য্যন্ত থাকে না। এই ব্যাপার অন্যায় ও অসঙ্গত। এক্ষেত্রে উচিত গ্রন্থকারের নাম পূর্ণভাবে প্রদান এবং পরে অনুবাদকের নাম দেওয়া। ইহা লজ্জারও নহে দোষের নহে, উপরন্তু অনুবাদ-সাহিত্য গৌরবের জিনিষ পূর্ণ হতে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করলে অপ্রিয় আলোচনার সৃষ্টি হয় না।

নিবেদক

শ্রীশিবপ্রসন্ন সরকার

বাকুড়া

উমেশ দত্তর লেন

সাহিত্যে ঋণ স্বীকার

মন্ত্রশক্তি কি অনুবাদ?

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'মুখর্ষ' নামক একটী গল্প লইয়া নবশক্তির পৃষ্ঠায় অনেক ছায়ন্দের সৃষ্টি হইয়াছে দেখিতেছি।

এই সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আমাদের মধ্যে অনেকেই গল্প উপন্যাস বিদেশী সাহিত্য হইতে অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করিয়া থাকেন কিন্তু সকলে সকল স্থলে ঋণ স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপর একখানা পুস্তকের উল্লেখ করিতেছি। "মন্ত্রশক্তি" বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানা প্রসিদ্ধ উপন্যাস। বাঙ্গলা সাহিত্যের এমন কোন পাঠক নাই যিনি এই উপন্যাসখানা না পড়িয়াছেন। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় এই উপন্যাস খানা মৌলিক উপন্যাস বলিয়াই জানেন। অথচ ইহা যে একখানা বিদেশী উপন্যাসের ভাবানুবাদ সে কথা একেবারে নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে; শুধু ভাবানুবাদ নয় মনে হয় সমস্ত প্লট অনুবাদ করিয়া বাঙ্গলার এই উপন্যাস খানা লেখা হইয়াছে। কিন্তু পুস্তকের কোথাও অনুবাদ বা ভাবানুবাদের জন্য ঋণ স্বীকার দেখা যায় না। গ্রন্থকর্ত্তা বা তাঁহার পক্ষ হইতে অপর কেহ যদি প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করেন তবে এই বিষয়ে সন্দেহের নিরাকরণ হইতে পারে।

শ্রীসতীভূষণ সেন

মোহাড়া।

নাম

(SHAKESPEARE)

'নাম—নাম' করে কেন
বকিস প্রলাপ,
যোগাপে যে নামে ডাকো
ডবু সে গোলাপ।

দাম্পত্য সমস্যায় তুকী নারী

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ অংশ)

বেশী হয়েছে। তবু তুর্কী নারী আজ বিপন্ন। ইউরোপের ক্রমমান সমাজের অনুকরণ করছি আমরা। উপন্যাস ও সিনেমা, থিয়েটার নর্তনাগারের প্রমোদ শিখা দিচ্ছে জ্বালা, বিশেষ করে প্যারিস, ফরাসী উপন্যাস একটা জঘন্যতম সভ্যতার অভিব্যক্তি করছে আমাদের কাছে। ইউরোপের গৃহ, সংসার, অর্থ-নীতি ও অন্যান্য শৃঙ্খলার অনুকরণ আমরা করছি না, আমরা অনুকরণ করছি, সভ্যতার ভিতরের ব্যাপার। এই ভাবে যদি চলে তুর্কী পারিবারিক জীবনের ধ্বংস হতে বেশীদিন লাগবে না। আমাদের যে সাহিত্য তা পারিবারিক ধর্ম্মের কথা বলে না, কোনও কু-আদর্শ দেখায় না। তুর্কী জাতি আজ আদর্শের কাঙ্গাল। জননীরা ধর্ম্মপ্রাণা, কিন্তু সেই ধর্ম্মপ্রাণতা কন্যারা চাচ্ছে না। অতি আধুনিক ধর্ম্ম-বোধের আজ যেন অভাব বড্ড বেশী।

আমরা পাশ্চাত্য হতে বসেছি। কিন্তু ওদেশে নারী-ধর্ম্মের স্থান কোথায়? যে ফরাসী মেয়েরা স্বামীদের প্রতারিত করে তারা আমাদের আদর্শ হতে পারে না।

(১০-৩-৩১)

বিবাহ ও কৌমার্য্য

"ভকিং" পত্রিকা বলছেন—

বিবাহ ও কৌমার্য্য সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান হয়ে গেছে। বিয়ের সংখ্যানুপাতে দেশের জনসংখ্যা কমে যা বাড়ে। জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের যুবকদের বিয়ে করতে হবে। প্রত্যেক স্বভার দাবী হইটি—বাঁচবার দাবী, আর জাতির বংশ বৃদ্ধির দাবী। এই দাবী যখন আছে তখন বিয়ের দাবী অতি সাধারণ।

শিক্ষিতরা বলছেন যে কৌমার্য্যে মানুষের কোনও উপকার নাই। যে স্ত্রী স্বামীর সুখ চিন্তা করে সে স্বামীর ভার স্বরূপ হয় না। বিয়ে বৃদ্ধি করতে হলে যুবকদের মদ্যপান ত্যাগ করতে হবে। মদ্যপানে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আর এক কথা হ'ল স্বামী ও স্ত্রীর সামাজিক শিক্ষা। এ দিকে আমরা নজর দিচ্ছি না। পারিবারিক নীড়ে সন্তানের প্রতিষ্ঠা। পারিবারিক শিক্ষা সন্তানকে মানুষ করে তোলে।

(২৩-৫-৩১)

তুর্কী নারীর অগ্রগতি

বেরেন নামিক বলেন—

আমাদের গৃহে ও সমাজে আলস্য এত বেশী হয়েছে—তার কারণ পুঁথির অভাব। আমার মতে তুর্কী নারীর কিছুমাত্র উন্নতি হয় নি। অন্য দেশের অনুকরণ করতে যাওয়া ভুল। কারণ তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাদের বিচারবুদ্ধি আমাদের মতন নয়। নিজেদের রীতি পদ্ধতি মাফিক নীড় রচনা আমাদের প্রয়োজন।

আমরা লড়াই করে অধিকার অর্জ্জন করি নি। পুরুষরা তা আমাদের বখশিস করেছে, আমরা সংগ্রাম করিনি। পুরুষরা সিভিল কোডের প্রবর্ত্তন করল, আর সেই থেকে নারী পেল স্বাধীনতা। পুরুষরাই আমাদের নির্ব্বাসনের পিঞ্জর ভেঙেছে। মেয়েদের কেরামতি এতে এক তোলা নেই।

একটা দলের মধ্যে—সামান্য কটি নারীর মধ্যে যদি উন্নতি আশ্রয় নিল, তাকে উন্নতিই আমি বলি না। মাত্র একটা ওটা নয়, সমগ্র দেহের উন্নতি চাই। নারী আজ সর্ব্বদেহে এ কথা সত্যি। নারীর বাইরের কাঠামো গালটে গেছে আজ। আমরা নাচি, আমরা মদ খাই, আমরা ইউরোপীয় পোষাকে চলি ফিরি, কিন্তু আমাদের মগজ নেই। খাঁচার পাখীর মগজ! এর উপর সম্প্রতি হারিয়ে ফেলেছে আমাদের অভাবের নির্দ্দোষ বৃত্তি। আমাদের সামাজিক শিক্ষা মোটেই হচ্ছে না।

সান্ধ্য ভোজে আজ অনেক মেয়ে ধার করা পোষাকে এসে যোগ দেন, অনেক মেয়ে আছেন যাঁরা গৃহে দাসীর মতন থাকেন, বাইরে বের হলে যেন পারিসিয়ান মেডি। এ আমাদের অভ্যস্ত। আমাদের মাথার ভিতরে পদার্থ সুসজ্জিত না হইলে বাইরের পোষায় পারিবারিক জীবনে শান্তি আনবে না।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

ঝাঁসিতে বাঙ্গালী

[শ্রীবিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী]

শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই চাকুরী-জীবী বলিলে বোধ হয় সত্যের ততটা অপলাপ করা হইবে না। যদিও একমাত্র বাঙ্গলা দেশ ছাড়া ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই নিয়ম, আছে যে নিজ নিজ প্রদেশ ছাড়া অন্য কোন প্রদেশের লোককে সরকারী চাকুরী দেওয়া হইবে না, তথাপি দেখতে পাওয়া যায় চাকুরী লইয়াই বাঙ্গালীগণ ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছেন। আর মনে হয় যেন এই চাকুরিজীবী বাঙ্গালীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ঝাঁসি কলিকাতা হইতে ৭৮৮ মাইল, দূরে অবস্থিত এবং কলিকাতা হইতে আসিতে হইলে ২৩ জায়গায় ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। একদম out of the place (পাড়বর্জ্জিত) সহরের বর্ত্তমানে প্রায় ১০ ঘর বাঙ্গালীর বাস। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন ঝাঁসি G. I. P. Railway এর head quarters ছিল তখনে গাওয়া যায় তখন তথায় ২০০ ঘরের অধিক বাঙ্গালীর বাস ছিল। আরও তনিতে পাই সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বেও এখানে ২৩ ঘর বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহারাও চাকুরী উপলক্ষেই আসিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর যে সমস্ত বাঙ্গালী আসেন তাঁহাদের অনেকে ঘরবাড়ী করিয়া এখানে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ঝাঁসিতে যে সমস্ত বাঙ্গালী আসেন মাননীয় বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। ইনি স্থানীয় অধিবাসীগণের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া নিজ চেষ্টায়, ম্যাকডোনাল হাই স্কুল নামে একটী ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম বিশেষ পারদর্শিতার সহিত সম্পন্ন করিয়া গত বৎসর স্বর্গারোহণ করেন। ইনি নিজে এণ্ট্রান্স পাশ ছিলেন কিন্তু নিজ অধ্যবসায় গুণে এতদূর জ্ঞানোন্নতি করিয়াছিলেন এবং শিক্ষা কার্য্যে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে অধুনাতন খুব কমই এম, এ, বি, টি, পাশ করা লোক তাঁহার ন্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। তিনি সমস্ত ঝাঁসিবাসীর সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর যদিও সেই পদে আর একজন বাঙ্গালী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিয়োজিত করা হইয়াছে কিন্তু তাঁহার ন্যায় সম্মান অর্জ্জন করিতে অন্য কোন বাঙ্গালীর এখনও দীর্ঘকাল লাগিবে। এক কথায় তিনি ছিলেন ঝাঁসির, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব।

বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মধ্যে সেণ্টেলাণ্ট শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার সেনগুপ্ত, মাই, এম, এস, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট রীডার, শ্রীযুক্ত নলিনী শঙ্কর সেন, এ, টি, এস, শ্রীযুক্ত মদন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ও শ্রীযুক্ত দেবাদার নাথ পাল হিন্দি ড্রামেটিক ক্লাবের ম্যানেজারের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য।

ঝাঁসি সিটীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের দূরত্ব প্রায় এক মাইল। ইহা ছাড়া এখানে তিনটী সহরতলী আছে—শিওলী (শিবপুরীর অপভ্রংশ) বাজার, গড়িয়া ফটক ও সদর বাজার। এই সহরতলীগুলি সিটী হইতে প্রায় এক এক মাইল দূরে অবস্থিত এবং তাহাদের পরস্পরের দূরত্বও যথেষ্ট। এক মাইল করিয়া। বাঙ্গালীরা এই সমস্ত স্থানেই ছড়াইয়া আছেন। তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বাঙ্গালীর বসবাস সহরের মধ্যে সেইয়া দরোজা (সম্ভবতঃ সিংহদ্বারের অপভ্রংশ) নামক গলীতে। সে কারণ বাঙ্গালীগণের সম্মিলিত অনুষ্ঠানগুলিও এই স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ঝাঁসিবাসী সমস্ত বাঙ্গালী লইয়া এখানে একটী হস্তীয় ব্যক্তর সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির অধীনে আছে থিয়েটার ক্লাব, লাইব্রেরী, হরি সভা ও দরিদ্র ভাণ্ডার, এবং একটী নিম্ন প্রাথমিক বাঙ্গলা বিদ্যালয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কয়েকজন বাঙ্গালী ও স্থানীয় যুবক লইয়া একটী Youngman's musical Association ও গড়িয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

প্রমোদ

[শ্রীপাঁচুগোপাল রায় চৌধুরী—শিবপুর]

সহজ উত্তর

শিক্ষক। বলতো হারা—চ'পয়সার চিঁড়ে, চ'পয়সার কলা, চ'পয়সার দই, চ'পয়সার চিনি। কত হ'ল?

ছাত্র।—আজ্ঞে তার এক থালা ফলার।

"রতনে রতন চেনে"

যদু বাবুর বৈঠকখানায় তখন সান্ধ্য মজলিস চলেছে। যদু বাবু বন্ধুবর্গকে লক্ষ্য করে বল্লেন—"ওহে পরশু একটা গরু কিনেছি এক সের দুধ দেখে, আজ দিয়েছে সে আড়াই সের।"

শচীন বলে উঠল—"কে দেখে দিয়েছে ভাই বল—এই শুনা।" বলে চোখে একটু চাড়া দিলেন।

যদু বল্লেন—"তা বই কি—রতনেই রতন চেনে।"

মেয়ে-দেখা

বরপক্ষেরা কন্যা দেখিতে আসিয়াছে—কন্যাকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া অবশেষে বলিল—"একটু হাঁটতো।" মেয়েটী তাহাই করিল—আবার বলিল 'বোস'। বসিল—। 'দাঁড়াও' দাঁড়াইল। "পিছন দিয়ে দাঁড়াও"—তাহাই করিল। বরপক্ষ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আছে এমন সময় কন্যার একটী ছোট ভাই বলিল—"দিদি একটু হামাগুড়ি দিলিনে?"

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ পালিত—হাওড়া]

সিরিয়াস্ একোনমি

একটী কৃপণের ছেলে শ্বশুর বাড়ী আসবে। শালী-শালাদের সাজগোজ, কলরবে বাড়ীখানি মুখর হয়ে উঠলো। সকলেই সদর দরজার দিকে তাকিয়ে মোটর আসবার অপেক্ষা করছিল। রাত্রি আটটার পর এক ফাঁকা মুটে এসে হাজির। সবাই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে মুটের দিকে চেয়ে রইল! মোট নামানো হল। দেখা গেল, তার ভেতর থেকে জামাই বাবু বেরিয়ে দাঁড়িয়ে লাফা-ঝাঁপাচ্ছেন! অনাদেন্ট কৃপণের পয়সা বাঁচাইবার ইহাও একটি উপায়।

সেমন্তুত

[বিজলী]

থেটারের বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে নাটকাভিনয় প্রধান। এই অনুষ্ঠানে প্রধানতঃ অভিনীত হয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক গুলি এবং অভিনয় করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে থেটারে নাট্যকে রূপ। কিন্তু নাটকেরও অভিনয় মাঝে মাঝে শোনা যায় এবং থেটার নাট্যকে রূপ ব্যতীত অন্যান্য নাটকাদিরও কখনও কখনও থেটারের আসরে অবতারণা হয়ে থাকেন। কিন্তু অভিনয় সকল সময়ে সার্থক হয় না সুনির্ব্বাচিত নাটক এবং সুদামঞ্জস অভিনেতৃবৃন্দের সমাবেশ সত্ত্বেও। এর মূল কারণ—যেরূপ নাটক থেটারে অভিনীত হওয়া প্রয়োজন, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নাটক থেকে তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। অভিনেতৃবৃন্দের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা;—যে ধারায় অভিনয় করলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের মুগ্ধ করা যায়, থেটারের প্রেক্ষকবর্গকে মোহিত করবার অভিনয় ধারা তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে দর্শকদের চক্ষু ও কর্ণ উভয়ই সজাগ থাকে নাটক এবং অভিনেতৃ কলা-নৈপুণ্য বিকাশের প্রতীক্ষায়, থেটারের নাটকাভিনয় উপভোগ করতে হলে চোখ দুটি কোনও কাজে লাগে না, এখানে একমাত্র কানের কারবার। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সফল করতে দৃশ্যপট, অভিনেতৃবৃন্দের দৈহিক ভাবাভিব্যক্তি যথেষ্ট সাহায্য করে;—থেটারের আসরে তার কোনও উপায় নাই; একমাত্র স্থানের উপর সমস্ত সাফল্য নির্ভর করছে। এজন্য প্রয়োজন—থেটারের জন্য নূতন techniqueএ নূতন নূতন নাটক রচনা করা। এই নাটকের প্রকৃতি হবে অবশ্য চিত্রনাট্যের প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। এই জাতীয় নাটকের নাট্যকারের বিশেষরূপে দক্ষ থাকা চাই dialogue রচনার উপর এরূপ নজর না হ'লে থেটারের অভিনয়ে সফলকাম হবার কোনই আশা নাই। থেটারের নবীন নাট্যকার রাধাকুমার "সাগরের ডাকে" এই জাতীয় নাটক রচনার জন্য তাঁর প্রাথমিক সাধনার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলকামও হ'য়েছিলেন কিন্তু dialogue মাঝে মাঝে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ায় তাঁর নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নি। তবু কবি রাধাকুমারের এই প্রচেষ্টা সাধুবাদ ও উৎসাহ পাবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা প্রভৃতি নাটিকাও থেটারে অভিনীত হয়েছে। Dialogueএর দিক দিয়ে এ নাটকগুলি অনুসরণীয় কিন্তু যে পারিপার্শ্বিক ঘটনা-সংস্থানে উক্ত নাটকগুলি সম্পূর্ণভাবে রূপ-পরিগ্রহ করে, থেটারের অভিনয়ে তার বিকাশ সাধন করা অসম্ভব এর কারণ, রবীন্দ্রনাথ চোখে দেখা অভিনয়ের জন্যই উক্ত নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। তিনি যদি জানতেন যে, তাঁর নাটকের গদ্যবাহুল্য কেবলমাত্র কর্ণসুখকর, তাহলে সে নাটকের রূপ অন্যপ্রকার হোত।

থেটারের নাটককে সফল করবার জন্য প্রয়োজন শক্তিরও যথেষ্ট প্রয়োজন। নূতনকে নূতন বিকাশে যাঁর প্রতিভা আছে, নিত্য নূতন সৃষ্টি করবার শক্তি আছে, অভিনয় সম্বন্ধে যাঁর অভিজ্ঞতা আছে—এরূপ প্রযোজক না থাকা থেটার নাটকের মৃত্যুকালীনতার অন্যতম কারণ। এরূপ প্রযোজক থাকলে—তিনি চিন্তা ক'রে নাটককারকে নূতন নূতন রস-সৃষ্টির সন্ধান দিয়ে থেটারের যোগ্য নাটক রচনা করিয়ে নিতে পারেন কিম্বা অনেক খ্যাতনামা লেখকের গল্প বা উপন্যাসকে থেটারের অভিনয়োপযোগী ক'রে নাট্যকারকে রূপায়িত ক'রে নিতে পারেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহু গল্প আছে যেগুলিকে থেটারের মোগ্য নাটকে পরিবর্ত্তিত করা যায়, শরৎ বাবুর dialogue অপূর্ব্ব, সুতরাং তাঁর গল্প অবলম্বন ক'রে চেষ্টা করলে থেটারের উপযোগী নাটক অনায়াসেই রচিত হ'তে পারে।

* * *

"ছোটদের বৈঠক" সম্বন্ধে জনৈক পত্রপ্রেরক লিখেছেন—

মাননীয় 'নবশক্তি' সম্পাদক মহাশয়,

আমি ছোটদের বেহার-বৈঠকের একজন শ্রোতা, ঐ বৈঠক সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই।

গল্পদাদা ছোট ছেলে-মেয়েদিগের মনস্তত্ত্বই নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি যদি সময়ে সময়ে তাহাদের লিখিত রচনা (গল্প বা কবিতা) তাহাদেরই পাঠ করিতে দেন, তবে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ করিলে ছোটদের বৈঠক সত্য সত্যই তাহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আশা করি গল্পদাদা এ বিষয় বিবেচনা করিবেন। ইতি—

বিনীত
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
হাওড়া।

আমরাও আশা করি, লেখকের এই নির্দ্দেশের প্রতি গল্পদাদা ও ভারতীয় আসরের পরিচালক মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে।

সমালোচনায় রুচি বিকার

মাননীয় নবশক্তি সম্পাদক মহাশয়!

আপনার পত্রিকায় পত্রখানি প্রকাশ করিলে বিশেষ খুসী হইব। "মহিলা মজলিসে"র মহিলাদের লইয়া

রেজেষ্টারীকৃত

অটো দিলবাহার

প্রাচ্যের একমাত্র সর্ব্বদেশের সুকচির মনোরম সুগন্ধি। নিত্য মুখ পুলিয়া 'দুলেই এক'। প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যানের সৌরভ নিত্যই সত হইবে থাকিবে। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভাগী মুলজ্জাস্থান এবং সমভাজ সম্মেলন কর্ত্তৃক সম্মানিত একমাত্র অভিনব সুগন্ধ হ'তে এই সুধাশ নির্য্যাস প্রস্তুত হইয়াছে। সিলি আউন্স ১৷০ এক ড্রাম ৸০। দুই আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। সকলরকম ফেরার সুবিধার্থ বিভিন্ন দামের বটির আকারের শিশিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ফ্রাকাশীন আসল "অটো দিলবাহার" কিনিয়া লইতে ভুলিবেন না।



কামিনীয়া হোয়াইট রোজ সোপ

আপনার সৌন্দর্য্য ফুলের চেয়েও কান্তিময় হইবে

আপনি কি জানেন না?

ফুল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আমোদিত বনিয়া এত সমাদর,—কিন্তু প্রকৃতি নারীর সৌন্দর্য্যকে অফুরন্তরূপে সম্ভারে গড়ে শত করিয়া তাহার চরম সার্থকতা আনয়ন করে। নয়মিক কামিনীয়া হোয়াইট রোজ সাবান ব্যবহার করিয়া তাহা রূপ ও গন্ধ উপলব্ধি করুন। নিত্য ব্যবহারে ইহার স্নিগ্ধ ফেন ও চর্ম্মকে মসৃণ করিবে এবং সুমিষ্ট গোলাপের সৌরভে আপনাকে সরভাই প্রফুল্ল রাখিবে। প্রতি বার (তিনটী কেক) ৸০, দিলবাহার সাবান প্রতিবার (তিনটী কেক) মূল্য ৸০ ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।



বর্ণভেদের নিয়মে এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কেশ বর্দ্ধন ও তাহার বৃদ্ধি সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত।

কামিনীয়া তৈল

(রেজিঃ)

ইহা ব্যবহারে চুল উঠা বন্ধ হয়, কেশমূল দৃঢ় হয়। ইহা যেমন কেশে। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তেমনি কেশের আয়ুষ্য বাড়াইয়া দেয়। ইহার উপাদানে ঔষধ থাকায় মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ইহা অদ্বিতীয়। সৌগন্ধে ইহার অতি মনোরম। ১ বোতলের মূল্য ১৲ এবং ৩ বোতলের দাম ২৷৷০ ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র

এক আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে নমুনা প্রদান হয়।

নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়ঃ—

১। গিরীধারীলাল এণ্ড কোং
২। সিক্রী এণ্ড কোং
৩। রায় ব্রাদার্স
৪। গোরচন্দ্র পাল
৫। সেখ বাসারত আলি
৬। এস, কে, রায় এণ্ড কোং।

—সকলের ঠিকানা ক্যানিং ষ্ট্রীট—

ও অন্যান্য মনোহারা দোকানে পাওয়া যায়।

—প্রাপ্তিস্থান— = কামিনীয়া এজেন্সী =

১৪৬, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

এবং বিষ্ণুশর্ম্মাকে লইয়া কয়েকখানি পত্রিকা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। "আজকাল" নামে সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় "অন্নপূর্ণা দেবী" সমালোচকদের "পিতৃতুল্য" বলিয়াছেন; এবং "তাঁদের আক্রমণ করিলে সেটা নাকি আপনাদের গায়ে আসিয়া পড়ে" বলিয়াছেন। পিতৃতুল্য ব্যক্তি যদি অন্যায় বলেন তাও মেনে নিতে হবে নাকি? আমার অন্নপূর্ণা দেবীদের জিজ্ঞাস্য :—"তাঁদের দোষের কথা বলিলে আমাদের গায়ে আসিয়া পড়িবে, আর কন্যাতুল্য আমাদের কুৎসা কীর্ত্তন করিলে বুঝি পিতৃতুল্যদের গায়ে পড়ে না?" চমৎকার বিচার। কি সুন্দর বাণী!

"মহিলা মজলিসে"র "বিষ্ণুশর্ম্মা"কে অনেকে আক্রমণ করিয়াছেন। আমি যদি আজ অন্নপূর্ণাদেবীকে ভাষায় বলি "বিষ্ণুশর্ম্মা আপনাদের পিতৃতুল্য, তাঁকে হীনভাবে আক্রমণ করিতে গেলে আপনাদের নিজেদের গায়ে পড়িবে।" এ কথা কেহ স্বীকার করিবেন কি? কেহই স্বীকার করিবেন না। তেমনি সমালোচকরা আমাদের পিতার বয়সী বা পিতামহর বয়সী সে বিষয় আমাদের জানিবার বা অনুসন্ধান করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। অন্নপূর্ণা দেবী কথাটা সম্পূর্ণ বাজে বলিয়াছেন: সমালোচকরা পিতৃতুল্য হউন আর যাই হউন সে খোঁজেও আমাদের দরকার নাই, বা কিছু আসে যায় না।

রেডিও যে "পাবলিকে"র (জনসাধারণের) তাহা অন্নপূর্ণা দেবীর নূতন আবিষ্কার নহে, "মহিলা মজলিসে"র প্রত্যেক মহিলা তাহা বিশেষভাবে জানেন।

"প্রতিভা মিত্র"কে জনৈক মহিলা নমস্কার জানাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে প্রত্যেককে আমার বিনীত নমস্কার জানাইতেছি। তাঁহারা নারী হইয়া যেরূপ নারীকে হীন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা বিস্ময়কর। যারা নির্দ্দোষী তারা উন্নত মস্তকে দাঁড়াইবার স্পর্দ্ধা রাখে।

"মহিলা মজলিসের" নারীদের ঠিকানা প্রকাশ করা নিয়ম নহে—এই ঠিকানা প্রকাশ করা লইয়া জনৈক মহিলা প্রতিবাদ করিয়াছেন; এবং তাঁর লাইসেন্স নম্বর দিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁর বাটীর ঠিকানা অথবা লাইসেন্স নম্বর জানিবার আগ্রহ "মহিলা মজলিসে"র সভ্যাদের কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না।

সংসারে কতকগুলি লোক আছেন যাঁরা অন্যায় ভাল দেখিতে পারেন না। বিষ্ণুশর্ম্মা মহিলাদের কতখানি সম্মান করেন তাহা প্রত্যেকেই জানেন, জনসাধারণও জানে। "বেতার মহিলা মজলিসের" মহিলাদের হীন প্রতিপন্নের চেষ্টা করাকে নিরপেক্ষ সমালোচনা বলে না। বিষ্ণুশর্ম্মাকে তাঁর বিরুদ্ধ ও গালাগালি দেওয়া মহিলা মজলিসের সত্যিকার উন্নতির প্রচেষ্টা নহে। সত্য যদি বিষ্ণুশর্ম্মার দোষ কেহ বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তা সংশোধন করিতে প্রস্তুত এবং বাধ্য। মিথ্যা কতকগুলি বিরূপ করা মানে নিজেদের সঙ্কীর্ণ অন্তরের পরিচয় দেওয়া—এরূপ অন্তরের পরিচয় ভবিষ্যতে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বিনীতা শ্রীমতী নীহার দেবী
আমহার্ষ্ট রো

গণ-মত

(১)

মাননীয় 'নবশক্তি' সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

যদি কোন 'নবশক্তি'র পাঠক বা পাঠিকা আমার এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেন তাহলে আমি তাঁহার নিকট অতিশয় বাধিত হইব। ইতি—

১ম। ধূমপান হইতে কোন্ কোন্ রোগের উৎপত্তি হয়?

২য়। চা এবং কফি-পানের কি কি উপকারিতা এবং অপকারিতা?

৩য়। শরীরের জন্য মাসে কয় ঘণ্টা উপবাস করা কর্ত্তব্য?

৪র্থ। উপবাসকালে জল পান করা নিষিদ্ধ কি না?

৫ম। ভোজনের পরে একটী পান বা কিছু সুপারি খাওয়ায় কোন উপকারিতা আছে কি না?

বিনীত
শ্রীপশুপতি নাথ লাহা
বড়বাজার, মুঙ্গের
২৬এ আষাঢ়—১৩৩৮।

(২)

মাননীয় সম্পাদক "নবশক্তি" সমীপেষু—

মহাশয়—

দয়া করিয়া আপনার বিখ্যাত কাগজে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোন সদাশয় সঠিক খবর জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

১। মুরগী ও হাঁস সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় যথা পালন, রোগের কারণ ও চিকিৎসা বিষয় শিখা করিবার জন্য বাংলা ভাষায় কি কি পুস্তক আছে এবং কোথায় পাওয়া যায়।

২। পোলট্রী সম্বন্ধে কোন মাসিক কিংবা সাপ্তাহিক কাগজ আছে কিনা—থাকিলে তাহার ঠিকানা কি।

৩। মৌমাছি পোষণ করিয়া মধু উৎপাদন করিবার কোন কারবার আমাদের দেশে আছে কিনা? থাকিলে, সে কোথায় এবং রাণী মাছি (Queen Bee) ছোট ও বড় জাতীয় কেউ আমাদের সাপ্লাই করিতে পারেন কিনা।

৪। সাদা ও অন্যান্য রং এর "লেগহরণ" মুরগী ও ডিম কোথায় ভালরূপ পাওয়া যাইতে পারে।

ইতি—
গ্রাহক নং
W, 1654.

[শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা—চাতরা]

শিখণ্ডী

কতকগুলি বালক এক আম্রবাগান একটি বদমায়েস বালককে ধরিয়া মারিতেছিল। এমন সময় এক ভদ্রলোক ছুটিয়া আসিয়া যে ছেলেটী মার খাইতেছিল তাহাকে টানিয়া লইয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন "কান? আই এ্যাম্ এ্যান বি-এ, বি-এল, আমার ছেলেকে ধরে মারা, কালই এক নম্বর ডুল্‌বে।

বালকদের নেতা বলিল "নিজের ছেলের দোষ কেউ ভাবে না—যান যান আপনি যা পারেন করবেন।"

বি-এল—"ও বুঝেচি তোদের পেছনে শিখণ্ডী আছে।"

বালকদের মধ্যে একজন বলিল—"আপনি ভুল করচেন শিখণ্ডী অর্জ্জুনের সামনে ছিল।"

"মোহনবাগান সুসংগঠিত কর"

শ্রীযুক্ত নবশক্তি সম্পাদক মহাশয়
মাননীয়েষু—

আপনার গত সপ্তাহের পত্রিকায় শ্রীকমলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "মোহনবাগান সুসংগঠিত কর" নামক পত্রটি পড়িলাম। এখনও বাঙ্গালার ফুটবলে বিশেষ নাম আছে। আর তাহারা মাঝে মাঝে সিমলার খেলার মতন খেলাও দেখাইয়া যায়—হারুক, জিতুক সে কথা হইতেছে না। বাঙ্গালা দল বিশেষ করিয়া মোহনবাগান জিতুক এ প্রায় সমস্ত ভারতবাসীরই ইচ্ছা; কিন্তু তাই বলিয়া যে মোহনবাগান বাংলার বাহাই ১১ জন লইয়া খেলিবে এরূপ কোনও কথা নাই। একটা দল খুব খেলুক আর জিতুক তা হইলে দর্শক মণ্ডলীর পক্ষে বেশ আনন্দজনক হয়, কিন্তু তাহা হইলে হাওড়া ইউনিয়ন, ইষ্ট বেঙ্গল ইত্যাদি বাংলার অপর কয়প্রতিষ্ঠ দলগুলি কিরূপে খেলিবে, আর তাহাদের দলগুলি সুগঠিত হইবে কি করিয়া? একটা দল ভাল হইলে সমস্ত যুবক খেলোয়াড় হইবে না, কিন্তু অনেক দল চলনসই হইলে সমস্ত জাতির লাভ ও সহজসাধ্যক যুবক খেলোয়াড়ও হইবে। সুতরাং তিনি যে দেবী ঘোষকে হাওড়া ইউনিয়ন হইতে মোহনবাগানে টানানর মতলব করিয়াছেন—তাহাতে হাওড়া ইউনিয়নের কতটা ক্ষতি সেটাও দেখিতে হইবে। আর মোহনবাগান চারিছে বলিয়া আমরা হতাশ হইলেও যে বোধ করি খারাপ দল হইয়া যায় নাই—বরং যথা পূর্ব্বম তথা পরমই আছে।

একান্ত বশংবদ
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
৫৫, এডওয়ার্ড রোয়ার
নিউ দিল্লী, ১০-৮-৩১।

অর্ডিনান্সে বন্দী

মুক্তির পর গ্রেপ্তার

ডালহৌসী স্কোয়ার বোমা সম্পর্কে দণ্ডিত রসিকলাল দাস, অদ্বৈত দত্ত ও অম্বিকা রায়কে হাইকোর্ট মুক্তি দিবার পর তাঁহাদিগকে জেল গেটে অর্ডিনান্স অনুসারে বন্দী করা হয়।

কাসি

৩৮-টী দেশের ভিতর লক্ষ লক্ষলোক এই চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ফ্যামেল সিরাপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।



ফ্যামেল সিরাপ আপনার নিকটবর্ত্তী ঔষধের দোকান হইতে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। অথবা যদি আবশ্যক বোধ করেন তবে—
এজেন্ট—মেসার্স জি, এথার্টন এণ্ড কোং, বক্স ৯৮ কলিকাতা, এস, ভবলিউ ডিপো, বক্স ১১৯ বম্বে অথবা মিলার এণ্ড কোং লিঃ, বক্স ১০০, কলম্বোতে পত্র লিখিবেন।
M & A. No. 13 Date 14-8-31. NAR.

অর্শ অর্শ
ও ভগন্দরের মহৌষধ
PILECURA পাইলকিউরা PILECURA
এই মলম কেবলমাত্র বাহ্য প্রয়োগে অর্শ ও ভগন্দর অতি সহজে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয় ইহাতে এ ব্যাধির সকলপ্রকার যন্ত্রণা, রক্তস্রাব ইত্যাদি অতি শীঘ্র দূর হয়। ইহাতে পারদাদি কোন দূষিত পদার্থ নাই। ব্যবহারে প্রত্যক্ষ ফল। মূল্য বড় শিশি ৩০ টাকা ও ছোট শিশি ১৷০ পাঁচ সিকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।
সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
Distributors—DAS BROTHERS,
115/2, Dharamatala Street, Calcutta.



চট্টগ্রাম সংবাদ

আবার কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

প্রকাশ—কোতোয়ালী থাং-ইন্‌স্পেক্টর চট্টগ্রাম মেলওয়ে ষ্টেশনে একটী পার্শেল পাইয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে পাঁচটী কার্ত্তুজ, কিছু বারুদ ও সন্দেহজনক একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে।

বিশেষ আদালতের প্রবেশ পথের সম্মুখে দ্বিজেন্দ্রলাল সন্ধ্যোপাধ্যায় নামে এক যুবক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

৯ই তারিখে একটী বাড়ী খানাতল্লাস করিবার সময় পুলিশ নাকি একটী ওলী ভরা রিভলভার, কতকগুলি কার্ত্তুজ ও দেখিতে বোমার মত এক পটকা পাইয়াছে। পাঁচজন যুবককে সন্দেহক্রমে থানায় লইয়া গিয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

১০ই তারিখে প্রায় ১৫০ জন ওপী চট্টগ্রামে আনা হইয়াছে।

অস্ত্র আইন ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইন অনুসারে নিবারণচন্দ্র ঘোষ, নলকুমার দে, চন্দ্র বসু প্রভৃতির বিরুদ্ধে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চার্জ্জ সিট দাখিল করা হইয়াছে। প্রকাশ—এই মামলা ট্রাইবুন্যালে বিচার হইবে।

শোক সংবাদ

বহু গনীষীর মৃত্যু

ডাক্তার ও অধ্যাপক এম ঘোষ বয় ৯ই তারিখে কলিকাতাস্থ শ্যামডাঙ্গন রোড় বাস ভবনে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইনি এই বৎসর হইয়াছিল।

১০ই তারিখে সিটি কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ ঘনশিরোগের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

৮ই তারিখে পণ্ডিত যোগেন্দ্রচরণ সাংখ্যবেদান্ত জ্বর ও নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

৮ই তারিখে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্যামমোহন দাস ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

মীরাট মামলার আসামী

মিঃ হাচিনসনের অবস্থা

মীরাট ষড়যন্ত্র আসামী মিঃ হাচিনসন টাইফয়েড রোগে ভুগিতেছেন। তাঁহার অবস্থা শুনিয়া তাঁহার মাতাকে ইংলণ্ড হইতে আনা হইয়াছে।

শ্যামেন্দ্র রায়ের গ্রেপ্তারের জের

আত্মহত্যা নিষেধ

জ্যামনেন্দ্র রায়কে কানপুর জেলে রাখা হইয়াছে—১৭ই তারিখে তাঁহার বিচার আরম্ভ হইবে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না। মাননীয় সদস্য মৃত মিসেস সিমনারকে ভারত হইতে নির্ব্বাসন করা হইয়াছে—১২ই তারিখে তাঁহাকে জানানো পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দু রমণী অপহরণ

সঙ্ঘবদ্ধ দলের কীর্ত্তি

গতকল্য শ্রীহট্ট মহকুমার বরঙ্গবন্দ গ্রাম হইতে অপগতা শ্রীমতী প্রতিভাবালা দাসকে অনুসন্ধান করিবার সময় প্রায় ৩০টী অপগতা রমণীর পৌঁছ পাওয়া গিয়াছে। গত তিন চারি বৎসর ধরিয়া এই সকল স্ত্রীলোককে করিমগঞ্জ মহকুমার পাথোরিয়া পরগণা এবং দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমা হইতে সরান হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে আরও অপগতা স্ত্রীলোকের সন্ধান মিলিবার সম্ভাবনা আছে। ইহার পশ্চাতে এক সঙ্ঘবদ্ধ দল আছে বলিয়াই মনে হয়।

ঢাকায় সশস্ত্র ডাকাতি

সারস্বত সমাজের টাকা লুট

ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে বাঙ্গলার লাট সাহেবের সভাপতিত্বে সারস্বত সমাজের সমাবর্ত্তন সংস্কার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু পণ্ডিত সঙ্গত টোলার সারস্বত সমাজ ভবনে আগমন করেন। সমাবর্ত্তন সংস্কারের পর পণ্ডিতগণ সাদ্বৃত্ত সমাজ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের পুরস্কারের টাকা লইতেছিলেন—এমন সময় তিনজন যুবক পিস্তল হস্তে প্রবেশ করিয়া টাকার থলি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

"হর হর মহাদেও"

বিচারের ফল

"হর হর মহাদেও" নামে হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মধুসূদিন ভোদকার এবং মুদ্রাকর সুন্দররাম ১৪৩ (ক) ধারামতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে চারি মাস এবং তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কলেজ মাঠে গোলমাল

খেলার মাঠ লইয়া দাঙ্গা

মেডিক্যাল কলেজের মাঠ লইয়া এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ—গত ১ই তারিখে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত ভারতীয় ছাত্রদল মাঠে ফুটবল খেলিবার দাবী করে কিন্তু এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাত্রগণ তাহাতে কর্ণপাত করে না—উপরন্তু সকলকে অপমান করে। তাহারা পরে এই ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হয়। ৮ই তারিখে প্রাতঃকালে উভয় দলে মারামারি হয়—ফলে ভারতীয় পক্ষে ৫ জন এবং অপর পক্ষে ৯ জন আহত হইয়াছে। মেসরা বে বিপদ মিটাইতে গিয়া আঘাত পাইয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ

বাঙ্গালীকে নিয়োগ

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল জে নি কোয়াক্‌কে ভারত সরকারের কাজে নিযুক্ত করাতে রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন তাঁহার স্থলে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

পেপস Peps
সেই শ্বাসগ্রহণে নেব্য প্রসিদ্ধ বটীকা
যদ্দ্বারা সর্দ্দি, কাসি, গলক্ষত, ব্রংকাইটীস হাঁপানি, প্রভৃতি আরোগ্য হয়।



পেপস বটীকায় অমোঘ শক্তিশালী পাইন বৃক্ষের তৈল এবং অন্যান্য ভৈষজ সামগ্রী আছে যাহা মুখ গহ্বরে নীত হইলে উহা লব হইবার সময় শান্তিকারক বাষ্প নির্গত করে। এই পেপস বটীকা নিয়ত বাষ্প বুক ও ফুসফুসের গভীরতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া শ্বাসপথ সমূহ রোগ জীবাণু মুক্ত করিয়া দীর্ঘায়ু শান্তি করে। হয়, শ্বাসগ্রহণ সহজ হয় এবং ফুসফুস বুকের এদাহ নিবারণ হয়। সমস্ত ঔ বিক্রেতা, এক টাকা মূল্যে বোতল বিক্রয় করিয়া।

সাপ্তাহিকী

কংগ্রেস সম্পাদক আহত

মদের দোকানে পিকেটিং

বোম্বাই চারণী রোডের এক মদের দোকানে পিকেটীং চলিতেছিল এবং তাহা দেখিবার জন্য বহু লোক জমায়েৎ হইয়াছিল। মদের দোকানের প্রতি মহাশত্রুতিসম্পন্ন লোক এবং জনতার সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে ১৫ জন আহত হয়। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক মিঃ আবেদালী জনতাকে শান্ত করিতে গিয়া পায়ে গুলীর আঘাতে আহত হন এবং তাঁহার মাথাতেও লোহার বোতলের আঘাত লাগে। হাসপাতালে তাঁহার পায়ে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি

অঙ্কশাস্ত্রের ঐন্দ্রজালিক সোমেশ চন্দ্র বসু নোয়াখালী অঙ্কশাস্ত্র হাই স্কুলে তাঁহার প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগ্নাংশ দশমিক এবং পৌনঃপুনিক সমেত ছইখানি বড় অঙ্ক তাঁহাকে সরল করিতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি একটী ৪৪০ মিনিটে ও অপরটী ৩ মিনিটের মধ্যে মনে মনে কষিয়া সঠিক উত্তর দিয়াছিলেন।

কারাগারে উল্লাসকর

হাতলওয়ালা লাঠিতে বিপদ

বোমার যুগের উল্লাসকর দত্ত সাইকেলে ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়া পভিচারীতে কিছুদিন অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে লোহার হাতলওয়ালা লাঠি ছিল বলিয়া তাঁহার ১৫ দিন জেল হইয়াছে। জেল হইতে বাহির হইবার পর তিনি ছই বৎসর কাল পভিচারীর ভিতর প্রবেশ করিতে পাইবেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—১৫ই তারিখে শ্রীঅরবিন্দের জন্মের দিন উৎসবে যোগ দিবেন—সেই জন্য আবেদন করিয়াছেন।

গাইকে হত্যার জের

কলিকাতায় খানাতল্লাস

গার্শিক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সরকার বাই হেন এবং চাঁৎপুর স্পারে ছইটী মেসে পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে। তিন জন লোককে থানায় লইয়া গিয়া তাহাদের বিবৃতি লিখাইয়া লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

শশিচন্দ্রের মাতা

অর্থ পূরণ দাবী

[illegible] করিত জমীদারের [illegible]। যে সকল পুলিস কর্ম্মচারী গুলী চালাইয়াছিল, তাহাদের নামে জমীদারের মাতা ১২২০৲ টাকার দাবী করিয়া নোটীশ দিয়াছেন। যদি এক মাসের মধ্যে এই ক্ষতিপূরণ না করা হয় তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হইবে।

পুস্তক বাজেয়াপ্ত

বাংলা সরকারের ঘোষণা

Drug জন্য রক্ত চাই" নামক ইংরাজী ইস্তাহার 115/2, নামে বাংলা পুস্তিকা বাংলা সরকার করিয়াছেন।

মহাত্মার বিলাত যাত্রা

বোম্বাই গভর্ণরের পত্র

১১ই তারিখে প্রাতে মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই গভর্ণরের পত্র পাইয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম প্রকাশ না পাইলেও তাহা যে সন্তোষজনক হয় নাই তাহা বুঝা যায়। প্রকাশ—সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ হয় নাই এবং গুজরাটে রাজস্ব আদায় সম্পর্কে সাধারণ আইন প্রয়োগ করা হইয়াছে, কোনরূপ স্বতন্ত্রতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই—ইহাই নাকি পত্রের মর্ম্ম। এই ব্যাপারে মহাত্মাজীর বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে সংশয় উঠিয়াছে। বোম্বাই গভর্ণরের অসন্তোষজনক উত্তরের কথা মহাত্মা বড়লাটকে এবং মিঃ ইমার্সনকে জানাইয়াছেন এবং যাহাতে তাঁহার লণ্ডন যাত্রা সম্ভবপর হয় তাহার জন্য বড়লাটকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার গমনে বাধা পড়িলে সম্ভবতঃ গান্ধিত মালব্য এবং শ্রীযুক্তা নাইডুরও যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। এক শান্তি বোর্ড গঠন করিবার কথা মহাত্মা প্রস্তাব করিয়াছিলেন—তাহাও মঞ্জুর হয় নাই। মহাত্মা গোল টেবিলে যোগদান করিবেন কি না এইরূপ জল্পনার দরুণ ব্যবসায়ী মহলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে—সেয়ার, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদির দর নামিয়া গিয়াছে। সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস গোলটেবিলে যোগ দিবেন না স্থির করিয়াছেন।

"চম্পা সাড়ী"

এক সপ্তাহ এমন চমৎকার ফেরী সাড়ী হয় ধারণা করা যায় না, ৮ পূজায় প্রিয়জনকে উপহার দিতে ভুলিবেন না, শুধু সাড়ী ৫৲, লিস সমেত ৬৷৹ নমুনার জন্য পত্র লিখুন।

মৃণালভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি,এ,
বিহার সিল্ক সিণ্ডিকেট, ভাগলপুর সিটি।

(৮৬)

৫০০৲ টাকা পুরস্কার

মহাত্মা প্রদত্ত খেত কুষ্ঠের অব্যর্থ মহৌষধ : এক দিনে আরোগ্য না হইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। যাহারা আমাদের শ্বেত ও হাকিমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই দৈব প্রদত্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। ভগ্নহীন এমাণীত হইলে উপরোক্ত ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মূল্য ছই টাকা।

শ্রীঅখিলকিশোর রায়
পোঃ কাটরা সরাই নং ১ (মুঙ্গের)

HEDRIN
EXTRACT HEDYOTIS AURICULARIA
CURES
CHOLERA
DYSENTERY & DIARRHŒA

কলেরা রোগের আশোঘ-প্রতিকার, প্রতিষেধক, বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ঔষধ।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিনা ইনজেকসনে মুখে সামান্য ব্যবহার করিলে ভীষণ কলেরার আক্রমণ হইতে নিরাময় হয়।

"হেডরিণ" একটী অমূল্য অব্যর্থ ঔষধ ইহাতে আশাতীত (রক্ত ও শ্বেত) উন্নতিময় (নূতন ও পুরাতন) মূর শীঘ্র হারাভাবে আরোগ্য হয়।

মারত্মক পাকস্থলীর পীড়ার পক্ষে এবং শিশুদিগের পেটের পীড়ার পক্ষে অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ।

"হেডরিণ" সর্ব্বদা হাতের কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। চলিত আকারের মূল্য ১৸০ এবং ৩৲ ডিসপেনসিং সাইজ ১২৲।

সমস্ত ঔষধের দোকানে এবং থিথ ব্যানিষ্টার কোং লিঃ, কলিকাতায় পাওয়া যায়।

একমাত্র ভিক্টী বিউইরস—নাথ এণ্ড কোং, মাদ্রাজ।

[২২]

বিনামূল্যে!! বিনামূল্যে!!

স্বর্ণ-কবচ

ত্রিপুরেশ্বর গুরু শ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর রাজভবনে অনেক নিঃস্বদিগের সন্তানার্থে প্রদত্ত যে কোন জটিল রোগের হস্তারক একমাত্র ভরসা এই স্বর্ণ কবচ বহু রোগে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। রোগের নামসহ পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে পাঠান হয়। ইহাদ্বারা স্বর্ণকবচেই ঔষধ পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়।

শক্তিভাণ্ডার চিকিৎসালয়
পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)

ব্যর্থ-কনট্রোলার

বিফলে ফিরুন মূল্য ফেরত

এই ঔষধের গুনে সংসারের নানা বিষয়ের মত গর্ভও আপনার আয়ত্ত হইয়া গেল। এই ঔষধ ৯টু মতী হইয়া খাইতে হয়। যে ঋতুতে খাওয়া হইবে ৯ মাসে গর্ভ কিছুতেই হইবেনা। বছরিন ব্যবহার করা হইবে তত দিন গর্ভ সঞ্চার খণ্ডিত থাকিবে। আবার ঔষধ বন্ধ করিলেই গর্ভ হইবে। ঔষধের বিশেষ গুন, স্বামীসহ বাস নিষিদ্ধ নহে অথচ সন্তান হানি হয় না। ছয় মাসের ঔষধ ১৸০ সাতানিকা এক বৎসরের ঔষধ ২৸০ আড়াই টাকা, মাশুল সতন্ত্র।

দি এ্যাংলো আয়ুর্ব্বেদিক হোম
১৭০নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



নিদ্রাহীনতা দূর করুন।

গুলবাহার তৈল

একমাত্র উপায় মাথার ঠাণ্ডা রাখা—নিদ্রাহীনতার দূর করা—আপনার নিদ্রাহীনতার একমাত্র ঔষধ।

জগদ্বিখ্যাত বলকর খাদ্য প্রানাটোজেন ব্যবহার করিয়া সঙ্কোচে আপনি ঐ দুর্ভাবনা দূর করিতে পারেন। আয়ু সকল বলবান করিবার উপাদান প্রানাটোজেনের যথাযথ ভাবে আছে।

লণ্ডনের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক লিখিয়াছেন :—

"দৌর্ব্বল্য বাস অনিদ্রা আমার একটী রোগীকে মিলক ডায়েট হুকুম করিয়াছিল, তাহার চিকিৎসায় ঔষধ হয় নাই কিন্তু প্রানাটোজেন ব্যবহার করিবার এক পক্ষ কাল পরে উপরোক্ত দুর্ভাগ্য হইতে এবং ক্রমশঃ স্বাভাবিক নিদ্রা হইতে পারিল।"

সাধারণ অবস্থায় প্রানাটোজেন ব্যবহারে আপনার আশাতীত ফল পাইবেন। এবং পুনরায় আপনি আমাদের গাঢ় নিজা উপভোগ করিতে পারিবেন। অদ্যই আমাদিগকে এক বোতল ক্রয় করুন।

SANATOGEN

একমাত্র বলকর খাদ্য

সমস্ত ঔষধের দোকানে ও বাজারে পাওয়া যায়। আনাটোজেন মুক্ত কালীন বলবার্ধা পূর্ণ হয় না।

ভারতের বৃহত্তম বীমা-কোম্পানী

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

জীবনবীমা, অগ্নিবীমা, নৌবীমা, দুর্ঘটনা-বীমা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বীমার কার্য্য করিয়া থাকে।
নিউ ইণ্ডিয়ার জীবনবীমা বিভাগ প্রথম দুই বৎসরেই এককোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বীমার কার্য্য সংগ্রহ করিয়া এককোটী দশ লক্ষ টাকার পলিসি বিতরণ করিয়াছে।

ভারতীয় অন্য কোনো কোম্পানী এ-পর্য্যন্ত প্রথম দুই বৎসরে এত কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

এস জে এফ রিভার্স
ম্যানেজিং ম্যানেজার

কলিকাতা আফিস :—
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ এস সি রায়
চীফ সেক্রেটারী

ঘোষ ব্রাদার্স—ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

জুয়েলারি ম্যানসন্,—১১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা।
আমরা স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রস্তুত-কারবারে মুগাতর আনয়ন করিয়াছি
আমাদের প্রস্তুত গহনা—

ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট পুনরায় বিক্রয় করিলে আমরা পান-নয়া বাদ না দিয়াই গিনি সোনার দামে খরিদ করি।

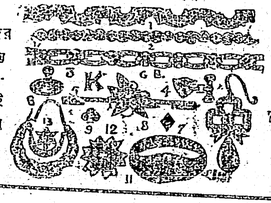

ইহাই কি আমাদের সততার অগ্নি-পরীক্ষা নয়?

দুই (৵০) আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ক্যাটালগ পাঠাই।

কবি শিবরাম চক্রবর্ত্তীর কাব্যগ্রন্থ

বাংলার সুধী সমাজ, ভাবের অভিনবত্ব ও প্রকাশভঙ্গীর ছন্দায়নের আলোচনা করিয়া সুপরিচিত সমালোচক অধ্যাপক ডাঃ বনিহারীনেন "বাংলাকাব্যে শিবরামের সংগীত নাই" এবং Liberty কাব্যগাথা অসম্পূর্ণ থাকিবে; এবং এই কবির দৃষ্টিতে না দেখিলে আপনার আজকের জীবন ও পরশের খানা সম্পূর্ণ হইবে না।

আনুষ—১৷৹

এই কাব্যের মধ্যে মানুষের নবরূপ ও নূতন পরিচয়—যে মানুষ বিধাতার চেয়ে বড় অথচ যে মানুষের কোনই মূল্য নাই, যে মানুষ বিধাতাকে ও জগতকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে চায় অথচ যে নিজের অন্তরের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিতে অক্ষম, যে মানুষ আকাশের স্বপ্ন দেখে অথচ যাহাকে পদে পদে মাটির ঋণ শোধ করিতে হয়।—"ওনর মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

চুম্বন—১৷৹

প্রেমের কবিতা, কিন্তু প্রেমের কবিতা বলিতে সাধারণতঃ যে একঘেয়ে যা হুতাশ বোঝায় চুম্বনের কবিতাগুলি তা থেকে স্বতন্ত্র। প্রেমের, সৌন্দর্য্যের, সম্ভোগের যে নূতন সুর এই কাব্যে শুনিবেন সেই বিশেষ সুর বাংলার আর কোনো কবির কাব্যে নাই; তাঁহার অভিনবত্ব ও আবেগ আপনাকে অভিভূত ও অনুভাবিত করিবেই। যাহারা যৌবন ও জীবনকে ভোগ করিতে সার্থক করিতে চাহে তাহাদের জন্যই এই কাব্য,—অপরিণত মন, বয়স্ক শিশু বা নাবালকদের জন্য নহে।

আজ এখন আগামী কাল—১৲

আধুনিক যুগবিশ্বের আত্মাদিকে—নূতন চিন্তা, নব মনস্তত্ত্ব, নবীন বাণী। প্রাচীনপন্থী রাষ্ট্রনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও গতিহীন ধর্ম্মের প্রতি নির্ম্মম আঘাত ও অর্থহীন ব্যঙ্গ—ভাবী কাল ও ভাবী সমাজের ইঙ্গিত। প্রবেশ রচনাকে চিত্তোদ্দীপক অথচ পরম উপভোগ্য করিতে শিবরামবাবুর লেখনী অদ্বিতীয়। অনাগত যে যৌবন শক্তি আজ ভারতের ইতিহাস ভাঙ্গিয়া গড়িতে চাহিতেছে তাহার অব্যক্তিত চিন্তাধারার পরিচয় পাইতে এই বই পড়া দরকার

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫, কলেজ কোয়ার, কলিকাতা।

ইউনিপ্যাথি

অকৃত্রিম সহজ, সুলভ ও সুন্দর ফলপ্রদ চিকিৎসা আর নাই। মফস্বলে পত্রযোগে শিক্ষা ও পরীক্ষান্তে ডিপ্লোমা প্রদত্ত হয়। ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।

ইউনিপ্যাথিক মেডিসিন কোং, ১২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অতি সুলভে হোমিও ডিপ্লোমা

কল্পনাও করা যায় না, অথচ এত সুলভ নাই

নিয়মাবলী জন্য আনার ষ্ট্যাম্প ভাকটিকেট।

ডাঃ—খান (নেপ) মুলতান, পাঞ্জাব।

যদি স্ত্রীর স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে চান ও বহু সন্তান হওয়া বন্ধ করিতে চান তবে নিষ্প্রভ মহৌষধ সেবন করান

BIRTH CONTROL

মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা। প্রসিদ্ধ ফত ফিকিৎক—এম, সে ১৪৷১নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি

পরিবর্ত্তিত নিয়ম

এতদ্দ্বারা আমাদিগের বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন এজেন্টদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, যে সপ্তাহে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন "নবশক্তি"তে প্রকাশিত হইবে, সেই সপ্তাহের সোমবার বেলা ৪ ঘটিকার মধ্যে তাঁহারা যেন বিজ্ঞাপনের নমুনা (নূতন অথবা পুরাতন) আমাদের বিজ্ঞাপন বিভাগে পাঠাইয়া দেন এবং বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে অথবা বিজ্ঞাপন ছাপা হইবার পূর্ব্বে নমুনা দেখিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনের 'কপি' পাঠাইয়া দেন।

২। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তনের তারিখ হইতে ১০দিনের মধ্যে তাঁহারা যেন স্ব, ব্লক ফেরৎ লয়েন; কারণ ব্লক বহুদিবস অব্যবহার্য্য ভাবে পড়িয়া থাকিলে নষ্ট হইবার বা হারাইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

৩। কোন বিজ্ঞাপন বর্জ্জাইস টাইপে ছাপা হয় না, এজন্য কেহ অনুরোধ করিবেন না।

৪। বিজ্ঞাপনদাতাগণ তাঁহাদের কাগজ যে সপ্তাহে না পাইবেন, তাহার পর সপ্তাহের সোমবারের মধ্যে উক্ত কাগজের জন্য আমাদের অফিসে জানাইলে আমরা ঐ অপ্রাপ্ত সংখ্যা পাঠাইবার সাধ্যমত ব্যবস্থা করিতে পারি, বিলম্বে কোন প্রকার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়।

সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য কাগজ লাঠান হয় না

ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্র, টাকা, চেক প্রভৃতি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার, নবশক্তি
বিজ্ঞাপন বিভাগ।

কলিকাতা, ২৪শে শ্রাবণ।
সন ১৩৩৯ সাল।

লক্ষ্মীশক্তির
নূতন ভবন
=লিবার্টি হাউস=
৬২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
—ঃ টেলিফোন ঃ—
সম্পাদক—বড়বাজার ২৫৩৯।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বড়বাজার ২৪৮৬।
বিজ্ঞাপন বিভাগ—বড়বাজার ২৫৫৩।

আমেরিকান ষ্টাইল

পোর্টেবেল অরগ্যান

ষ্টাইল নং ৪এ

চার অক্টেভ, "সি" হইতে "সি" ২ সেট রীড, ডবল বেলো, মী-সোয়েল, মেহগ্নি পালিশ, বাক্সের মধ্যে ভাজ করিয়া রাখা যায়।

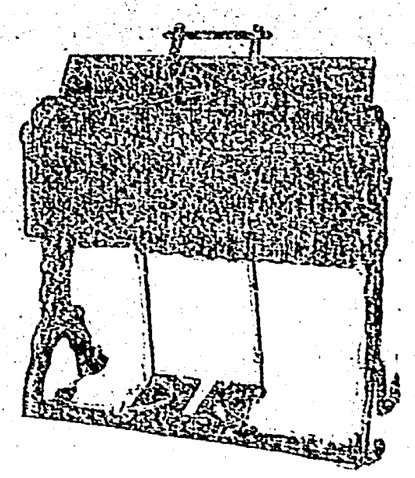

কেস, তালা চাবি প্রভৃতিসহ—মূল্য ১৫৫৲ টাকা।

অরগ্যানের বিস্তারিত তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম. এল. সাহা লিঃ

৫।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট] কলিকাতা [৭।স. লিণ্ডসে ষ্ট্রীট।

শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ

—মুসোলিনী—

(ফ্যাসিজম্ ও নব্য ইতালীর ক্রম বিবর্ত্তনের বিশদ পরিচয় ফ্যাসিজমের নীতি ও ঐতিহাসিক ভিত্তি, নব্য ইতালীর রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে বাহির হইল। ১৬৫ পৃষ্ঠার বই—ছাপা ও বাঁধাই মনোরম—সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত ও সমাদৃত। দাম—১।০

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

—শেলী—

(জীবনী-উপন্যাস)

চির-বিদ্রোহী কবির রহস্যময় জীবনীকে সুপরিচিত লেখক ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্ব ছন্দে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছেন। দাম—১॥০

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমরা ও তাঁহারা

(কথোপকথন) দাম—১।০

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

সাড়া

(সুবৃহৎ উপন্যাস)

দাম—২৲

শ্রীঅচিন্ত্য সেন

প্যান

(উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ)

দাম—১॥০

গুপ্ত ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ব্যবহারে ও উপহারে



কুন্তলীন

অপরিহার্য্য কেশ তৈল

সুবাসিত—	১৲
পদ্মগন্ধ—	২।০
জুঁইগন্ধ—	২৸০
গোলাপগন্ধ—	২৸০
চন্দনগন্ধ—	২৸০
বোকেগন্ধ—	৩।০
ভায়লেটগন্ধ—	৩।০

ভারতবর্ষে আমরাই প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈলাদি—প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুতকারক

[পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ ও মূল্য তালিকা পাঠাই]

এইচ, বসু, পারফিউমার, ৬১নং বহুবাজার, কলিকাতা।

তিনটী

প্রসিদ্ধ অক্ষর

এল,

ও,

বি,

যাহা আরামের সংবাদ বহন করে।

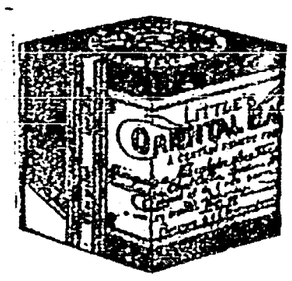

বিনামূল্যে॥ বিনামূল্যে॥

স্বর্ণ-কবচ

ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর রাজভবনে জনৈক জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসীর প্রদত্ত যে কোন জটিল রোগীর হতাশের একমাত্র ভরসা এই স্বর্ণ কবচ বহু রোগে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত রোগের নামসহ পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে পাঠান হয়। তৈয়ারী স্বর্ণকবচেই ঔষধ পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়।

শক্তিভাণ্ডার চিকিৎসালয়

পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)

মৃতদেহে প্রাণদান

ভাওয়ালের মৃত রাজকুমারের পুনর্জ্জীবন দাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগা প্রদত্ত "এজন্টো ডাইনা" সেবনে হাঁপানি ও যক্ষ্মা (থাই) সারিবেই। এক দিনেই উপশম, ফলের জন্য গ[illegible] শিশি ২॥০। ডব্লিউ ডাই এণ্ড কোং (নব) [illegible] ঢাকা।

ছোট ক্রিমির যম

শিশুদিগকে ক্রিমির ভীষণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করুন, হনিটোন ব্যবহারে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন।

ডাক্তারি কবিরাজী কিছুতেই ছোট ক্রিমি মরেনা। এই ঔষধে কোনরূপ অপকারী পদার্থ নাই। ইহা খাইতে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু, বালক দলের খাইবার খুব সুবিধা। মাত্র ৪।৫ দিন ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। তিন তোলার মূল্য ৪০ আনা মাত্র, ভিঃ পিঃ ৸০ বার আনা ডাকমাশুল সমেত ৩টি একত্রে মাশুল সহ ১৷৷০ টাকা, কমলা ড্রগস হাউস, ৭৪।৪, হরিশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, [illegible]পুর

এজেণ্ট আবশ্যক

সমস্ত বড় বড় কেন্দ্র সমূহে উচ্চশ্রেণীর পবিত্র স্বদেশী সিগারেট বিক্রয় করিবার জন্য এজেণ্ট আবশ্যক। বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য লালুভাই জয়চাঁদ শা ১২[illegible], নাগদেবী ষ্ট্রীট, বম্বে, ঠিকানায় আবেদন করুন।

নবাবী রতি শক্তি

৫৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট

বিজলী

৩য় বর্ষ | শুক্রবার ৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৮, ইং ২৪শে জুলাই ১৯৩১ | ১১শ সংখ্যা

সূচী-পত্র

১। সম্পাদকীয়— পৃষ্ঠা ১
২। কবি কার্ল মার্কস্ ও সমাজতন্ত্রবাদ— শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাত্র বি এ ,, ২
৩। বিদেশীয়া—ওয়েষ্টমিন্স বয় ,, ৪
৪। সাহিত্য সমালোচনা— ,, ৪
৫। শৈলজা বাবুর সাহিত্য সাধনা— ,, ৫
৬। ফুনিয়া সঙ্গীত—যমুনীভূষণ বসুরা ,, ৬
৭। বিচিত্রপুর বৈঠকে (গল্প)—নৈরাস্থোবকুমার ঘোষ ,, ৭
৮। মাদার টং (গল্প)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত ,, ৮
৯। [illegible] (গল্প)—শ্রীশিশিরবিন্দু মজুমদার ,, ৯
১০। [illegible] (গল্প)—শ্রীমতী করুণা দেবী ,, ৯
১১। [illegible] (উপন্যাস)—ভবানী মুখোপাধ্যায় ,, ১০
১২। ভবিষ্যৎ (ঐ)—শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ,, ১১
১৩। জলকে যাব (কবিতা)—শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ ,, ১২
১৪। [illegible] শ্রীনবীনচন্দ্র (কবিতা) শ্রীনবীন হাজী ,, ১২
১৫। বন্যা-ত্রাণ (কবিতা)—শ্রীসুকোমল বসু ,, ১৩
১৬। অনুরোধ (কবিতা)— শ্রীযশোদাকুমার চক্রবর্ত্তী ,, ১৩
১৭। ঘাঁটি (কবিতা)—শ্রীওয়েষ্টমিন্স বয় ,, ১৩
১৮। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"—শ্রীঅনিল নিয়োগী ,, ১৪
১৯। স্ট্রাইক পট— "বজ্রশেখর" ,, ১৫
২০। প্রমোদ—(ক) শ্রীশিবাকণাণি রায় চৌধুরী বি. এস. সি ,, ১১
(খ) শ্রীশৈলেশচন্দ্র মৈত্র ,, ১৬
(গ) শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী ,, ১৬
(ঘ) শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ,, ১৬
২১। প্রতিধ্বনি ,, ১৮
২২। শিক্ষা বিস্তার ও সমিতি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ,, ১৯
২৩। মেঘদূত— "বিজলী" ,, ১৮
২৪। সাপ্তাহিকী— ,, ২০

গ্রাহক ও লেখকদের প্রতি

১। নবশক্তি প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।
২। সহরে ও মফস্বলে সর্ব্বত্র প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা। বার্ষিক মূল্য চারি টাকা মাত্র।
৩। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার, নবশক্তি, ১১, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।
৪। প্রবন্ধাদি সম্পাদক নবশক্তি, ১১, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।
৫। প্রবন্ধাদি মনোনীত না হইলে ফেরৎ দেওয়া হয় না—কেবল ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকিলে তাহা লেখকদিগকে ফেরৎ দেওয়া হয়।

পরিত্যাগ কর বিপ্লবীর খোলস!

নির্য্যাতন কৌলিন্য—এই তোমার বড় কথা নয়। যে আভিজাত্য, যে শ্রেষ্ঠত্বের অনধিকারকে তুচ্ছ করে তুমি তাকে অক্ষু-প্রতিষ্ঠ করবে বলে স্পর্দ্ধা করেছিলে, কিশোরের মনোরম কল্পনায় চির-প্রতিষ্ঠের যে মামুলী ধর্ম্মকে চূর্ণ কর্বো বলে বৈপ্লবিক ইতিহাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলে, সেই আভিজাত্য, সেই শ্রেষ্ঠত্ব সেই চির-প্রতিষ্ঠায় অহমিকাই যেন তোমায় আজ পেয়ে বসেছে নির্য্যাতন বিলাসী বন্দিবন্ধু থাক বিপ্লবী! চরিত্রের আত্ম-সংশোধন কর, অথবা পরিত্যাগ কর কর্ম্ম ক্ষেত্র।

পরিত্যাগ কর! ভোগবিলাসীর আরামের খোরাক, ভোগবিলাসীর ভোগ কর্ম্মীর গুপ্তপোষক, ভোগ বিলাসীর পরকে বঞ্চিত কর্ম্মীর কুৎসিৎ সঙ্কীর্ণতা যদি অতিক্রম করে সাধন পথে অগ্রসর হতে না পার, পরিত্যাগ কর বিপ্লবীর খোলস। প্রকটিত কর আপনার স্বরূপ। মিশে যাও সেই গতানুগতিকের দলে যাদের জন্য তোমার উদয় ধূলিসাৎ যাটিবে বলে উদ্যত হয়ে রয়েছে।

সেবা: একচেটিয়া অধিকার তোমাদেরই নয়। কর্ম্মের একচেটিয়া শক্তি কিছু একজনারই থাকে না চিরদিন। চিত্ত বিকৃত হয়, দেহও অক্ষম হয়, সেবা ধর্ম্মের বৈপ্লবিক ক্রিয়া ও পদ্ধতিকে ওজন করে চুল চেরা বিভাগ ও বিচার করে দেখবার প্রবৃত্তি আসে। কারুর চাঞ্চল্য যখন কমে যায়, মানসিক চাঞ্চল্য তখন মনকে পেয়ে বসে। নব-কিশোরের দল তাদের অসম্পাদিত ও কু-সম্পাদিত কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দেখে অকর্ম্মের হিংসায় বাতিল কর্ম্মীর চিত্ত বিকৃত হয়ে ওঠে, ঈর্ষান্বিতার ফলে প্রকটিত হয় নীচ ও ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা। এরূপ কর্ম্মী যে—তার কর্ত্তব্য হবে আপন অপদার্থতা ধরা পড়তেই সুপবিত্র কর্ত্তব্য থেকে আপনাকে সরিয়ে ফেলা।

তোমরা আপনাকে সরিয়ে ফেলতে চাও না! চাও আপনার নিষ্ফল ক্লীবত্ব দিয়ে বুদ্ধ ক্ষয় করতে। পথ চাও না তোমরা পরিত্যাগ করতে। কর্ম্মের আভিজাত্য গৌরব দিয়ে পথ আগলে তোমরা জাতির অগ্রগতি রুদ্ধ করছ। যাও! গিয়ে বিশ্রাম কর! ত্যাগ করেছ যথেষ্ট। এই প্রয়োজন তোমার ক্ষেত্রে। নিষ্ফলের অশান্তি তোমায় আর সহ্য হবে না—তুমি আজ শান্তির কাঙাল। দেশ ও জাতির চাইতে এবার তোমার উপাস্য স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় ও স্বজন। যাও—তুমি বিশ্রাম কর।

কর বিশ্রাম! লও বানপ্রস্থ! আসুক নবীন কর্ম্মী নবোৎসাহে ঠেলে ফুলে, বাহিরে তাদের নতুন শিক্ষা, ধ্বনিত করে নতুন জয় নাদ! প্রাণের দীক্ষা নিয়ে এসেছে তারা। এসে পথে অপেক্ষা করছে। পথ পরিত্যাগ করে গিয়ে বিশ্রাম কর। নবীন কর্ম্ম ও ভাব বিপ্লবে প্রবীণদের বিচক্ষণতার চাইতে নবীনের ভুল করাও যথেষ্ট দামী—এ কথা তোমরা আগে বুঝতে আর কেন তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।

রাজযক্ষ্মা গ্রস্ত! সর্ব্বত্যাগীর ভোগলিপ্সা এমনি ভয়ানক!

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র

ভারতের নেতা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সরকারের দেহত্যাগে বাংলা দরিদ্র হ'ল। বাংলার ছাত্রদের তিনি বড় প্রিয় ছিলেন। চরিত্রে, ত্যাগে, ঔদার্য্য ও দেশাত্মবোধে তাঁর তুলনা চাকায় ছিল না। এডুকেশন কলেজের অধ্যাপক পদ ত্যাগ করে তিনি দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত চাকা ন্যাশনাল কলেজের জন্য শেষ পর্য্যন্ত অশেষ শ্রম করে এসেছেন। বাংলার সমাজ জাতীয় বিদ্যালয় সংগঠন ছেড়ে দিয়ে ছিল, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র তার প্রিয় প্রতিষ্ঠান আঁকড়ে পড়ে ছিলেন। বোধ হচ্ছে মৃত্যুকে সে পুত্র শচীশচন্দ্রকে তিনি দেখতে পান নি! কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে গবর্ণমেণ্টের কাছে পিতাকে শেষ দেখা দেবার জন্য শচীশচন্দ্র অনুমতি চেয়েও জবাব পান নি। এই ত্যাগশ্রেষ্ঠ! মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত্ত।

ওদের পাদরী প্রচার

বিলাতিতে "The Touch of Healing" নামে এক পাদরী পুঁথি সমালোচনা বেরিয়েছে। বইখানিতে অক্রিশ্চানদের বর্ব্বর করে আঁকা হয়েছে, আর পাদরী প্রভুদের অঙ্কিত করা হয়েছে দেবতা করে। অনেক কথার কসরতের পর একস্থানে লেখা হয়েছে "যে ভারত নির্ম্মম, তাহাকে সাহায্য করা ভারতবাসীর স্বভাব বিরুদ্ধ। খুঁজে খুঁজে আবার উদাহরণও দেওয়া হয়েছে। ভারত দরিদ্র। দরিদ্র বলেই পরিচ্ছন্নতার আড়ম্বরে সে রিক্তে ক্ষত আবৃত করতে পারে না। আর ধর্ম্মের পোষাক পরা এই সব নির্ম্মম পাদরী ঐ কত ফুলে এসে ঘিয়ে আঘাত করে।

রবীন্দ্রনাথ ও মিশনারী

কিন্তু কেন করে তা? কেন করে তার জবাবে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি এক বন্ধু মিশনারীকে যা লিখেছেন সেই দিকে আমরা এই পাদরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। চিঠি খানি "সিক্ত অবস্থারভারে" ছাপা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তোমাদের পাশ্চাত্য মন বরণ আর অর দিয়েই মেতে রয়েছে। এই যে আপন ধর্ম্মে অন্যকে দীক্ষিত করা এও সেই বৃত্তির একার ভেদ।.....ধর্ম্মবোধে ঘোচায় করার কোনও বাধ্যবাধ্যতা নাই। বড় জগতের এই ধর্ম্মবিশ্বাস আরও ভয়ানক। এতে তোমাদের মনে এই ধারণা জন্মে যে, তোমরা কর্ত্তব্য করে বাচ্ছ, ধারণা জন্মে যে তোমরা অন্য কাজ চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান—বেশী উন্নত...নিজেদের জাতি ধর্ম্ম ও ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব্ব যদি থাকে তবে অপরের মঙ্গল করতে যাওয়ার অর্থ কিছু হয় না।" কিন্তু এই ধর্ম্মবাণীর এক স্তরের মানুষ শোনে না। খৃষ্টান পাদরীরা সেই স্তরের কি না বলতে পারি না।

রবীন্দ্র জয়ন্তী

রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের দ্বারা বাংলায় যে চেষ্টা হচ্ছে তাতে প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে যোগ দিতে হবে। যাঁহারা যে চেষ্টা করছিলেন তার সমর্থন আমরা করেছি। উৎসব যদি কার কর্ত্তার অধিকার থাকে তবে রবীন্দ্র কৃষ্টির উত্তরাধিকারী এই তরুণ ও ছাত্রদের। মূলে উদ্যোগীরা যে আপনাদের বিরাট আয়োজনের মধ্যে তরুণদের একটভাবে কাজ করবার সুযোগ দিয়েছেন এতে আমরা আনন্দিত হয়েছি। কলিকাতায় বাঁরে বাংলার প্রত্যেকটি সহর ও পল্লীতে এই উৎসব কর্ত্তার ব্যবস্থা উদ্যোগীদের করতে হবে. কারণ কলিকাতাকে আমরা বাংলা বলতে পারি না। দুই একটি কলিকাতার বাইরের প্রতিষ্ঠান ছাড়া দেখাদেখি আপনা থেকে এরকম কিছু করতে পারে। তাতে কিন্তু সমস্ত থাকলে চলবে না। বাংলার প্রত্যেকটি পল্লী, প্রত্যেকটি সহর আপন আপন শক্তির অনুপাতে এই ছাত্রীর আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলুন। তারপর বাংলার বাইরের কথা। ভারতের প্রত্যেকটি স্থানে প্রতিধ্বনি উৎসব যাতে হয় তার ব্যবস্থা করাও আমাদের কর্ত্তব্য হবে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের যোগে বাংলার বাইরের চেষ্টা সফল হবে। মোট কথা বাংলায় পরিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এমন উৎসব চাই যাতে নবযুগের যুগদেবতার জয় পূজার সকল স্থানের সব লোকের, সম্প্রদায়ের, লোক যোগ দিতে পারে। আরও চাই বাংলার বাইরের অন্যতম বড় বড় স্থানে রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন। একটু চেষ্টা করলেই তা সিদ্ধ হবে।

বাংলার চুক্তিভঙ্গ কে করেছে?

এক প্রশ্নের উত্তরে গত সোমবার বাংলা কাউন্সিলে মিঃ ডেভিস্ বলেছেন যে বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীরা গান্ধী-আরউইন সর্ত্ত ভঙ্গ করেছে। কিন্তু কোথায় কোন্ কর্ম্ম এই সর্ত্ত কি ভাবে ভঙ্গ করল তার কোন বিবরণ তিনি দিতে চান নি। বলেছেন—সর্ত্ত ভঙ্গের কথা প্রকাশ করলে আরও চুক্তি ভঙ্গ করা হবে। কিন্তু চুক্তিভঙ্গের অন্য রকম সংবাদ আমরা রাখি। মেদিনীপুরে সরকারী লোকরা যে সন্ধি-সর্ত্ত তুচ্ছ করছে সে খবর মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। সরকার একথা কংগ্রেসের জবাব দিন না—(১) আরও কত কংগ্রেস-কর্ম্মী ধরে আটক হয়েছে, (২) আইন-অমান্য আন্দোলনের কত কর্ম্মীকে ধরে দিয়ে তৎকণাৎ অভিযোগে চালান দেওয়া হয়েছে, (৩) বিনা বিচারে জনসাধারণকে কোনও কারণ না দেখিয়ে যাদের বন্দী করা হয়েছে ও হচ্ছে তাঁরা চুক্তি সর্ত্তে মুক্তি পেল না কেন, (৪) আইন অমান্য সংগ্রামের সময় সরকার যাদের অস্ত্রব্যবহারের অনুমতি আবার পেয়েছে কি না, (৫) যাদের সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি আন্দোলনে সময় সরকার কেড়ে নিয়ে গেছলেন আজ তা সব ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না। (৬) আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় যে সব সংবাদপত্রের টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন সরকার তা ফিরিয়ে দিলেন না কেন? কিন্তু জবাব এক দেবে? প্রেস্টিজ্ ত বলে দিলেন.—"I have nothing further to add." কিন্তু জনসাধারণের মনে অনেক কিছু ব্যথা সঞ্চিত হয়ে উঠছে।

বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের অঙ্গীকার পত্র

কংগ্রেস কর্ত্তা ও বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিম্ন প্রতিজ্ঞাপত্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সমর্থন করেছেন—

"আমরা অঙ্গীকার করছি যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত উপদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা—(১) তুলি, সুতলী বা বেশমী কোন বিদেশী বস্ত্র, বিদেশী সুতা থেকে তৈরী কোন কাপড় বিক্রী বর্ত্তা না। (২) যে সব মিল কংগ্রেস সর্ত্ত মেনে নেয়নি তাদের তৈরী কোনও সুতা বা বস্ত্র আমরা কেনা বেচা করবনা; (৩) যদি কোনও বিদেশী সুতা বা সেই সুতার তৈরী কোনও বস্ত্র আমাদের হাতে থাকে তবে তা এদেশে বিক্রী করব না।

কর্ম্মী ও ব্যবসায়ী সবাইকে মনে রাখতে হবে যে এই বস্ত্র আমের সব কিছু প্রতিজ্ঞা পত্রকে বাতিল বলে দিল। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন যে স্থায়ী কর্ত্তব্য এও মনে করিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে নিমলনাথ ইচ্ছা করে এবং ভদ্রলোক ওকালতী করেছিলেন আমরা তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করা কর্ত্তব্য মনে করিনি। বাংলার বাইরে ব্যাপারটা কি চক্ষে দেখা হয়েছে তাই মাত্র উল্লেখ করি। লোকমান্য তিলক প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক "মারাঠা" পত্রিকা (১৯-৭-৩১) বলেছেন—সাংবাদিক, দেশপাণ্ডে ও কুলকার্ণি এঁরা চেয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে আমাষ্টার্ডাম বা মস্কোর শাখা বানাতে। অন্যত্র বলেছিলেন যে, বিদেশী কায় তাঁদেরদাসী আমরা চাইনে; ভারতকে তার নিজের পথ ও পন্থা তৈরী করে এগিয়ে চলতে হবে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুপাতে। এই মত সম্পূর্ণ ঠিক এবং সবারই উচিত এই মতকে সমর্থন করা। বিদেশী পদ্ধতি আমাদের নিতে হবে কিন্তু তাদের কার্য্যপদ্ধতি হুবহু নকল করে বিদেশী একটা সঙ্ঘের হুকুম মেনে চলতে হবে, এটা ঠিক হবে না।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

অমৃতবাজার বলেছিলেন যে যেখানে কার্য্য পদ্ধতিতে আমল নাই সেখানে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংযোগিতা করে চলতে হবে মারাঠা বলেছেন—বোধ হয় দেশের বুদ্ধিমানরা এর সমর্থন করবে। মারাঠা আরও বলেছেন—"We hope that the impatient Labour leaders, fed up with the half-digested Moscow slogans, will not lead the whole labour movement in India to rack and ruin."

মিল না চরকা?

মহাত্মা গান্ধীকে একজন জানিয়েছেন—"করাচী কংগ্রেসে যা প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে খাদি প্রচারের প্রসার কিসে হবে? দেশী মিলওয়ালাদের অনুরোধ করা হয়েছে যে সুতা কাটার সাহায্য করতে কিন্তু যদি মিলওয়ালারা মিলই চালাতে থাকে তা হলে মাত্র শব্দ গঠনেই কি নৈতিক সমর্থন করা হল। আমার মতে নৈতিক সমর্থন তখনি হবে না যতদিন ওঁরা মিল ও চরকার বিরোধিতা বন্ধ আপনাদের সাথে করতে চেষ্টা না করবেন। মিলে চিকন সুতার সস্তা কাপড় তৈরী হতে থাকলে খদ্দর চলবে কি করে। মিলের কাপড়ের দর কমান অর্থ খদ্দরকে হত্যা করা।" কংগ্রেস মিলকে সমর্থন করছেন মাত্র সাইকেল চালনে। বিদেশী বস্ত্রকে অবশ্যই দেশছাড় করতে মিলের সাহায্য অপরিহার্য্য। খদ্দর শিল্প কোন মতেই ভারতের মিল, কারখানা, ইংরাজ, ইটালিয়ান ও অন্যান্য দেশীয় বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। তার জন্যে মিলের সাহায্যে বিদেশী মিলকে প্রথমে কাবু করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী বলছেন—দেশী মিলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে খদ্দরগ্রহীদের ভীত হবার কিছু নাই। খদ্দর ব্যবহার সার্ব্বজনীন হইলেই মিলের প্রয়োজন ফুরাবে।

বেকার সমস্যা ও খদ্দর

খদ্দর ব্যবহার যে সর্ব্বসাধীন হওয়া দরকার তার কারণ দেশ পরিক্রমণ হয়েছে বিদেশী সাপ্তাহিক স্পেকটেটরের (২৭-৬-৩১) প্রকাশিত M. Pennington নামে এক ভদ্রলোকের চিঠি থেকে। ভদ্রলোক বলেছেন—"কানুনে যত দম মহাত্মাই থাক না এতে করে প্রত্যেকের কাজের ("Work for every one") ব্যবস্থা হতে পারবে. কোটী কোটী মানুষের পক্ষে অবিলম্বে না হউক একটু বিলম্বেই আমের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে পড়বে।...মিল সুতা ও পাতলা কাপড় তৈরী করতে পারে, কিন্তু protectionistsরা বলে থাকেন—গরীব দরদের নয়, "Cheapness is not every thing"—বছরে ছয় মাস কাজ দেয়, অবশ্য ঐ নয় মাস, এ কি একটা মস্ত বোকামীর কথা।" খদ্দর নাম শুনলেই যাঁরা চটে যান তাঁদের কথা বহুটি আলোচনা করতে অনুরোধ করি

জুনের বিলাতী বস্ত্র ব্যবসায়

গত জুন মাসে ভারতের মধ্যে বিলাতের বস্ত্র ব্যবসায় কেমন চলেছে তার খবর পাওয়া গেছে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান থেকে (৩০-৬-৩১)—খোলামনের ব্যবসায় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পত্রিকাটি জানাচ্ছে—"No better news was received from India, the expected improvement in demand after the onset of the monsoon failing to materialise. The boycott though non-violent, remained very effective in Bombay and Madras; economic causes were perhaps chiefly responsible for the meagre clearances at Calcutta and the consequent scanty replacements, and the trickle of demand from Karachi was insufficient to bring any relief to producers here."

বয়কট অহিংস হলেও যোগাই ও মাত্রাজে প্রবল হয়েছিল, কলকাতায় যে তার মাল বিকায় নি তার কারণ রাজ্য আর্থিক। করাচী থেকে যে এক আধটু অর্ডার মিলেছে তাতে বিলাতী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের কোনও লাভ হয় নি।

তোড়লমল ও রাজা রামমোহন

কলকাতার Indian Messenger লিখেছেন "এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন নয় যে হিন্দু রাজপুত (অবশ্য তিনি রাজপুত নন—অযোধ্যার ক্ষেত্রী) তোডর মা কেন হিন্দীকে রাষ্ট্রিক করা রাজনী ভাষাকে মোগল সাম্রাজ্যের দরবারী ভাষা করে দিলেন? ॥ নৈতিক প্রয়োজন ছিল বলেই এ কথা বলেছিল। রাজসী চলন হতেই হিন্দুস্থান বড় বড় চাকুরী পাইতে লাগল, সঙ্গে আসা বঙ্গের ইসলামী সভ্যতার আলো! পারসীর মধ্য দিয়ে এলেন মোগল রমণী, বাদেরে।...আরও বেমনি শিক্ষাস্থানে ইংরাজীর চলন সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই হয়েছে। ...রাজা রামমোহন রায় দেখেছিলেন যে ভারতকে আধুনিক করতে হলে ইংরাজী চাই।" রাজা রামমোহনের এই চেষ্টার দান যে কতটা বেশী তিনি ইংরাজ রাজত্বের সুরুতে তা ভাল বুঝা যাবে যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে দেশ করা Grand Despatchই ভাল করে পাঠ করা যায়। ওরা কেউ ছেলে ছেলেন মোগল রাজের বেগে ভারত রাজ্যের ভাষাকে ফেলে সাঁওতালী ভাষায় পরিণত করতে। আমার কেউ জেনেছিলেন যে বুদ্ধিজীবী সভ্যতা স্পর্শ একটা মুসলা জাতকে মোগল রাজ দিল, তারা রাজের পথ এমন অনেক কিছু শক্তি তাজ করে যায় ফলে আর এই রাজ্যত্বার হয় থাকবে না।

ভাষা বিভাগ বনাম ভৌগলিক বিভাগ

ভাষার বাঁধনে মানুষে মানুষে অন্তরঙ্গতা যে হয় এ কথা আমাদের শাসক সম্প্রদায় বুঝতে চাইছেন না। তাঁরা কেন যেন ভেবে ভেবে প্রদেশ ভেঙে মানুষকে গণ্ডীর বাঁধনে বাঁধবার কল্পনা করছে। হিন্দুর জেলায় বেশীর ভাগ লোকই বাংলা কথা বলে, এদের নাকি উড়িষ্যার মধ্যে ঠেলে পাঠান হবে। পাঞ্জাব নীলবর্ণ হয় সিন্ধুকে আপন অঙ্গে-নয় বিচ্ছিন্ন চান। সব উড়িয়া নেতারা কিন্তু এ কথায় সায় দেন নি। বাংলাভাষা ভাষীদের বাংলা থেকে কি করে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এ নিয়ে বিশেষ আন্দোলন হওয়া উচিত। ভৌগলিক ভৌমদীর দোহাই দিয়ে বড় বিশেষ কিছু হয় না, কিন্তু ভাষাগত প্রদেশ বিভাগ ক্ষুণ্ণ হলে তাদের চিত্ত প্রসার অনেক খানি খর্ব্ব হয়ে যায়।

মৌঃ সৌকৎআলি ও মহাত্মা

মহাত্মা গান্ধীকে প্রায়শঃই করেছেন মৌলানা সৌকত আলী। বুদ্ধি তাঁর অতিক্ষীণ সন্দেহ নাই। তা না হলে মহাত্মার মতন শুভেচ্ছা মহাত্মাকে নাম-পাগল, ও "হর" পাগল কেউ কেউ বলে প্রচার করবার স্পর্দ্ধা তাঁর থাকত না। এই মহাত্মার "Big Brother" বলার পূর্ব্বে সৌকৎ আলির নাম ভারত জানত না। আষাঢ় খেয়ে দিন কয়া করেছেন, তাঁকে ছোট করতে চাইলেই তিনি ছোট হয়ে যান না। মৌঃ সৌকৎ আলি সদর্পে বাহির করেছেন—"Surely I have greater right..... to speak for Muslims than Mahatma Gandhi has the right to represent the people of India or sit like an impartial judge and give judgement on others," এই বাণীবার মহাশয়ের দাবী যদি ভারতের গোটা মুসলমের দাবী হত তবে অন্ততঃ নিখিল বাংলা জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলন তাঁর তাতোয়া হলা অগ্রাহ্য করত না। মৌলানা আজাদ, মৌলানা আবদুল গফুর, মৌঃ আক্রাম খাঁরের, ডাঃ মাসান ইমাম, ডাঃ আনসারী, মৌঃ আলি ইমাম এঁরা তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে চলছেন। সবাই কিছু না, আমি সব—এ কথা শোভা পায় তাদের যাদের দেহের অনুপাতে বুদ্ধির বাসাই করতে হয়।

ইংরাজ চায় শান্তি ও সদ্ভাব

মৌলানা বলেছেন—ইংরাজরা চায় শান্তি ও সদ্ভাব। কংগ্রেস এই ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ("They not only want to fight the British who are offering peace and goodwill") এই পবিত্র বাণী কিন্তু ২২৯ মাস উচ্চারিত হয় নি। সহসা কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় সহসা এমন কথা বেরুল তা সহজেই অনুমেয়। পরম অনুগত ভৃত্য হবার ইচ্ছা যাদের তাদের বিশ্বাসঘাতকের কথা বলা, না আতৃত্বের কথা বলা মনের কথা নয়, মুখের। কিন্তু চিপিটক বলে একটি পদার্থ আছে যাকে চিরু করে মাথা এই ভাষার বাক্য রচিত। তান অধিকার করে না। ইংরাজের শান্তি ও সদ্ভাবের ইচ্ছা বৃদ্ধির সঙ্গে মৌলানা সৌকতের চতুর্দ্দশ প্রাপ্তি দেখে দেশ কৃতকর্ম্মের অনুমোদন করুক।

সিগারেট ব্যবহার

সিগারেটে বাংলার অধিক ক্ষতির সঙ্গে শারীরিক যথেষ্ট ক্ষতি যে হচ্ছে ত অধিক চিকিৎসকরা বার বার বলেছেন। সম্প্রতি লিভারপুলের এক পঞ্জপ্রেরক বলেছেন—"সিগারেট ব্যবহার প্রাণান্তে, মনীর অষ্টাধিকার, গণ্ডীরের পর্যুদস্তে, এমন কি মাঠে রাখা-নয় মুখে পর্য্যন্ত দেখা গিয়েছে। আজ কিন্তু আর প্রাণান্তের মুখে সে সিগারেট দেখা যায় না, সিগারেট টানতে ঘৃণা বোধ করে। কিন্তু রাজসাহী টাউনের অলিতে গলিতে পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, এবং অনেক বাবু ভাইদের মুখ বিড়ায় করিত দেখিয়াছি। নাটোরের গলিতে গলিতে ঘুরিয়া দেখিয়াছি এক প্যাকেটও সিগারেট নাই। নওগাঁতেও পাওয়া যায় না। তবে শুধু রাজসাহী টাউনের এ অবস্থা কেন?' কেবল রাজসাহী নয় প্রায় সকল জেলাতেই সিগারেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যত্রের তাড়নায় দেশ-বাসীকে যাঁরা খুন করছেন,—তাঁদের United Kingdom Tobacco Company (1929) Ltd. এর দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার (২৩শে জুন) রিপোর্টটুকু পাঠ করতে বলি। চেয়ারম্যান Mr. Arthur Foam বলেছিলেন— সার্ব্বজনীন বয়কটের ফলে ভারতে আমাদের ব্যবসা একরকম নষ্ট হয়ে গেছে ("Owing to the general boycott, their business in India practically collapsed") এই নষ্ট ব্যবসার স্থান পেয়েছিল আমাদের গরীব বিড়ী ওয়ালারা। একটু অভ্যাস বিসর্জনে সাধন করলেই গরীবরা যদি বাঁচে তা করতে আমাদের এত বাধা কেন?

সর্দ্দার গুরুদিৎ সিং

রাজদ্রোহ অভিযোগে গ্রেপ্তার

নবযোবান ভারত সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সর্দ্দার গুরুদিৎ সিংহ রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কমরেড মুজাফ্‌ফরের চিঠি

District jail,
Meerut u p.
12-7-1931

ভিয়রেষু।

যদিও ছ'বছর চার মাস কলিকাতা হতে বহু শত মাইল দূরে মীরাটের জেলে পড়ে আছি, তবুও বাংলার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের ভুলে যাইনি। কারাগারের বন্দীর পক্ষে ভোলার কথাও নয়। মুক্ত অবস্থার মানুষ যা ভুলে যায় জেলে এসে তাঁর স্মৃতিতে সজাগ হয়ে ওঠে। অদ্ভুত অভ্যাসই বটে এই বেদখানা। আপনি কোথায় কি ভাবে আছেন, তা জানিনে। বৈধার কোনো দিন যদি কোনো বাংলা মাসিক হাতে এসে পড়ে তাতে তবু আপনার নব প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন দেখতে পাই, তার বেশী আপনার কোনো খবর এদিগরাজ পাইনি। এখানে এসে আমরা বাংলা বই প্রায়ই পড়তে পাচ্ছিনে, যদিও পড়ার ইচ্ছে ও আগ্রহ দুই যথেষ্ট রয়েছে। বইও অবশ্য একবার শৈলজা মুখোপাধ্যায়কে পত্র লিখেছিলাম, কিন্তু কোনো জবাব আসেনি। হয়ে, অভ্যাস না দেওয়ার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে আমার যে খুব বেশী অভিযোগ চলে তা নয়। পুরাতন পরিচয়ের খাতিরে তাঁর দুচার খানা বই তিনি পাঠিয়েও পাঠাতে পারতেন, কিন্তু না পাঠিয়ে কিছু যে অন্যায় করেছেন তা বলা চলে না। নজরুল পর্য্যন্ত যখন এদিকে খেয়াল করেনি, তখন অন্য কোনো সাহিত্যিক বন্ধুদের চিঠি লিখতে আমি সাহস করিনি। এও জানি যে আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা পলিটিক্সকে ভয়ের চোখে দেখে থাকেন। তবে, আপনি কোনো কালে এসব করুন আর নাই করুন, পলিটিক্সকে ভয় নিশ্চই করেন না। এই ভরসাতেই এ পত্রখানা আজ আপনাকে লিখছি। আশা করি বই যে কখানা আপনি আমাকে অবশ্যই পাঠাবেন, আপনার কাছ থেকে বই পেলে আমি বড় আনন্দিত হব।

আশা করি আপনি ভালই আছেন। আমার প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

আপনার
মুজাফ্‌ফর আহমদ।

শ্রীযুক্ত নবশক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ মীরাট জেল থেকে এই চিঠিখানি আমাকে লিখেছেন। ভাই মুজাফ্‌ফরের এই চিঠিখানি সাধারণের কাছে উপস্থিত করতে চাই—তার কারণ চিঠিখানা থেকেই স্পষ্ট হবে। আমার বইগুলি পাঠাতে আমার প্রকাশককে অনুরোধ করেছি, এই সঙ্গে অন্যান্য প্রকাশক, গ্রন্থকার ও নবশক্তির পাঠক-পাঠিকাদের, যে যে খানা সম্ভব তাঁদের বই পাঠাতে অনুরোধ করি (মীরাট জেলের ঠিকানায়)। নবযুগের যে সব সাবক আজ নানাভাবে নির্য্যাতিত হচ্ছেন, আমি আশা করি তাঁদের বেদনা আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করবে এবং এই আবেদন ব্যর্থ যাবে না। কলিকাতা ২০শে জুলাই ১৯৩১।

শ্রীবিশ্বাম চক্রবর্ত্তী।

গুপ্তচর নিহত

আসামী পলাতক

১৯—২০ সালে নাগেরে একটী বড়যন্ত্র মামলার তদন্তের ভার পড়ে। খানেতল্লাস তদন্তের এক ধারে তাঁহাকে হত্যা করিয়া আততায়ীগণ পলায়ন করিয়াছে।

প্রবন্ধ ও আলোচনা

ঋষি কার্ল-মার্ক্‌স্ ও সমাজতন্ত্রবাদ

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাত্রা বি, এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাম্যবাদ সম্বন্ধে মার্ক্‌স্ যা ব'লে গেলেন তা মোটামুটি জানতে হ'লে তাঁর মতকে আমাদের অন্ততঃ তিন দিক দিয়ে দেখা দরকার।

(ক) জগতেতিহাসের ব্যাখ্যা)

তাঁর মতে মানবেতিহাসের সমুদয় ঘুরই অর্থনৈতিক বিধান, আইন, ধর্ম্ম, দর্শন যাহাই হউক না কেন, ব্যাপকভাবে সমস্তই, তাঁহার মতে, যে সমাজ হইতে উদ্ভূত সেই সমাজেরই আর্থিক অবস্থার প্রতিকৃতি মাত্র। অর্থনীতি মানবের চরিত্র ও মস্তিষ্ককে গঠিত করে, তাঁর এই মত সমর্থন ক'রবার জন্য তিনি প্রধানতঃ দুটো বিপ্লবের নাম উল্লেখ করেন। তার মধ্যে প্রথমটী পূর্ব্বে ঘটে গিয়েছে, সেটা হচ্ছে দেশের রাজার, জায়গীরদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রেষা-রেষি (bourgoaisie against feudalism)—যেমন ফরাসী বিপ্লব, আর অনতি ভবিষ্যতে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে 'মধ্যবিত্তের' বিরুদ্ধে শ্রমিক বা প্রোলেটারিয়েট (proletariate) বা বিত্তহীনদের। আর শেষের বিপ্লবের দ্বারা হবে—সম্পদশালী সাধারণতন্ত্রের উদ্বোধন। তাঁর মতে ইতিহাস যে সব ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে তা এক রকম অবশ্যম্ভাবী ছিল, কেন না, প্রাকৃতিক কারণাদি দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে মানব যে সব কাজ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে তার ফলে ইতিহাসের জন্ম। তাঁর মত নয় যে জগতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উপস্থিত হউক, কিন্তু তিনি ভবিষ্যদ্বাণী ক'চ্ছেন যে অবশ্যম্ভাবী কারণাদি দ্বারা জগতে ঐরূপ বিপ্লব হবেই। তিনি উপদেষ্টা বা প্রচারক নহেন,—তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা ধনতান্ত্রিকতার কুফল সম্বন্ধে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যত মনোভাব পোষণ করেন,—আবার যে সব কারণের জন্য তিনি ধনিকদের উপর বিরক্ত—তাঁর মতে সে সব কারণের জন্য ধনিকরা একদম দোষী নয়—কারণ, ধন-সম্পত্তির ব্যক্তিগত অসমান অধিকার মানুষকে এইরূপ হ'তে বাধ্য ক'রেছে, এবং যতদিন জগতের ধন-বণ্টনের এইরূপ অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান থাকবে ততদিন তার কুফলও ফলবে। কিন্তু ধনাদৈন্যের এই যে অত্যাচার—এ অক্ষয় অব্যয় নয়, এরও শেষ আছে, একদিন এর পরিসমাপ্তি ঘ'টবেই। কারণ এতে এমন এক বিস্ফোটকের উদ্ভব হচ্ছে যা দ্বারা অচিরে এরই ধ্বংস হবে।

(খ) সম্পদ সমাহার

তাঁর মতে ধনিকের স্ফীতোদরের ক্রমেই স্ফীত হ'য়ে উঠছে। শেষে তাদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা উঠে গিয়ে 'Trust'এর প্রতিষ্ঠা হবে। এতে ধনিকদের কলকারখানার সংখ্যা কিছু কিছু ক'মে যাবে, কিন্তু যেগুলো থাকবে সেগুলোর একটা একটা অত্যাশ্চর্য্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নজিরেতে গঠিত হ'লে তাদের মালিকরা হবে বিপুল ধনশালী। এইরূপে মধ্যবিত্ত সংখ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়ে সমাজে থাকবে মাত্র দুটো শ্রেণী। একটা ধনকুবেরের দল আর বাকী যারা থাকবে তারা সব নিরন্ন বুভুক্ষু শ্রমিক সম্প্রদায়। প্রথম শ্রেণীতে মুষ্টিমেয় জনই গোড়ে আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাকী পড়বে সব। এইরূপে ধনিক সংখ্যা ক্রমশঃ ক'মে যেতে থাকবে; তখু যে ব্যবসাতে এ নিয়ম ঘটবে তাই নয় চাষবাসেও এই একই নিয়ম বর্ত্তমান। এইরূপে যেদিন দেখা যাবে যে জগতের গণেরো আনা লোকই ভূমিশূন্য, বাকী এক আনা লোক গোটা জগতটার ভূম্যধিকারী, তখন সকলের চোখেই ধন তান্ত্রিকতার বিষময় ফল ভেসে উঠবে;

[(গ) ধনিক ও শ্রমিকের সাম্প্রদায়িকতা (Class War)]

সুতরাং সম্পদ অসামঞ্জস্য যখন এইরূপে প্রবল হ'য়ে উঠবে, তখন এর ভাবগতিক আর কুলেলীয় থাকবে না—স্পষ্ট হয়ে আসবে—ঠিক সেই সময়েই জগতের "ধনিকদের" সাথে বেধে যাবে শ্রমিকদের রেষারেষি. তখন এক সাম্প্রদায়িক বিপ্লব উপস্থিত হবে। সব ভেদে ভুলে একাকার হ'য়ে যেতে থাকবে। শ্রমিকরা এখনে দেশ হিসাবে, পরে জাতি হিসাবে, অবশেষে আন্তর্জাতিকরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের কথায় "৩০০ নিরুপায়ের দল...পৃথিবী জুড়ে, ছাব তাদের মেলাবে—যারা ধনী যারা শক্তিমান তারা নিজের নিজের লোহার সিন্দুক ও সিংহাসনের চারদিকে পৃথক হয়ে থাকবে. তারা কখনো মিলতে পারবে না" (রবি বাবুর পত্র—এবাসী) এইরূপে যখন তারা আন্তর্জাতিকরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হবে তখনই তারা হবে জয়ী। তখন তারা বিধিনির্দ্দেশ করবে যে জগতের সমুদয় ধন সম্পদ সর্ব্বসাধারণের ভোগের জন্য সুতরাং একের মুখের গ্রাস অন্যে মেরে নিতে পারবে না। শ্রমিকের উপর মালিকের অত্যাচার আর সম্ভব হবে না, এবং সমাজে ধনবৈষম্য এতদূর শ্রেণী বিভাগ অন্তর্হিত হবে—তখন সাড়ে হবে মুক্ত সাম্যই স্বাধীনতা। জগৎ সাম্য, শান্তি ও শুঙ্খলা দ্বারা এক মহান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ হবে।

বিদেশীয়া

[শ্রীসুনির্ম্মল বসু]

প্রেম

(LONGFELLOW)

প্রেম ব্যর্থ হোল আজ—
এ কথা কে কয়?
প্রেম যে শাশ্বত, নিত্য,
ব্যর্থ নাহি হয়।

সুখের স্বাদ

(LORD LYTTLETON)

শোকের দিনে চোখের জলেই
মিলবে রে তোর আশীর্ব্বাদ!
ব্যথার আঘাত পাননি যে জন—
বুঝবে না সে সুখের স্বাদ।

জীবন চক্র

(GOETHE)

চরণ-জীবন-চক্র ঘোরে নিরন্তর,
কাল কর, কাল কয়, নাহি অবসর।

সাহিত্য সমালোচনা

বিদেশী

WORLD REVOLUTION AND RELIGION. By Paul Hutchinson, The Abingdon Press. 2 Dollars.

যাঁরা ধর্ম্মকে বিশ্বাস করেন না তাঁদেরও পাঠে আনন্দ হবে। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই।

PROGRESS IN THE SOVIET UNION. Compiled by A. A. Johnson. Published by The New Republic, Inc. 421 West 21st s.r. New York City, 6 Dollars,

মার্কিণ অর্থনীতিবিদের এই চার্ট পুস্তক অমূল্য। রুশিয়ায় সত্যি কি ঘটছে তা জানতে হলে অপরিহার্য্য।

THE RAMAYAN OF TULSIDAS,—By J. H Macfie, T. & T Clark, Edinburgh 8 Sh

তুলসীদাসের রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদ এই মাত্র হ'ল। ধর্ম্মের নিবেদের মনোমত টীকা টিপ্পনীর অবশ্য অভাব নেই।

দেশী

ভারত মহিলা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক :—দি ইণ্ডেণ্ট্‌স্ এম্পোরিয়াম, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫০ পৃষ্ঠা। দাম দুই টাকা। দামী বই। অতি অল্প ভারতের নামকরা মেয়েদের জীবন কথা এখানে সিন্নিবেশ করেছেন। এইখানি তাঁর প্রথম গ্রন্থ এই বইতে বৈদিক, ঔপনিষদ, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ যুগের মেয়েদের কথা আছে। গল্প করতে করতে গল্পে বুক ফুলে ওঠে। কত কথা মনে হয়। নারী জাতিকে নয় মেকে ছোট করে দেখে এসেছি মনে ও রাষ্ট্রে যুগে-যুগে অত্যাচারিত হয়েছে তার যারা বাছা বাছা কাহিনী গুলো উদাহরণও আর কম নয়। সে ভার কোন ও তরুণী নিজে তুলে করবেন। বর্ত্তমান ভয় অতটা বিস্তারণা না হলে আরও সুখপাঠ্য হত। ছাপা ও বাঁধাই মামুলি।

মরুমায়া—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন বাগচী ৪৭, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। ২০১টী কবিতা। বাঁধা আঁট সাঁটাবাঁধা। "মরুতের ছাপের চাপেন" সম্পর্কে কবি নিজেই যে বড় ঢিংরেজ মহাকবির কাছে তা মানেন। জাতি ও সমাজের বুকে বুকে আগুন। আগু নিবারণের নানা নিষ্ফল আশা ঐ পোড়া বুক থেকেই ওঠে. কবি যতীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও, যার যার পোড় খায় অথচ আশা ছাড়েনা জাতির মর্ম্মবাণী। কবিতাগুলির কথায় ও ছন্দে আমাদের অনেক কিছু মাথার বুথায় ছিঁড়ে দেয়, প্রতি কবিতার প্রতি লাইনের ঝঙ্কার করুণ সুর অন্তরের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে রোদনাতুর করে তোলে। কবিতা বইখানির বিশু সমাবোহনা করার ইচ্ছা রইল। তবে একটা কথা এখনই বলে রাখি যে বাংলার যে কিশোর তরুণরা আজ দাঁড়িয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রে ছোট থারা তাদের তরে থেকে, যতীন্দ্রনাথ কবিতা তাদের নিত্য পাঠ্য হোক।

পাঞ্চ-জন্য—শ্রীযুক্ত কনকলতা বেরা প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মিত্র। দাম পাঁচ সিকা। এই এবেন্ধ পুস্তকের বেশীর ভাগ লেখাই সাময়িক পত্রিকার আগে ছাপা হয়েছিল। আমরা দেখেছি যে চলতি মেয়ে লেখিকাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কনকলতার লেখায় স্বাধীন চিন্তার চেষ্টা আছে। সব লেখাই যে ভাল তা বলছি না, তবে যেগুলো যে মুখোজ্জ্বল এতে সন্দেহ নাই।

না ছতা সমালোচনা

শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মিত্র মেরিকাকে পাঠক সমাজে পরিচিত করাবার যে চেষ্টা করেছেন তাতে মেরিকার লেখার পরিচয় যত না থাক, তিন পৃষ্ঠার তিনি আট দশ বার 'আমি' 'আমার' পরিচয় দিয়েছেন। তার চেয়ে মেরিকার চলতি লেখাগুলো সম্বন্ধে পাঠকের আকর্ষণ আনিয়ে দিলে পারতেন। লেখার গহিতে লেখকের নাম - যে কালে ছিল তা অতীত হ'য়ে গেছে আমাদের ধারণা।

বাঙ্গলা দেশের গাছপালা—(১ম ভাগ)—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন প্রণীত। ৫নং কৈলাশ বোস ষ্ট্রীট, ৭০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩২ পৃষ্ঠা দাম পাঁচ আনা। গাছগাছড়ার গুণাগুণ সহজ সরল ভাষায় লেখা হয়েছে। সাধারণের কিছু উপকারে আসিতে পারে।

'ভুতুড়ে দেশ'—শ্রীঅমিয় নিয়োগী ও শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত প্রণীত।

এডুকেশক। ডেবেনহাম্ এণ্ড কোং, ওয়েষ্টমিন্টার "নিয়োগী নিকেতন।" ১২২ ও, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

বন্ধুকে তুতুকে একখানি বই—হাঁ, আরবার একখানি ছেলেদের বই বটে। কৌতূহলে এক পাতা, দুই পাতা, তিন পাতা করে একেবারে শেষের পাতায় যখন পৌঁছুলাম তখন হুঁস্ হোলো আমার নাতনী থাওয়া আছে। অদ্ভুত লেখা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে অমিয় নিয়োগীর নিজের হাতের আঁকা বিস্তৃত ছবি—তাও আবার এক রকম নয়, নানা রকম, নানা ঢংএ। মনে হয়—হাঁ, ঠিক এই রকম ধরণের বই আমি ছেলেবেলায় চেয়েছিলাম। এই রকম কল্পনা, এই রকম কল্পনা—একেবারে হুবহু এই রকমটি। যাক, আজ যদি আবার সেই ছেলেবেলার বয়রাজ্যে যেতে পারি যি!

অমিয় নিয়োগীর 'ভুতুড়ে দেশ'—শিশুরাজ্যে মুখান্তর আনলে কিনা সে কথা বলতে পারি না। তবে এটা বেশ ভালো ভাবেই জানি যে ছেলেমেয়েরা 'দি পাঠ্য পুস্তক অবহেলা করে' পরীক্ষায় যেন ফল হবে তার হচ্ছে 'ভুতুড়ে দেশ' অনেক অংশে দায়ী! কারণ তারা আগে পড়বে এই 'ভুতুড়ে দেশ', তারপর সময় পেলে পড়বে তাদের পরীক্ষার পড়া বখানা এতেই লেখনীর আর শোভনীয় যে যৌবনের আশেপাশে যেমন যৌবনিরা ঘোরাফেরা করে তেমনি এই 'ভুতুড়ে দেশের' গন্ধে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের আমার ঘরে যখন আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে। পরীক্ষা কাছে বলে বইখানা এখনো আমার নজরবন্দী হয়ে আছে, তবে তাদের লোভ দেখেছি যে পরীক্ষার ভালো হবে তাকে 'ভুতুড়ে দেশটি' উপহার দেব।

এবার মনে হচ্ছে সকলেই ভালো করিবে।

—শ্রীসুনির্ম্মল বসু

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে

নিম্নে আংশিক সংগৃহীত হইয়াছে :—

বাঙ্গালা :—

অকথাসিদ্ধান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রীতামাদিকা, হরষা, চন্দ্রনিকা। অতুল এসন সেন—বাকলি। কিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—হরিং। নগেন্দ্রনাথ বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। উত্তরারঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড ২য় খণ্ড। গিরিশচন্দ্র ঘোষ—গিরিশ গ্রন্থাবলী—৯ম ভাগ। দীনেশচন্দ্র সেন—পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা—৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ—উপকথা। সার উইলিয়ম উইলকক্স—বাংলার কৃষি-সেচন প্রণালী (অনুবাদ)। অজয়ের ছোকি—মহাযোগীর যুগল লীলা (দুর্গাচরণ নাগ)। শ্রীমদ্ ভাগবত (১ম খণ্ড)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২য় ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৩য় ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৪র্থ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৫ম ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৬ষ্ঠ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৭ম ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৮ম ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৯ম ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১০ম ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১১শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১২শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৩শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৪শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৫শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৬শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৭শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৮শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৯শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২০শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২১শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২২শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২৩শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২৪শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২৫শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২৬শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২৭শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২৮শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২৯শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৩০শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৩১শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৩২শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৩৩শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৩৪শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৩৫শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৩৬শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৩৭শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৩৮শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৩৯শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৪০শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৪১শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৪২শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৪৩শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৪৪শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৪৫শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৪৬শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৪৭শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৪৮শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৪৯শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৫০শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৫১শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৫২শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৫৩শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৫৪শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৫৫শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৫৬শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৫৭শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৫৮শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৫৯শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৬০শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৬১শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৬২শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৬৩শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৬৪শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৬৫শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৬৬শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৬৭শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৬৮শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৬৯শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৭০শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৭১শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৭২শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৭৩শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৭৪শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৭৫শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৭৬শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৭৭শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৭৮শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৭৯শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৮০শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৮১শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৮২শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৮৩শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৮৪শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৮৫শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৮৬শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৮৭শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৮৮শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৮৯শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৯০শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৯১শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৯২শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৯৩শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৯৪শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৯৫শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৯৬শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৯৭শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৯৮শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (৯৯শ ভাগ)। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১০০শ ভাগ)।

শৈলজা বাবুর সাহিত্য সাধনা

শ্রদ্ধাস্পদ নবশক্তি সম্পাদক মহাশয়,

গত সপ্তাহের 'নবশক্তিতে' শ্রীকিরণশঙ্কর মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক ভদ্রলোক শৈলজা বাবুর সাহিত্য সাধনা' নাম দিয়া একখানা চিঠি ছাপাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 'ছায়া' গল্পটী কোনও সাহিত্য সভায় বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিকের সম্মুখে পাঠ করার সময় শৈলজা বাবু স্বীকার করেন নাই যে উহা অন্য একটী বিদেশীয় গল্প অবলম্বনে লিখিত। এই সব সাহিত্যিকদের চোখে ধূলি দিতে সমর্থ হওয়ায় শৈলজা-বাবুর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। তাই তিনি বুক ফুলাইয়া বাবুর কাছে গল্পটীকে নিঃসঙ্কোচে মৌলিক বলিয়াই ছাপাইয়াছেন।

'ভারতবর্ষকে' শৈলজাবাবু ঠকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কি না তাহার প্রমাণ কিরণ বাবু প্রবন্ধের 'ভারত বর্ষেই' পাইবেন।

'ছায়া' ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে "সাহিত্য সেবক সমিতিতে" পঠিত হয়। ঐ সভার শ্রীযুক্ত অমূল্য দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। তিনি যে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিবেন তাহা শৈলজা বাবু জানিতেন না। সভার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ৺ মৃত্যুঞ্জয় উপাধ্যায় গল্পটী মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্তা অমূল্য দেবী এই সমিতিতে আসিতে স্বীকৃত হন।

গল্প পাঠ করিবার পূর্ব্বে শৈলজা বাবু সভানেত্রীকে বলেন—"আপনার সামনে পড়বার শুভ সুযোগ উপস্থিত হ'বে ইহা আমার জানা ছিল না। তা' হ'লে একটা মৌলিক গল্পই পড়তুম। অমেন বাবুর অনুরোধে সদ্য নির্ম্মিত এই অনুবাদটী নিয়ে এসেছি।

ইহা দ্বারা গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণকে শৈলজা বাবু ঠকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিনা 'নবশক্তির' পাঠক-পাঠিকারা বিচার করুন। কিন্তু বাস্তবে শৈলজা বাবুর এই অসাধুতার খবর কে কি দিন জানি না। কেন না শ্রীকিরণশঙ্কর মুখোপাধ্যায় নামে সাহিত্য সেবক সমিতিতে কোন সভ্যই নাই। এবং ঐ দিনের সভায় সমিতির সভ্য ছিল আ। কেহই উপস্থিত ছিল না।

মনে হয় শ্রীকিরণশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের নাম গ্রহণ করিয়া শৈলজা বাবুর কোন বন্ধু রহস্যের ঘন মেঘ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইতি

২০।৭।৩১ শ্রীপ্রমেশচন্দ্র সেন
সম্পাদক
সাহিত্য সেবক সমিতি।

হেয় প্রতিপন্নের চেষ্টা

শ্রীযুক্ত "নবশক্তি" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে এই বৎসরের আকস্মিকতা সহসা চোখে পড়ে নাই। অন্ততঃ আপনার পত্রে দশম সংখ্যার নবশক্তিকে ৺ মুক্ত করণপত্তর মুখোপাধ্যায়ের শৈলধানন্দের প্রতি অভিযোগ-পত্র দেখিয়া এই কথাই আমাদের মনে হইয়াছে।

আমাদের দেশে গল্প-সাহিত্যের তিন শ্রেণীর পাঠক আছেন। প্রথমতঃ, যাঁহারা নিছক সময় কাটাইবার জন্যই গল্প পড়িয়া থাকেন। শুধু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্র-সৃষ্টি, একটু ট্রাজিডি অথবা কমেডির সুর তাঁদের মনে লাগিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। ফুটনোটে কি আছে, না আছে তাহা দেখিবার তাঁহাদের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকগণ লেখকের লেখা। তার ও'র কবিতা প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য রাখেন;—কোথা ত্রুটি হইল, ফোঁড় হইল, চরিত্রের পরিকল্পনাটি কেমন, এবং তাহার সঙ্গতি যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে কি না, পরিণতির মধ্যে কোথাও অবাস্তবতা আছে কি না, ইত্যাদি। ইঁহারা লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং সমকক্ষ হইয়া গল্প পড়েন। আর একশ্রেণীর পাঠক আছেন, যাঁহারা শুধু কোন ছুতা ধরিয়া লেখককে অপদস্থ করা যায়, তাহা খোঁজা বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। ইহাঁরা বৃত্তি তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এই শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠক। কেন, তাহা বলিতেছি।

তাঁহার নিবন্ধের প্রতিটি ছত্রে, শৈলধানন্দকে কুশলী বানরা ব্যঙ্গ করা এবং লোকচক্ষে তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার উৎকট উল্লাস দেখা দিয়াছে। কেনো সভায় "ছায়ায়" আড়ম্বরে পাঠিত হইয়াছিল সে খবর তিনি রাখেন, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের সম্মুখে ৺ মুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে গল্পটি যখেষ্ট বিনয় সহকারে "Adaptation" ঘরিয়া স্বীকার করিয়া গল্প পাঠ আরম্ভ হয়।

কিরণবাবু Gjalski's The Dream of Dr Misic পড়িয়াছেন—আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষে' ছায়া পড়িয়াছেন; শ্রাবণের 'ভারতবর্ষ' পড়েন নাই,

তিনি শেক্‌স পড়িয়াছেন- "শরৎহরা"—বৈশাখ "উপাসনা"— বৈশাখ পড়েন নাই, পরন্তু এক খানা সিরিজের "ছোট মাসিক" পড়িয়াছেন। বোধ করি উপাসনা এবং গল্পনহরীতে গল্প স্বীকৃত না হইলে তিনি তাহাও পড়িতেন, কিন্তু এ ধরণের অসংখ্য আকস্মিকতা কে কবে দেখিয়াছেন! তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকগণের দৃষ্টিশক্তি হইতে যে কিছুই এড়ায় না। লেখকের ত্রুটিটুকু তাঁহার চোখে দিবালোকের মতো শাণিত এবং স্পষ্ট বীক্ষণে ত্রুটিটুকু তিনি যেমনভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

শৈলজা বাবুর সাহিত্য সাধনা

এক আনা সিরিজের "রোড় মাণিক" গল্পটি, গল্পলহরীতে যখন "দম্পতি" নামে প্রকাশিত হয়, তাহার নীচে "শেষত্ব" কথাটি স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। কথা ও কাহিনী সিরিজের সম্পাদক, গল্পটি তাঁহার নূতন প্রচেষ্টা বলিয়া ব্যবসায়ের খাতিরে যদি স্বীকারোক্তি গোপন করেন (অবশ্য এ আমার অনুমান মাত্র) সে অপরাধ শৈলজানন্দের না সম্পাদিকার—শৈলজানন্দের পাঠকগণ তাহা সহজেই বুঝিবেন।

ভাগল্প আষাঢ়ের "ভারতবর্ষে" "দুঃস্বপ্ন" গল্পটিতেও শৈলজানন্দের দুর্ভাগ্যক্রমে স্বীকারোক্তি মুদ্রিত হয় নাই। বোধ করি শ্রাবণ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত শৈলজানন্দের আর স্বস্তি ছিল না। শ্রাবণের শেষ পৃষ্ঠায় সাহিত্য-সংবাদের নীচে জলন্ত অক্ষরে ঋণ স্বীকারের কথা দেখিয়া ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক নহে।

কিরণশঙ্কর বাবু তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উল্লাসে এতই আত্মবিস্মৃত যে এগুলি তাঁহার চোখে না পড়াই স্বাভাবিক। যাহা হউক, কিরণশঙ্কর বাবুর সহিত বাদ-প্রতিবাদের প্রবৃত্তি আমার ছিল না, কিন্তু নরেশ্বরের প্রচার আছে এবং বড় বড় অক্ষরে "শৈলজাবাবুর সাহিত্য সাধনা" পড়িয়া শৈলজানন্দের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার হানি হইতে পারে, সে ভয় নিখিতে হইল।

এই ধরণের প্রবৃত্তির ব্যক্তি সর্ব্বযুগে ছিল এবং থাকিবে অতএব ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। শৈলজানন্দ দুঃখের কথা, ইহাদের হাত হইতে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীগণও নিস্তার পান নাই। কিন্তু শিল্পীগণের তাহাতে কি হইয়াছে।

বাঙালার শৈলজানন্দের ন্যূনাধিক পঁচিশখানা গল্প-উপন্যাস আছে। চুরি না করিয়া তাঁহার এতদিন বাঁচিয়া থাকে, সাধ্য এই দুইটি গল্পের স্বীকারোক্তি গোপন করিয়া স্বনামে চালাইবার কসরৎ যে তিনি মাথিতে চাহিবেন না, এ কথা বালককেও বুঝিবে। তা ছাড়া "শেষত্ব" বা "মোপাসাঁ" চুরি করা যে "পুকুর চুরি" এ কথা কে না জানেন?

ভালো গল্প লিখিবার যথেষ্ট শক্তি যে শৈলজানন্দের আছে—রবীন্দ্রনাথ, তথা বাংলাদেশের সত্যকারের রসজ্ঞ বলিয়া যাঁহাদের প্রসিদ্ধি আছে, বহু প্রবন্ধে, আলোচনায় নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের নূতনতম সম্ভাবনার পথে শৈলজানন্দই যে প্রথমতম অগ্রপথিক—বাংলা সাহিত্যজ্ঞই যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বীকার করেন, সুতরাং কিরণশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের মত দুই চারিজন থাকিলে বিচলিত হইবারও যেমন কারণ নাই, মৃদুহাস্যে উপেক্ষা করিবারও তেমনি কারণ আছে তথাপি আপনাকে এই পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বলিয়াছি। আশা করি সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য ইহা পত্রস্থ করিবেন।

ইতি—

বিনীত

শ্রীসুস্থিত কুমার সেনগুপ্ত

৬৮।১ শ্যামবাজার বস্ত্রর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুধু ঈর্ষার ফল!

গত ১লা শ্রাবণের নবশক্তিতে দেখিলাম, "শৈলজাবাবুর সাহিত্য সাধনা" নাম দিয়া শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের একটী প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছে। প্রবন্ধটীর অন্তর্নিহিত অর্থ আর যাহাই হউক, খুব স্পষ্ট পরিষ্কার এবং সংযমে নম্র তাহা নহে। আমাদের ভারতবর্ষে শৈলজানন্দের একটী গল্প বাহির হইয়াছে, গল্পের নীচে ব্রাকেটের মধ্যে "ইংরাজী গল্প অবলম্বনে রচিত" কথাটি লেখা হয় নাই, কিন্তু তাহার পরেই দেখিলাম, শ্রাবণের ভারতবর্ষে সে ত্রুটী সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়াছেন!

কথা ও কাহিনী সিরিজের যে গল্পটির উল্লেখ কিরণশঙ্কর বাবু করিয়াছেন, সে গল্পটী ইতঃপূর্ব্বে আমরা গল্প লহরীতে পড়িয়াছি। তাহার নীচে "শেষত্ব" কথাটি ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য কিরণশঙ্কর বাবু এক আনা দামের বইখানি দেখিয়াছেন অথচ গল্প লহরী দেখেন নাই!

ও সব মিথ্যা কথা। তিনি সবই পড়িয়াছেন, সবই জানেন, তবু ঐ যে ভারতবর্ষে একবার ছাপার ভুল হইয়া গেল, সেই ছুতটুকু অবলম্বন করিয়া হৈ চৈ করিয়া একটা ছোকর মারিয়া দিলেন। বিখ্যাত ছোকর মারাই তাঁহাদের স্বভাব।

কিন্তু ইহার মূল এখানে নয়—মস্কোতে। সাহিত্যিকেরা আমায় ক্ষমা করিবেন (আমি সাহিত্যিক নই) তাঁহাদের মধ্যে এমন পরশ্রীকাতরতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি, যাহার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়।

আসল কথা, শৈলজানন্দ সম্প্রতি গল্প লিখিয়া প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদের মনে একটী শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। ইহারই ঈর্ষায় অন্যান্য কয়েকজন তরুণ এবং প্রবীণ সাহিত্যিক মরিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মধ্যে দু একজনকে চিনি, ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয় ত' তাঁহাদের নাম এবং কীর্ত্তি-কলাপ প্রকাশ করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না। এই কিরণশঙ্কর যে তাঁহাদেরই একজন কিম্বা তাঁহাদের দলভুক্ত নহেন তাহাই বা কে বলিতে পারে!

এই যে লেখাগুলি, এ যে শৈলজানন্দকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবার বৃথা চেষ্টা, সে সব শুধু সেই ঈর্ষার ফল। আমাদের বিশ্বাস, যে বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকা শৈলজানন্দের অতসী, আরতির ভাইরাণী, নাট্যময়, মধুবরন, শুভ্র ইত্যাদি গল্প পড়িয়াছেন—তাঁহারা জানেন যে তিনি কত বড় লেখিকা হইতেছেন। তাঁহার মেয়েরা, তাঁহার ট্র্যাজিডী সৃষ্টির ক্ষমতা, তাঁহার রসজ্ঞান সহজে যে ধারণা আমাদের মনে চির বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে তাহাকে নির্ম্মূল করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা কিরণশঙ্কর ভট্টাচার্য্যদের ঈর্ষান্বিত পত্রমৈত্রীর সাহিত্যসেবীর কোন দিন হইবে না।

তবে আমরা শৈলজানন্দের কাছে এই নিবেদন জানাই "উপায়ণ নিবারে নয়" যে, তিনি যেন আর অনুবাদ করিয়া কোনদিন অর্থকৃচ্ছ তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট করিবেন না। অনুবাদ অবশ্য তিনি খুব ভালই করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষের হাস্যরসিকের চেয়ে চের বেশী ভাল গল্প তিনি নিজে লিখিয়াছেন। সুতরাং অনুবাদের ভার অন্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া তিনি যেন সগৌরবে তাঁহার নিজস্ব পথেই যাত্রা করেন।

শ্রীরবীন্দ্রলোচন চট্টোপাধ্যায়

হাওড়া সেন

জুমিয়া সঙ্গীত

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল বড়ুয়া]

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে "জুমিয়া" নামক এক পাহাড়ীয়া জাতি আছে। তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গে ও সানুদেশে মঞ্চের মত শুষ্ক নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। তাহারা নড়ই নির্ভীক, সরল, দর্ম্মাগার ও অতিথি বৎসল। 'জুম' নামক একপ্রকার কৃষিকর্ম্মই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন। পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল কাটিয়া প্রথমেই জুমের কাজ আরম্ভ করিতে হয়, এবং কাটা জঙ্গল শুষ্ক হইলে তাহা দগ্ধ করিয়া জুমের জমি পরিষ্কার করা হয়। তৎপরে জুমিয়া স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া 'দাও' সাহায্যে গর্ত্ত করিয়া ধান্য, কার্পাস ইত্যাদি নানাবিধ ফসলের বীজ একসঙ্গে বপন করিয়া থাকে। এই 'জুম' শব্দ হইতে 'জুমিয়া' শব্দের উৎপত্তি। তাহাদের সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন প্রচলিত আছে। সুতরাং বিবাহ-বন্ধনের পূর্ব্বে যুবক যুবতীর মিলন জুমিয়া সমাজে বিশেষ দোষাবহ নহে। জুমিয়া ভাষায় পূর্ব্বরাগ, বিবাহ, মিলন ইত্যাদি প্রেম বিষয়ক অনেক সঙ্গীত আছে। কিন্তু এই সমস্ত গানগুলি মুখে মুখেই প্রচলিত। বর্ত্তমান কবিতাটি পূর্ব্বরাগ বিষয়ক গানের ভাবধারা অবলম্বনে রচিত।

(১)

হাসাম্য বনত,
হাহে গাং সুখীত,
ঘানোহন টনম্।
বরিহে তউনী।
পাহাড়ের বাঁকে, বাঁকে,
বনফুল ধরে, থাকে,
দোহেম, পাদিয়া ডাকে,
চকিতা হিণী,

(২)

"জুম" আছি যানে তরা,
নাচিছে কিরণ ধরা,
"জুমিয়া" গান গারা,
যাজায় বাঁশরী।
বনমালা পরি গলে,
শিখ দো কুতুলে,
সরল ভাবনা তুলে,
আপনা পাশরি।

(৩)

কিশোরী জুমিয়া বালা,
বনফুল বুকমা,
চিকন পলার মালা,
গলে সদ দেলো।
রাঙা ঠোঁটে হাসিমাখা,
নয়নে স্বপন আঁকা,
বুক ভরা মধু ঢাকা,
"খাদির" নিচোলে।

(৪)

শীতল কথা তুলে,
ভরা ঘট কাঁখে তুলে
ছন্দে চরণ ফেলে,
কিশোরী ফিরোর।
গাছাড়ের বাঁকা পথে,
আঁকা বাঁকা বেতে যেতে,
চকিতে নয়ন পথে,
জুমিয়া কিশোর।

(৫)

নয়নে নয়ন হানি,
দুঁহে দেখ পাতখানি,
মুখে নাহি কোন বাণী,
কিশোর পাগল।
ঘর ছাড়া একাকিনে,
আঁধার আসিছে ঘিরে,
তরুণী চলিছে ধীরে,
আঁখি ছল, ছল।

(৬)

গিরিশিরে নিরজনে,
নিরালা কুটীর কোণে,
কাঁদে ফেলে আপনে
মিলন হিয়ানে।
মধুর মধুর বায়,
চাঁদিনী রজনী যায়,
দুইটী পরাণ হায়,
আকুল হতাশে।



বিভীষণের বৈঠকে

[শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ]

আশেপাশে পাড়ার বিভীষণ বাড়ুয্যে চিরকুমার, উপরন্তু এক তরফের লোক। বয়স কমের কোটায় পা দিলে কে জানে। শোনা যায়, পাড়ার সব বুড় মাথা ঘটাকেই হতে দেখেছেন। তাঁরা একবগ্গা মনের কারুরসঙ্গের সঙ্গে খুশ থাকা নাকি কোন কালেই। নড়বড়ে বুড় বাড়ীখানার একদিকের একটা রাংতা-লাগা খাপের ভিতরই তাঁর দিন-রাতটা পুরে যায়।—স্ত্রীর ভিতর পটনাই বাঁধুনী বামুনটী, তাকা বয়সের মরদ কুকুর টম—খাস লণ্ডন মার্কা—আর পশ্চিম থেকে আনা একটা ওয়ারু তরুণ খাঁড়া।

পেনসেন মোটা টাকা গায় তুলি। ব্যাঙ্কের বুকরা নগদও কিছু আছে। হাঁপে কি হবে মধুলোভী ভোমরারা এসে ঘাই পায় না মোটেই—সে কোন ঐ রুক্ষ কিউরীর ধাপটে। আমার সঙ্গে হয় দিনস একদিনের এক মজার ব্যাপার নিয়ে—সে কতকটা ঐ আদরে-মুখের ছোটখাট একটি নমুনা আর কি।

বাঁড়ুয্যে মশায়ের বক্তাসন থেকে ফিরতে থাকে রাস্তা নজরে পড়ে; তারই মুখে শুনেছিলুম,—ওঁর টমটা নাকি সে দিকে মুখ ফিরিয়ে কাল খাড়াই ক'রে বসে থাকত—সে কেবল ঐ লালের চাটুয্যে বাড়ীর 'টেরী'র নারী কণ্ঠের আওয়াজ শোনবার জন্যে। একদিন টেরীটা চ'লেছে রাস্তার উপর হয়ে ও বাড়ীর কর্ত্তাটির পিছু পিছু। টম জানালার ফাঁক থেকে আস্থান করল...ঘেউ! মুখস আঁখি চুমিয়ে টেরী থমকে দাঁড়াল; কিন্তু প্রভুর চেনের টানে মুখ ফেরাতে হ'ল—দুজ সমস্তি সক্ষ ক'রে সে সেঁধল ঢিংখোলা মত আদিয়ে গেল। তারপর মাসখানেক নাকি একেবারে চুপচাপ। হঠাৎ একদিন দুপরে বিরাট সেই ঘেউ শব্দের দুরুস কামেনি; পাড়ার সরকারী বরফ কুকুর মিলে রাস্তায় উদর কুরুক্ষেত্রের একখানা অধ্যায় বাগিয়ে দেলে। টেরীকে নিয়ে নাকি বড় গণ্ডগোল। বুড়ুয্যে মশায়ের পরে টমের সে কি চন-মনানি যেন হেড়কার অন্তে;—হটাৎ, বলস্ যেন ভুলে। পথে বেরিয়েই দেখে টেরী! মাথার চিলু ছটল ঘুটে—কামড়াকামড়ি আরও জমল দুজনে। তাই আধ ঘণ্টাক বাদে বোধ হয় রাস্তা দিয়ে গেলি;—দেখি বাঁড়ুয্যে মশায় হাঁটি মেরেও মারা-মারী থামাতে পারছেন না। তাঁহাড়ার ঐকান্তিক কুকুর 'রিভলভিং' বড় ক্ষুধা-মেজাজী, প্রতিদ্বন্দ্বী টমকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না, হেস্ত নেস্ত একটা যেন ক'রেই ছাড়বে। বাঁড়ুয্যে মশায়ের হাত থেকে লাঠিখানা নিয়ু টমের পিঠে ক্ষসালুম ঘোরালে এক ঘা; তবে—শুধু ক'রে টম প্রভুর বাড়ীতে ফেরিয়ে পড়ল। ও বাড়ীর কর্ত্তা চাটুয্যে মশায়ও বেরিয়েছেন, —তাঁর চাদরটা টেরীর গলায় ফেন আটকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। রিভী, ফেল্ ইত্যাদি বেশ্যার কুকুর গুলো ওমোট মন নিয়ে হয়ে আছে দিনো। টেরীর মনিব চাটুয্যে মশায় যথা সম্ভব মুখ কুঁচকে বিরক্তির স্বরে বললেন—"না, পাড়ার কটা নচ্ছার কুকুরের জ্বালায় বাড়ী ঘর এখান থেকে ওঠাতে হবে দেখছি। কোন দিন দেখবি টেরীটাকে বার ক'রে নিয়ে গিয়ে জামড়াকামড়ি ক'রে ফেরে ফেলবে"—ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে বলতে তিনি বাড়ী-বেগো মুখ ফেরালেন। এদিকে বাঁড়ুয্যে মশায় আমার পিঠখানা বার দুই চাপড়ে দিয়ে বললেন—"কি ভাগ্যিস এসেছিলে ভাই, নইলে টমটাকে কি আর আমি আর বাড়ী ঢোকাতে পারতুম? কি উপকারটাই যে করলি!" সেদিন থেকেই বাঁড়ুয্যে বৈঠকে আমার খাতাবৃদ্ধ হয়ে গেল—"কুকুর সঙ্গে ভাব ক'মলি কি ক'রে রে!"

সেদিন বিকেলটায় বর্ষার ঝিম্ ঝিম্ ভাব নাগাড় করছে। একসাট ঘরের কোণে, তাকা গোপ নিউ। মাথার উপরুম আর কি! ভাবলুম, না; যাওয়া যাক বাঁড়ুয্যে মশায়ের বাড়ী, তবু মিটেকড়া দুএকটা তোষামোদের গল্প শোনা যাবে।

বাঁড়ুয্যে বৈঠকের রোজকার শ্রোতা টম কুকুর, পাটনাই বামুন আর অধুরের বৃষটি দুখ মেয়ের ঘরে আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে আছে। খাটের উপর বাঁড়ুয্যে মশায়ের ঘুমের চটকা কেটেছে এই একটু আগেতে। শোনা গেল মশায় কাপড়ে সমস্ত বাড়ান বাবলা গাছটার কোল ঘেঁসে মুদে আনলাটি, তারই উপুর দিয়ে ব'সে ভুলুর। বাঁড়ুয্যে মশায় হাতের আড় ভাঙতে ভাঙতে বললেন—"উঃ! ঘুমবার কি আর জোটি আছে? যে বেরেন্টের বোঁচা।" হেসে উঠে বললাম—"ঘুমের স্বপ্ন বেশ-ছিলেন বুঝি বাঁড়ুয্যে মশায়?" বাঁড়ুয্যে মশায় গা চুলকতে চুলকতে বললেন—"স্বপ্ন কিছে। তারা বাস্তব ঘোঁচা—গায়ে এখন' তার নমুনা র'য়েছে।" ব'লে হাতখানার উপরের দগড়া নাগড়া রগ দুটো দেখালেন।

মুকুল একটু হেসে নিলুম...বাঁড়ুয্যে মশায়কে মশুর কামড়েছে। তিনি কিন্তু থামলেন না, বলতে লাগলেন—"দর, জীবনের আবশ্যক ত পশ্চিমে ফেটেছে। সে এক রকম ছিলুম বেশ;—হুকোচোরার ভাতের উপরও নেই মোটেই। হুকপোটিস চুক্কিছি আমি আর ভুড়ি হ'চ্ছে তীব্র সন্ধীন কেঁচা ইক্কেকনল। ছুঁচট ভাই পটল তুলে ঐ ইক্কেকনলের উনটানিতে। তত করে ভাই—সেইটে কি আমাকেও—" বলে মুখটা বার দুই নেড়ে আবার বললেন—"হবে ভাবনাটা একটু ফিরেন পাচ্ছে কদিন সে কেবল ঐ সেদিনকার কাগজ খানা পড়ে। কি আদিস 'দশা-মারা-সমিতি'র লোকেরা নতুন নতুন অনেক বগজ ছড়া মতের ঠাটিয়েছে। বোধ হয় এবার Bayonet Charge থেকে একটু রেহাই পাওয়া যাবে।"

বাঁড়ুয্যে মশায়ের অমনি ধারা বথাকে কেনিয়ে বলা বাহুল্যক। বাইরের বর্ষার দিকে একবার চেয়ে ভাবলাম, আজি হোমটি ভমবে ভাল। অনেক দিন জিজ্ঞাসা করি করি ক'রে করা হয় না, সেদিন মস্ ক'রে বলে ফেললাম—"আচ্ছা বাঁড়ুয্যে মশায় আপনার গালের উপর ঐ বড় ধাবড়া কিসের বলুন ত? গরু মুখের গোবাটোনা ভেবে পড়েছিল না কি?" বাঁড়ুয্যে মশায় মাড়ি বার ক'রে খুব খানিক হেসে নিয়ে বললেন—"এটা একটা মজার ব্যাপারের একটুকরা চতীন স্মৃতি আর কি, বুঝলি?" বলে তিনি একটু নড়ে চড়ে বাগিয়ে বসে বলতে লাগলেন—"তখন নারী-নিগ্রহের প্রথম আপটা লেগেছে দেশের গায়ে। আমরা ধর্ম্মাধর্ম বুঝি করতুম পচিশের একটা সাহসে; আর বুঝলি...আমাদের কলহবাদের এক মেয়ে অসত মুখর ভাঁবতো।" আমি খুব জোরে হেসে উঠে বললাম—"মেয়েতে মুখর ভাঁবতে আসত? এত ভারি মজার ব্যাপার বাঁড়ুয্যে মশায়।" তিনি মাথা দুলিয়ে বললেন—"আরে...শুধু কি মুখর ভাঁবত...Parallel Bar এ এমনি সুন্দর Figure দেখাত বুঝলি? আমরা আখড়াই মরব কতা সেরেফ হাঁ ক'রে চেয়ে থাকতাম" ব'লে একটু দম নিয়ে বলতে লাগলেন—"দেখ! দুনিয়ার প্রেম ট্রেম ওসব কিছু নয়—একেবারে ভুয়ো—যাকে বলে ভারা মরীচিকা।—তবু আমাদের আখড়ার সিনাকিটা সেই আড্ডা তরুণীকে দিল ঢেলে ভাসিয়ে ফেলো। তার পর অনেকদিন বাদে বেলেঘের এক কাটাটা চপুরে কলহবাদীর গলি দিয়ে চলেছি, কানে এল ধর্ম্মাধর্ম আওয়াজ। তাড়াতাড়ি ঢোকে গিয়ে একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম। ব্যাপার কি জানিস—সিনাকী আর সেই ভুতো মেয়েটা 'দন্তিচুর' আর 'চাকবাহার' নিয়ে ধরতাপ্রতি লাগিয়েছে বেলকুল; মুচকি একটু হাসি ঠোঁটের কোণায় এনেছিল। কিন্তু ওদের চোখের দিকে চেয়ে দেখি, ওরে বাব'! রাগের কীস গর গর করছে—কাছে গেলুম বোধে উ: থামাতে কি পারি—? যাকে ক'রে সিনাকিটাকে টেনে সরিয়ে নিলুম। কিন্তু প্রথম রক্তি-ছোঁয়া নাখী—পলতের আগুনখরা হোম্ আর কি! ওকে নিয়ে, ওদিকে গলের উপুর ওসব ভুলু কুন্দীভের 'ছু-কামড়'—সে হো করে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বাঁড়ুয্যে মশায় আবার বলতে লাগলেন—"তার পর। বুঝলি গোটা জোটি মারটাই কেটে গেল গাড়ী সারতে—"

মুকুল হাসতে হাসতে বললুম—"মধ্যে আটেই কাহ থেকে হঠাৎহাসি কামড় এত আশা করা যায় না বাঁড়ুয্যে মশাই?" বাঁড়ুয্যে মশায় বিরক্তির স্বরে বললেন, "ওরা সব পারে তা নইলে আমাদেরই ত ভুলুম পড়ে! এক ছিটে মহামত নিয়ে টোকা-টুকি বইতে নয়। নিশ্চয় সিনাকিটা নাকি একে-বারে ওর পাগিগ্রহণের হয়ত্ব শেষ করেছিল মেরেটারই কাণে কাণে; মুখর তাঁরা মেয়ের ঘিনু একটু থপ্প খা কী গোচের হয়েই থাকে, কা-রই ভোন ইচ্ছেচোর আড়তেই সিনাকির থোপনা খেঁসে মেয়েটা কদিনে দিব্যেছিল গোটাছই রামদুড়ি। তার পরের ব্যাপার ঐ কসরৎবাজার নিয়ে নাবনা ঠোকার হুজ্জো—" বলে বাঁড়ুয্যে মশায় একটু থামলেন। তার পর আড়ে আড়ে দেখে নিয়ে বললেন—"এই ব্যাপার পর কিন্তু মেয়েটা একেবারে মুষড়ে গেলেন। হতে যাই এক আমার গালের ডক্টরও ত লেখেছিল তার মুখে খানিকটা:—তবু কিন্তু এক-দিন ভাগর চোখ মুদিয়ে আমায় বলেছিল,—আচ্ছা আপনিই বলুন ত, ও আমাকে বিয়ে করতে পারে, আর আমি বুঝি ওকে বিয়ে করতে পারি না'—বলে আর একটু কী যেন কথার বললে,—'আমরা ত গালের বড়ী ছেড়ে ওরের ঘর যাবাছি—মাস্তোর যুগ থেকে, কেন বাপমা ছেড়ে ওরা কি আমাদর বাড়ী আসতে পারেন না? এ সব অনাচারের বিরুদ্ধে রুখি দাঁড়তে বুঝি পারি না আমরা!—বলে, আঁওর চৈকরান চোখ দুটো আমার মুখের উপর জোর করে মেলিয়ে ধরলে। ভাবলাম মেয়েটা আবল তাবল বকে কি? ফিকির ঠাণ্ডাপানি ছাগার জলদি দরকার দেখছি; মুচকে হেসে বললাম—তথাস্তু...তুমি সব পার।

(শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

"আদার উৎ"

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

অনুপস্থিতি করতে করতে ফিরছি। কি এক যোগের আশঙ্কায় ভীষণ ভিড়। রাস্তার ওধার গার্ড দুইসিল দিয়েছে। এমন সময় বর্ষাক্লফলেরের এক হিপহিপে ছোকরা বাবু হরকের রকমের সঙ্গের সঙ্গে তার অচল অবস্থিতাকে ঠেলতে ঠেলতে গাড়ীতে উঠেই সশিশ্বাসে ছুসে ফেলেন, "আঃ ফিমেন নিয়ে ট্রাভেল করা একটা ঝুইসেন্স।" সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের সবার মুইচ হাত যোগ। ভদ্রলোক ত অবাক, একে একে সকলের মুখের দিকে চেয়ে কোনও মীমাংসা না পেয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "মশাইরা হাসলেন যে?" কি এমন..."ততক্ষণ হাসতে করে এসেছি, নতুন হাসির দমকার ভদ্রলোকের "এমন"র বিশেষ আর বোঝা গেল না। জবাবে লাল হতে লাগলেন—রাগে। আর একবার নীরবে উত্তর চাইলেন।

তাঁর অবস্থিতিটি, যাঁকে নিয়ে চলাফেরার এঁর এই বিপত্তি, তখনও একটু আশ্রয় অভাবে গাড়ীর চোরা, বাঁকা, সোজা চাহনির চোটে জড়সড় হয়ে মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে। সে বেচারীও বোধ হয় স্বামীর কথার উত্তরের অভাবেই ঘোমটার ফাঁক দিয়ে নীরবে ওকালতি করছিল। কিন্তু আমাদের হাসির কারণ ব্যক্ত করতে হলে সারা পথটা ওঁকে ঐ অবস্থাতেই কাটাতে হয়।

"মশায়ের নাম?"

"নারায়ণ"

"বেশ। ওঁকে আগে একটা যায়গা করে দিন, তা পর না হয়—" এবারকার হাসির বেগ অতি কষ্টে চাপা গেল। ভদ্রলোক তখন লজ্জিত হয়ে তাঁর আরও লাজুক স্ত্রীকে নিয়ে একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। কোথায় বসাবে। গোপাল তখন কোণের বাংগাটি ছেড়ে দিয়ে নেভির মর্য্যাদা রাখলে। এটি এখন করতে যাদুর সঙ্গে বেচারী কি ঝগড়াই না করেছিল। তাই তার এই সিভ্যানিটিটা নেহাৎ মাঠে মারা গেল কি না, একবার ঘাড় উঁচু করে দেখে নিলে। পরে ওপক্ষের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আমাদের সেট মিষ্টি করে ফিরিয়ে দেওয়া হলে আবার সব টাইট হয়ে বসা গেল।

আলাপে জানা গেল নারায়ণ বাবু বিবাহ করেছেন বছরদিন। তবে কেরাণী জীবনের অনুই কল্যাণে অনেক আষাঢ়ের এগম দিবস বিরহে যাপন করেছেন। জামালপুরে একটা মেসের বাসা আর বাঁধুনীর গুণ কীর্ত্তন শুনে বোঝা গেল, মানান হুদ পেয়েই শেষে একটা ছোট খুট ঘর ভাড়া করে গৃহিণীকে প্রতিষ্ঠিত করতে নিয়ে চলেছেন।

২০ ষ্টেসনের মধ্যে গাড়ীখানা আরও নিবিড় হয়ে এল। শেষে হাসতে হাসতে হাসির কারণ আবার জিজ্ঞাসা করার বললাম, "ওঁর উঠেছিল আমাদের কথাবার্ত্তায় ইংরিজীটা একেবারে বাদ দেওয়া যায় কিনা। কাঁদু বললে, "না"। নন্দ বললে "কেন নয়?" এমনি করে বেশ একটা ডিবেটিংক্লাব ঘরে উঠল। হ্যাঁ, প্রথমেই বলে রাখি, আমি কোনও দলেরই ছিলাম না, এখনও নই, কারণ এঁদের সঙ্গে তাল রেখে চলবার শক্তি আমার নেই। অনেক তর্কাতর্কি আর চেঁচামেচিতে গাড়ীর সবগুলো উদ্যত করার পর স্থির হোল, মাংলায় বলাই প্রশস্ত; তবে, কচারটে technical terms এর বেলায় কনসেসন দেওয়া যেতে পারে। কাঁদু কিন্তু খাপ্পা। সে বেচারী এত বেশী Byron Shelley পড়ে ফেলেছে যে সবাই তার কণ্ঠস্থা ফোটেসন। "তোমাদের ইন্দিরাগিজীবন ।যদুকেই ইউনানিমালি ক্যারেক্ট হতে পারে না। আমি এর ভেতরে এগেনষ্টে এ" বলেই ডান হাতের মুষ্টিটা বাঁ হাতের চেটোর উপর কাঁদু শব্দে ঠুকলে। "বাঙ্গালী এখন ইয়েরদের manners আর languago এমন ভাবে নিয়ে ফেলেছে যে সেটা এখন সে কিছুতেই Pass over করে যেতে পারে না। আমাদের habits ক্রমে nature এ দাঁড়িয়ে গেছে।" শতদলি বললে, 'হাঁ দেখতে পাচ্ছি তা।' হেমন্ত একটু পলিটিকাল ফিলজফার; সে বললে "নিজের জাতীয়তা বাঁচিয়ে রাখতে চাও যদি, আমার যদি কখনও এই বগলস কেটে মানুষের মত খাড়া হয়ে হাঁটতে সাধ থাকে, তোমার এই ইংরিজী ভাব ভাষা ত্যাগ করে আমাদের সকল রকমের আচার ব্যাভারে একটা নিজস্বের ছাপ দিতে হবে, যাতে সেটা চিনে পারা যায়; নৈলে পৃথিবীর এই উন্নতির মেলার মধ্যে কোথায় তলিয়ে যাবে।"

অন্ত কারুর মুখে এ কথা শুনলে কাঁদু তাকে মেকলের চোটে "ধ" করে দিত। হেমন্ত আবার বলতে লেগে "রবি বাবুর কথার বলতে গেলে, বিনিতি তেলোয়ারের খাপের মধ্যে আমাদের দিশী খাঁড়া ভরবার ব্যর্থ প্রয়াস আর কতদিন চালাবে।"

কাঁদু একটু পাশ বাঁচিয়ে বললে "যাই বল, এটা নীতিবাক্য হিসেবে খুব বড় হোলেও কাজে নেবে সবাই পেছিয়ে যায়।" হেমন্তর তাড়ায় কাঁদুর মুখেও এক লাইন নির্জ্জলা খাংলা শুনে মা সরস্বতীও বোধ হয় মুখ ফিরিয়ে হেসে ফেলে-ছিলেন। দীক্ষিত কিন্তু কাঁদুর সঙ্গে সমান তাল ঠুকে বললেন, "কি হে, পরিষদের মাতৃভাষা হু'-লাইন বলা এমনি কঠিন কাজ?" "তা বলছি না কিন্তু এমনি হাবিটি আর ফ্যাসনের জন্য যে এটুকু resolution এই থেকে যায় execution আর হয় না। তা' ছাড়া তোমরা একটা মস্ত বড় হুমুবণের দল, বহরটরও নিয়ে আছ।"

দেবপাল উত্তর দিলেন, "সেদিন গিয়েছে হে, সেদিন গিয়েছে।" এমন সময় হঙ্গকে প্রবেশের পর শ্রীমুখ নিস্তে ঐ Femalo নিয়ে Travel করার nuisance; কাঁদু খাঁটি concrete উদাহরণ পেলে। বাকীগুলোও তর্ক করছিল কেবল বর্কের খাতিরে। তাই খোঁচাতে বন্ধু পেয়েই এই সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা তোমার—"

"আরে পাচু যে!!"

পাচু ত আমার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। খুব ঘা কতক বসিয়ে দিয়ে তার অন্তরের আদর আর স্ফূর্ত্তির বেগ দেখিয়ে দিলে। আমি অবশ্য কিছুক্ষণ হোল চিনে পেরেছি। আর প্রায় এগার বছর পরে দেখ!

তারপর সে অনর্গল বকে গেল। "তোর সঙ্গে যে জীবনে আর কখনও দেখা হবে তা ভাবিনি ভাই।"

"তাওত ভাল চিনতে পারনি।"

"কত কি বদ্‌! মাথায় প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া চুল, সাতমুখ দাড়ি, কেটে ফেলিনি;" তারপর দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে, "আহা কি খাপসুরই দেখাচ্ছে।"

অবস্থিতির দিকে দৃষ্টি ফেলে একটু বৈরাখ্যের সুরে বললাম, আমাদের আর চেনারা ভাই।

"দাড়িতে ঢুকেতে সারা মুখ ঢেকে যতটুকু বাকী রেখেছ, তাও আবার চশমায় ঢেকেছিস;—সেই ৮th class আর—ইংরে কি করছিস?"

"মোর ইয়ারে "মেঘাচারী"র ঠাকুরদার আসন দখল করে বসে আছি।"

বেশ, বেশ, বেথা বয়েছিস ত, বেথা?"

অবস্থিতির পানে আবার দৃষ্টি। তিনি ত ক্রমে দেহাতের দিকে সরে যাচ্ছেন।

"কেউ মারী হচ্ছে না ভাই। তোমটি কিন্তু বেশ, কোথায় পেলি?"

"সে ভাই বড় মজার গল্প, পরে হবে", বলেই, আড়চোখে একবার ঘরের পানে চাইলে। বউ বেচারী আরও একটু কোণ ঘেঁসে বসে মুখটি আনানার আড়াল করে নিলে।

এতক্ষণ আমাদের গল্প কথা বেশ personnl হয়ে পড়েছিল। কিন্তু গাড়ীর সকল খ্যাতার দেখে কেউ নেহাৎ নাগুস হয়নি। চুরুটের ধোঁয়া, চুরুটের সঙ্গে আমাদের গল্প বেশ উপভোগ করছিল। আমার বাল্য বন্ধুকে আমার বর্ত্তমান বন্ধুরা কেউ বেখাতির করেনি।

ইতিমধ্যে ওপাশের বেঞ্চিটা খালি হয়ে যাওয়ায় পেনোকে বলে তার বউকে ওঁদিকে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর নির্দ্দাহনের "কানপুর" চুঁড়ি আর ভদ্রলোক মাঝখান উরং চাপড়ে তবগার চাঁটি আর হাসি গল্পর মধ্যে ভোরের দিকে কেন সময় গেলাম "ভা ণ ল পু র।"

পান্না ইতিমধ্যে বেশ জমিয়েছিল। বদ্ধুত্ব দেবি তার বেশ ভঙ্গ হয়ে পড়েছে। ছোট বড় নমস্কার করে হাসিমুখে সব বিদায় নিলে। Jerseyর বাণ্ডিল কাঁধে ফেলে বাতায়নবর্ত্তিনীকে শুনিয়ে শুনিয়ে সারদা বললে "পাহারা ৭ম নম্বরের ঠিক নাচে পাচ্ছিয়ে দেবেন যিয়ে।" "এখনই শুনে যাও, Loco Accounts office" সারদা একটু অপ্রস্তুত হয়ে দূরে সরে গিয়ে সকলের হাসিতে যোগ দিলে।

"ভাই তোর সঙ্গে গল্প করে লেভ হয়না। আগছে শনিবার এই gupশ না হয়ে ওকে হুগলির গাড়ীতে চলে আসব। তারপর রবিবারটির কাটিয়ে সোমবার ৪৭ Down ধরাব। কি বলিস?—আর পাচু তোকে introduce করে দিই। একে চেন?", বেচারী অত্যন্ত হয়ে হাসি মুখে, ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে যে নেহাৎ অচেনা নয়। "শালাবাবুই আতথি হচ্ছে, বুঝলে?" অস্ফুট স্বরে আখাস এল "বেশ"।

"ওখানে এর ঠিক ব্যাভার হবে ত?" কি উত্তর দেয় বেচারী? একবার আমার দিকে চকিতে চেয়ে রাঙা হয়ে একটু নড়ে বসল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "অবস্থিতি কি নম তোমার?" একটা দুষ্টু দিয় হাসি বেসে সন্দেহে কিস ফিস্ করে বললে, "বন না, দেব কি?" অতি ধীরে অত মিষ্টি করে বললে "উষা"। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল "বেশ নাম!" ভাবের মাথায় পান্না বলে উঠল "বেশ নয়, ভাই, বেশ নয়!"

উষাকে এই ঘোরতর লজ্জা থেকে বাঁচাবার জন্যেই বোধ হয় গাড়ী তখন আস্তে আস্তে থামছিল। পান্না হাতে খুব মস্ত এক ঝাঁকানি দিয়ে চলন্ত গাড়ীর ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললে,—"আসি"। ঘোমটার ফাঁকে উষার চাহনিও স্বামীর নিমন্ত্রণ সমর্থন করে বলে গেল "আসবেন!"

হেমন্ত চেঁচিয়ে উঠল "পান্না Good bye" কাঁদু অমনি হেড়ে গলায় বললে "কেন, বিদায় কি নমস্কার—বলতে দোষ না!"

হেমন্ত বলল—দেরী হের হতে হবে পাহারার সাথে—কিন্তু পথে চলা অবস্থিতির "আসবেন" টুকুর দেখা কি পাব? বিদায় তার কাছে।

মহাশ্বেশ

(গল্প)

[শ্রীশিশিরবিন্দু মজুমদার]

সন্ধ্যা বেলার বাতাস হিমুনির ঘুমাটাকে নিয়ে টিপিটিপি হেসে, ধরীর গোপা বুকে তারি ছায়া আপনার কায়ে রূপ দেখে' কাঁপতে থাকে, ধর ধর কোরে পাওয়ার মাবার মতে কি মোটাছুটি-চিই না কাণ্ডিয়ে হেয়।

নদীর অনেকটা পাড় নিয়ে ঘনসা কেটে, ভোরা খুঁড়িয়ে পাইপরের মধ্যে বড়ো বাড়ন্ত মাথা তুলেছে—মেঘরি পাতা আর কাঁটা তারের বেড়ায় আপনার বাড়ন্তকে কণ্টকিত কোরে'।

সাঁঝ-ঘরে বেরা গোরে থাকে, সেই বেড়া বাড়ের ভেতরেই, কিন্তু সাহেবদের বাংলো থেকে নিরাপদ দূরে রথা কথা বড়ের বেত, দরর দোঁ দোঁ। তারি আশ্রয় নিয়ে অনেক ঘুগো এ যুগের আদর ইত শনিয় অভিশাপ কুড়ায়।

দিনের আগো ওদের কাগো কলের ভেতর থাকে কনকনানির সাথেই কেটে' যায়।—সাঁঝের আবছায়া ঘাঁধারে ফেরে —বেরেরা ঘুটে আর কেরোসিনের ডিবের ঘুঁগায় সাঁঝের আর আঁধারকে ঘনিয়ে 'রয়ে রাত্তিকে অভ্যর্থনা কোরে আনে, আর ঘরে ঘরে যাঁগোক কিছু সেক্ক কারর ধুম লেগে যায়।

বাইরে রোগাই এক চোলকের ধ্বনিকে কেন্দ্র কোরে বুড়ো বটের তলায় একশো কতাল কতালি দেয়। আর সেই একশো করতালির ঘা তার নীচে চল্লিশ রাগিনীর ব্যাকুল কান্না চাপা পড়ে।

সুর তরঙ্গী।

ঘরেরা হাড়ে ঘিব কাটা কুকুরের মতো আরেক বন ভাড়ি খানায় দৌড়েরেই। রক্তমাংস ফেলে উঠে' কয়োয়াসে মেতে ওঠে।

—অপটিমিজম্ এর ফল বত্তা।

—য়োরের ইতিহাসে যে রন ঠাঁই ভেদ পড়ে, না পড়লে চলেই বা কি কোরে, একঘেয়মি ভাঙা চাও।

বোলসাবারের যৌ মহাও মাহুষ ভুল হওয়া তার অস্বাভাবিক নয়—তারই ছোট একটু অপরাধে তাড়ন ক্রোকে বোলপুরার ভকে শাশীর উপর লাথা মারে, একা হ'লে সয়েই যেত, এমন কভোদিন হয়েছে—কিন্তু অন্তর ত মারের, সে যে অন্তরের ভেতর আরেক খানা ফলুধের আগন-টের পেয়েছে। যার ফুলের আসন অন্তরের মধি কোঠায় অনুভব করেছে আর তাকে রক্ষা কবার অজেই যৌটা রুখে দাঁড়ায়—ব্যস্—

রাগের মুখে বাগর তুচ্ছ আর এত' নাই। বোলতার পায়ের তলায় মোমেন্টাম্ আনে শক্তির পরীক্ষা করে। 'কোঁক্' কোরে একটা শব্দ কোরেই যৌটা মেঘেতে লুটিয়ে পড়ে। চোরাগ বেয়ে কালো রক্ত ধারা হাড়া পায়, মেঘেটাকে ভিজিয়ে ওক্ ওক্ করে, ছুটো শাস একবারে শেষ হ'য়ে গিনিয়ে যায়। বোলসারের টনটনে জ্ঞান এবার ফিরে জেগে ওঠে; 'মাগার চাইতে মুক্তি বড়ো'—

ওরই বুঝাবনী গাড়ী দিয়ে ওকে ভালো করে' অড়ায়, কাঁধে তুলে' তারার ওরে বাঁট বাঁধানো গাড়ীটাকে সাথী' ও নদীর পানে এগিয়ে চলে—সাঁ সাঁ কোরে দুই পাশের বাড়ী গাছের শাসানিকেও হেলা কোরে। যে মারগাটায় বুড়ো বটের নীচে বোলসার প্রথম বয়সার সাথে মাথার বোঝা

মন-উদাসী

(গল্প)

[শ্রীমতী করুণা দেবী—হাজারিবাগ]

সারি সারি কুলিদের বস্তি। ভোর না হতেই যে যার কাজে দল বেঁধে চলে গেল। কেবল বুড়ী ছোট দাওয়ায় বসে গালে হাত দিয়ে কি যেন কি ভাবতে লাগল। সঙ্গিনী যহ একবার তার কাছে এসে জিজ্ঞাস করে গেল সে কাজে যাবে কি না। তার উত্তরে বুড়ী যে কি বলল তার কিছুই সে বুঝে উঠতে না পেরে বিড় বিড় করতে করতে নিজের কাজে চলে গেল। বুড়ীর আজ যে এত কিসের ভাবনা সে তা নিজেই যেন ভাল করে বুঝে উঠতে পারছে না। এলোমেলো ভাবে সে আপন মনে কত কি ভেবেই চলেছে। একে একে তার এই উনিশ বছর জীবনের কত কথাই মনে আসতে লাগল।

বস্তিতে তারা যে ঘরটি দখল করেছিল তার পাশের ঘরে ভোলা কোথা থেকে এসে যে বাস করতে লেগেছিল তার সন্ধান কেউ রাখত না। অপর সব কুলিদের মত সেও নিয়মিত ভাবে কাজে নেমে কাজ করতে যেত আবার ফিরে এসে দুদিন ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমত অন্য সব কুলিরা দিনের শেষে কর্ম্মক্লান্ত জীবনটা একটু সরস করে নেবার জন্য মদ খেয়ে নানা রকম আমোদে ছোট কুলি বস্তিকে তোলপাড় করে তুলত। কিন্তু ভোলা নীরবে আঁধারে নিজের দাওয়াটার উপর বসে আকাশের পানে চেয়ে রইত। তার এই সন্ধ্যাহীন জীবন লক্ষ্য করে কত লোক কত কি বলত। সে শুধু শুনেই যেত প্রতিবাদে কোন কিছুই বলত না। ভোরাকে ঘিরে এই সব পরিবারদের সাথে সবার মত বন্ধী কিন্তু প্রাণ খুলে যোগ দিতে পারত না। সবলে যখন উচ্চ হাসির বিকট কলরবে রজনীর নিস্তব্ধতাকে মুখর করে তুলত তখন বন্ধী নিজেদের ঘর তার সকল দৃষ্টি এই আপন ভোলা লোকটির মুখের পর বুলিয়ে নিত। তার মনের কোন এক গোপন তন্ত্রী আপনা হতেই বাথার সুরে বেজে উঠত। কত বিনিদ্র রজনী জেগে বসে বন্ধী এই অথানা লোকটির কথা ভেবেছে। কি হায় তার ঐ প্রশস্ত বুকখানা ভুড়ে আছে যাকে তাকে এমন করে লোকের সখ হতে দূরে রেখেছে? সে কোন না-পাওয়া-দুঃখের কথা ভেবে তার দীর্ঘ দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছে এমন অসহ্য একাকীত্বে? আরও কত কি ছাই ভস্ম সে বসে ভাবত। কিন্তু সব কথা যেন সে নিজেই ভাল করে বুঝে উঠতে পারত না।

শীর্ণ গিরি নদী তার আরও শীর্ণ জল রেখা বুকে ধরে এঁকে বেঁকে এই ঘুঘু চুনি বস্তির গাঁগ দিয়ে অনেক দিন ধরেই চলেছে—মৃদু ও মন্থরে।

দলে দলে কুলিরা এসে এই ক্ষুদ্র ঘটনীর তারা মাগা ধলে নেমে নিজেদের কলুষার মুখে ভরা দেহ পাইকার করে লেগে গেছে। হাড়-ভাঙরবে স্থানটি মুখরিত। বন্ধীও এসেছে তার কলুষার মত দেহের রংটা অল্প দামের সাবানের সাহায্যে একটু উজ্জ্বল করতে। সবাই আপন আপন কাজে ব্যস্ত। এমন সময় বন্ধী দেখল দূর হতে ভোলা তার কর্ম্মক্লান্ত দেহখানা যেন অতি কষ্টে টেনে নিয়ে আসছে। বন্ধীর দরদী বুকখানা যেন কি অজানা আশঙ্কায় একটু কেঁপে উঠল। ভোলা এসে চুপ করে একধারে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় তার চোখ দুটি বন্ধীর দিকে পড়তেই সে দেখল যে লক্ষ্মী তার দিকে নির্ব্বাক দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রয়েছে। আপনা হতেই তার চোখ দুটি নেমে এল। সে সবার দূরে একটু নিরালা স্থানে বসে নিজের করুণ মাথা রেখানা যেমন তেমন করে ধুয়ে যেমন এসেছিল তেমনি ধীরে ধীরে চলে গেল। বন্ধীও তাড়াতাড়ি রেঁ। রুমে স্থান সেরে উঠে দেখ

অষ্টমীর চাঁদ তার শেষ কিরণ-মাখা হাসিটুকু দিয়ে অগৎকে ধোয়াতে চায়। কর্ম্মক্লান্ত কুলি-কামিন সুখ। চারিদিক নিস্তব্ধ—সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। বন্ধীর চোখে ঘুম নাই। মহুয়া বিছানার উপর শুয়ে বৃথাই কান্নার বেগ কিছুতেই সে সামলাতে পাচ্ছে না।

বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বন্ধী একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। বেরলো ভোলা তার দাওয়ায় বসে সেই ভাবে আকাশের পানে চেয়ে আছে। আগে আঁধার ঘরা নিশিতে আজ কার খোঁজে সে এমন করে বসে আছে? বন্ধী এসে পাশে দাঁড়াল। ভোলা একবার ফিরে চাইল। তারপর তেমনি করে চেয়ে রইল আকাশের পানে। বন্ধী তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ এই ভাবে কেটে গেলে বন্ধী ভোলার হাতখানা ধরে বলল—রাত হয়েছে ভাই। চল শুয়ে পড়বে। কিন্তু না বলে ভোলা তার দিকে চেয়ে কেবল করুণ একটু হাসল খালি। সে হাসিতে বন্ধীর, বুকভরা ভিক্তরকার নারীত্ব ফুকরে উঠল। হাতখানা ধরে বলল—এ কি ভাবিস ভোলা। তেমনি হাসি। তারপর চোখে জল। এতদিন যা' রুদ্ধ হয়েছিল আজ বন্ধীর হৃদয়ে তা সবে প্রবল বেগে বেরিয়ে এসে ভোলা গহতে পারল না—চীৎকার করে উঠল—"আহ্লী। আহ্লী। কোন্ পাপালি রাহুলী! আর যে পারিনে আমি পারিনে," ইতস্তত বেগে সান্ত্বনা দিতে উঠল। বন্ধী ধরে বসল—"ভাই! ভাই!"—ভোলা আর পারে না।

"ব্যথার স্মৃতি তাকে পাগল করে দেয়। আর দুখের সাথে সুখ আর সুখী বাহুযান নাহি। সে যে ফেলে গেছিল দেখা" কেঁদে ফেলে ভোলা চুপ করল। চাঁদ ডুবে গেল। কুকিয়ে দুইটি প্রাণী কতক্ষণ কত গাঢ় হয়ে

উপন্যাস

বনজ্যোৎস্না

[শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিন

শীতের হাওয়ার শেষ রয়েছে...

তার নাস্তিত্বের সাথে মুহ হয়েছে অনাগত বসন্তের মধুর আভাস...জ্যোৎস্নার রহস্য হারার আলুথালু। বইয়ের বুক খুলকে ছুনে উঠেছে...শীতরাতী সুরের বাঁশী আজ্ঞাত অন্তরের সুপ্ত বৈরাগী যেন জেগে উঠে চায়...এমনই রাতে চলেছি নিমুমতার ছাড়া মাটী! পথ বেয়ে নীলীদের মতো অ সহায় গতিতে—আমার অন্তরে যে কবিচিত্ত লুকানো আছে তাকে জানতুম না—বাংলোয় ফেরবার কোনো ইচ্ছা মনে জাগছিল না...জ্যোৎস্না অপূর্ব মেহধারার মতো। নিজেকে বিলিয়ে দিতে...নিঃস্ব করে দিতেই মন উঠুম হয়ে পথ চলতে চলতে আলোর আঁধারে এঁকে যাই...মুখ চোখে পড়ল...কোমল কালো ঘন চুল্ত। আজ বিচুর্ণ হয়ে চোখে মুখে এসে পড়েছে... কানের পাশ দিয়ে কতকগুলি নিয়ে মিশে গেছে কাঁধে... মাথার ঘোমটার রেশমের রাঙা...ছোট্ট সুগঠিত মুখখানি —হাসিম তার ভঙ্গী...আমত দুটী নীলাভ তার চোখ আকুলতা ও নারীত্বে পরিপূর্ণ...হৃদয় অন্তর্যামী সরল বেরোয় মনে। সোনা চলে গিয়েছে...মুদিত কমল কলির মতো—চোখের পাতা মুদিয়ে...সে ছুটী যেন আপন আনন্দে চুমা দিয়া আছেছে অবনত হয়ে আসে—সরমী বালিকা মূর্তি—কিন্তু সুন্দর...সুঠাম... সুশোভন।

কাছে এসে একটু সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল...নতুন এসেছি...তাই তো খুঁজে পাচ্ছি না.—একটু সন্ধান করে দিতে পারেন—?

সাহায্য সম্মতি জানালাম।

আমারই পাশের বাংলোয় তাঁদের আস্তানা। এই দিন আমার জীবনে রমণীর হরীন ছোঁয়াচ লাগে নি—কে আমত আমাকে ধার মাতাতে হবে...যত্নবর বাবুর শিশু, তাঁর সঙ্গে আমার জীবনে অলক্ষিতে একটা প্রভাব এনে দিয়েছিল... মানুষের কৃত্রিমতার মাঝুষকে ভালো বাসতে শিখেও নি তার কারণ হয়তো তাদের ভালোবাসা আমি পাই নি...ভালোবাসা আমি পাই নি...ভালোবাসা আমি পাই নি...

জলপুরের যাত্রা

[শ্রীঅমিতমোহন ঘোষ]

শর্বরীরা চলেছে
পাহাড়ে পথে
পড়েছে পা'য়ে
ঘুঙুরের নেশা।
একমুঠো সাঁঝের
মেঘে ঢাকা
অথবা ঘোমটা
চন্দ্রাবতীর।

কিংশুকেরা চলেছে আজ
মুঞ্জরিত আম্রবনে
পলাশেরা ফুলের
পরিমল আঁখি
ঝুমুর গ্রামে
একতারা সুরে।

চলেছে আজ
বকুল বনের
বাসন্তিকা কন্যা
মেঘের ঝরা
অথবা ঘোমটা
চন্দ্রাবতীর

ভ্রমণ কাহিনী

আর্য্যাবর্ত্তে 'একমাস'

[শ্রীঅখিল নিয়োগী]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এককথা। টাঙ্গা ভাড়া করে হিন্দুস্থানের মর্ম্মস্থানায় এসে পৌঁছলাম। ঘর ঠিক দিয়ে, বিশ্রাম পেতে ঘুম দিতে রাত সাড়ে দশটা।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি—ঠিক গয়ার মত টিপটিপ করে বৃষ্টি সুরু হয়েছে।

ঠুঠরীর দেশ লক্ষ্ণৌ সহর যদি মনি অর্ডারে ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে দেখতে হয় ত বড় দুষ্কিন্তের কথা।

একেত এই বৃষ্টি তার ওপর মর্ম্মস্থানাটি এত নোংরা যে ও,' আর বলবার নয়। 'চাঁদিমানা' বলতে যা' বোঝায় তা' একেবারে নরককুণ্ড বল্লেও চলে। তারি পাশে আবার স্নান এবং রান্না করার জায়গা। বড় জোর চোখ কান বুজে স্নান অবধি চলে—কিন্তু তার পরেই সোজা ইতি দিতে হয়।

যদি ব্যাপার দেখে একেবারে অরক্ষন 'ঘোষণা করেন এবং কাশী থেকে আনীত লেপ এবং কুলেই ধরিয় হস্তের কাজ শেষ করলেন। আমি মর্ম্মস্থানার কাছেই একটি হোটেলে চলে গেলাম। হোটেলটির নাম The Oudh Coronation Hotel—শুধু হোটেল নয় বিলু হোটেল। কারণ হোটেল ফাউল মেলেনি। মিলল—ডাল, ভাত, তরকারী, চাঙড়ীর মতন একটা, মাংস আর চাটনি। তার পর এলো গরম গরম রুটি। আমি আর সব সরিয়ে রেখে—গরম রোটি আর মাংস খুব মেখে নিলুম।

তার পর একটা টাঙ্গা ভাড়া করা গেল। ঘণ্টা হিসেবে নিলুম। প্রথম ঘণ্টা বারো আনা; তারপর প্রতি ঘণ্টা ছ'আনা হিসেবে, দ্রষ্টব্য স্থানগুলির একটা তালিকা পাওয়া গেল, হোটেলের অফিসের কাছ থেকে।

ভাবলাম এ বেলার মধ্যে যদি সব দেখা শোনা শেষ হয়ে যায় ত' বিকেল চারটের গাড়ীতেই কানপুর চলে যাবো।

বেরুলাম সহর দেখতে। প্রথমেই দেখলাম 'ছোটা ইমামবড়ার''। নবাব মনসুর আলী খাঁরের সময় এটি তৈরী হয়। চুকতেই একাণ্ড ফটক। তারপর চমৎকার বাগান। লক্ষ্ণৌয়ের বাগানগুলি সত্যি দেখবার জিনিষ একদিকে যেমন মুসলমান সভ্যতা ও স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় এই পুরাতন ইমারৎগুলি দেখে—তেমনি সেই সঙ্গে তাঁদের রুচির প্রশংসা করতে হয়—এই সব চমৎকার বাগান তৈরীর কারণ লক্ষ্য করে।

প্রকাণ্ড ইমারৎ ঝাড় ঠঠন ইত্যাদি দিয়ে সাজানো নানা রকমের তাহিয়া তোলা রয়েছে। মহরমের সময় সেগুলি বের করা হয়।

ছোট ইমামবড়া এর দেখা শেষ হয়েছে ঠিক এমনি সময় চেপে বৃষ্টি এলো। এর মধ্য দিয়ে আর কোনো মতেই সহর দেখা চলে না। তাঁবায় ফিরে এলুম। বৃষ্টি থামলে তবেলা গাড়োয়ানকে আসতে বলে—বিলুর এক দফা ঘুম। ঠিক ছুটোয় সময় তবেলা আবার বেরোনো গেল। প্রথমেই গেলুম "বড়া ইমে বড়ম"। এ ইমামবড়া ছোটো ইমামবড়ার চাইতে অনেক বড়—নামেই তা' প্রকাশ। আর ভেতরে খুব জমকালো রকম একটা সরু মাচিা গাঁথা। একটি স্থর বোনবার কারুরা।

এই বড় ইমামবড়া নবাব আসাউদ্দৌলার সময় তৈরী হয়। ভূগর্ভে উঠবার নিড়ি আছে। ভেতরে এক রকমের এবং প্রবেশ দ্বার—যে যার কয়েক মুহূর্ত্তেই একেবারে গোলক ধাঁধায় পড়তে হয়। সাধ্যি নেই যে গাইডের সাহায্য ছাড়া কেউ আবার আপনা আপনি ওপায় নামতে পারে।

ভেতরে ভেতরে সব বানানো রাস্তা—সেখানে বসে নাকি বেগম-রা নীচের সব ব্যাপার দেখত। ওপরে একটা হার। সেখান থেকে গোটা হলো সহরের দৃশ্য বেশ উপভোগ্য। এক কি দিয় ঘুমতি নদী চলে গেছে—ছোট্ট বটে কিন্তু দেখতে ঠিক রমত রেল টির মত।

এখান থেকে এলাম—"তস্বীর ঘরে"। এখানে লক্ষ্ণৌয়ের নবাবদের বড় বড় তৈলচিত্র টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে। তার ভেতর সব নবাবদের ছবি দেখতে পাওয়া যাবে।

ওয়াজেদ আলী শা' লক্ষ্ণৌয়ের শেষ নবাব। ইনি ভয়ানক সৌখীন লোক ছিলেন কথিত আছে ইনি চুরি এঁরই সৃষ্টি। ইনি সব সময় মদ্যপানে এত মত্ত থাকতেন যে ইংরাজরা যখন লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করে তখন তিনি গান শুনতে শুনতে তাদের তোপগুলিতে বিরক্ত হয়ে জবাবদেন "হঁয়ে কেন্ তাল্ কাটতা হ্যায় রে।"

অবাব এলো—"হঁয়েজন।"

সেই কালে সত্যি যখন ইংরাজ মোর গোড়ায় এসে পৌঁছুল তখন নবাবের চৈতন্য হ'ল। ফুতো ছিল উল্টে করে রাখা। এঁরও তখন নবাব 'সরাজদ্দৌলার দশা হ'ল। চেঁচিয়ে ডাকলেন "এ কৌন হ্যায়—হামারা জুতি সিধা কর্ দেতা" সে জুতি আর সিধা হ'লনা—কাজেই সেই কালে ইংরাজের কাছে বন্দী হ'য়ে কলকাতার নীত হ'লেন।

নবাবদের তৈল চিত্র ছাড়াও "তস্বীর ঘরে" বহু ইংরাজ সিবলকর্ত্তা এবং উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর ফটো আছে। কিন্তু তৈল চিত্র ফোটো ঐ কটি।

ছবি ঘরের শেষেতেই আছে উল্টুনে একটি বাঁধানো কুয়ো। তার একদিকে নবাব এবং অন্যদিকে বেগমরা স্নান করতেন। বেগমদের স্নান করবার যায়গাটা ওপর থেকে বেশ করে বাঁধানো—ল্ল পেতে তুল দ...।

(ক্রমশঃ)

বনজ্যোৎস্না

(১০ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই এই লোকটীর উপর আমার শ্রদ্ধা চলে গেল, এলো বিরক্তি, ঈর্ষা ও ঘৃণা।

তাঁর কাহিনী গুলি আমার কাছে নিতান্ত অসার ও অবাস্তব ঠেকতে লাগলো—তার যেন সমাপ্তি নেই—কাজেই আমি হঠাৎ উঠে পড়লুম....এবং আমার নিসঙ্গতার জীবনে এই প্রথম যে বিরামের গান শোনা না সে সন্ধ্যায়।

এই লোকটীর হঠাৎ আবির্ভাব—জ্যোৎস্না ও হিমি-মথির সহিত এর আত্মীয়তা—আমার বাসি সাজা মনটাকে আঘাতে বিষ্ণ করে তুললো। শেখর বাবুর খুসীমতো আমার জীবনে একটা এধন ঘটনা নির্ভর করছে এ কথা ভাবতে আমার ক্লান্তি বোধ হতে লাগলো—সে দিনের সন্ধ্যা আমার মনে কোন রেখাপাত করতে পারে—অসম্ভব হয়ে উঠালাম—সিগাঁর ধরেঃ গাড়ার হ'—আমি ও' নবীব।

হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ স্বরের সঙ্গে শেখর বাবু বলে উঠলেন—গোকুল বাবু এই হমায়নের অন্তরালে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি কে—আপনার আসল পরিচয় কি—আপনার এই আত্মগোপনের মূলে কি সত্য আছে আমি তা জানতে চাই।—বিনা করেন না—বলুন।

(ক্রমশঃ)

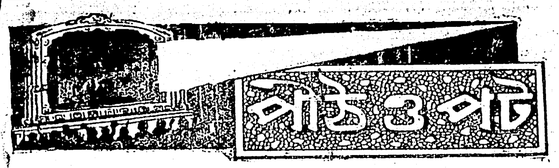

—চন্দ্রশেখর

আনন্দ পরিষদের "পণ্ডিত মশাই"

ভবীন্দ্রনাথ এবং প্রধানতঃ শরৎচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলিকে নাটকাকার দিয়ে এবং তাদের অপ্রয়োজিত অভিনয় করে বৌবাজারের অবৈতনিক নাট্য-প্রতিষ্ঠান আনন্দ পরিষদ গুণী ও জ্ঞানীদের কাছে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন। তাঁদের নবতম অবদান শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিত মশাই"এ এই প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হয় নি। আনন্দ পরিষদের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত রন্ধীনারায়ণ মিত্র নাটক সৃষ্টি করবার গোপন কৌশলটি জানেন। ফলে নাট্যহীন নাটক নিয়ে তিনি কোনদিন রঙ্গালয়ের কাছে উপস্থিত হ'ন নি। "পণ্ডিত মশাই"এর আড়ম্বরহীন গ্রাম্য উপাখ্যানটির মধ্য থেকেও তিনি অনায়াসে নাট্যরসের উৎস আবিষ্কার করতে পেরেছেন। নাটকীয় রসের দিক থেকে কুসুম ও বৃন্দাবনের অংশটাই যথার্থ মনে করে রাখবার মত হয়েছে।

অবশ্য চরিত্র চিত্রণের দৃষ্টান্তের দিক দিয়ে তৈরিচন্দ্র "পণ্ডিত মশাই" পরিষদের পূর্ব্ব-প্রযোজিত "চোখের বালী" বা "বিরাজবৌ"র সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না। ত' সত্ত্বেও "পণ্ডিত মশাই"এর নাটকীয় উপাখ্যানটি আমরা উপভোগ করেছি।

গতবর্ষে মরুবরার নিমাতা হরধনকে "পণ্ডিত মশাই"এর ভূমিকায় যাঁরা দেখলেন; দুই অঙ্কে। করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সুরসের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম। নাট্য-হৃদয়ের অনুভূতিকে এমন করে গাম-প্রদীপের আলোকে প্রকাশ করতে আর কোন সুরস পেরেছেন কিনা জানি না। আমরা তারক-বাবুর যতগুলি অভিব্যক্তি দেখেছি আমাদের অভি-জ্ঞতার মধ্যে তার কোন তুলনা খুঁজে পাই নি। হুসুরের অভিব্যক্তিতেও তাঁর এই অভিনবত্ব প্রকাশিত রয়েছে। তবে ফিকে রঙমঞ্চের দিকে যেখানে আমাদের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল সেখান থেকে তাঁর সব কথা শোনা যায় নি। উচ্চ চীৎকার না করেও যাতে ঘরের কথাগুলি কানে চুকতে পারে তার অভিনেতার সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত—তারকবাবুকে আমরা এই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই।

সুখনাথের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শরদিন্দুমোহন ঘোষ বেশ ভাল অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে তাঁর বিভিন্ন রস সৃষ্টি করবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসুর বৃন্দাবন আওনরের দিক দিয়ে খারাপ না হলেও এই ভূমিকার তার অধিকতর ব্যক্তিত্বশালী শিল্পীর ওপর ন্যস্ত করা উচিত ছিল। আমাদের ধারণা এই ভূমিকার শ্রীযুক্ত সন্তোষনারায়ণ দত্ত নিজে নাট্যমোদীদের মনের ওপর বিশেষ ভাবে রেখাপাত করতে পারতেন। কিন্তু ঐ ভূমিকা গ্রহণ না ক'রে তিনি নেমেছেন গোপাল ভাক্তারের ছোট্ট ভূমিকায়, উচ্চতর নৈপুণ্য প্রকাশের দিক দিয়ে যে ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে বিশেষত্ব বর্জ্জিত। ফলে "পণ্ডিত মশাই"রে অভিনয়ে লক্ষ্মীবাবুকে নটাশ্রয়ী শিল্পের মনে করে রাখবার মত কিছু পাই নি।

শ্রীযুক্ত শরদিন্দুমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

"পণ্ডিত মশাই"রের অধিকা শ চরিত্রই সুঅভিনীত হয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্ত্রী-চরিত্রগুলি। রমেশ্বরী (শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস), হরমতী (শ্রীযুক্ত নলিন কুমার ঘোষ) এবং নন্দরাণী (শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দত্ত) আমাদের আগ্রহ আকর্ষণ করতে পেরেছে। বালক অভিনেতা শ্রীমান রতন চাঁদ মন্দের চলে সব দিক দিয়ে প্রশংসা-যোগ্য। শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিকের শেষের গানটি আমাদের ভাল লেগেছে।

মিনার্ভা থিয়েটারের যু-অঙ্কিত দৃশ্যপটের সংযোজনে আনন্দ পরিষদের অভিনয় এবার সহজেই মনে হইতে পেরেছে। আশা করি তাঁরা বাঁধার পার্শী থিয়েটারের দিকে আর পা বাড়াবেন না।

ছাকড়ার আগুন

কথায় বলে—ছাকড়ার আগুন কিছুতেই নিবতে চায় না। নাট্যনিকেতনে বিগত উনিশে এপ্রিল যে দরিত্রাপকর ঘটনা ঘটেছিল ত' এই ছাকড়ার আগুনের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আজ তিন মাস পরেও তার জের টানতে হচ্ছে। উনিশে এপ্রিলের রাত্রে এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে নাট্যনিকেতনের দুজন অভিনেতা সেদিনকার সমবেত দর্শকদের অপমান করে বসেন। অসতর্ক মুহূর্ত্তের উত্তেজনা এমনিত হলে তার পরদিনই অপরাধী অভিনেতা দুজন দুজন হাতের লেখার সেদি কার দর্শকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এ ব্যাপারের অবসান ঘটাতে পারতেন। কিন্তু তা' হয় নি এবং নাট্যনিকেতনের কর্তৃপক্ষ আজ পর্য্যন্ত তা' হতে দেন 'নি। এই সম্পর্কে ইতিমধ্যে নাট্যনিকেতনের অধিনেতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য "নবশক্তি"তে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন, নাট্যনিকেতনের অন্যতম যুক্ত নির্দ্দেশক আহিভৌ "আজভাল"-পত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন এবং গত সপ্তাহের "দিনির" নাট্যনিকেতনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরীন্দ্র চন্দ্র গুহ আমাদের কয়েকটি উক্তির প্রতিবাদ করে তিন কলম ব্যাপী একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশিয়েছেন। সুধীর বাবুর পত্র মুক্তির অধীন আমরা "দিনির"ে পাঠিয়েছি, এখানে তা' নিয়ে আলোচনা করবার কোন প্রয়োজন নেই। এইগুলি ছাড়া এই ব্যাপারে নাট্যনিকেতনের কর্তৃপক্ষ আমাদের শোনা এবং আনা অনেক কিছুই করেছেন। একসঙ্গে সব যোগ করলে বোঝা হয় যেন যে এ ব্যাপারে বাদ কথারও ওপর ব্যয় হয়ে গেছে। শুধু অপরাধীদের নিজেদের জবানিতে—"ঘটনার রাত্রে স্যামাদের আচরণের জন্যে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, সেজন্যে সেদিনকার দর্শকদের কাছে আমরা মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি"—এই দু'ছত্র লেখা আর আর পর্য্যন্ত হয়ে ওঠে নি। এ অবস্থায় অপরাধী অভিনেতা দুজনের একজনও যদি নাট্যনিকেতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন তা'হলে আমুষ্ঠানিক জ্ঞান-সম্পন্ন কোন ভদ্রলোকই তাঁদের অভিনয়-আসরে সহাপন করবেন না—এই হচ্ছে আমাদের ধারণা। আমাদের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক-জ্ঞান-সম্পন্ন দর্শকদের দিক থেকে একমাত্র যোগ্য আচরণও এই। এ বিষয়ে নাট্যনিকেতন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত হতে পারি নি বলে আমরা দুঃখিত।

যবনিকার অন্তরালে

সহরের থিয়েটার ক'টিতে নূতন নাটক খোলবার যে উদ্যোগ চলছে তার মধ্যে সকলের আগে উল্লেখ-যোগ্য রঙমহলে "—শ্রীবিষ্ণু প্রিয়া"র আবাহনের আয়োজন। পূর্ব্ব-ঘোষণা অনুযায়ী ঐযুক্ত ভূপেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শিব ও শাক"র পরবর্ত্তে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর "শ্রীশ্রীবিষ্ণু প্রিয়া"কে নিয়েই রঙমহল তার দ্বারোদ্ঘাটন করবে স্থির হয়েছে। শিশিরকুমারের প্রয়োজনার শ্রাবণের মধ্যেই উদ্বোধন অভিনয়ের অনুষ্ঠান করবার চেষ্টা চলছে। এই মাসের মধ্যেই রঙমহলের দ্বারোদ্ঘাটিত না হলে "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া"কে দেখবার জন্যে আশ্বিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেননা অন্যথা ভাবে রঙমহলের কর্তৃপক্ষ কোন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করবেন না।

ষ্টারে শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নূতন নাটক "শ্রীগৌরাঙ্গে"র মহলা সুরু না হলেও তার প্রথম পাঠ শেষ হয়ে গেছে। তালিম মহলা আরম্ভ হবে বু. শীগ্গিরই। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী সম্ভবতঃ 'শ্রীগৌরাঙ্গে'র প্রধান ভূমিকার দেখা দেবেন। "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া"র সঙ্গে সঙ্গেই "শ্রীগৌরাঙ্গ" আত্ম-প্রকাশ করলে আমরা বিস্মিত হব না।

মিনার্ভা থিয়েটারে "বলিদানে"র অভিনয় ক্রমশঃ যেন অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। গত রবিবার মিনার্ভার হেমেন্দ্রাগমের অল্প দেখে আমরা এই ধারণায় উপনীত হয়েছি। তা' সত্ত্বেও মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ এখন থেকেই আর একখানি নূতন বই খোলবার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। এই নূতন নাটকখানি মৃত্যুগীত হয়ে হবে বলে জানি।

নূতন রঙ্গভবন

চিৎপুর রোডের ওপরের নূতন রাস্তায়ে প্রায় সামনা-সামনি একটি নূতন রঙ্গভবন নির্ম্মিত হচ্ছে। এর নবযুগের নামকরণ হয়েছে—রঙ্গমহল থর্ড্ড্ লিন ষ্ট্রীটের ওপর রঙ্গমহল নূতন নিয়েটারের নূতন নাট্যগৃহ রঙ্গমহলের সঙ্গে নামের সাদৃশ্য থাকলেও এই রঙ্গমহলের কোন যোগ নেই। বেঙ্গল সিনেমা লিমিটেড নামক একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের পরি-চালনায় এই নূতন রঙ্গভবন প্রধানতঃ ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হবে। খুব শীঘ্রই রঙ্গমহলের দ্বারোদ্ঘাটিত হবে শুনেছি।

আর মাসাধিক কালের মধ্যেই কলকাতার আরো একটি নূতন রঙ্গভবনের প্রতিষ্ঠা হবে। এই নব ভবনের নাম "নবশক্তি"র পাঠকরা আগেই শুনেছেন। নাম: বেণ—দ্বিবিধ। এই নামেই নব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়েছে শিয়ালদহের খুব কাছে হ্যারিসন রোডের ওপরেই দ্বিবিধের অধিষ্ঠান। ছায়াচিত্রের মালিক শ্রীযুক্ত হরিপদ পাল তাঁর প্রতিষ্ঠানটিকে সব দিক দিয়ে আধুনিক করে তুলতে চান শুনেছি। অদূর ভবিষ্যতে ছায়াচিত্র সবাক্‌চিত্রও শোনা যাবে বলে প্রকাশ।

পাসে—"লয়লা মজনু"

নির্ব্বাক ফিল্মের মত সবাক্ চিত্রের ক্ষেত্রেও বোম্বাই ইতিমধ্যে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ফলে এখানে নাম করবার মত এস্যুনি বাঙলা সবাকচিত্র নির্ম্মিত হবার আগেই বোম্বাইয়ে তোলা চারখানি পুরো বৈর্ঘ্যের ছবি কলকাতার বেরোনো

প্রলোভন

[শ্রীপিনাক পাণি রায় চৌধুরী বি, এস, সি,—পাটনা]

ঘরে ঘরে বিয়ে

খোকার দিদিদের সব ঘুরে ঘুরে বিয়ে হয়েছে—তারা শ্বশুর বাড়ী যায়। যাকে কিন্তু খোকা কোনদিন শ্বশুরবাড়ী যেতে দেখে নি। এক দিন মার গলা জড়িয়ে আবার করে খোকা জিজ্ঞাসা করে—মা, তোমার কোথা বিয়ে হয়েছে বল না?

মা—কেন—এই খানেই।

খোকা অবাক হয়ে বলে,—এইখানে? কার সঙ্গে?

মা তার গাল টিপে দিয়ে বলেন, খোকা ছেলে—তোর বাবার সঙ্গে।

খোকা হাত তালি দিয়ে বললে—বাবে মজা—ঘরে ঘরেই বিয়ে।

দাদাতো আমার বাবা

সাক্ষীগোপাল পরম বৈষ্ণবের ছেলে। মেসমশাই-বাড়ীতে তাকে পাঁঠা খেতে দেখে দীনু খুড়ো জিজ্ঞেস করেন, হাঁরে গোপা—তুই পাঁঠা খাস?

গোপাল দাঁত বের করে বললে, খাইনে আবার—বলতে গেলে পাঁঠাতেই আমার জন্ম।

দীনু খুড়ো। তোর বোনরা?

গোপাল। তারাতো পাঁঠা নইলে থাকতেই পারে না।

দীনু খুড়ো। আর তোর দাদা?

গোপাল। হ্যাঁ, হাঁ, দাদা? দাদা তো আমার বাবা।

অনভ্যাসের ফোঁটা।

বাদুনের ছেলে মুন্সীর দোকান করেছে। একটী ছেলে বড় একটী বাটী নিয়ে আর সের শুড় কিনতে এসেছে। দোকানী বাটী ওজন না করেই তাতে খানিকটা গুড় তুলে "তোলবাড়ীর" একদিক চাপিয়ে অন্য দিকে "আধ সের" চাপিয়ে দিল। গুড়ের দিকটা হাল্কা হচ্ছে দেখে সে গুড় একটু একটু করে তুলেই চলেছে যখন বাটীর গুড় প্রায় সের হয়ে এলো তখন বুদ্ধিমান ছেলেটী উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে—ওকি, তুমি সব গুড়টাই যে তুলে নিচ্ছ, হবে দেবে কি?

দোকানী একদৃষ্টে 'তাড়ী'র দিকে চেয়ে বললে, থামুনে বাবা, বাটীটাই ফিরে পাস্ কিনা আগে তাই—তারপর গুড়—

পীঠ ও পট

হয়ে গেল। পার্লে এগ্রশিত "লয়লা-মজনু" তেমনি একখানি সবাকচিত্র। ফক্সটোনের এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা তাঁদের প্রথম টকির চেয়ে অনেক উন্নত হয়েচে। "লয়লা মজনু"র রেকর্ডিং যেমন পরিষ্কার ফটোগ্রাফি তেমনি "পষ্ট"। তবে ইণ্ডিয়ারিয়লের "দৌড়-ঝা-দেখা"র মত এতেও গান ও বাজনার শব্দ শ্রুতি-কঠোর ঠেকেচে। ট্যানার পদ্ধতিতে তোলা সবাক চিত্রের এই ত্রুটি কেন হয় তার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। "লয়লা মজনু"র ভাষা উর্দ্দু। খুব কঠিন না হলেও আমাদের মত উর্দ্দু ঠিক সকল প্রদেশে হিন্দী সবাক চিত্রের মত সর্ব্বজন বোধ্য হয়ে উঠতে পারবে না। এ বিষয়ে সবাক চিত্র নির্ম্মাতারা অবহিত হবেন আশা করি।

ছাপার ভুল

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস ও অন্যেরা বিষ কংগ্রেসের সম্বন্ধে গত সংখ্যায় একটু ছাপার ভুল থেকে গেছে। এঁরা বছরে ৮' খানা ছবি তুলবেন স্থির করেছেন—ইঁখানা নয়। আশা করি পাঠক, লেখক ভুলটি সংশোধন করে নেবেন।]

[শ্রীশৈলেশচন্দ্র মৈত্র—পাবনা]

"আমরাও চা'র ভাই"

দুজন ভদ্রলোক ট্রেণের ভেতর বসে আলাপ কর্ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—

"হ্যাঁ বলুন, আপনারা ক' ভাই?"

অপর ব্যক্তি বললেন—"আমি চার ভাই।"

প্রথম ব্যক্তি। মনটাই মনে বিশ্বাস করবেন না, আপনাদের নাম কি কি?

অপর ব্যক্তি। নীলাম্বর; পীতাম্বর; শ্যামাম্বর; গৌরাঙ্গ। আপনারা ক' ভাই?

প্রথম ব্যক্তি। (গম্ভীর ভাবে) আমরা আমরাও চার ভাই। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর।

"এঁচড়ে পাকা"

বর এবং কন্যা পক্ষীয় কত জন লোক গিয়ে গল্প হ'চ্ছে! বর পক্ষের একটী ৯।১০ বছরের ছেলে নানা রকমের গল্প করে আসর মাতিয়ে তোলেছে। কন্যা পক্ষের একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছেলেটীর প্রতি মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

"হ্যাঁ খোকা, তুমি কতদূর লেখা-পড়া কোরেছ?

খোকা। (মোহো করে খানিক হেসে আর মশ ই, সে কথা আর জিজ্ঞেস করবেন কেন? ছোট বেলায় যখন পড়তুম তখন দেখেও এই হাতের চোখেনি, স্বাস্থ্যও সকলের ছিল ভালই—পুঁথির অক্ষরও ছিল বেশ বড় বড়। এখন দেখে নেই তাই, অক্ষর গুলোও না খেতে পেয়ে পেয়ে রোগা হয়ে পড়েছে। যতই ওপর ক্লাসে উঠছি পুঁথির অক্ষর গুলো ততই ছোট দেখছি। কাজেই আর পড়াশুনো কি করে চলে বলুন।"

বৃদ্ধ বিরক্ত হ'য়ে উঠতে উঠতে বল্লেন—"ছোকরা একেবারে এঁচড়ে পেকে গেছে দেখছি।"

খোকা। (চট্ করে উঠে বৃদ্ধের সামনে গিয়ে করযোড়ে) কি বল্লে, রাগ করে চলে যে? এঁচড়ে যদি পেকেই থাকি তবে জুতো কোম্পানী খুলেনা কেন?

[শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী—কুচ বহার]

কোন্ স্কেল?

১ম কেরাণী। হাঁরে তোমাদের অফিসে কী 'স্কেল' মাইনে বাড়ছে?

২য় কেরাণী। আজ্ঞে 'রিয়াক্‌সান্‌অল'।

১ম গেলে কি হয়?

শিক্ষক। ভগ্ন—বিয়োচ্ছিন্ —বল্ত' মানুষ মরে গেলে কী থাকে?

ভগ্ন। (মাথা চুলকে) ভগ্ন! তাঁর হাতের নিকুচি!.....

উপসর্গ

বড়দা'। বল্ত' রামা কলেরা রোগের উপসর্গ কী?

রামা। আধা। তা' বুঝ পারিনে!—এই এ, পরা, অপ.....!

[শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—হাওড়া]

মাথা ঘামান

বিমল মর্ণিং স্কুল হইতে আসিয়া বেলা ১২টার সময় ছাদের উপর উঠিয়া রোদ্রে কবরমুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। সমস্ত শরীর দিয়া ৫ মিনিটের মধ্যে দর দর করিয়া ঘাম দিতে লাগিল। মাথাটী ঘামে ভিজিয়া গেল। মা ত দেখিয়াই অবাক! বলিলেন—এ সব কি কাণ্ডরে—তোর! বিমল গম্ভীর ভাবে বলিল—"মাষ্টার মহাশয় মাথা ঘামাইতে বলিয়াছেন।"

প্রতিধ্বনি

আগ্রিক ও জানা

কি করিয়া বাঁচিবে?

এই কাল্না মহকুমা প্রবলবেগে এবং চাষী এমের অবস্থা যে কতটা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা আমরা—যাঁহারা তাদের গৃহের আশে পাশে বাস করি কতকটা বুঝিতে পারি। আজ এই মফস্বলের (কাল্না সহরের বাহিরে) চাষীরা আট সের দুধ বিক্রি করিয়া গোরালা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। চাষী ২৲ টাকা মণ ছোলা, ১৸৹ টাকা মণ ধান বিক্রয় করিয়া কাঁদিতেছে। মৎস্যজীবী ৴৹ সের মাছ বিক্রয় করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। মহাজনেরা ।৴৹ আনার কাজ করিতে চাহিতেছে বলিয়া তাহার মাথে হাসির লাগি পরিসীমা নাই। কিন্তু আম সেরাসে—

দুধের সের—৵৹ পাসা।
মাছের সের—৶৹ আনা।
মাংসের সের ৶৹ আনা।
তরকারী পয়সায় এক কুড়ি।
মজুর টাকায় ২৹ হইতে ২৷৹ জন।

পল্লীবাসী,—কাল্না।

দুইটি ছবি

মজুর মধ্যবিত্তের সমান অবস্থা

একজন ভদ্রলোক বাড়ী মণরা। বাস এখন বাটী। নিজস্ব কোম্পানীর অফিসে কাজ করিয়া কোন গতিকে পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন বৃদ্ধিতে ছিলেন। বিগা মেসে ছেলেদের ছা' বুঁড়া বয়সে তাঁহার চাকরি গিয়াছে। তাঁহার বড় ছেলেটী মারা গিয়াছে। মেজো ছেলেটী হেলেমানুষ হইলেও কলিয়ারীতে কাজ করছে। খরচ বাদে মাসে বড় টাকা বাবাকে মাসে মাসে পাঠাইয়া সংসার চালাইতে সাহায্য করিত। তাহারও চাকরি গিয়াছে। ফলে বেকারের অভাবে এই ভদ্র কায়স্থ পরিবার এখন হাসে চাল ভিক্ষা করিতেছেন। ভিক্ষে আরও একটা দিক দেখাইতেছি। মজুর মুটে। পেশা জুতা সেলাই বুরুশ। বাড়ী নবদ্বীপ। দিনান্তে দুই আনা চার আনা খুবই আমাইত। ইহাদের চারি আনাও জুটিতেছে না। বাড়াতে এক গাদা ছেলে মেয়ে। মহকে কি ভাবে দিন গুজরান করিতে হইতেছে তাহারাই সে কাঁদিয়া ফেলিল তাহার দেহ আবেগকম্পায়। কোন দিন একবেলা জুটে, কোন দিন দুই বেলাও জুটিতেছে না।

পল্লীবাসী—কাল্না।

দেশলভা বিমুখ

মানুষের জন্যেনই সম্বল

আষাঢ় মাস গত হইতে চলিল চট্টগ্রামে তথাপি বর্ষাকাল দেখা গেল না। ফলে এবারে কৃষির অবস্থা যে একান্ত শোচনীয় হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই একেই ত টাকা পয়সার অভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তদুপরি যদি শস্যের অভাব হয় তাহা হইলে এইবার দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য।

পাকদন্ড, চট্টগ্রাম।

শিক্ষা বিস্তার
ও
সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা এবং আর্থিক উন্নতিবিধান, এই ত্রিবিধ গঠনমূলক কার্য্যের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাগ্রগণ্য করণীয়। যে পুরুষ নির্ব্বিশেষে দেশের সমস্ত নরনারী যদি প্রকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তাহা হইলে অচিরে দেশের সমস্ত দুঃখদারিদ্র্য দূরীভূত হইবে। মানুষ যতদিন নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে অক্ষ থাকে ততদিন অন্ধকার সংস্কার সাহায্যের দ্বারাও তাহার দুঃখ দুর্দ্দশার অপনোদন সম্ভব হয় না। অন্তপক্ষে মানুষ জ্ঞানার্জ্জনের ফলে যখন নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হয় তখন তাহার মধ্যে অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হয় এবং সেই শক্তির দ্বারা তাহার কর্ম্মফলের পক্ষের অন্তরায় হতে বা অন্যকৃত বাধা সমূহ অচিরে বিদূরিত পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের নিকটবর্ত্তী সরিষা গ্রামস্থ শাখার সহিত দেশবাসীর অনেকের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এই আশ্রম অক্লান্ত সেবাকার্য্যের সহিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশের বালকগণের শিক্ষার বর্ত্তমান ব্যবস্থা থাকিলেও পল্লীগ্রামের বালিকাদের শিক্ষার আদৌ পর্য্যন্তও কোন ব্যবস্থা হয় নাই বলিলে কিছু-মাত্র অত্যুক্তি হইবে না। অথচ নারী জাতির উন্নতি বিধান ব্যতীত কোন সমাজের, কোন দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। এই হেতু উক্ত আশ্রম স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আশ্রম কর্ত্তৃক পাঁচটী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। বিদ্যালয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১ম) সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির—এই অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বালকবিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৭০ জন তাহাদের অধিকাংশই দরিদ্রকৃষক বা শ্রমজীবি সন্তান। সরিষা ও তন্নিকটস্থ বহুগ্রাম হইতে বালকগণ এই শিক্ষামন্দিরে শিক্ষালাভ করিতে আসিয়া থাকে, এই অঞ্চলে আর কোনও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। ছয়জন সুযোগ্য শিক্ষকের দ্বারা বিদ্যালয়টী পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় (ব্যায়াম ও সঙ্গীত শিক্ষকদ্বয়ের বেতন সমেত) ২২২৲ টাকা।

(২য়) সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির—এই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এ অঞ্চলে স্ত্রী শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অল্প কয়েকটী ছাত্রী এবং একজন মাত্র শিক্ষক লইয়া গত ইং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইহা একটী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া ইহা এখনে একটী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। সমগ্র ২৪ পরগণা জেলার ছাত্রীমধ্যে ইহাই একমাত্র মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে ইহা অন্যতম, সাত জন সুযোগ্য শিক্ষকের অধীনে ৭২ জন বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষ-জনক: ২৪ পরগণা জেলার প্রদত্ত মোট আটটী নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি মধ্যে চারিটী বৃত্তি বর্ত্তমান বৎসরে এই বিদ্যালয়ের বালিকারা লাভ করিয়াছে। বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ২৪৯৲ টাকা।

উক্ত বিদ্যালয় দুইটীতে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই আশ্রম কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হন নাই। শিক্ষা যাহাতে সম্পূর্ণভাবে জাতীয় আদর্শানুগ হয়, ছাত্র ছাত্রীগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি সমূহের যাহাতে যথাযথ বিকাশ হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে যাহাতে তাহারা দেশের সুসন্তানরূপে পরিগণিত হইয়া নিজেদের ও কুলের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তৎপ্রতি আশ্রম কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আছে। পূর্ব্ব কথিত উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৩ জন শিক্ষক ব্যতীত দুই বিদ্যালয়ে সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্য দুইজন অবৈতনিক শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। ব্যায়াম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণের পক্ষে অবশ্য শিক্ষণীয়। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বালক বালিকারা সামরিক ও সুইডিস ড্রিল, লাঠি, তলোয়ার ও ছোরা খেলা, মুগুর এবং অন্যবিধ বহুপ্রকার ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া থাকে। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে প্রত্যহ বিনামূল্যে জলখাবার দেওয়া হইয়া থাকে। ঔনেক সহৃদয় ভাটিয়া ভদ্রলোক এই কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করেন। বহু নিঃস্ব ছাত্রছাত্রীকে আশ্রম হইতে মাসিক চাউল সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র বালক বালিকাদের পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া দিবার জন্য প্রতি বৎসর বহু টাকা ব্যয় হয়। অর্থাভাবে বর্ত্তমানে চরকার সুতাকাটা শিক্ষকের বেতন দিতে অক্ষম হইয়া আশ্রম গত ছাইবাবী মাস হইতে বালক বিদ্যালয়ের সুতাকাটা বিভাগ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

(৩য়) মানবগু শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির :—এই উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টী সরিষা হইতে সাড়ে তিন মাইল পশ্চিমে মানবগু কৃষ্ণ গ্রামে অবস্থিত, ইহার ছাত্রী সংখ্যা ৪৬ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ২জন। গত প্রাথমিক পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় হইতে একটী ছাত্রী ২৩ পরগণা জেলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

(৪র্থ) কলাগাছিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির। সরিষার সন্নিকটস্থ কলাগাছিয়া গ্রামে বিশেষভাবে অনুন্নত জাতির বালিকাদের জন্য এই নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়টী গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে: একজন শিক্ষকের অধীনে ২৭টী ছাত্রী অধ্যয়ন করে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্রীদের অনেকে সরিষাস্থ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ ইংরেজ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৫ম) সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নৈশ বিদ্যালয়। শ্রমজীবীদিগের শিক্ষার জন্য এই নৈশ বিদ্যালয়টী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।—বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা গড়ে ১৫ জন।

শিক্ষাপ্রচারের জন্য আশ্রম কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্যান্য কার্য্য সমূহের মধ্যে ছাত্রাবাস, পাঠাগার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আশ্রম পরিচালিত ছাত্রাবাসে সতি জন ছাত্র অবস্থান করে, তাহাদের পাঁচজনের তরণপোষণের ভার আশ্রমকে বহন করিতে হয়। স্থানীয় ছাত্র ও যুবকগণকে স্বাস্থ্যে, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যসম্পন্ন এবং দেশের উপযুক্ত সেবক করিয়া তুলিবার জন্য আশ্রমের কর্ম্মিগণ সাধ্যমতন চেষ্টা করিয়া থাকেন। পুস্তকাগারে প্রায় আড়াই শত নানাবিধ গ্রন্থ আছে। পাঠাগারে বহুসংখ্যক ইংরাজী, বাঙ্গলা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র রক্ষিত হয়। ঐ সমস্ত পাঠে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষভাবে যুবক ও ছাত্র ছাত্রীগণ নিজেদের জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করিতে সুযোগ পান। কলিকাতার চিকিৎসা বিদ্যা ও অন্যবিধ উচ্চ শিক্ষালাভার্থ পাঠনী বালককে সাহায্য করা হয়। ভবিষ্যতে তাহারা আশ্রমের কার্য্য পরিচালনার বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অনেক গুলি বালককেও বিদ্যালয়ের বেতন দিতে সাহায্য করা হইয়া থাকে।

শিক্ষা বিষয়ক উক্ত কার্য্যসমূহ ব্যতীত স্থানীয় বহু দুঃস্থ ব্যক্তির ও পরিবারের সাহায্যের জন্য আশ্রমের মাসে যথেষ্ট টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। আশ্রম কর্ত্তৃক একটী দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। প্রয়োজন হইলে সেবকগণ গ্রামে গ্রামে পাল্কিতে রোগীর ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য সম্প্রতি সরিষা গ্রামের অভ্যন্তরে আশ্রমের চেষ্টায় একটী পল্লীর নলকূপ নির্ম্মিত হইতেছে।

উক্ত সমস্ত কার্য্য পরিচালনার জন্য প্রায় ৯০০৲ শত টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। আশ্রমের কোনও স্থায়ী তহবিল নাই। দেশবাসীর, বিশেষভাবে ভাটিয়া ও গুজরাটী বণিকগণের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া এতদিন এই কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা ও ব্যবসায়ের বাজারে মন্দা হেতু বহু সাহায্যকারী নিয়মিত মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখনে প্রতি মাসে প্রায় ২০০৲ শত টাকা ঋণ পড়িতেছে। কিন্তু যাবতীয় কার্য্য সমূহের কোনটী বন্ধ করা সম্ভব নয়।

প্রথমোক্ত বালক বিদ্যালয়ের গৃহটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। বিশেষত গৃহটীর ছাদটা ছানাদা না থাকায় বর্ষার সময় বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। গৃহটী সম্পূর্ণ করিতে সংখ্যাধিক মুদ্রার প্রয়োজন।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে এই গৃহটী বাত্যায় আশ্রমের কয়েকটি নির্ম্মিত প্রধান গৃহটী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অচিরে উহার সংস্কার সাধন না করিলে হঠাৎ কোন দিন ঝড়ে গৃহটী উড়িয়া যাইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা পক্ষে সমূহ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, উহার সংস্কার সাধন করিতে ১৫০৲ টাকার প্রয়োজন। আশ্রমের মাসিক অভাব ২০০৲ শত টাকার সঙ্গে এই গৃহ দুইটীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অচিরে পাওয়া না গেলে আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা দুরূহ হইয়া উঠিবে।

আশ্রমের কার্য্যাবলী যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয় তজ্জন্য সাধ্যমত সাহায্য করিতে আমরা দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি। বেশেষ করিয়া সরিষা ও পল্লীবাসীদিগের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য যাহা আশা ও উদ্যমহীন তাহাদের প্রাণে কর্ম্মপ্রেরণা জাগাইবার জন্য আজ পর্য্যন্ত অশান্তরূপ প্রতিষ্ঠান কিছু গড়িয়া উঠে নাই। এরূপ অবস্থায় দেশবাসীর সহানুভূতির অভাবে অনন্যগতি দেশের সর্ব্বাঙ্গীন সেবা করে প্রতিষ্ঠিত উক্ত আশ্রমটীর কার্য্যকলাপ যদি খর্ব্ব হইয়া যায় তাহা হইলে তাহা বিশেষ অনুতাপের বিষয় হইবে। সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে যথাবাদের সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ সরিষা, জেলা ২৪ প, পরগণা।

মহৎ জীবন
(LONGFELLOW)

মহৎ যারা—তাদের জীবন সকল সময়
বুঝিয়ে দিয়ে যায়—
মোদের জীবন করতে আমি মহত্তর
আপন মহিমায়।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

মেঘদূত

[বিজলী]

ষ্টেটস্‌ম্যান যখন একটি জিজ্ঞাসার ভিতের অবতারণা করে বেতারের ভবিষ্যৎ-বার্ত্তা প্রচার করেছিল, তখন সকলেরই মনে যে একটা আশঙ্কার ভাব জেগেছিল, তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আশঙ্কার নিরসন হ'লো যেন সহকারের টেলিগ্রামে। যাহোক বেতারের এই বিপদ্‌ভঞ্জন অবতার গত ৮ই জুলাই তারিখে রোডারী ক্লাবে। একটি অধিবেশনে Mr. P. I. Keith-Murray একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে বেতারের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কলকাতা বেতার-প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন, Indian Broadcasting Companya আমলে Mr. Keith-Murray বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। I, B, C, গঠনের কারণ নির্দ্দেশ করে তিনি বেতারের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করেছেন, এ প্রসঙ্গে Mr. Keith-Murray বলছেন—

In 1928-29 the I. B. C lost approximately Rs 2,15 000: this figure is the total for two stations and we may assume for the sake of argument that the loss on one in this case Calcutta, was half this. On this basis Calcutta lost in 1928-29 the sum of Rs. 1,07500. Now assuming that the revenue accruing in the Bengal area is credited to the Calcutta Station. I understand the loss for the year ended March 1931, ought not to exceed half a lakh. It is, however, important to note that the assumed loss of Rs. 50 000 does not represent the actual state of affairs. It must be understood that the revenue for broadcasting is derived from (a) the sale of licences (b) the levy on wireless goods coming into the country and (c) to a smaller degree on the sales of the Radio Times etc.

বক্তা বেতারের ক্ষতি ও আয়ের সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করে import duty সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন। তিনি বলছেন—

Now, setting aside the questions of licences for the moment and investigating the question of import duty, we find that quite a large proportion of wireless goods brought into this country are charged at a higher rate of duty and classed as electrical goods. In a very large number of cases the goods can only be used for Radio, but where there is the slightest chance of their being put to other uses Government quite naturally charges higher rate. For instance accumulators, aerial wire, loudspeakers, combined gramophones and receiving sets, amplifiers, etc. are brought in under electrical and musical duties which run as high as 40 per cent. None of this is credited to broadcasting.

লাইসেন্স সম্বন্ধে Mr. Keith-Murray বলেছেন যে, গত বৎসরে বাংলা ও আসামে লাইসেন্স-প্রাপ্তদের সংখ্যা অনুমান চার হাজার। আলোচ্য বর্ষে এক হাজারের উপর বেড়েছে। এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলছেন—

I do not think it is necessary to enlarge any further on the present situation It appears to me, not to be merely hopeful but very definiteiy promising. If broadcasting were to stop now it would be nothing short of a rational calamity. Given a year or two more of operation, backed by the Press the suppression of stupid rumours and unnecessarily severe criticism and I venture to think that what has proved to be a tremendous success in India, I should like to take this opportunity to place on record my admiration for the splendid work of the Calcutta station director and his no less hard-working Indian and European staff.

Mr. Keith Murray ভারতের সর্ব্বত্র বেতার লাইসেন্সের বিস্তার সম্বন্ধে কলিকাতা ষ্টেশনের সৃষ্টি সম্বন্ধে বৃদ্ধিমত্তার কারণ নির্দ্দেশ করেছেন, তিনি বলেছেন—

The total number of licences in British India at the present time is in the region of 8000. Five thousand of these are located in Bengal and Assam, the majority being in Calcutta and suburbs. Only 2.000 are to be found in the Bombay area and the balance is derived from the rest of India. I have not had the opportunity of going into the full question relative to Bombay and it is, therefore, unwise to make too many remarks here, but it would nevertheless appear that if retrenchment is necessary and essential the Bombay Station might well be closed down and the resultant saving put into the Calcutta area When this has been worked up, the problem of Bombay could be gone into again.

কলকাতা ষ্টেশনের লাইসেন্স হিসেবে Mr. Keith-Murray দেখিয়েছেন যে ১৯২৯ ও ১৯৩০ সালে বাংলা ও আসামের ভারতীয় লাইসেন্স-প্রাপ্তির সংখ্যা ৩৩৯২ জন এবং ইউরোপীয় গ্রাহক ৬৫২ জন. এ বৎসরে ভারতীয় গ্রাহক ৪৩৬৬ জন এবং ইউরোপীয় ৬৪৩। Mr. K ith-Murray বলছেন—

From this it is quite obvious that Indians are in a very large majority and are increasing very substantially, whereas the European element is approximately steady. This latter is accounted for by the cutting down of the European programmes and the lack of suitable artists for European entertainment, On the other hand European have got numerous short wave stations to which they may listen satisfactorily.

Mr. Keith-Murray ইউরোপীয় লাইসেন্স গ্রাহকদের মনের কুলুপে গিয়েই যেন একটু চোক দিয়েছেন. আরও অনেক কথা বলবার ছিল উক্ত প্রসঙ্গে। এইখানে ৪৩৬৬ জন ভারতীয় বা দেশ গ্রাহক ও ৬৪৩ জন ইউরোপীয় গ্রাহকদের জন্য প্রোগ্রামের ব্যয়ের আনুপাতিক বিভেদ দিয়ে আমরা বক্তা মহাশয়কে নিরপেক্ষ নির্ভীক স্পষ্টভাষা বক্তা বলতে পারতাম। তিনি যুক্তি হিসেব দেখিয়ে যে পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তিনি যদি সেরূপ দার্শ নকতার পরিচয় দিতেন তাহ'লে আমরা অধিকতর সুখী হতাম। যে গরু আদৌ দুধ দেয় না—অথচ খায় বেশী এবং চাট মারতেও কসুর করে না, এরূপ গাভীশ্রেষ্ঠ গরুর পক্ষে মাননীয় উক্ত অশ্ব বাক্যটি যোগ্যোপযুক্ত গ্রাহ্য যোগ্যতাকে লিখিত আছে। Mr. Keith-Murrayর যদি এ তত্ত্ব জ্ঞান থাকতো, তাহলে তিনি আয়ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ৪৩৬৬ জন ভেতাদ শ্রোতার মনস্তুষ্টির জন্য ইউরোপীয় প্রোগ্রামের খরচের অঙ্কটাকে একটুখানি দেখতেন।

যাহোক তাঁর পক্ষে এরূপ উদাসীন হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবু আমরা তাঁকে দেশের বস্তুগত দৃষ্টি এত অল্প যে, তিনি কলকাতা ষ্টেশনের ভবিষ্যতের দিকটা স্পষ্ট ক'রে সরকারের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন এবং বাংলার বেতারের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তারও যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

পরিশেষে Mr. Keith-Murray বলেছেন—

From the details I have given, you can see for yourselves that there must be something in a service which can survive the buffetings that broadcasting has received in this country and still progress, for it undoubtedly has progressed,

The one thing required to ensure success is an assurance from Government that broadcasting will continue (and there is no reason why it should not continue) for a period of at least five years. This assurance is absolutely necessary and should be given at the earliest possible moment in justice to those people who have supported broadcasting in this country from its genesis.

ধন্য!



রেজেষ্টারীকৃত

অটো দিজবাহার

এই চিত্র একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর মনোরম সুগন্ধি; ইহার মৃদু মৃদু গন্ধেই একটি প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যানের ঠিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হইবে। ইহাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ একমাত্র অভিলষিত দ্রব্য হইতে এই ইহা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন ফ্যাশনের সুবিধার বিভিন্ন নামের বিভিন্ন আকারের শিশিতে ভর্ত্তি হইয়াছে। জাকানী। আসল "অটো দিজবাহার" দেখিয়া লইতে ভুলিবেন না।



ভারতের সিমে এবং বৈজ্ঞানিক প্রকরণে কেশ বর্দ্ধন ও তাহার পুষ্টি সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত।

কামিনীয়া তৈল
(রেজিঃ)

ইহা ব্যবহারে চুল উঠা বন্ধ হয়, কেশমূল দৃঢ় হয়। ইহা যেমন কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তেমনি কেশের প্রাচুর্য্য বাড়াইয়া দেয়। ইহার উপাদানে ঔষধ থাকায় অধিক শীতল রাখতে ইহা অদ্বিতীয়। সৌগন্ধে ইহার অতি মনোরম। ১ বোতলের মূল্য ১৲ এবং ৩ বোতলের দাম ২৷৵০ ডিঃ পিঃ খরচ পৃথক।

কামিনীয়া হোয়াইট রোজ সোপ

আপনার সৌন্দর্য্য ফুলের চেয়েও কান্তিময় হইবে অপরিমিত ব্যবহারে

ফুল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আমোদিত বলিয়া এত হৃদয়ঙ্গম,—কিন্তু প্রকৃতি নারীর সৌন্দর্য্যকে অক্ষুণ্ণভাবে ঠিক রক্ষা করিয়া তাহার চরম সার্থকতা আনয়নে। নিয়মিত কামিনীয়া হোয়াইট রোজ সাবান ব্যবহার করিয়া তাহা। ধবধবে ও গন্ধ উপলব্ধি করুন। নিত্য ব্যবহারে ইহার বিশুদ্ধ ফেনায়িত চর্ম্মকে মসৃণ করিবে এবং অধিক খোলাসের সৌন্দর্য্যে আপনাকে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল রাখিবে।

নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়:—

১। গিরীধারীলাল এণ্ড কোং
২। সিক্রী এণ্ড কোং
৩। রায় ব্রাদার্স
৪। গৌরচন্দ্র পাল
৫। সেখ বাসারত আলি
৬। এস, কে, রায় এণ্ড কোং।

—সকলের ঠিকানা ক্যানিং ষ্ট্রীট—
ও অন্যান্য মনোহারী দোকানে পাওয়া যায়।

—আমদানী— =কামিনীয়া এজেন্সী=
১৪৬, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

মেঘদূত

suburbs. Only 2.000 are to be found in the Bombay area and the balance is derived from the rest of India. I have not had the opportunity of going into the full question relative to Bombay and it is, therefore, unwise to make too many remarks here, but it would nevertheless appear that if retrenchment is necessary and essential the Bombay Station might well be closed down and the resultant saving put into the Calcutta area When this has been worked up, the problem of Bombay could be gone into again.

কলকাতা ষ্টেশনের লাইসেন্স হিসেবে Mr. Keith-Murray দেখিয়েছেন যে ১৯২৯ ও ১৯৩০ সালে বাংলা ও আসামের ভারতীয় লাইসেন্স-প্রাপ্তির সংখ্যা ৩৩৯২ জন এবং ইউরোপীয় গ্রাহক ৬৫২ জন. এ বৎসরে ভারতীয় গ্রাহক ৪৩৬৬ জন এবং ইউরোপীয় ৬৪৩। Mr. K ith-Murray বলছেন—

From this it is quite obvious that Indians are in a very large majority and are increasing very substantially, whereas the European element is approximately steady. This latter is accounted for by the cutting down of the European programmes and the lack of suitable artists for European entertainment, On the other hand European have got numerous short wave stations to which they may listen satisfactorily.

Mr. Keith-Murray ইউরোপীয় লাইসেন্স গ্রাহকদের মনের কুলুপে গিয়েই যেন একটু চোক দিয়েছেন. আরও অনেক কথা বলবার ছিল উক্ত প্রসঙ্গে। এইখানে ৪৩৬৬ জন ভারতীয় বা দেশ গ্রাহক ও ৬৪৩ জন ইউরোপীয় গ্রাহকদের জন্য প্রোগ্রামের ব্যয়ের আনুপাতিক বিভেদ দিয়ে আমরা বক্তা মহাশয়কে নিরপেক্ষ নির্ভীক স্পষ্টভাষা বক্তা বলতে পারতাম। তিনি যুক্তি হিসেব দেখিয়ে যে পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তিনি যদি সেরূপ দার্শ নকতার পরিচয় দিতেন তাহ'লে আমরা অধিকতর সুখী হতাম। যে গরু আদৌ দুধ দেয় না—অথচ খায় বেশী এবং চাট মারতেও কসুর করে না, এরূপ গাভীশ্রেষ্ঠ গরুর পক্ষে মাননীয় উক্ত অশ্ব বাক্যটি যোগ্যোপযুক্ত গ্রাহ্য যোগ্যতাকে লিখিত আছে। Mr. Keith-Murrayর যদি এ তত্ত্ব জ্ঞান থাকতো, তাহলে তিনি আয়ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ৪৩৬৬ জন ভেতাদ শ্রোতার মনস্তুষ্টির জন্য ইউরোপীয় প্রোগ্রামের খরচের অঙ্কটাকে একটুখানি দেখতেন।

যাহোক তাঁর পক্ষে এরূপ উদাসীন হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবু আমরা তাঁকে দেশের বস্তুগত দৃষ্টি এত অল্প যে, তিনি কলকাতা ষ্টেশনের ভবিষ্যতের দিকটা স্পষ্ট ক'রে সরকারের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন এবং বাংলার বেতারের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তারও যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

পরিশেষে Mr. Keith-Murray বলেছেন—

From the details I have given, you can see for yourselves that there must be something in a service which can survive the buffetings that broadcasting has received in this country and still progress, for it undoubtedly has progressed,

The one thing required to ensure success is an assurance from Government that broadcasting will continue (and there is no reason why it should not continue) for a period of at least five years. This assurance is absolutely necessary and should be given at the earliest possible moment in justice to those people who have supported broadcasting in this country from its genesis.

ধন্য!

মহিলার পত্র

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত "নবশক্তি" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

নমস্কার

মহাশয়, গল্প দাদু তাঁর বড় সাধের বাড়িটী যে গরীব রেখে এসেছেন, এখন বাকী আছে তাঁর শেষ জোড়াটী। আপনারা কি সেটীকেও আস্ত রাখবেন না? আপনাদের মতলব খানা কি বলুন তো? প্রথমে ভাইটী দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাকুক্ - কিন্তু আপনারা তাকে গল্প দাদুর শেষ জড়িয়ে যে রকম টানাটানি সুরু করেছেন তাতে গল্পদাদুর শেষ জোড়াটী যে কোন্ বলে, প্রথমে ভাইটীকে যে হাঁফিয়ে উঠবে। গল্প দাদুর সাধ যে তাঁর নাতি নাতনীদের চিঠি গুলি। জগতে কুলোকের সংখ্যা তো বিরল নহে। গল্প দাদুর সুনাম যে তো বা কাহার হিংসার কারণ হ'তে পারে। তাই তিনি এই চিঠি। সুধিয়া নিয়ে গল্প দাদুকে বিদগ্ধার করবার চেষ্টা যদি করে থাকেন তবে তার জন্য দায়ী কি গল্প দাদু না তাঁর নাতি-নাতনীরা?

আপনারা তো গল্প দাদুর নাতি-নাতনীদের সব একবার থেকে তাড়িয়ে কেবল ছোটখোকাকেই বৈঠকে রাখতে চান কিন্তু গল্প দাদুর চেষ্টায় ছোট বড়র যে মধুর সংঘটন হ'য়েছে তাতে পরস্পরের সঙ্গে গতিকারের একটা প্রীতির বাঁধন জন্মেছে। সেটা ছিন্ন করা যেমন অসঙ্গত শিশু বেচারাকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে এ মিলন যেমনি অত্যাবশ্যক। তাদের এই মিলিত শক্তি গল্পদাদুকে সাহায্যের পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছে।

পরিশেষে আমার জিজ্ঞাসা আপনারা বেতারের উপর সংশা কেন এত খড়্গ হস্ত হয়ে উঠলেন বলুন তো? এখানে তো আপনারা দিব্যি দিয়ে মাঝে মাঝে ডান হাতের সদ্ব্যবহার করে আসেন তা আপনাদের কাজে ই পড়ি আমার আড়ালে এসে কখনের জোগা মারতেও তো কসুর করেন না। তা যখন আপত্তি নাই কিন্তু যেখানে খোঁজ নেওয়ার প্রকৃত আবশ্যকতা সেইখানেই সেটা নেওয়া উচিত না কি? এই যেমন ধরুন "বেতার জগতে" "গরীবে মানে না আপনি মোড়লের" মত বড় অভিনেতাদের নাম বড় বড় অক্ষরে ছাপা, অনুষ্ঠান পত্রে? এ সব নিয়ে তো আলোচনা করতে পারেন? আজ এই পর্য্যন্তই থাক। নমস্কার ইতি।

বিনীতা শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

আমাদের মন্তব্য

শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ মহাশয়াকে তাঁর পত্রের জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কুমারী নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তরে আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সম্ভবতঃ লেখিকা গত সংখ্যার "নবশক্তি"তে সেটি পড়েন নি। পড়লে এ পত্র লেখবার তাঁর প্রয়োজন হোত না।

লেখিকার ধারণা—আমরা "বেতারের উপর সহসা খাপ্পা" হয়ে উঠেছি।—ভুল। আমাদের

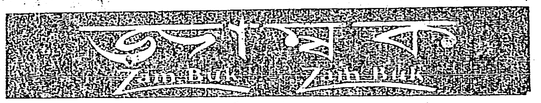

দৈনন্দিন দুর্ঘটনায়
প্রত্যহ আবশ্যক।
কাটা, ছেঁড়া, পুড়ে যাওয়া এবং ক্ষত
প্রভৃতির অত্যাশ্চর্য্য ভেষজ মলম।



এরূপ প্রায়ই ঘটে, এক মাত্র জাম্বক হাতের কাছে সর্ব্বদা রাখুন যদি আপনি হঠাৎ পুড়ে যাওয়া, কাটা, ছেড়া, বসিয়া যাওয়া বা ওইরূপ দুর্ঘটনার অমোঘ চিকিৎসা করিবার শক্তি পাইবেন। এই প্রসিদ্ধ মলম বিশুদ্ধ গাছগাছড়া প্রস্তুত ইহা গঠন নিরাময়ক এবং বিষ দোষ নাশক বলিয়া ইহা প্রাকৃতিক সাহায্যে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ। রক্তদূষিত হইলে আরক বিশেষ উপকারী। ইহা ব্যবহারে রোগের জীবাণু সকল নষ্ট হয় এবং ক্ষত প্রভৃতি কখনও মন্দ পথে চালিত হয় না। আশা যন্ত্রণা ইহা দ্বারা তখনই প্রশমিত হয়। জাম্বক নূতন ত্বকের সঞ্চার করে।

জাম্বক জ্বালা যন্ত্রণার অবসান করিয়া নূতন ত্বকের সঞ্চার করে।

সমস্ত ঔষধের দোকানে জাম্বক পাওয়া যায়। মূল্য এক টাকা ও বড় বাক্স দুই টাকা চারি আনা। এজেন্ট—স্মিথ ব্যানিষ্টার এণ্ড কোং লিঃ, ইষ্টার্ণ, কলিকাতা।

জাম্বক ভবিষ্যৎ!

মেঘদূত

উদ্দেশ্য ছোটদের বৈঠকটি ছোটদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। বয়স্কা মেয়েদের জন্য মহিলা-মজলিশ আছে—তাঁরা সেইখানেই তাঁদের সুখ দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, আলাপ-আপ্যায়ন করুন। বড় ছেলেদের জন্য Students' Hour খোলা হ'য়েছে,—সেই স্থানই তাঁদের উপযুক্ত মিলন ক্ষেত্র। ছোটদের বৈঠক ছোট-বড়দের মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হওয়া নয়। তাতে বড়দের প্রবেশাধিকারের কোন হেতু নাই। তার জন্য ছোটদের সমূহ ক্ষতিই করা হয়। কুমারী নীহার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পত্রে লিখেছেন যে, "৫।১০ বছরের ছেলেমেয়েদের সকলের মধ্যে এমন ক্ষমতা নাই যার সাহায্যে তারা গল্প দাদার উপদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে।" সতেরো আঠারো বা ততোধিক বয়স্ক ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করার জন্যই যাদের জন্য বৈঠক অর্থাৎ ছোটদের প্রতি অবজ্ঞা স্বভাবতঃই এসে পড়েছে।

ছোটদের বৈঠকে "ছোট-বড়র যে মিলন সংঘটিত হয়েছে তাতে পরস্পরের সঙ্গে সত্যিকারের প্রীতির বাঁধন জন্মেছে"—হয়তো সত্য কথা—পরস্পরের মধ্যে প্রবঞ্চনা ও লীলাও তেমনি জন্মেছে—এটা আরও সত্য কথা। সুতরাং অধিক বয়স্ক পুরুষেরা এবং মহিলাবৃন্দের উচিত ছোটদেরই তাদের বৈঠকে বসতে দিয়ে স্ব স্ব অনুষ্ঠানে যোগদান করা। এবং যাঁরা মহিলা-মজলিশে যোগদান ক'রে মহিলা পরবাচ্যা হয়েছেন ছোটদের বৈঠকের "ছোট"র পর্য্যায় থেকে তাঁদের নাম খারিজ করা।

লেখিকা লিখেছেন "সেখানে (বেতার-অফিসে) তো আপনারা দিব্যি গিয়ে মাঝে মাঝে ডান হাতের সদ্ব্যবহার ক'রে আসেন, তা আপনাদের কাগজেই বলি—আমার আড়ালে এসে কলমের খোঁচা মারতেও তো কসুর করেন না। তা মারুন আপত্তি নাই কিন্তু যেখানে খোঁচা দেওয়ার প্রকৃত আবশ্যকতা সেই খানেই সেটা দেওয়া উচিত নয় কি?" লেখিকা মহাশয়া আমাদের ভুল বুঝবেন না—"ডান হাতের সদ্ব্যবহার" সম্বন্ধে আমরা যেমন সচেতন,—"খোঁচা দেওয়ার প্রকৃত আবশ্যকতা" সম্বন্ধেও তেমনি সজাগ। অতীতের "মেঘদূত" তার সাক্ষী।

কাসি

৩৮টী দেশের ভিতর লক্ষ লক্ষলোক এই চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ফ্যামেল সিরাপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।



ফ্যামেল সিরাপ আপনার নিকটবর্ত্তী ঔষধের দোকান হইতে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। অথবা যদি আবশ্যক বোধ করেন তবে—
এজেণ্ট—মেসার্স জি, এথার্টন এণ্ড কোং, বক্স ৯৮ কলিকাতা, এস, ডবলিউ ডিপো, বক্স ১১৯ বম্বে অথবা মিলার এণ্ড কোং লিঃ, বক্স ১০০, কলম্বোতে পত্র লিখিবেন।
M & A. No. 9 Date 24-7-31. NAB.

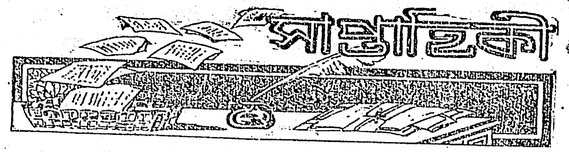
সাপ্তাহিকী

মানবেন্দ্র রায় গ্রেপ্তার
আশ্রয় দিবার অপরাধে নিগ্রহ

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্প্রতি জার্ম্মানী হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ২১শে তারিখে বোম্বায়ে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাকে আশ্রয় দেবার অভিযোগে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বোম্বাই শাখার সম্পাদক মিঃ, এ, এ শেখ এবং বোম্বাই চিকিৎসা সঙ্ঘের সম্পাদক মিঃ, এম আর শেঠ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইহা ছাড়া চার্লস্ মেকফারিনাস ও সুন্দর কাবাডীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৪ঠা তারিখ পর্য্যন্ত মানবেন্দ্র বাবু পুলিশ হেপাজতে থাকিবেন। প্রকাশ—১৯২৪ সালের কাণপুর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে সহরের নানাস্থানে খানাতল্লাস হইয়াছে এবং আরও বহু লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। ধৃত দশ জন লোক পাঁচ শত টাকার জামীনে মুক্তি পাইয়াছেন। ধৃত ব্যক্তিগণ মিঃ রায়কে ডাঃ মহম্মদ বলিয়া নাকি সনাক্ত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভূপাল যাত্রা
হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর গমনের সম্ভাবনা

ভূপালের নবাবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য গত ১৮ই তারিখে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূপাল গমন করিয়াছেন।

খুব সম্ভব—তিনি পরে হায়দ্রাবাদও কাশ্মীর যাইতে পারেন।

কলেজ ষ্ট্রীট হত্যাকাণ্ড
মামলার রায়

বিগত ৭ই মে কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটে পুস্তকের দোকানের স্বত্বাধিকারী ভোলানাথ সেন এবং তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মীকে হত্যা করিবার অভিযোগে লাহোরের আবদুল্লাখান এবং আমীর আহম্মদ হাইকোর্টে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিল। বিচার শেষ হইলে নয়জন জুরীর মধ্যে আট জন আসামীদ্বয়কে দোষী সাব্যস্ত করেন। জুরীগণের মধ্যে একাংশের পর আসামী পক্ষের কৌন্সলা মিঃ গ্রেগরী আসামীদিগের অল্প বয়স বলিয়া মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু বিচারপতি মিঃ লর্ট উইলিয়মস উভয়কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সভ্য দেশের কাণ্ড
নৃত্যের প্রতিযোগিতা

না থামিয়া কে কতদিন ক্রমাগত নৃত্য করিতে পারে—তাহা দেখাইবার জন্য ফ্রান্সে প্রতিযোগিতা হইতেছে। একজন যুবক ও একজন যুবতী মিলিত হইয়া এক সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। এইরূপ চারিটী দল এবং পোল্যাণ্ডের অধিবাসী এক ব্যক্তি একাকী বিগত ২৯ দিন ধরিয়া ক্রমাগত নৃত্য করিতেছেন। তবে প্রতি ঘণ্টায় তাঁহারা ১৫ মিনিট করিয়া বিশ্রাম করেন। ঔষধ পত্রাদি সঙ্গে লইয়া কয়েকজন ডাক্তার সর্ব্বদা মোতায়েন আছেন।

"দীনেশের শেষ"
সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস লিখিত এবং ৪নং দীননাথ মিত্র লেনস্থ আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত "দীনেশের শেষ" পুস্তিকা বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

ঢাকা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ
সতীশচন্দ্র সরকার পরলোক

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সরকার ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপকের কাজ করিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলেজ ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ঢাকা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ২০শে তারিখে প্রাতঃকালে ৫৯ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

কাণপুরে গ্রেপ্তার
দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী আসামী সন্দেহে কেশবচন্দ্র গুপ্তকে কাণপুরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মহাবীর ওঝার বাড়ীতেও পুলিশ হানা দেয় এবং তাহাকেও গ্রেপ্তার করে।

"ভগৎ সিংএর জীবনী"
লেখকের কারাদণ্ড

"ভগৎ সিংএর জীবনী" প্রণেতা এযুক্ত জে, এন সান্যাল এলাহাবাদ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ১৩৪ (ক) ধারানুসারে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন মুদ্রাকর ও প্রকাশক বাবু ত্রিবেণী প্রসাদ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

থারাবাড়ি বিশেষ আদালত
মামলার রায়

থারাবাড়ি বিশেষ আদালতে কিমপাদী মামলার রায় বাহির হইয়াছে। ৭৫ জন আসামীর মধ্যে ৩ জন মৃত্যুদণ্ড এবং ৪৫ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ২৭জন মুক্তি পাইয়াছেন।

অর্শ অর্শ
ও ভগন্দরের মহৌষধ
PILECURA পাইলকিউরা PILECURA
এই মলম কেবলমাত্র বাহ্য প্রয়োগে অর্শ ও ভগন্দর অতি সহজে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয় ইহাতে এ ব্যাধির সকলপ্রকার যন্ত্রণা, রক্তস্রাব ইত্যাদি অতি শীঘ্র দূর হয়। ইহাতে পারদাদি কোন দূষিত পদার্থ নাই। ব্যবহারে প্রত্যক্ষ ফল। মূল্য বড় শিশি ৫।০ টাকা ও ছোট শিশি ১।০ পাঁচ সিকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
Distributors—DAS BROTHERS, 115/2, Dharamatala Street, Calcutta.

সাপ্তাহিকী

শ্রীযুক্তা ইন্দুমতীর অবস্থা
জিনিষপত্র খানাতল্লাস

অনন্ত সিংএর ভগিনী শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী দেবী বাগেরহাট যাইবার পথে রূপসা ষ্টেসনে পৌঁছিলে পুলিশ তাঁহার জিনিষপত্র খানাতল্লাস করে। পুলিশ সাহেব তাঁহার গন্তব্য স্থান এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি জানাইয়া দেন যে তিনি চট্টগ্রাম মামলার অর্থ সংগ্রহের জন্য বাহির হইয়াছেন।

রথে জাতীয় পতাকা
ফলে পথিমধ্যে রথের অবস্থান

মৌলবী বাজারের সংবাদে প্রকাশ—শ্রীমঙ্গলে জগন্নাথদেবের রথের উপর জাতীয় পতাকা দেখিতে পাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তিনি পতাকা নামাইয়া ফেলিতে বলেন। তাহাতে সকলে অসম্মতি প্রকাশ করেন। শেষে নানা গোলমালে রথ পথিমধ্যেই পড়িয়া থাকে।

অজিত ভট্টাচার্য্য দিবস
কলিকাতায় জনসভা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতি ও মধ্য কলিকাতা ছাত্র সমিতির উদ্যোগে গত ২৯শে তারিখে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে পরলোকগত ছাত্র অজিত ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক সভা হয়—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লোকনাথ দণ্ডিত
আদেশ অমান্যের ফল

কালীঘাট কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর আদেশ পান যে প্রতি সপ্তাহে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে তাঁহাকে তাঁহার গতিবিধি জানাইতে হইবে। এই আদেশ অমান্য করায় গত জুন মাসে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁহাকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বটুকেশ্বর দত্তের ভগিনী
প্রমীলা দেবী পরলোকে

শ্রীযুক্ত বটুকেশ্বর দত্তের ভগিনী প্রমীলা দেবী লক্ষ্মী সিনীরূপে কাশীর সুমেরু মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। গত কয়েক মাস ধরিয়া তিনি পীড়িত ছিলেন—হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩১ বৎসর মাত্র

রামকৃষ্ণের আপীল
শুনানীর দিন ধার্য্য হয় নাই

ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জ্জী হত্যা সম্পর্কে প্রাণদণ্ড দণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের এডভোকেট মিঃ নিখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লণ্ডনের সলিসিটর এস, ই, উইলসন এণ্ড কোম্পানীর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, প্রিভি কাউন্সিলে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া যে আবেদন করা হইয়াছে, তাহার শুনানী স্থগিত আছে। ১১ই জুলাই তারিখে শুনানী হইবার কথা ঘোষিত হইয়াছিল—শুনানীর দিন এ পর্য্যন্ত ধার্য্য হয় নাই।

আদালতে বিষম ব্যাপার
ছোরার আঘাতে খুন

গঙ্গা হইতে মাল চুরির বড়ঘর করিবার অভিযোগে ১৮ জন লোকের আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজের এজলাসে বিচার চলিতেছিল। ২০শে তারিখে আসামী ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় জজ সাহেবকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কাঠগড়ায় রেলিং টপকাইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে, অপর আসামী কার্ত্তিকচন্দ্র দে তাহাকে বাধা দেওয়াতে ননী কার্ত্তিকের তলপেটে ছোরা মারে। ননী তখন রেলিং টপকাইয়া জজ সাহেবের দিকে যাইতে উদ্যত হইলে দুইজন কনষ্টেবল বাধা দেওয়ায় তাহারাও আঘাত প্রাপ্ত হয়। এবং শেষে পেস্কার নিতেন্দ্রনাথ ঘোষও আঘাত প্রাপ্ত হন। হঠাৎ ননী পড়িয়া যাওয়াতে একজন জুরী তাহাকে ধরিয়া ফেলে—পরে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ—হাসপাতালে কার্ত্তিক মারা গিয়াছে—অপরের অবস্থা আশাপ্রদ। উক্ত মামলা সম্পর্কে ননীলাল দশ বৎসর এবং ১৭ জন আসামী ৯ হইতে ২ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ছোরা চালাইবার অভিযোগে ননীলালের পৃথক বিচার হইবে।

কলিকাতায় শ্রীযুক্ত এনি
তদন্ত আরম্ভ

১৬ই তারিখে মধ্যস্থ শ্রীযুক্ত এনি কলিকাতায় আগমন করিয়া কংগ্রেস সংক্রান্ত তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বাড়ী যাইবেন বলিয়া তদন্ত কার্য্য কিছুদিন স্থগিত থাকিবে।

সিমলায় মহাত্মা গান্ধী
বহু কার্য্যে ব্যস্ত

মহাত্মা গান্ধী সিমলায় গমন করিয়া ১৬ই তারিখে স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ এমার্সন, ১৭ই তারিখে সার হেমস ক্রেয়ার এবং ১৮ই তারিখে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ আলাপ করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল শেষকালে সিমলায় গিয়াছিলেন। ২০শে তারিখে তাঁহারা উভয়ে সিমলা ত্যাগ করিয়াছেন।

মদ্যপান মিথ্যা কথা
মহাত্মার তীব্র প্রতিবাদ

"টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া" সংবাদপত্রের ১৫ই জুন তারিখে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৩ই জুন তারিখের "ডেলী টেলিগ্রাফ" পত্রে মিঃ গোয়েল এই বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন—"মহাত্মা গান্ধী এখন যেরূপ পূর্ণ সন্ন্যাসী, পূর্ব্বে এরূপ ছিলেন না। কারণ যখন মহাত্মা এবং তাঁহার হিন্দু সঙ্গীর সহিত আমার ডারবানে সাক্ষাৎ হয়, আমরা এক নিকটবর্ত্তী মদের দোকানে প্রবেশ করি। অন্ততঃ দুইটি হুইস্কী নিশেষ করি।" মহাত্মা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমার সঙ্গী হিন্দু ছিলেন না—তিনি মুসলমান। দক্ষিণ আফ্রিকার কোন মদের দোকানে—এমন কি জীবনে আমি কখনও কোন মদের দোকানে প্রবেশ করি নাই। তাহা ছাড়া—নেটালে ইউরোপীয় কোন মদের দোকানে ভারতীয়েরা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না এবং একজন ইউরোপীয় যতই তৃষ্ণার্ত্ত হউক না কেন, ভারতীয় মদের দোকানে প্রবেশ করা অপমানজনক মনে করে।

বাঙ্গালী রমণীর সাহস
ডাকাতের সহিত সঙ্ঘর্ষ

জনৈক বাঙ্গালী তাঁহার ভগিনী ও দুইটী শিশু সন্তান লইয়া নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলপথে ভ্রমণ করিবার সময় দ্বারভাঙ্গা ষ্টেসনের পর মেয়েদের কামরায় চোর প্রবেশ করিয়া কতকগুলি বাক্স সরাইবার চেষ্টা করে। সেই সকল বাক্সে নগদ টাকা ও প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার অলঙ্কার ছিল। মহিলাটী নিদ্রাভঙ্গে বাক্সগুলি আঁকড়াইয়া ধরেন। বাক্সগুলি সরাইতে না দিলে দস্যুরা একটি শিশুকে গাড়ী হইতে ফেলিয়া দিবে ভয় দেখায়। সেই ভয়ে মহিলা নিরস্ত হওয়াতে সব বাক্স লইয়া চোর পলায়ন করে।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী
স্কচ মহিলার হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ

এডিনবার্গ সহরের মিসেস জেন নাম্নী একজন ভদ্রমহিলা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছা জ্ঞাপন করাতে হিন্দু-মিশন তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতি জানান এবং একখানি গীতা ও কিছু নির্ম্মাল্য পাঠাইয়া দেন। ৩১শে মে তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শরৎকুমারী দেবী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর মাত্র।



কেমন করিয়া দুর্ব্বল ব্যক্তি পুরুষোচিৎ সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারেন।

কি উপায় অবলম্বন করিলে দুর্ব্বল ব্যক্তি পুরুষের শক্তি এবং সাধারণ বল বৃদ্ধি করিতে পারেন?

সহস্র সহস্র চিকিৎসক স্যানাটোজেন ব্যবহার দ্বারা এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন।

বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মার্গলার একটী অসাধারণ জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায় রোগীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লিখিতেছেন যে তাঁহার রোগী ছয় সপ্তাহ ব্যবহার দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের সামর্থ্য পূর্ণভাবে ফেরৎ পাইয়াছিলেন

স্যানাটোজেন যাহা এক ব্যক্তির জন্য করিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই অপর ব্যক্তির জন্য করিতে পারিবে। স্যানাটোজেন আপনাকে প্রকৃত বল পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং পুরুষোচিৎ সামর্থ্য দিবে। যাবতীয় দুর্ব্বলতার চিহ্ন ত থাকিবেই না। এই বলকর খাদ্য অদ্যই সেবন করিতে আরম্ভ করুন। প্রত্যেক ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

SANATOGEN

স্যানাটোজেন যথার্থ বলকর খাদ্য। হতদ্বারা স্পৃষ্ট নহে।

সাপ্তাহিকী

শিল্প শিক্ষায় জার্ম্মানীর বৃত্তিদান

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

গত ফেব্রুয়ারী মাসে জার্ম্মানীর অন্তর্গত বার্লিন সহরের নিকটস্থ 'Zethelas Horritzions" ফার্ম্মের প্রোপ্রাইটর Mr, Heinrich Steinheil, Celluloid এবং Guttapercha পুতুল, খেলনা, চিরুণী, মাথার কাঁটা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিক্ষার নিমিত্ত যে বৃত্তি ঘোষণা করিয়াছিলেন—তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত অরুণোদয় রায়কে দেওয়া হইয়াছে। ইনি ভারতীয়দিগের ভিতর 'The prospects of Celluloid and Guttapercha Industry' সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা লিখিয়াছেন। গত ২২শে জুলাই বুধবার দিবস উক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় যাঁহারা প্রথম হইতে সপ্তম স্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই testimonials সহ স্থানীয় Consul office এ selection Board এর সম্মুখে স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা পরীক্ষার নিমিত্ত উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। Selection Board শ্রীযুক্ত অরুণ বাবুকেই নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষ হইতে জার্ম্মাণী যাতায়াতের অর্দ্ধেক খরচা পাইবেন এবং আগামী ১৯৩২ সনের অক্টোবর মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৭০ মার্ক হিসাবে বৃত্তি পাইবেন।

অরুণ বাবু ইতিপূর্ব্বে আরও দুইটী রচনা প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখাইয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে ভারতের ব্যবসার উন্নতিকল্পে এইদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ যদি ভবিষ্যতে এইদিকে মনোনিবেশ করেন তবে খুবই মঙ্গলের বিষয়।

আমরা সর্ব্বান্তকরণে এই তরুণ যুবকের উন্নতি কামনা করি।

বোম্বাই লাটের উপর গুলী

আততায়ী গ্রেপ্তার

২২শে তারিখে প্রাতে বোম্বাইয়ের অস্থায়ী গভর্ণর স্যার আর্ণেষ্ট হটসন যখন ফার্গুসন কলেজের পাঠাগার পরিদর্শন করিতে যান, সেই সময় এক ছাত্র লাট সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে। প্রথম গুলী পকেট বুকের ধাতুনির্ম্মিত আচ্ছাদনে লাগে, দ্বিতীয় গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গভর্ণর বাহাদুর নিজেই আততায়ীকে গ্রেপ্তার করেন। প্রকাশ, আততায়ী উক্ত কলেজের বি, এস, সি, ক্লাশের ছাত্র, নাম বাসুদেব বলবন্ত গোগেট। গভর্ণর কোনরূপ আঘাত পান নাই।

শালদহ ডাকাতির মামলা

বিশেষ আদালতে বিচার

ললিতাবাড়ী থানার অন্তর্গত শালদহ নামক স্থানে ডাকাতি করিবার অভিযোগে প্রবোধ রায়, ধীরেন দাস, নরেন্দ্র মোদক, মুরারীমোহন দে, সুধেন্দু দাস, নরেন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্র নিয়োগী, জ্ঞানেন্দ্র নাগ, প্রফুল্ল রায় ও সুরু জান্না অভিযুক্ত হন। ২০শে তারিখ হইতে বিশেষ আদালতে তাঁহাদের বিচার আরম্ভ হইয়াছে ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ আর, এফ, লজ, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রায় বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং ময়মনসিংহের অস্থায়ী এ, ডি, এম, এস, সি, ঘটককে লইয়া এই আদালত গঠিত হইয়াছে।

সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন

"চিত্রা"য় সবাক চিত্র

সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পল্লী সেবামূলক কার্য্যসমূহের সাহায্যকল্পে আগামী ৩০শে জুলাই বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টার সময় "চিত্রা"য় বাষ্টার কিটনের সর্ব্বপ্রথম সবাকচিত্র "ফ্রি এণ্ড ইজি" প্রদর্শিত হইবে।

কংগ্রেস কর্ম্মীর মৃত্যু

পরলোকে মৌলানা সিরাজী

সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মৌলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ১৩ই তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ হাট, বাজার, স্কুল প্রভৃতি বন্ধ ছিল।

বাঙ্গালোরে নিষেধ আজ্ঞা

অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ

বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থানী সেবাদল যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিতেছেন তাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর মনোভাব বিরক্ত হইয়া শান্তিভঙ্গ হইবার আশঙ্কা থাকাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তিন মাসের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি বহন, জনসাধারণের নিকট কোন ধ্বনি, সঙ্গীত বা বক্তৃতা করা, সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদর্শন, পতাকা উত্তোলন, অথবা প্ল্যাকার্ড মায়া প্রভৃতি সকলই আদেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উপরও এই আদেশ জারী হইয়াছে।

মিঃ ফারুকির শিল্পে সরকারী সাহায্য সংক্রান্ত বিল

'নবশক্তি' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, ব্যবস্থাপক সভার গত মঙ্গলবারের অধিবেশনে যে Bengal State Aid to Industries Bill টি পেশ করা হয় এবং গতকল্য যার সংশোধন প্রস্তাব সমূহের আলোচনা হয়—উহা পাশ হইলে মন্ত্রী খান বাহাদুর মৌলবী কে, জি, এম, ফারুকি দেশবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এই ধরণের আইন পাশের চেষ্টা বহুবার হইয়াছে, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। ব্যবস্থাপক সভার গত আগষ্ট মাসের অধিবেশনে মিঃ ফারুকি এই বিল প্রথম উপস্থাপিত করেন এবং তাঁহারই প্রস্তাবে উহা এক সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হয়। উক্ত কমিটি বিলটির কিছু অদল বদল করার পর গত মঙ্গলবারের বৈঠকে উহা পেশ করা হয়।

এই বিলটির উদ্দেশ্য মহৎ। আমাদের বিশ্বাস ইহা দেশীয় শিল্প বাণিজ্য বিস্তার কল্পে বঙ্গদেশে এক নবযুগ আনয়ন করিতে পারিবে। কুটির শিল্প এবং অন্যান্য যে সব ছোট খাটো দেশীয় শিল্পগুলি মৃত-প্রায় অবস্থায় আছে তাহা পুনর্জ্জীবিত করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। যে Board of Industries এর উপর গবর্ণমেণ্ট লোন ইত্যাদি বিলি-ব্যবস্থার ভার অর্পণ করিবেন তাহা সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক মতে বে সরকারী মেম্বর দ্বারা গঠিত হইবে। বিলটির বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র পত্রে সম্ভব নয়। আশা করা যায়, ইহার প্রবর্ত্তনে অনেক কর্ম্মক্ষম যুবকের জীবিকার্জ্জনের পথ সহজ হইবে এবং এইরূপে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের অনেক সুবিধা হইবে। কাউন্সিল এই বিল পাশ করিলে দেশের উপকার করিবেন। এইরূপ আবশ্যকীয় একটি বিল উপস্থিত করার জন্য মিঃ ফারুকিকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ঘ, আ

কলিকাতা, ২৩শে জুলাই, ১৯৩১।

বাংলার লাইব্রেরীসমূহ ও ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুযোগ।

সচিত্র মাসিক **উত্তরা** বার্ষিক ৩॥০

ফাল্গুন ১৩৩৭ হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ। প্রসিদ্ধ গল্প লেখকদিগের গল্প প্রতি মাসে ৩।৪টি থাকে। তা ছাড়া উপন্যাস, ভ্রমণ, প্রবন্ধ, গান, কবিতা ইত্যাদিতে উত্তরার প্রতি সংখ্যা উজ্জ্বল। প্রতি সংখ্যায় ২০।২৪ খানা ছবি থাকে। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কেবল মাত্র লাইব্রেরী সমূহ ও ছাত্রদিগের মধ্যে 'উত্তরা'র প্রচারকল্পে এই বৎসরের জন্য ॥০ টাকায় গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইবে। ভিঃ পিঃ করা হইবে না। মনি অর্ডারে ২॥০ টাকা পাঠাবেন। এ সুযোগ মাত্র ১৩৩৮ সালের ১৪ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত।

উত্তরা কার্য্যালয়—কাশীধাম।

HEDRIN
EXTRACT HEDYOTIS AURICULARIA
CURES
CHOLERA
DYSENTERY & DIARRHŒA

কলেরা রোগের আরোগ্যকারক, প্রতিষেধক; বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ঔষধ।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিনা ইনজেকসনে মুখে সামান্য ব্যবহার করিলে ভীষণ কলেরার আক্রমণ হইতে নিরাময় হয়।

"হেডরিণ" একটী অমূল্য অদ্বিতীয় ঔষধ ইহাতে আমাশয় (রক্ত ও শ্বেত) উদারাময় (নূতন ও পুরাতন) খুব শীঘ্র স্থায়ীভাবে আরোগ্য হয়।

যাবতীয় পাকস্থলীর পীড়ার পক্ষে এবং শিশুদিগের পেটের পীড়ার পক্ষে অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ।

"হেডরিণ" সর্ব্বদা হাতের কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। চলিত আকারের মূল্য ১৸০ এবং ৩।০ ডিসপেনসিং সাইজ ১২॥০।

সমস্ত ঔষধের দোকানে এবং স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট [illegible] কলিকাতায় পাওয়া যায়।

একমাত্র ডিসটী বিউটরস্—দাবা এণ্ড কোং, মান্দ্রাজ।

সস্তায় খারাপ ক্যামেরা ক্রয় করা অর্থের অপব্যয়। ফটোগ্রাফি শিখিয়া মাসিক ২০০৲ টাকা উপার্জ্জন করুন।

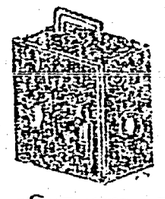

আমাদের রয়াল হাণ্ড ক্যামেরায় ফটো তুলিবার নিয়মাবলী এত সহজ ও সরল যে সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষার্থীরা কেবল মাত্র প্রিং শাটারের ব্যবহার জানিয়াই কোয়াটার সাইজ (৩।০ × ৪।০) প্লেটে যে কোন বস্তুর সুন্দর সুন্দর ফটো তুলিতে সক্ষম হইবেন। এই ক্যামেরায় শক্তিশালী জার্ম্মান লেন্স ও ভিউ-ফাউণ্ডার সন্নিবিষ্ট। প্লেট, পেপার, ৩খানি ডেভলপিং কেমিক্যালস, ফটোগ্রাফিক, লেনটারন, প্রিন্টিং ফ্রেম, ২খানি ডিস এবং ব্যবহার বিধি এতৎসহ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। মূল্য—৭৲ স্থলে মাত্র ৪৲, মাশুল ৸৵০ আনা।

Madhab Trading Co., Aligarh, No. 75.

—সদ্য প্রকাশিত—
শ্রীনগীগোপাল দাশগুপ্তের
অভিশপ্ত
একটি চমকপ্রদ বৈপ্লবিক উপন্যাস—দাম এক টাকা
শ্রীসান্ত্বনা গুহের অগ্নিমন্ত্রে নারী ১।০
" উপন্যাস অসমাপ্ত—১॥০
শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণের— কার্ল মার্কস ১৲
শ্রীচারুবিকাশ দত্তের
রাজদ্রোহীর জবানবন্দী ।৵০
মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।
যুগবাণী সাহিত্য চক্র
১৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

May 27, 1932

নবশক্তি

নবশক্তি

পরিচালক—লিবার্টি নিউজপেপার্স লিমিটেড

৪র্থ বর্ষ	শুক্রবার ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯	৪র্থ সংখ্যা



—সম্পূর্ণ স্বদেশী সুতায় প্রস্তুত—

শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা বলেন ঃ—

পাবনা শিল্পসঞ্জীবনীর লেডীগেঞ্জীগুলির Style & Finish চমৎকার।

পাবনা শিল্পসঞ্জীবনীর গেঞ্জী, সোয়েটার, লেডীগেঞ্জী, সুইমিং কষ্টুম প্রভৃতি সুন্দর ও মজবুত বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ

—ভারতের গৌরবময় প্রতিষ্ঠান—

পাবনা শিল্প-সঞ্জীবনী কোং লিঃ

পাবনা, বেঙ্গল।

মূল্য প্রতি সংখ্যা /০ আনা মাত্র। বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।

স্নানে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ ....
জন্য ও

অঙ্গরাগ সাবানখানি

মেখে দেখুন।

অঙ্গরাগ বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

শিশুদের স্বভাব-কোমল অঙ্গে নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা চলে। স্নানের পরেও ইহার অনেকক্ষণ থাকে।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

বাদরপুর সোপ ওয়ার্কস

২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফাল্গুন হইতে বর্ষারম্ভ

এই ফাল্গুনে সপ্তমবর্ষ আরম্ভ হইয়াছে !!

বাংলা ও বাংলার বাহিরের শিক্ষিত সমাজের
পাঠযোগ্য একমাত্র সচিত্র মাসিক-সাহিত্য-পত্র

বার্ষিক মূল্য মনি অর্ডারে ৩৷৷০

উত্তরা

বার্ষিক মূল্য ভিঃ পিঃ-তে ৩৸০

আধুনিক শ্রেষ্ঠ নবীন লেখকদের গল্প ও কবিতা
প্রবীন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাশীল লেখকদের প্রবন্ধাবলী
প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

বাংলা-সাহিত্যের এমন কোন খ্যাতনামা লেখক নাই
যাঁহার রচনা 'উত্তরা'র পৃষ্ঠা একাধিকবার
অলঙ্কৃত করে নাই।

একপ্ত নমুনা এক পোস্ট কার্ডসহ পত্র লিখিলে পাঠান হয়। অন্য কোন পত্রিকার সহিত ইহার তুলনা করিতে পারেন। অন্য কোন পত্রিকা আছে কিনা—মাপনি গ্রাহক হইয়া তাহার বিচার করুন।

উত্তরা কার্য্যালয়, বেনারস সিটি।

হিষ্টিরিয়ার দৈবকবচ

ও চিত্তবিনোদন তৈল ১৸০। হিষ্টিরিয়া, মৃগী, মূর্ছা, মোহ ও উন্মাদ রোগে ঘরে বসিয়া এক মাত্র কঠিন হইলে না কেন, নাহিবেই। ব্যবহার মাত্র ফল। ২৫ লক্ষ আরোগ্য !! মুখার্জ্জি ব্রাদার্স—(নং) পোঃ বঃ নং ২১, ঢাকা।

কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
বিপ্লবী নাটক—১৷০
স্বামীজীর সহোদর মহেন্দ্র দত্ত প্রণীত
লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—১৷৷০
ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম,ও, সি,এইচ, ডি,
যৌবনের সাধনা (যন্ত্রস্থ)—১৲
আজই অর্ডার দিন—
যুগান্তর বাণী ভবন
৩০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দুস্থান হোমিও কলেজ

ভবানী, ঢাকা।

বহুব্যয়ে ও সময়ে খাটী হোমিওপ্যাথি শিক্ষা। রীতিমত পরীক্ষা করে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়, ৵০ টিকিটে জানিবে।

৫০০৲ টাকা পুরস্কার

মহাত্মা প্রদত্ত ধেনুকুষ্ঠের অদ্ভুত বানৌষধি। এক দিনে অর্দ্ধেক ও অন্য দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। যাঁহারা ডাক্তার, বৈদ্য ও হাকিমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই দৈব প্রদত্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। ঔষধ প্রমাণিত হইলে উপরোক্ত ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মূল্য ছই টাকা।

শ্রীঅখিলকিশোর রায়,
পোঃ কাটরী সরাই নং ৭ গয়া।

পাইয়া হইল

প্রবন্ধ গৌরবে ও চিত্র সজ্জায় সমৃদ্ধ। প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—শ্রীযুক্ত সতু সেন, শ্রীযুক্ত সমর ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিধু বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপ সন্ন্যাসী প্রভৃতি। চারিখানি আর্ট প্লেট আছে। আনই গ্রাহক হইল

বার্ষিক মূল্য সডাক (৩ খানির জন্য)—১৷০, প্রতি সংখ্যা —৷০, ডাকে লইলে—৸০, ভি: পিঃতে পাঠান হয় না।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট দরকার।

—বুক ষ্টল—
১৬৯, বহু রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সোর্ডাল বধিরতা আরোগ্য করে।

বধিরতা, মস্তিষ্ক ও নাকের পীড়ায় ফরাসী দেশীয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অভিনব আবিষ্কার "সোর্ডাল" আশ্চর্য্য প্রতিষেধক। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শে বহু অর্থব্যয় করিয়াও যেখানে কোন ফল পান নাই "সোর্ডাল" সেখানেও কার্য্যকরী। বধি তার বধি কষ্ট পাইতে থাকেন, "সোর্ডাল" ব্যবহার করুন শ্রবণ শক্তি ফিরিয়া পাইবেন। আজই এই অত্যাশ্চর্য্য ঔষধটীর জন্য লিখিয়া পাঠান, মূল্য মাত্র ৩, টাকা, মাশুল লাগিবেনা।

সাইথ ফিল্ডের মিঃ ই, স্মিথ লিখিতেছেন—
"সোর্ডাল সম্পূর্ণরূপে আমার শ্রবণ শক্তি ফিরাইয়া দিয়াছে এবং সর্বপ্রকার মস্তিষ্কের পীড়া দূর করিয়াছে। অনেকের নিকটেই আমি এই অত্যাশ্চর্য্য ঔষধের গুণের কথা বলিয়াছি।" অর্ডার দিবার ঠিকানা—
"সোর্ডাল" কোং—৪২, হোলক্রফট, রোড, সিডেনহাম, লণ্ডন (Eng.) বিনামূল্যে বিস্তৃত বিবরণ পত্র দেওয়া হয়।

সকলরকম সভ্যাংশ প্রদানকারী ও

পুরাতন শেয়ার

ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি। ক্রেতাগণের ডাক, কিম্বা বন্ধী হারেও লওয়া হয়। নিয়মাবলী ও মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন। সর্ব্বত্র ভ্রমন

এস, এন, ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং,
ইক এণ্ড শেয়ার ব্রিলার্স
Tele :- "Increase" ১নং নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা। Phone :- B.B. 4263.

বিনামূল্যে

স্বর্ণকবচ—(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড মিশ্রণের রাজ ভবনে ইনৈক ত্রিত্রৈত্রিক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক প্রদত্ত। যে কোন জটিল রোগে অব্যর্থ ও আশু ফলকারী। বহু রোগে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। রোগের নাম সহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পাঠান হয়। শক্তি ভাণ্ডার (পানীহাটি, পোঃ আউলিয়াবাগ (হুগলী)।

গর্ভসঞ্চার

মানসিক ক্রিয়া চিরতরে বন্ধ করিবার নিশ্চিত ঔষধ 'দম্পতি সখা' বিফল প্রমাণে ৫০০৲ পুরস্কার। মূল্য সামান্য ৩ মাসের ১৷০, চিরতরে ৩৷০। কবিরাজ এম, কে, কাব্যতীর্থ. যোগমায়া ঔষধালয়ের ভবন, জলপাইগুড়ি (বেঙ্গল)।

সেয়ার কেনা বেচা

আমরা সাধারণের সুবিধার জন্য বড় ও ছোট লটে সকল রকম সভ্যাংশ বেওয়া কোম্পানীর অংশ ৬ মাস মধ্যে ৪ কিস্তিবন্দীতে অগ্রিম টাকা নিয়া সরবরাহ করি, এবং একালীন মূল্যে কিনিয়া থাকি, নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন। এই কার্য্য সংগ্রহের জন্য কিছু, মফঃস্বল ও গ্রামে উচ্চ কমিশনে সচ্চরিত্র, কর্ম্মঠ এজেণ্ট আবশ্যক।

মেসার্স রায় এণ্ড কোং
(গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্ট্রীকৃত)
সেয়ার ডিলার্স ও কমিশন এজেণ্ট,
১৩, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোথাও
জীবন বীমা
কাল্লাল্লা আগে

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটীতে একবার খোঁজ লইবেন

JOINT LIFE INSURANCE SYSTEM
A SPECIALITY OF THIS COMPANY.

এইটীই সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর মূলধনে ও তত্ত্বাবধানে
পরিচালিত---ভারতের সর্ব্ববৃহৎ বীমা প্রতিষ্ঠান

মোট জীবন বীমার পরিমান ৫,৪৪,৩৩,২৩৯৲
মোট স্থিত ও সংস্থান ১,২৩,১৩,৭৩৪৲
মোট বীমা তহবিলের পরিমান ১,০৪,২২,১৪১৲

বিগত পঞ্চ বার্ষিক (১৯২২-২৭) উদ্ভূত তহবীল ৯,৫০,১৯৯৲ হইতে দাবীর টাকার সঙ্গে দেয় বোনাস বা লভ্যাংশ ১০০৲ টাকার এনডাউমেণ্ট বীমার উপর ১০০৲ টাকা, ১০০০ টাকার আজীবন বীমার উপর ৭৫৲। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার
জেনারেল ম্যানেজার

হেড অফিস
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্
কলিকাতা

ঘোষ ব্রাদার্স—ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

জুয়েলারি ম্যানসন,—১১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা

আমরা স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রস্তুত-ব্যবসারে মুগান্তর আনয়ন করিয়াছি
আমাদের প্রস্তুত গহনা—

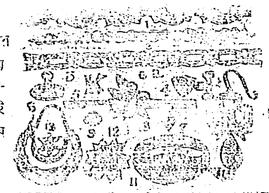

ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট পুনরায়বিক্রয় করিলে আমরা পান-মরা বাদ না দিয়াই গিনি সোনার দামে ক্রয় করি।

ইহাই কি আমাদের সততার যথেষ্ট পরীক্ষা নয়?

ছবি (৩) আনা ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ক্যাটালগ পাঠাই।

-হুতাশ কোম্পানী আশা-

"রুগ্ন অবস্থায় ঔষধাদি প্রয়োগ [illegible] ঔষধ সেবন করিয়া আমি অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তারদের [illegible] আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। ইহা দ্বারা সকলেই এই রোগ অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন। [illegible] কলিকাতা আয়ুর্বেদ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ২৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ [illegible] মহাশয়ের (কবিরাজ [illegible] বাড়ীবিধি) মহাশয়ের অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসায় আমি [illegible] আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এতদ্বিন চিকিৎসা গ্রন্থাদি প্রকৃত পক্ষে [illegible] ও অমূল্যপূর্ণ রোগ [illegible] চিকিৎসক [illegible] না দেখাইয়া হতাশ হইবেন না।"

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ—১২৯নং বলরামদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নববর্ষের নূতন পঞ্জিকা

বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ১৩৩৪ সালের পি, এম, বাগচি এণ্ড কোম্পানীর ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। গণনায়, বিশুদ্ধতায়, ব্যবহার অনুপযোগিতায় অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশে, কাগজ মুদ্রণে এ পঞ্জিকা যে সকল পঞ্জিকার শীর্ষ স্থানীয় ইহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই পঞ্জিকা একখানি ঘরে রাখিলে গৃহস্থের যে কত উপকার হয় তাহার সীমা নাই। কাশী, নবদ্বীপ ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামজাদা অধ্যাপক মণ্ডলী এই পঞ্জিকাই আগ্রহের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্যবহারে সন্দেহ উপস্থিত হইলে পি, এম, বাগচির পঞ্জিকাই প্রমাণরূপে সমাদৃত হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵১০। পি, এম, বাগচি এণ্ড কোং, ১৯নং শ্লাইভ ষ্ট্রীট ও ১৯নং শুঁড়ীপাড়ার লেন, কলিকাতা।

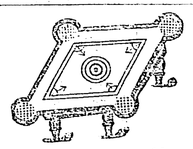

ক্যারম, মডিলারা সেট—১০৲ প্রোমি টস্ সেট—৬৲
পেশেন্স সেট—৮৲ হকিষ্টিক সেট—১৫৲
এত সস্তা ও সুন্দর একখানা বোর্ড প্রিয়জনকে উপহার দিতে ভুলিবেন না।

ক্যারম ফার্ণেনিচার ওয়ার্কস
(ক্যারম ও খেলার সাইকারী ও সুলভ সরঞ্জাম বিক্রেতা)
১১, সিমলিয়া চন্দ্র লেন (আনন্দ পার্ক), কলিকাতা।

কোথাও
জীবন বীমা
করিবার আগে

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটীতে একবার খোঁজ লইবেন

JOINT LIFE INSURANCE SYSTEM A SPECIALITY OF THIS COMPANY.

এইটীই সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর মূলধনে ও তত্ত্বাবধানে
পরিচালিত---ভারতের সর্ব্ববৃহৎ বীমা প্রতিষ্ঠান

মোট জীবন বীমার পরিমান ৫,৪৪,৩৩,২৩৯৲
মোট স্থিত ও সংস্থান ১,২৩,১৩,৭৩৪৲
মোট বীমা তহবিলের পরিমান ১,০৪,২২,১৪১৲

বিগত পঞ্চ বার্ষিক (১৯২২-২৭) উদ্বৃত্ত তহবীল ৯,৫০,১৯৯৲ হইতে দাবীর টাকার সঙ্গে দেয় বোনাস্ বা লভ্যাংশ ১০০৲ টাকার এন্‌ডাউমেণ্ট বীমার উপর ১০০৲ টাকা, ১০০০৲ টাকার আজীবন বীমার উপর ৭৫৲। বিস্তারিত বিবরনের জন্য পত্র লিখুন।

শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার
জেনারেল ম্যানেজার

হেড অফিস
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্
কলিকাতা

ঘোষ ব্রাদার্স—ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

জুয়েলারি ম্যান্‌সন্,—১১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা:

আমরা স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রস্তুত-কারবারে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছি।
আমাদের প্রস্তুত গহনা—

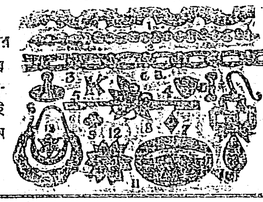

ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট পুনরায়বিক্রয় করিলে আমরা পান-মরা বাদ না দিয়াই গিনি সোনার দামে খরিদ করি।

ইহাই কি আমাদের সততার ঘারি-পরীক্ষা নয়?

দুই (৵০) আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ক্যাটালগ পাঠাই।

-হতাশ রোগীর আশা-

"রুগ্ন জনগণের উপকারার্থ প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ১ বৎসর হইতে আমি যক্ষ্মারোগে শয্যাশায়ী ছিলাম। কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তারগণকে দেখাইয়া কোন ফল পাই নাই। তাঁহারা সকলেই এই রোগ অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন। শেষে নিজ জীবন সংশয়ে হতাশ হইয়া কলিকাতা আয়ুর্বেদ কলেজের প্রিন্সিপাল, ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ রাজবৈদ্য কবিরাজ—ডাঃ প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, (লোঃ নং ৪০৩ বড়বাজার) মহাশয়ের অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসায় আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এতদ্বারা চিকিৎসা সাধারণ প্রকৃত পক্ষে অকৃত্রিম ও অব্যর্থ রোগ যতই জটিল কঠিন ও পুরাতন হউক না কেন তাঁহাকে না দেখাইয়া হতাশ হইবেন না।"

শ্রীগণীন্দ্রনাথ ঘোষ—১২৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নববর্ষের নূতন পঞ্জিকা

বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ১৩৩৪ সালের পি, এম, বাগ্‌চি এণ্ড কোম্পানির ভাইরেক্টরী পঞ্জিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। গণনায়, বিশুদ্ধতায়, ব্যবহার্য্য অন্যান্যতায় অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশে, কাগজ মুদ্রণে এ পঞ্জিকা যে সকল পঞ্জিকার শীর্ষ স্থানীয় ইহা জোড়ী কণ্ঠে স্বীকৃত হইতেছে। এই পঞ্জিকা একখানি ঘরে থাকিলে গৃহস্থের যে কত উপকার হয় তাহার সীমা নাই। কাশী, নবদ্বীপ ভাটপল্লী, বিক্রমপুর, আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্ত অধ্যাপক মণ্ডলী এই পঞ্জিকাই আগ্রহের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্যবহার সঙ্গে উপরিত হইলে পি, এম, বাগ্‌চির পঞ্জিকাই প্রমাণরূপে সপ্রমাণিত হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵১০। পি, এম, বাগ্‌চি এণ্ড কোং, ১৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ১৯নং শুঁড়ীপাড়ার লেন, কলিকাতা।

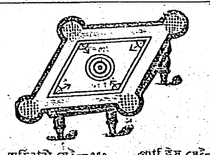

ক্যারম, অডিনারী সেট—৫৲ গ্র্যাণ্ড ইস্ সেট—৮৲
স্পেশাল সেট—৮৲ হাফিটুর সেট—১২৲
এত সস্তা ও সুন্দর একখানা বোর্ড বিরহনকে উপহার দিতে ভুলিবেন না।

ক্যারম কার্পেন্ট্রী ওয়ার্কস
(ব্যারাম ও খেলার সাইকারী ও গুচ্ছা সরঞ্জাম বিক্রেতা)
৩১, সিমেলার চক্র লেন (প্রসন্নদেব পার্ক), কলিকাতা।

স্নানে তৃপ্তি ও আনন্দ পাও
যদি ব্যবহার কর
অঙ্গরাগ সাবানখানি
দেখে নেবেন।
অঙ্গরাগ বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত
শিশুদের স্বভাব-কোমল অঙ্গে নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা চলে। স্নানের পরেও ত্বক অনেকক্ষণ থাকে।
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
শাদরপুর সোপ ওয়ার্কস
১১, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফাল্গুন হইতে নবপর্য্যায়ে
এই ফাল্গুনে সপ্তমবর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।।
বাংলা ও বাংলার বাহিরের শিক্ষিত সমাজের পাঠযোগ্য একমাত্র সচিত্র মাসিক সাহিত্য পত্র
বার্ষিক মূল্য মনি অর্ডারে ৩৷৷০ উত্তরা বার্ষিক মূল্য ভিঃ পিঃতে ৩৸০
আধুনিক শ্রেষ্ঠ নবীন লেখকদের গল্প ও কবিতা
প্রবীন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাশীল লেখকদের প্রবন্ধাবলী
প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।
বাংলা-সাহিত্যের এমন কোন খ্যাতনামা লেখক নাই যাঁহার রচনা 'উত্তরা'র পৃষ্ঠা একাধিকবার অলঙ্কৃত করে নাই।
একপ সুমূল্য এত বেশী, কলিপাশ্ব চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে অন্য কোন মাসিক পত্রিকা আছে কিনা—মাসিক গ্রাহক হইয়া তাহার বিচার করুন।
উত্তরা কার্য্যালয়, বেনারস সিটি।

হিষ্টিরিয়ার দৈবকবচ
ও চিত্তবিনোদন তৈল ১৸০। হিষ্টিরিয়া, মৃগী, মূর্চ্ছা, মোহ ও উন্মাদ রোগ যতদিনের এবং যত কঠিন হউক না কেন, নারিবেই। ব্যবহার মাত্র ফল। ২৫ পৃষ্ঠ আরোগ্য।। মুখার্জ্জি ব্রাদার্স—(নব) পোঃ বা নং ২১, ঢাকা।

ইম্পিরিয়াল হোমিও কলেজ
রমনা, ঢাকা।
বহুব্যয়ে ও সময়ে খাটী হোমিওপ্যাথি শিক্ষা। রীতিমত পরীক্ষা করে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়, ৵০ ষ্টিকিট আবশ্যক।

কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
বিপ্লবী নায়িকা—১৷০
স্বামীজীর সহোদর মহেন্দ্র দত্ত প্রণীত
লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—১৷৷০
ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম,এ, পি,এইচ, ডি
যৌবনের সাধনা (যন্ত্রস্থ)—১৲
আজই অর্ডার দিন—
যুগান্তর বাণী ভবন
৩৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫০০৲ টাকা পুরস্কার
মহাত্মা প্রদত্ত শেফালিকার অমৃত বনৌষধি। এক দিনে অর্দ্ধেক ও অন্য দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ধাত্রী ডাক্তার, বৈদ্য ও হাকিমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই দৈব প্রদত্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। অধীন প্রমাণিত হইলে উপরোক্ত ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মূল্য ছয় টাকা।
শ্রীঅশ্বিনীকিশোর রায়,
পোঃ কাটরী সরাই নং ৭ পাবনা।

সোডাল বধিরতা আরোগ্য করে।
বধিরতা, টিনিং ও নাদের গীতার পরামর্শদেশক প্রকৃত তত্ত্বপ্রদ অভিনব আবিষ্কার সোডাল সুপারফন প্রতিষেধক। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শে বহু অর্থব্যয় করিয়াও যেখানে কোন ফল পান নাই "সোডাল" সেখানেও কার্য্যকরী। যদি তাহা ব্যর্থ হয় তাহাও ফিরিয়া পাইবেন। মূল্য ১৲ ও ডাঃ মাঃ ৵০। ব্যবহার বিধি ও নিয়মাবলী পাঠান হয়। মূল্য ১৲ ও ডাঃ মাঃ ৵০। ব্যবহার বিধি ও নিয়মাবলী পাঠান হয়। ষ্টাফ সিভিল সার্জ্জন লিখিতেছেন—"সোডাল সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকর প্রমাণ দিয়াছে। বিদায়ের এবং সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্কের পীড়া দূর করিতেছে। অনেককে কৃতকার্য্য করিয়াছি। অতএব এই অভাগা-দের যেন তাহা পায়।" অর্ডার দিবার ঠিকানা—"সোডাল কোং—৪২, বো-বাজার রোড, সিডেনহাম, লণ্ডন (Dept.) বিনামূল্যে বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়।

সতরঞ্চের সভ্যগণ প্রধানবারী ও
পুরাতন শেয়ার
ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি। জেতাগণের নাম, তিথি বন্দী হাতের গণনা হয়। নিয়মাবলী ও মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন। সন্তোষ করুন।
এস, এন, ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং,
১৮ নং শেয়ার ব্রিলার্স
Tele: "Increase" ১৯নং নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা। Phone: B.B. 4263

বিনামূল্যে
সর্ব্বপ্রকার—গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড বিশুদ্ধের রায় ভবনে এনেক রিডেন্সির সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক প্রদত্ত। যে কোন জটিল রোগে, অবার্থ ও আশু ফলপ্রদ। বহু রোগে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। রোগের নাম সহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পাঠান হয়। শক্তি আশ্রম (পোঃ নাহাটি, পোঃ আউলিয়াবাদ (ঢাকা)।

গর্ভসঞ্চার বন্ধক বিদ্যা চিরতরে বন্ধ করিবার নিশ্চিত ঔষধ দম্পতি সখা বিনা প্রমাণে ৫০৲ পুরস্কার। মূল্য সামান্য ও মাসের ১০৲ চিরতরে ৷৷০ কবিরাজ এম, কে; কাব্যতীর্থ, যোগমায়া ঔষধালয় ভবন, মনসাই ছড়ি (খেলনা)।

সেয়ার কেনা বেচা
আমরা সাধারণের সুবিধার জন্য বড় ও ছোট লটে সকল রকম সভ্যাংশ দেওয়া কোম্পানীর অংশ ৬ মাস মধ্যে ৪ কিস্তিবন্দীতে অগ্রিম টাকা নিয়া সরবরাহ করি, এবং ওকালতীনামা মূল্যে কিনিয়া থাকি, নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন। এই কার্য্য সাতদের জন্য ঢিলা, মফস্বলী ও গ্রামে উচ্চ কমিশনে সংবিধি, কণ্ট্রাক্ট এজেণ্ট আবশ্যক।
মেসার্স রায় এণ্ড কোং
(গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্টার্ড)
শেয়ার ব্রিলার্স ও কমিশন এজেণ্ট,
১১৩, সাউথাম মোহ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জয় ভারতের জয়! সুস্বাগতম্! জয় স্বদেশের জয়!!

দি কাণ্ট্রি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

(হেড অফিস—ষ্টীফেন হাউস, ড্যালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা)

টেলিফোন—কলিঃ ২৫১৭] [টেলিগ্রাম—"রুনেম" কলিকাতা

জাতির প্রয়োজন সাধনের জন্য ইহা একটী জাতীর প্রতিষ্ঠান।

-ঃ আমাদের অবদান ঃ-

—সামান্য ব্যয়ে প্রভূত অর্থলাভ—

"কাণ্ট্রি" এন্‌ডাউমেণ্ট সার্টিফিকেট

মাত্র তের ৸৴০ আনা ব্যয়ে একখানি হাজার টাকার সার্টিফিকেট ক্রয় করা যাইবে। মাসিক মাত্র দুই টাকা সঞ্চয় করিলে আপনি বিশ বৎসর পরে এক হাজার টাকা পাইবেন। "কাণ্ট্রি ইন্সিওরেন্স" আপনাকে আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করিতে সমুৎসুক। মাত্র "কাণ্ট্রি ইন্সিওরেন্স"—দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা সত্বর অর্থাগম সম্ভব॥

ডিরেক্টরগণ

১। রায়বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ,
অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর (বেনারস)

২। শ্রীকৃষ্ণ দুবে, এস্কোয়ার
মার্চেণ্ট ও জমিদার, ভূপাল, (মধ্য-ভারত)

৩। সর্দ্দার এ, টি, মুখার্জ্জি এম্, এস,সি, এম-আর-এ এস (লণ্ডন) দেওয়ান ষ্টেটের শিক্ষাসচিব।

৪। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ,
জমিদার ও মার্চেণ্ট, ডায়মণ্ড হারবার।

৫। এন, রাহা, এস্কোয়ার
অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর (কলিকাতা)

৬। শেঠ ওম্ প্রকাশ, ব্যাঙ্কার, বুলন্দসর (যুক্ত-প্রদেশ)

৭। জে, আর, কিং, এস্কোয়ার
অবসর প্রাপ্ত মিলিটারী অডিট ইনস্পেক্টিং অফিসার কলিকাতা

৮। শ্রীযুক্ত শৈলেশ রঞ্জন রাহা, বি-এল, উকীল, কলিকাতা।

৯। শেঠ ভিষনদাস,
গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টর ও ব্যাঙ্কার, সুক্কুর, (সিন্দুপ্রদেশ)

১০। কে, ডি, লালা, এস্কোয়ার
জেনারেল ম্যানেজার, মেনুর এণ্ড কোং, কলিকাতা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আশীর্ব্বাদ

ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স
এণ্ড টেক্‌নলজি।
রসায়ন বিভাগ
৯২, অপার সার্কুলার রোড।
কলিকাতা, ১৩, ৫, ১৯৩২।

আমি জানিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে মেসার্স মেনুর এণ্ড কোংর পরিচালনে আপনারা 'কাণ্ট্রি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশ হইতে প্রতিবৎসর বিদেশী জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি পাঁচ কোটী টাকা শোষণ করিয়া লইয়া যায়; সুতরাং আমরা যতই নূতন নূতন জীবন-বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, দেশের আর্থিক উন্নতির পক্ষে ততই শুভ।

মেসার্স মেনুর এণ্ড কোম্পানী জীবন-বীমা ব্যতীত অগ্নি, মোটর এবং অন্যান্য প্রকার বীমাও করিয়া থাকেন।

আমি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে আপনাদের ডিরেক্টর বোর্ডে অনেক বিচক্ষণ ব্যবসায়ী আছেন—ইহাদ্বারা কোম্পানীর ভবিষ্যৎ মঙ্গলজনক ও আশাপ্রদ সূচিত হইতেছে।

আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি।

স্বাঃ পি, সি রায়।

সঞ্চয় করিয়া উপার্জ্জন করুন

সঞ্চয়ের অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ মিতব্যয়ী হওয়া যায়। মিতব্যয়িতার বলে সঞ্চিত অর্থের সংখ্যা প্রতি-বৎসরই বৃদ্ধি পায়—প্রতিবৎসরই সঞ্চয়ের মূল্য বাড়িয়া যায়। ইহাতে পরিবার ও পোষ্যবর্গের ভবিষ্যৎ সংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিবাহ-প্রদান, অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা সাধন, বৃদ্ধ-বয়সের অবসর গ্রহণের চিন্তা, দেশ ভ্রমণ—এ সকলের জন্যই আসন্ন সময়ে হস্তে স্থিত অর্থ অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থের প্রয়োজন।

এই কোম্পানীর 'ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট স্কীম' সকল শ্রেণীর ব্যক্তির সুবিধা বিধানের জন্যই গঠিত হইয়াছে।

এ প্রস্তাব খুব মিতব্যয়ী। সঞ্চিত অর্থের উপর ইহাতে প্রতি বৎসর হয় হইতে সাড়ে সাত টাকা হিসাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাওয়া যায়—এরূপ স্থায়ীত্ব আর কিছুতেই নাই।

প্রতি মাসে যে টাকা প্রদান করা হয়, লাভের তুলনায় তাহার পরিমাণ খুবই অল্প—ইহা হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে ফল লাভ হয় তাহা সঞ্চিত অর্থের তুলনায় অনেক বেশী।

এ সম্বন্ধে সকল সংবাদ জানিবার জন্য এক কপি মনোরম বিজ্ঞপ্তি পত্রের জন্য আজই পত্র লিখুন।

ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলের জন্য অবিলম্বে আমাদের এজেণ্ট, ক্যানভাসার এবং এসিষ্ট্যাণ্ট অর্গানাইজার আবশ্যক।

এসিষ্ট্যাণ্ট অর্গানাইজারগণকে বেতন প্রদান করা হইবে।

এজেণ্ট ও ক্যানভাসারগণকে সুবিধা হারে কমিশন

বোনাস এবং পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে

বিস্তৃত সংবাদের জন্য আজই পত্র লিখুন

ষ্টীফেন হাউস
ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

মেনুর এণ্ড কোম্পানী
ম্যানেজিং এজেণ্টস্

নবশক্তি

৪র্থ বর্ষ | শুক্রবার ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯, ইং ২৭শে মে ১৯৩২ | ৪র্থ সংখ্যা

সূচী-পত্র

১। সম্পাদকীয়— পৃষ্ঠা ১
২। বিপিনচন্দ্র পাল—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ „ ৩
৩। রবীন্দ্রনাথ—শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী বার-এ্যাট-ল „ ৪
৪। মানুষের বেদনারে ভাষা দিয়ে যাই—শ্রীকরুণাময় বসু „ ৪
৫। প্রবাসের কথা—শ্রীশচীন সেন „ ৫
৬। নিশীথে (কবিতা)—শ্রীমণীশ মজুমদার „ ৫
৭। দূরবীণে দুনিয়া—শ্রীপ্রমোদকুমার সেন „ ৬
৮। পাষাণপুরী (উপন্যাস)—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় „ ৭
৯। প্রমোদ—শ্রীভূতনাথ দত্ত „ ৮
১০। বে-সরকারী বনাম সরকারী স্কুল কলেজ—অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী „ ৯
১১। সত্যোপলব্ধিই জীবনের আদর্শ—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু „ ১০
১২। আমাদের ব্যাঙ্কের কথা—শ্রীননীগোপাল গোস্বামী „ ১১
১৩। নারীর গতি—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী „ ১২
১৪। "সমাজে নর-ও-নারীর সমালোচনা—শ্রীযুগলকিশোর চট্টোপাধ্যায় বি-এস-সি „ ১৩
১৫। টাকার টান (এক দৃশ্য নাটিকা)—শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র „ ১৩
১৬। গণমত— „ ১৪
১৭। পীঠ ও পট—"চন্দ্রশেখর" „ ১৫
১৮। মেঘদূত—"বিজলী" „ ১৭
১৯। সাপ্তাহিকী— „ ১৯

গ্রাহক ও লেখকদের প্রতি

১। নবশক্তি প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।
২। সহরে ও মফঃস্বলে সর্ব্বত্র প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা, বার্ষিক মূল্য চারি টাকা মাত্র।
৩। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার, লিবার্টি নিউজ পেপার্স লিঃ, ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।
৪। প্রবন্ধাদি সম্পাদক নবশক্তি, লিবার্টি হাউস, ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।
৫। প্রবন্ধাদি মনোমত না হইলে ফেরৎ দেওয়া হয়।

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে,—

গত ২০শে মে অপরাহ্নে বিপিনচন্দ্র পাল সন্ন্যাস রোগে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। বহুদিন হইল তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে বিশেষ কোন পীড়ার সংবাদ না জানাতে তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য দেশবাসী প্রস্তুত ছিল না। এমন কি সংবাদ সহরে ভাল করিয়া প্রচার না হওয়াতে কলিকাতাবাসী তাঁহার মরদেহের প্রতি শ্মশানে শেষ শ্রদ্ধা দেখাইবার সুযোগ পায় নাই।

আজকাল যাঁহারা রাজনীতি চর্চ্চা করেন তাঁহারা জাতীয়তা আন্দোলনে বিপিনচন্দ্রের দান যে কতখানি তাহা হয় জানেন না, না হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর দেশবাসীর সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটে। মতবিরোধ ঘটিলে—বিশেষ করিয়া ভিন্ন মতের লোক সংখ্যায় অধিক বা তাঁহার অপেক্ষা বেশী ক্ষমতাশালী হইলে—চুপ করিয়া থাকিবার মত বুদ্ধি তাঁহার কোন দিনই ছিল না। যদি থাকিত তবে হয়ত তিনি নিরুপদ্রবে এবং একান্ত আরামে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন এবং জীবনের শেষ দিকে বিধবা-বিবাহ হইতে নানা-পরিষ্কারের সকল মহতী সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেন। এবং বহু সদনুষ্ঠানের নিরপেক্ষ সভাপতি না হোক নির্ব্বিকার সহকারী সভাপতি হইয়া সকল লোক ও সকল দলের নিকট হইতে নির্ব্বিরোধী ভালমানুষ বলিয়া সমাদর লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া থাকিবার মত মানুষও তিনি ছিলেন না অথবা মতভেদ ঘটিলে স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া মত বদলান দূরে থাকুক মত প্রকাশ হইতে বিরত হইবার লোকও তিনি ছিলেন না। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছিল। অসহযোগ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের উত্তেজনায় যে শ্রদ্ধা তাঁহার একান্ত প্রাপ্য ছিল গত দশ বৎসর দেশবাসীর নিকট সে শ্রদ্ধা তিনি পান নাই। সে দুঃখ তিনি অনুভব করিতেন কিনা জানি না কিন্তু আমরা করিয়াছি।

আজ সকল তর্ক-বিতর্ক মতভেদের অবসান হইয়াছে। আজ যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে, যে আন্দোলন আজ সমস্ত ভারতকে মথিত করিতেছে একদিন তিনিই ছিলেন তাহার অন্যতম নেতা এবং প্রধানতম প্রচারক। বাংলায় স্বদেশী-যুগে পিটিশান্ ও প্রোটেষ্টের মাঝখানে যখন অকস্মাৎ দেশ ঘুমের ঘোরে মন্ত্র পাইল—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' 'নাল্পে সুখম্'—তখন সে মন্ত্রের কবি রবীন্দ্রনাথ—দ্রষ্টা অরবিন্দ—প্রচারক বিপিনচন্দ্র। তখন বাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে-সহরে-পল্লীতে এবং সুদূর মাদ্রাজে বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠ সে মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিল।—সে কি কণ্ঠ—সে কি ভাব—কি ভাষা! সে যেন ভারতের ভাগ্য-বিধাতার আপন হাতের শঙ্খ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

আজ সেই কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার কাজ তিনি শেষ করিয়া গিয়াছেন। জাতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ তাঁহার প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সহযোগী, অরবিন্দের সহযোগী, বাল গঙ্গাধর তিলকের সহযোগী, লালা লাজপৎ রায়ের সহযোগী, দেশবন্ধুর সহযোগী মনস্বী বিপিনচন্দ্রের, ত্যাগী বিপিনচন্দ্রের, প্রচারক বিপিনচন্দ্রের, বৈষ্ণব বিপিনচন্দ্রের, মাতৃপূজার অন্যতম প্রধান পুরোহিত বিপিনচন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলাম।

তর্পণ--আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আট বৎসর হইল আশুতোষের মৃত্যু হইয়াছে। আজ তাঁহার মৃত্যু-তিথিতে এই মহাপুরুষকে আমরা স্মরণ করি। তিনি ন্যায়পরায়ণ নির্ভীক বিচারক ছিলেন কিন্তু সে সামান্য কথা। আমাদের দেশে আইনজ্ঞ সুবিচারকের অভাব ছিল না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহা সামান্য না হইলেও তাঁহার মত শক্তিধরের পক্ষে বেশী কিছু নহে বাংলা ভাষাকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন। ইহা তাঁহার একনিষ্ঠ দেশভক্তির সামান্য নিদর্শন মাত্র। আশুতোষের যে মূর্ত্তি আমাদের স্মরণ রাখা উচিত—সে হইতেছে তাঁহার Practical Idealist এর মূর্ত্তি। আদর্শের জন্য নিজের সুখ স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে এরূপ লোক আমাদের দেশে বিরল নহে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবের সহিত আদর্শের কোন সম্পর্ক না থাকাতে অথবা কর্ম্ম-কুশলতা না থাকাতে সে Idealism দেশের কাজে লাগে নাই। এরূপ বিফলতার দৃষ্টান্ত আমাদের ভাবপ্রবণ দেশে অনেক আছে। আর কর্ম্মকুশলতা আছে কিন্তু Idealism একটুকুও নাই—এ দৃষ্টান্ত ত বহু পাওয়া যায়। জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহাদের বর্ণনা করি। তাঁহারা অধিকাংশই এই প্রকৃতির মানুষ। স্বপ্ন দেখে এরূপ লোক চাই, কিন্তু স্বপ্ন-বিলাসী আমাদের

প্রয়োজন নাই। আমরা কর্মী চাই—কিন্তু মহান আদর্শ হইতে যে কর্মী কর্তব্যের প্রেরণা পায় নাই সে কর্মীকেও আমাদের প্রয়োজন নাই। আততোষের চরিত্রে Idealism ও কর্মকুশলতার অপূর্ব মিশ্রণ ছিল বলিয়াই দেশ তাঁহাকে পূজা করিয়াছে। স্বদেশ সম্বন্ধে স্বপ্ন তিনি দেখিতেন—আবার সে স্বপ্নকে কার্যে পরিণত করিবার মত শক্তিও তাঁহার ছিল। এই শক্তিময় কর্ম-কুশল আদর্শবাদী মহাপুরুষকে জাতি ভোলে নাই—ভুলিতেও পারে না।

অর্ডিন্যান্স শেষ হইল কি?

সরকার আইন অমান্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য যে সকল অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে সেগুলির আয়ুশেষ হইবে। অতঃপর সরকার অর্ডিন্যান্সের অনুরূপ আইন পাশ করাইয়া লইবেন, না সাধারণ আইন অনুসারেই দেশ শাসন করিবার চেষ্টা করিবেন এ সম্বন্ধে বিশেষ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। ইতিমধ্যে গুজব রটিয়াছে যে, যাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইলে শীঘ্রই ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। গ্রহ-নক্ষত্রের গণনাফল সম্বন্ধে যাঁহারা পারদর্শী তাঁহারা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মহাত্মাজিকে না ছাড়িয়া উপায় নাই। এ সম্বন্ধে সঠিক খবর আমাদের জানা নাই। তবে লর্ড গোশিয়ানের কোনো কোনো উক্তির মধ্যে এই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে যে, বিলাতেও অর্ডিন্যান্সের সাফল্য সম্বন্ধে সরকার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। দিল্লী ও শিমলাতে গুজব এই যে, দিল্লীতে গত কংগ্রেস অধিবেশনে যাহা দিবার ইচ্ছা ভারত সরকারের ছিল না কেবল মাত্র ভারত সচিবের আদেশ অনুসারেই কংগ্রেস হইতে দেওয়া হয় নাই। এ সকল গুজবের মূলে যদি কিছু সত্য থাকে তাহা হইলে ইহা আশা করা যাইতে পারে যে, খুব শীঘ্রই অর্ডিন্যান্স জারী করা হইবে না। তবে দেশের চারিদিকে যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে এত আশাও করিতে পারি না।

অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়া গিয়াছে। অর্ডিন্যান্সের ফলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের স্বরূপ পৌঁছিতেছে না। অতএব আইন অমান্য আন্দোলন কিরূপ ভাবে চলিতেছে বলা কঠিন। তবে ব্যবসা বাণিজ্যের যে অবস্থা আমরা দেখিতেছি এবং এই সম্পর্কিত যে সকল সরকারী ও বেসরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বিদেশী-বর্জন একটুও কমে নাই ইহা বেশ বুঝা যায়। সেদিক দিয়া অর্ডিন্যান্স করিয়া কোনো ফল হয় নাই।

যাহা হউক, ইহা সত্য যে, আন্দোলনের বহ্নি প্রকাশ্যে হয় তো সরকার কিছু পরিমাণে বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। গত ছয় মাস সরকারের সকল অর্থ, সামর্থ্য ও শক্তি এই কাজেই ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই তো সরকারের একমাত্র কাজ হইতে পারে না। এই ছয় মাস তাঁহারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনহিতকর কোন্‌ কাজেই মনোযোগ করিতে পারেন নাই। আসল কথা কোনো দেশে যে পর্যন্ত দেশের গভর্ণমেণ্ট দেশের লোকের সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে সে পর্যন্ত যে দেশের শাসন কার্য চালাইতে সে দেশের সরকারকে কোনো রূপ বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু যখনই সেই সহানুভূতি ও সাহচর্যের ভিত্তি ভাঙে এবং গভর্ণমেণ্টকে কেবলমাত্র গায়ের জোরেই নিজেকে অটল রাখিতে হয় তখনই বুঝিতে হইবে সেই গভর্ণমেণ্টের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আমাদের সরকারকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

জেলে বন্দীদের প্রতি ব্যবহার

রাজসাহীর অনরেবল প্রবীণ নেতা বরীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত বিশেশ্বরমোহন চৌধুরী মহাশয় রাজসাহী জেলে আবদ্ধ কতিপয় আইন-অমান্য আন্দোলনের বন্দীর প্রতি জেল-কর্তৃপক্ষের আচরণ সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কলিকাতার সকল কাগজেই বাহির হইয়াছে। বিশেশ্বরী বাবু বলিয়াছেন যে, রাজসাহী জেলে কোনো কোনো বন্দীকে পরিধানের জন্য চট দেওয়া হইয়াছে, ডাণ্ডা-বেড়ি দেওয়া হইয়াছে, রাত্রে হাতকড়া দেওয়া হইয়াছে এবং নানা ভাবে তাহাদের প্রতি অতিরিক্ত কঠোর ব্যবহার করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরের কর্মী কেশব শ্রীযুক্ত রামসুন্দর সিংহ মহাশয়কে তুলসীমালা পরিতে দেওয়া হয় নাই, এবং উপাসনার সময় তিলক কাটিতে দেওয়া হয় নাই। বিশেশ্বরী বাবুর বর্ণনা আমরা অবিশ্বাস বা উপেক্ষা করিতে পারি না। তিনি প্রাচীন, বিজ্ঞ,—তাঁহার অকারণে উত্তেজিত হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। তাহার পর তিনি রাজসাহী জেলের কেসরকারী পরিদর্শক। অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য সত্য। ইহা ভিন্ন জেল হইতে যাঁহারা সম্প্রতি খালাস হইতেছেন, জেলের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট হইতেও যাহা শুনিতেছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে, রাজনৈতিক অপরাধীদের

আমাদের দেশে কোন্‌ কোন্‌ জিনিস প্রস্তুত হয়, এবং তাহা কোথায় পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে প্রত্যহ বহু ক্রয় অক্রয়ে ক্রেতার ও বিক্রেতার সুবিধা হয়। ভরু আগামী সপ্তাহ হইতে ধারাবাহিক ভাবে আমরা দেশীয় জিনিসের তালিকা প্রকাশ করিতে থাকিব। সেই সঙ্গে তাহা কোথায় পাওয়া যায় তাহারও উল্লেখ থাকিবে।—বণিকশ্রীর সম্পাদক।

বেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা হইতেছে না। অশন-বসনের কষ্ট তো আছেই, আত্মীয়-স্বজনের দেখা করিবার পথ বাধা, চিঠিপত্র পড়িবার অনুমতি প্রায়ই দেওয়া হয় না, তাহার উপর কর্তৃপক্ষেরও প্রতি-রক্ষকতা করা হইতেছে। কিছু দিন পূর্বে মাদ্রাজে কোন মহিলার সধবার চিহ্ন রক্তশ হাতের লোহা কাড়িয়া লওয়া হয়। পরে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টাফ্‌নেল্‌ওয়াবেট বিধবা বালা-বিধবাকে গায়ে গান পরিবার অনুমতি দিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই সকল সামান্য বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণ এক-এক স্থানে এক-এক নীতি অবলম্বন না করিয়া যাহাতে রাজবন্দীদিগের উপর উপযুক্ত ব্যবহার করে সেদিকে সরকার দৃষ্টি দিবেন। এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি কথা বলিতে চাই। জেলে যুবক বন্দী-দিগের প্রার্থনার সকল সুযোগ দেওয়া হয়, যুবক-মাত্র বন্দীদের উপাসনারও ব্যবস্থা আছে,—অথচ তাহা দেওয়া হয় না। যত কিছু গোলযোগ হয় হিন্দুর ধর্ম মানিয়া লইয়া। ইহার কারণ কি?

আপামা শাসন-সংস্কার

বিলাতের "ডেলী হেরাল্ড" পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা সংবাদ দিতেছেন যে, খুব শীঘ্রই বিলাতের গভর্ণমেণ্ট ভারতশাসন-সংস্কার আইন পার্লামেণ্টে পেশ করিবেন। তাঁহার উক্তিতে ইহাই মনে হয় যে, এবারকার মতো প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন লইয়াই ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে রাজি করিতেছেন বলিয়া এবারকার মতো যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার পরিকল্পনা স্থগিত থাকিবে। তবে ভারত বর্ষের নরমপন্থীদলকে খুশী রাখিবার জন্য এই কথা ঘোষণা করা হইবে যে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত স্বাধীন রাজাদিগের মত লইয়া যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করা যাইতে পারে। কংগ্রেসের নেতাদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। যাঁহারা নরমপন্থী বলিয়া দেশে পরিচিত, এমন কি দেশের ধনী জমিদার সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই সংবাদে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। নরমপন্থীদের নেতারা বলিতেছেন যে, যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের শাসনব্যবস্থায় তাঁহারা কোনো অংশ গ্রহণ করিবেন না। আমরা মুসলমান নেতাদের মনোভাব যতটা জানি তাহাতে একথা বলিতে পারি যে, প্রধান মন্ত্রী মহাশয় যদি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা তাঁহাদের মনোমত না করেন তাহা হইলে তাঁহারাও ভাবী শাসন-ব্যবস্থায় যোগ দিবেন না। ফলে দাঁড়াইল এই যে, দেশ-শুদ্ধ ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় ছাড়া আর কেহই আগামী সংস্কারে সুখী হইতে পারিবে না। এই সম্বন্ধে শেষ 'সিদ্ধান্ত' বাহির করিতে যত দেরী হইতেছে ততই জল্পনা-কল্পনা, আশঙ্কা-আকাঙ্ক্ষা, দেশের হাওয়া নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের প্রতিকূল হইয়া উঠিতেছে। আমরা তনিতেছি যে, দুই সপ্তাহের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট কি করিবেন, তাহা জানাইয়া দিবেন এবং তাহা হইলে দেশের লোক এ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

কিন্তু সমস্যা এই যে, যদি রাতারাতি পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হয়, অথচ ভারত-সরকারে দেশের লোকের হাতে কোন বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া না হয়, এবং ফলে কংগ্রেসের অথবা দেশের যথার্থ প্রতিনিধিগণ এই শাসনতন্ত্র চালাইবার ভার গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে প্রাদেশিকতার অবস্থা কি হইবে? কোটি কোটি টাকা হাতে পাইয়া, শিক্ষা-দীক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্যের ভার লইয়া যে সকল অজাত কুলশীল ব্যক্তি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার হইয়া বসিবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছি তাহাদের চক্ষু শাসনে দেশের লোকের যে কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। অথচ, ইহার উপায় কি?

ছুটি জ্যোতিষ

ভারতের আকাশে সম্প্রতি ছুটি জ্যোতিষের উদয় হইয়াছে,—মৌলানা সৌকত আলি, এবং ডাঃ আম্বেদকার। একজন বলেন, মুসলমান সমাজের উপর তাঁহার অসীম ক্ষমতা এবং অপরজন নিজেকে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া সাধারণ্যে জাহির করিয়াছেন। মুসলমান সমাজে মৌলানা সাহেবের স্থান কোথায় সে আমরা জানি। কিন্তু তিনি যখন বড় গলায় সকলকে শাসাইতে থাকেন তখন আমরা বিস্মিত হই না। মানুষের সহানুভূতি শক্তির পরিচয় তাহার ভালো কাজের ক্ষমতায়। সে পরিচয় মৌলানা কতখানি দিয়াছেন তাহা তিনিই হিসাব করিয়া দেখুন মন্দ করিবার ক্ষমতা, যে যথেষ্ট পরিমাণ নিম্নস্থ মুক্ত তাহাও আছে,—এমন কি মৌলানা সাহেবেরও আছে। তবে ভরসার কথা এই যে, লোকের চোখে ধুলা দিয়া বেশীদিন মৌড়লি করা যায় না। সাম্প্রদায়িকতার যুগ পৃথিবীর সর্বত্র শেষ হইতেছে। মুসলের দেশপ্রীতি আজ সাম্প্রদায়িক নৈতিকার তলা শতছিন্ন করিয়া দিয়াছে। এযুগে আর ওই নৌকায় পাড়ি জমানো চলিবে না;—মৌলানা সাহেবের পক্ষেও না, ডাক্তার সাহেবের পক্ষেও না।

বিপিনচন্দ্র পাল

শ্রীরেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

বিপিনচন্দ্র পাল পরিণত বয়সে—দীর্ঘকাল ভুগিয়া স্বাস্থ্য খোয়াইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তিনি বাঙ্গালার রাজনীতিক, বক্তা ও লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। অমি তাঁহার শত্রু ও মিত্র সকলেই তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইল, তাহা আমরা এখন সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব না—পারিবার সম্ভাবনাও নাই।

বিপিনচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার প্রবল দেশপ্রেম, তাঁহার বিদ্রোহপ্রবণতা ও তাঁহার ভাবাতিশয্য। তাঁহার জীবনে এই বৈশিষ্ট্যগুলি এমন ভাবে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছিল যে, একটিকে বর্জন করিলে অপর দুইটির বর্জন উপলব্ধি করা যায় না।

তিনি যখন বিদ্যার্থী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে "বঙ্গে মধ্য-শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক দলে তাঁহার প্রভাব প্রবল। সেই সময় বিপিনচন্দ্র প্রচলিত হিন্দু-ধর্মাচারসেবিত আচার ত্যাগ করেন এবং সে জন্য লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লন। অথচ তিনি হিন্দুই ছিলেন এবং কেশবচন্দ্র সেন জীবনে যেমন বৈকবোচিত-সেবিত সাধন গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তাহা অবলম্বন করেন।

যৌবনেই তিনি বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং রাজনীতি চর্চা তাঁহাকে আকৃষ্ট করে।

যে সময় তিনি মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য পরিচালিত করিতেছিলেন সেই সময়েই তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং সেই সময় পরলোকগত পিসে মহাশয় তাঁহার কংগ্রেসচিত্তে বিপিনচন্দ্রকে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবনমোহন মালব্যের এক পর্যায়ভুক্ত করেন। মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বিলাতে ও মার্কিণে যাইয়া এ দেশের লোকের রাজনীতিক অবহারও আলোচনা করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস তখনও সমৃদ্ধ প্রতিনিধিদের অবসর বিনোদনের ও খ্যাতি অর্জনের সোপান—হয়তো ইংরাজ সরকারের অনুগ্রহ লাভেরও উপায়। বিপিন চন্দ্র সেরূপ প্রতিষ্ঠানে তাঁহার উপযুক্ত স্থান লাভ করিতে পারেন না। বিশেষ তিনি রাজনীতিতে যে মতবাদী তাহা অনেকের শঙ্কার কারণ। তিনি দেশকে পূজা করিতেন, বলিতেন—

"বাহুতে তুমি মা, শক্তি,
হৃদয়ে তুমি, মা, ভক্তি;
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

কংগ্রেস তখন কেবল—

"আবেদন আর নিবেদন খাদ্য
বহে বহে নতশির।"

তিনি অধ্যয়ন, মনে পরে ভ্রাতৃভবাগীর ব্রাহ্ম-সামাজিক আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন—"রাষ্ট্রিয়ের লোকের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন-শাসন"—তিনি তৎকালীন কংগ্রেসের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তিনি যে চিন্তাশীল লেখক ও বক্তা ছিলেন—তিনি যে অকুণ্ঠ কণ্ঠে মত প্রকাশ করিতেন এবং যে ভঙ্গি গমনা ও ভাষনা গণনায় আনিতেন না, তাহা সেই সময় বুঝিতে পারা গিয়াছিল।

এই সময় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয়। তিনি দাশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষক ছিলেন। দাশ মহাশয় তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং দাশ মহাশয়ের প্রথমাবস্থার রাজনীতিক মত বিপিন চন্দ্রের প্রভাবে প্রভাবিত। দীর্ঘকাল উভয়ে একাত্ম ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং দাশ মহাশয় মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করায় তাহা ভুল হয়।

এক একটি অবস্থায় এক একজন মানুষ ফুটিয়া থাকেন। বিপিনচন্দ্র ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন—বাঙ্গালায় সৃষ্টি ও বাঙ্গালীর প্রতিভাপুষ্ট স্বদেশী আন্দোলনে। সে আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ মাত্র নহে। বিপিনচন্দ্র প্রমুখ ভাবুকরা পূর্বে হইতে যে ভাবের প্রচার করিতেছিলেন—"নিউ ইণ্ডিয়া" প্রভৃতি পত্রে তিনি যে রাজনীতিক আদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছিলেন—দেশের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা যে সেই ভাবের বিরোধী, সেই আদর্শের প্রতিকূল এবং জাতির নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের ও আত্মসম্মানজ্ঞানের পরিপন্থী সেই আন্দোলনে তাহাই প্রকাশ পায়। তাই বাঙ্গালার রাজনীতি ক্ষেত্রে গুরুস্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তখন ঘোষণা করিতেছিলেন—

"সরকার যখন সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতিবাদ সত্ত্বেও বঙ্গ-ভঙ্গ করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তখন আমরাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি ও ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা আমাদিগের এই প্রদেশ বিভক্ত করার কুফল নষ্ট করিতে ও জাতির একতা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ভগবান এই কার্যে আমাদিগের সহায় হউন।"

কিন্তু বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি তখন বলিতেছিলেন—"বয়কট কেবল সবদেশ ও বিদেশ বর্জন নহে।"

তখনই রাজনীতিক্ষেত্রে দল ভাগ—মডারেট—একষ্ট্রিমিষ্ট। বাঙ্গালায় বিপিনচন্দ্র, সুরবিন্দ প্রভৃতি, বোম্বাইয়ে টিলক, খণ্ডের প্রভৃতি, পাঞ্জাবে লালা লজপত রায়, সর্দার অজিতসিং প্রভৃতি, মাদ্রাজে চিদাম্বরম পিলৈ প্রভৃতি তখন "চরমপন্থী"।

সে আন্দোলন বাঙ্গালার—বাঙ্গালী তাহার নেতা। সে আন্দোলনে মনীষার ফুরণ ছিল। সে হিসাবে তাহা বর্তমান আন্দোলন অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত। তাহাও ত্যাগপূণ্যে পবিত্র এবং তাহাই পরবর্তী আন্দোলন সম্ভব করিয়াছিল 'বন্দেমাতরম্‌', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' প্রভৃতি সে আন্দোলনের মুখপত্র। বিপিনচন্দ্র সে আন্দোলনের বক্তা। তাঁহার বক্তৃতায় তখন যেন অমাধারণ শক্তি-সঞ্চার হইয়াছিল। কেবল বাঙ্গালা নহে—অন্যান্য প্রদেশও তাঁহার বক্তৃতায় দেশাত্ম-বোধে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজে বক্তৃতা করেন। ১৯০৮ সে মাদ্রাজে উপনীত হইয়া তিনি যে সব বক্তৃতা করেন, সহস্র সহস্র লোক তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। সে সব বক্তৃতার প্রভাব এমনই প্রবল হইয়াছিল যে পোলিট কমিশনার সদস্যরা সেই সব বক্তৃতাকেই মাদ্রাজে প্রবল আন্দোলনের জন্য দায়ী মনে করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীতে কংগ্রেসের যে অবিবেচক হুং, তাহাতে বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গ্রহণের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয় নাই। সে অধিবেশনে এক দল বাঙ্গালী প্রতিনিধি যুবরাজের অভিনন্দন সম্পর্কীয় প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন ভয় দেখাইয়া বয়কট প্রস্তাব গ্রাহ্য করান। তাহার পর কলিকাতায়

যে অধিবেশন, তাহাতে, উভয় দলে শক্তি পরীক্ষা হয়। বোম্বাই হইতে সার ফিরোজসা মেটা ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মাদ্রাজ হইতে কৃষ্ণস্বামী আয়ঙ্গার ও সুব্রহ্মণ্য আয়ার কলিকাতায় সমিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বয়কটের বিরোধী ছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহনও সেই মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার জাতীয় দলের চেষ্টায় কংগ্রেসে বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিষয় নির্বাচন সমিতিতে তুমুল বাদানুবাদের পর স্থির হয় যে, বঙ্গভঙ্গ যে ভাবে কার্যকরী হইতেছে তাহা সঙ্গত নহে এবং সেই বিষয় আলোচিত হয়, তখন যাহা গঠিতব্য, তাহা স্বরাজ। একদিকে ভারতের নানা প্রদেশের তৎকালীন প্রসিদ্ধ নেতৃগণ—আর একদিকে আমাদিগের মত তরুণের দল, বিপিনচন্দ্র তাঁহাদিগের মুখপাত্র আর তাঁহার সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি। সেই প্রস্তাবের উপর আইনে উপস্থিত হইয়া বিপিনচন্দ্র নিজে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগের জন্য নির্দিষ্ট টেবিলে দণ্ডায়মান হইয়া এক মডারেট নেতৃগণের যুক্তির প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুক্তিতে পরাজিত হইয়াও তাঁহারা যখন পরাজয় স্বীকার করিলেন না, তখন ভাতৃত্ব দল মঞ্চ ত্যাগ করিয়া চিত্তরঞ্জনের গৃহে যাইয়া পরামর্শ সভায় সমবেত হইলেন। তথায় যে সংশোধক প্রস্তাব পরদিন কংগ্রেসে উপস্থাপিত করিবার ব্যবস্থা হইল তাহাতেই মডারেটরা মিটমাট করিতে বাধ্য হইলেন।

নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইল—

"যে হেতু, দেশের শাসন ব্যাপারে দেশের লোকের প্রায় কোন হাত নাই এবং সেহেতু সরকারের দ্বারা দেশবাসীর নিকট প্রায়ই উপযুক্ত রূপে বিবেচিত হয় না—সেই জন্য কংগ্রেসের মতে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কল্পিত বাঙ্গালায় প্রবর্তিত বয়কট অনুষ্ঠান সঙ্গত।"

জাতীয় দলের পক্ষ হইতে বিপিনচন্দ্র এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে যখন মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলেন, তখন মণ্ডপের চারি দিক হইতে অভিনন্দন ধ্বনি শ্রুত হইল। সেদিন বিপিন-চন্দ্রের আধারে যে শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা মতবাদের পরিমার্জিত হয় নাই। তিনি কণ্ঠস্বরে প্রস্তাবের মনোমত ব্যাখ্যা করিলেন—তাহা কেবল বিলাতী পণ্য বর্জন নহে—পরন্তু পূর্ববঙ্গে সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠতা বর্জন—এই আন্দোলন সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইবে। মডারেট দল প্রতিবাদ গুঞ্জন উঠিল। মাদ্রাজের গোবিন্দ রাঘব আয়ার বলিলেন, বয়কট বাঙ্গালায় সঙ্গত হইলে অন্যান্য প্রদেশে সঙ্গত ব্যবস্থা নহে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলিলেন, বাঙ্গালা বয়কট ব্যবহারের অধিকারী হইলেও অন্যান্য প্রদেশ বিপিন বাবুর কথায় বাধ্য হইতে পারে না। গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিলেন, কংগ্রেস প্রস্তাবের কথায় বাধ্য—বিপিন বাবুর কথায় নহে।

সেদিন কংগ্রেসে বিপিনচন্দ্রই জাতীয় দলের বিপক্ষ-পৈক্ষদের উজ্জীবন করিলেন। সে গৌরব তাঁহার। সে স্বরূপও তাঁহার সবল হস্তেই শোভা পাইয়াছিল।

সেদিন তাঁহার জয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

'বন্দে মাতরম' পত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হইয়া এবং তাহার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া দেহে সামান্য কারণে অভিমানী বিপিনচন্দ্র তাহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষে আগষ্ট ওরিয়েন্টে 'বন্দে মাতরম' পত্রের সম্পাদক বলিয়া শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করিয়া সরকার বিপিনচন্দ্রকে সাক্ষী মান্য করেন। কিন্তু সরকার তাঁহাদিগের পরামর্শে যে কাজ করিয়াছিলেন, বিপিন চন্দ্রের প্রকৃতিগত মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা

(শেষাংশ ১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

রবীন্দ্রনাথ ❋

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী বার-এ্যাট-ল

আমি সাহিত্য প্রেমিক হ'লেও সাহিত্যিক নই—আমার পেশা আইন, আর আনন্দই বন্ধুন কিম্বা ব্যসনই বন্ধুন সে হচ্ছে মৃগয়া। ফিল্ড, জঙ্গলে, বনের তিমির পথে, কখনো বা আমি পদাতিক,—পদাতক হরিণ ও মহিষাসুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থিকি; কখনো বা মঞ্চে সমাসীন হ'য়ে মাধ্যন্দিনী সমাটের মত শার্দ্দুল, চিতাকের বিচার বিধান করি—সেটা নির্ম্মাসনও হ'তে পারে, হয়ন হওয়া তো নিশ্চিত।

যা পড়ি বা পড়েছি, যা ভাবি, কিম্বা ভাবুকতায় মুগ্ধ হ'য়ে যার অনুধ্যান করি সে আমার সেই অরণ্য নিবাসেই হ'য়ে থাকে। আনন্দ ছাড়া নিরানন্দ-স্বভাবের সঙ্গে নীরব সহযোগ বাঁধনে আমার 'পরাণে পুরাণে লেহা'। এই মাহাত্মায় বিশ্বপ্রকৃতির 'নয়ন, কিশলয়, পল্লব, কীট-ভীটাদির মহিমাতে জীব-ঈশ্বর জীবন যাত্রা, তাদের প্রয়োজন, পারস্পরিকতার জন্মমৃত্যু কখনো বা ওষধি প্রেমিকা প্রতিকার সহমরণ, তাদের উদ্ভব ও বিলয়, এ সব দেখি চলচ্চিত্রের মত; শুধু সৌন্দর্য্যসম্ভোগ করি না উদ্ভাসকালেও রত থাকি সুন্দরের সাধনার পন্থা বহুতর, সেখানে নাস্তিঃ পন্থা অয়নায় বল্লে চলে না;—যদিও সুন্দরের অনুভূতির আনন্দ চিরন্তন।

শীযুতাচার্য্য ব্যাম্বরীন্দ্রের অনুসমন কালেই বড় বড় কার্ত্তিকারের রচনার প্রহেলিকা আমার মানসচক্ষে তাঁর রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে; যা ছিল অবোধ্য তা বোধগম্য হয়, যা-ছিল কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন তার অরুণ রক্তরশ্মির ধারার মত দৃষ্টিগোচর হয়, তার রস-ভাবার প্রভাব আর কিছুই গোপন করে রাখতে পারে না। স্বয়ং আনন্দে পরিপ্লুত হ'য়ে যায়।

অদৃশ্য মূলের গন্ধ যখন মনকে আকর্ষণ করে, তখন তার দর্শনে মন হারিয়ে ফেলি; মেঘাবৃতিত চন্দ্রমা যখন আত্মপ্রকাশ করে, মন তখনি গগনচুম্বী হিমশৈলদের সাহায্যে অন্তঃপুর ত্যাগ করে দেখা দেয়, তখন মনোরাজ্যে কি বিপ্লব ঘটায়, কত শিকাই যে দিয়ে যায়। সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কিন্তু সব জীবের সমান নয় সে কথা একার বলব।

সে অনেক দিনের কথা। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসরের কাহাকাছি তবুও সেদিনের কথা মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান আমার পুলনায় জ্যেষ্ঠাগ্রজ স্বরে বিশাত প্রত্যাগত, রবীন্দ্রনাথের জাতৃপুত্রী স্বর্ণীয়া প্রতিভা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব চলছে, রবীন্দ্রনাথ সত্যপ্রকাশ, ৺রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় আমাদের ইন্দ্রনগরের বাড়ীতে অতিথি রূপে উপস্থিত,—তিন জনই স্বর্গীয় দ্বারায় অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা সবাই দক্ষিনের খোলা খোল বারান্দায় বসে আছি, সামনে বেড়া দেওয়া ফুল বাগিচা। (সব বস্তুকে রক্ষা করতে হ'লে হয় বেড়া—নয় প্রীতির; নতুবা অন্তঃপুরের অন্তরালে রাখতে হয়)। সেদিন চমৎকার একটী রাঙা গোলাপ ফুটেছিল, বৃন্তিপরে তার মুখ দেখানি বেড়ার গায়ে ভর দিয়ে শোভা বিস্তার করছিল। কবির চোখ সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, তাই দেখে আমারের মধ্যে কে এক জন সেটীকে তুলে এনে দিতে চাইলে তিনি বলেন না না ছুঁয়ো না, সবাই দেখুক একলা কেন আমি দেখি? ইত্যবসরে সবয়স্য পরিপুষ্ট দেহ একটী গাভী এসে তার স্বর্ণাভ রসনা নিসারিত করে তাই ভিজ মুখখানে সুলটিকে উদরসাৎ করে গজেন্দ্র গমনে প্রস্থান করলে; তাই বলছি সৌন্দর্য্যের অনুভূতি সবার সমান নয়।—আজি তখন আমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, দাদার বিবাহ হয়ে গেছে। সব ভাই বোন বন্ধুস্থানীয় একত্রে কলিকাতার বাসায় থাকি। সকালে আইনের ক্লাশে উপস্থিত হ'য়ে আসি, যে উকীলের কাছে articled সেখানে গিয়ে হাজিরা সই করি, দাদা দশটায় কোর্টে চলে যান, আমরা আর ক'ভাই কলেজ বেরে বাড়ীতেই থাকি। হুপুরে প্রতিদিন রবী বাবু আসেন, প্রায় সন্ধ্যা অবধি থাকেন, তখন বড়ি কোম্পে তাঁর রচিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, দাদা সেগুলির সম্পাদকতা করে'ছলেন।

এখনও কড়ি কোমলের প্রথম কবিতাটী ভুলে যাইনি।

> মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
> এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে,
> জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
> ধরার প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত
> যদিনো বাঁচিতে পারি অমর আলয়,
> তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল'
> তোমাদেরি সঙ্গধনে অভি যেন ঠাঁই;
> তোমরা ফুলের বলে সকাল বিকাল,
> নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই
> হাসি মুখে নিজ মুখ, তার পরে হায়
> ফেলে দিও মুখ, যদি সে মুখ শুকায়।

মুল যে শুকায়নি এখন সত্যের ও অপূর্ব্ব সুন্দর আর আমরা তা মাথায় করে রেখেছি সেতো কাব্যে অবিদিত নয় আর একটী কবিতা তখন আমাদের তরুণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে হচ্ছে—তাঁর "মোহমুগ্ধ" বাইশা ভয়ে উদ্ধৃত করলাম না। মানসীর কবিতাগুলির এই সময়ের রচনা—তাঁর স্নেহের লেখা হয়মাত্র আমাদের এনে ডনিয়েছিলেন—তাঁর সুন্দর কণ্ঠস্বরে সেটা সুন্দরতর হয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিল—মনে পড়ে সে পাঠ-সভায় তাঁর জ্যোতিরিন্দ্র স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন—মনোযোগ করে শেষ অবধি শুনলেন, তার পর বল্লেন কবি ওটা কি লিখলে—"শুভিছাড়ি বিহঙ্গের স্বর্গলোক"—এমে ভোর ঘোলার পাখর বাটী—আমরা সবাই হাস্যরসে, কবি বার বার নি—অপ্রস্তুত বার্দ্ধিকের মত সমালোচনা। তবুও আমাদের মনে স্নেহদৃষ্টে যে সংবাদ বহন করে এনেছিল আমাদের ভাবতের যে অপূর্ব্ব সুন্দর মানবিত্ত মানবচক্ষে মানবকে সৃষ্টিতে তুলেছিল তা আজও ম্লান যে আনন্দ সেদিন পেয়েছি তার অপূর্ব্ব অনুভব যেন কানে এখনো শুনতে পাই, আর সেই প্রাচীন ভাবতে চক্ষু, আপনাদের মধ্যেও জাগরূক করবার জন্য কয়েক ছত্র আবৃত্তি করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

গৃহত্যাগী মন

> বৃক্ষশাখে মেঘপুঞ্জে রচেছে আসন,
> উড়িয়াছে দেশ দেশান্তরে, কোথা আছে
> সাহমান আয়তন, কোথা রহিয়াছে
> বিমল বিপুলা বেলা, বিদ্ধা পদতলে
> উপল বাধিত গতি, বেত্রবতীকূলে
> পরিণত সমুদ্ধাম তরুর ছায়ায়
> কোথায় সমাধিগ্রাম রচেছে শুকায়ে
> প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা
> পথ উদ্ধশাখে কোথা এরা বিহঙ্গেরা
> বসায় বেঁধেছে নীড় কদম্বের শিরে
> বনপ্রান্ত, না জানি সে কোন নীড়ান্তে
> মুখিন বিরাহিণী মোদনা ফিরে

আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী যখন হতে দূরের মধ্যে রাজধানী পাটা পুত্র বিহার করাই, ঐতিহাসিক

মানবের বেদনারে ভাষা দিয়ে যাই

শ্রীকরুণাময় বসু

সংসারের তুচ্ছ ধূলি সীমা ছাড়ি হে মহত্তমা!
নক্ষত্রের জ্যোতি প্রায় উর্দ্ধলোকে ফুটেছ কি অমি;
তোমারে ধরা না ধরা এ মর্ত্তের মৃত্তিকা বন্ধনে;
তবু আছো মানবের চিরন্তন আত্মার ক্রন্দনে
মূর্ত্তিমতী হে উষসী, নিখিল মুক্তির পূর্ব্বাচলে
তাইতো মানব-যাত্রী অভিসারে যায় দলে দলে
মুখ হ'তে মুখান্তরে, বাণি হ'তে পূর্ব্বাধার পানে
অজানা অন্তঃকূলে দিকভ্রান্ত তোমার আহ্বানে।
সংসারের ক্ষুদ্রকুক্ষ গ্রন্থিপূর্ণ সংকীর্ণ জীবন
মাসিছেরে উর্দ্ধপরে, 'মর্ত্তনাসি! খুলে দে বন্ধন।'
তোমার ইঙ্গিত ওই ছায়াক্ষয় অবশ্যের বাঁকে
আদিম গুহার প্রান্তে ধ্যানস্থের স্তব্ধতার ডাকে
উর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছে সভ্যতার অজ্ঞাতী গতি,
মানবে অশ্রদ্ধা করি কারার করেছে পেষ ক্ষতি
ঘৃণা এতিহাসিকার মাঝে রক্ত মুক্ত আস্ফালন
সর্ব্বনাশী শুষ্কতাকে শক্তিস্বর্গ করি সমর্পণ।
অন্তঃ প্রবাহ হ'তে ছিন্নে ছিন্নে তৈল অন্ন ভরি
জীবনের তপঃ শিখা তোমারই লাগি যে বিভাবরী।
চলার উচ্ছল পথে দরিদ্রের আর্ত্তকান্না শুনি,
হে দেবি, তাদের দুঃখে নিত তব ব্যথা সরমুনী।
তাদের ভগ্নাই বুকে বাঁধিবার চিরতীর বাণী,
তাই দিয়ে; মানুষের কা যে কষ্ট সে তা আমি জানি,
শতাব্দীর তপ্ত পথে কাঁদিতেছে রুক্ষ কোটি ভাই।
আমি কবি মানবের বেদনারে ভাষা দিয়ে যাই।

ক্ষুদ্রিসহস্র বেল, তবু আজ আমাদের মন অতীতের মধ্যে ডুব না দিয়ে বর্ত্তমানকেই আঁকড়ে ধরে আছে আমরা ধারণায় স্থিরবার সুযোগ এমন পাশ না করেই স্বচ্ছ ভাবেই প্রবাসে অন্তরা উৎসব সভা করে আনন্দ সম্ভোগ ও, সকল করতে প্রস্তুত হয়েছি। যদেশবাসীদের মধ্যে যে কয় ঘর ছিল করবার উপায় সাহায্য তাঁর মত আর কিছু হতে পারে ন—নামের পরিচয়—সাহায্য কিনা সমবেত ভাব। এ শুধু নিছক আনন্দ উপভোগ, এর মধ্যে বিদ্বেষ কিম্বা ছেদ বাঞ্ছনীয় নয়, সাড়ে মাময়। সভ্যের সহিত কবির সর্ব্বতিম ভাষাবন্ধনে সৃষ্টি যাচন করবার জন্য উপস্থিত—আমরা সবলের একর তিনি মহত্ত্ব, ইউন কেন না তিনি একের আমাদের নয় সব সমাজের উপরেও নিচ্ছেন।

যে সময় আমরা তিনি আবাহনা করেছিলেন, তা তিনি বীর রচনা বসবন্ত পঞ্চ ও গদ্যর সাহায্যে ই গড়ে তুলেছেন যে তাঁর অমর কীর্ত্তি দেশে বিদেশে তাঁর নামে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হ'য়েছে, বিশ সাহিত্য বাগানী অত্ত গরে মাথা উচু করে সগৌরবে মধ্যে দাঁড়াবার যে সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছে সে তাঁরই বলের জোরে। কেউ তাঁকে বলছেন যে তিনি শুধু আধিদার প্রাপ্ত কবি নন, বিশ্ব কবি ও বিশ্বের গুরু! বৈচার বাঁধনে দেশ বেশান্তরকে একত্রে গ্রথিত করে সব বিরোধ ভেদবৃদ্ধি দূর করবার ভার তিনি এরণ করেছেন, কার্য্যে পরিণত করবার জন্য প্রাণপাত করেছেন। তাঁকে তারা স্থবির বৃদ্ধ বলে কল্পনা করতে পারি না, তিনি চির তরুণ যখনি তাঁকে মনে করি তখনি মনে আসে তাঁর সেই বেতসের মত সুন্দর মূর্ত্তি, তাঁর সেই পরিধান প্রসিক হাত ছোঁপ ভেসে আসে। তিনি আমাদের "ইবিধায়" যাঁর খানে কবিতায় আমরা মুগ্ধ ও অভিভূত।

এবার আপনাদের পালা, আমি আর সময় দেব না। তাঁর সর্ব্বতম জয়োদ্বেগ জন্মে সর্ব্বতম কি তুর্দ্ধে উঠি হোক এই আমাদের প্রার্থনা। আপনারা যে মাল আমাকে এই আনন্দ সভায় স্থতি গানের ভার দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অসম্বাবিস্তরেণ।

* পাটনা সাহিত্য সমিতির সভ্যগণের অভিভাষণ।

প্রবাসের কথা

শ্রীশচীন সেন

(৩)

পশ্চিমে নর ও নারীর সম্বন্ধ যে নূতন রূপ নিয়েছে এর কারণ খুঁজতে গেলে তাদের সভ্যতার আধুনিক গতিবিধির আলোচনা আবশ্যক। আমি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে পুরানো সমাজ নয়ে গেছে—তারা পুরানো রীতি বর্জ্জন করেছে—সুইস সভ্যত্বের কোন অহঙ্কার নেই—নর ও নারীর সম্বন্ধ কেমনধারা যোগাযোগে হয়ে গেছে। বিবাহরূপ মেগনেটের যে আকর্ষণী শক্তি ছিল আজ তা নেই—সমতা হ'ল, কেন নেই। আধুনিক সমাজে নারী নরকে আকর্ষণ করে না—এ নিশ্চয়। অথবার যেওয়া যায় না—অথচ আকর্ষণ যেন কোন গণ্ডীতে জমাট বাঁধতে চায় না। আজ নারীর জন্য নব গৃহ ভাঙতে চায় গৃহ গড়তে চায় না—তাকে পেতে চায় নিবিড় ভাবে কিন্তু তাকে রাখতে চায় না। তাই, আজ বিয়ের দর কমে যাচ্ছে। এই নতুন আদর্শভাবার প্রথম, কারণ—ডিমোক্রেসির নতুন রূপ। ডিমোক্রেসির অভিযান প্রভুত্বের বিরুদ্ধে। নজীর দেখিয়ে যারা প্রাচীনতার দাবী কায়েমী করতে চায়—তারা আজ ডেমোক্রেসির স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। রাষ্ট্রে যে ডেমোক্রেসিকে লোকে বরণ করে নিয়েছিল—সমাজে তার ভাঙার রূপ দেখে অনেকে আঁতকে উঠে—কিন্তু উপায় নেই। যে স্বাতন্ত্র্যশাসন রাষ্ট্রে গড়ে উঠল সেই স্বাতন্ত্র্যধিকার ছড়িয়ে পড়ল মানবের মনে প্রাণে। যে সর্ব্বনি মুক্তিপথের ইঙ্গিত দেখাচ্ছিল আজ বহুর কাছে সেই মুক্তির ভাও এসে উপস্থিত হ'ল। মুক্তির সন্ধানে নিষ্ঠা দরকার, সংযম দরকার কিন্তু বহুর কাছে যখন মুক্তি দেখা দিল—অন্ধ বহনের শৃঙ্খল খসে পড়ল—বহুর উল্লাস মুক্তিসন্ধানীর নিষ্ঠা ও ...মকে আঘাত করল: এই বীর আবেগ বোধ নর ও নারী নির্ব্বিশেষে যখন ছড়িয়ে পড়ল, নিষ্ঠা ও সংযম যখন একটু হাল্কা হ'ল—তখন পুরাণো রীতি ও নীতি খসে পড়তে আরম্ভ করল। এই ভাঙবার আনন্দে মানুষ গড়তে ভুলে গেল। এই সৃজন কাজ যেখানে যতটুকু আঘাত পেয়েছে—সেইখানেই মানুষের সমস্ত খোলাটে হয়ে গেছে। স্বাধীনতার জ্যোতিতে সমাজের তমিস্রা দূর হয়েছে বটে কিন্তু বন্ধনের সঙ্গে অনেক সময় তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে। তারা আজ বিয়ের কাছে বরেণ্য কারণ তারা মিথ্যা বন্ধনকে আঘাত করতে সঙ্কোচ বোধ করে নি কিন্তু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেখানেই তারা সমস্যের সন্ধান দেখিয়েছে—সেখানেই তারা ভুল করেছে। আজ তাই নারীকে তারা বন্ধন হ'তে মুক্ত করেছে কিন্তু নর ও নারীর সম্বন্ধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি নারীর বেদনাকে তারা বুঝ করেছে কিন্তু নারীর বিকাশের কর্ম্মক্ষেত্রকে তারা জটিল করেছে। এই অটিলতা অনেকখানে আধুনিকতারই অঙ্গ।

এই 'আধুনিকতা'র মানে ১৯৩২ সাল নয়। যখনই মানুষের চিন্তায় ও কর্মে নতুন ধারা প্রবর্ত্তিত হয়—তখনই আমরা বলি আধুনিক যুগ। আধুনিকতা মানুষকে নিরাসক্ত ও মোহমুক্ত ভাবে দেখতে শেখায়। যখনই তুমি আসক্তির সঙ্গে দেখ—তখন সে দেখা পক্ষপাতিত্বে দুষ্ট। যখন দেখবে বিমুক্ত মনে—বিশ্বুদ্ধ ভাবে নয়—সেখানেই আধুনিকতার প্রথম হেঁয়াচ। যখন প্রাচীন চিন্তা বীজ ফিরে নতুন পথে এগিয়ে যায়—আমরা তাকে বলি আধুনিকতা এবং এই মোড় ফেরবার সময় যত মুস্কিল।

মোড় না ফিরলে প্রাচীনতার পঙ্গা ভোবাতে অবরুদ্ধ থাকতে হবে—মানুষ খানের আনন্দ পাওয়া যাবে না অথচ এই মোড় ফেরবার সময় যা শাশ্বত নয় তাকে নিষ্ঠুর ভাবে বর্জ্জন করে চলে যেতে হবে।

পশ্চিম সভ্যতার আধুনিক গঠন হ'ল—ধর্ম্ম বিশ্বাসে আস্থাহীনতা, মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা। বিগত যুদ্ধের সৌভাগ্যতা ও আধুনিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম বিজ্ঞানের বলে ধর্ম্ম ও চার্চ্চের আধিপত্য নষ্ট হয়ে গেছে। বিশ্বের রহস্য বিজ্ঞানের কাছে ধরা পড়ে গেছে। Astronomy সম্বন্ধে তারা এতো খবর রাখে যে স্বর্গ ও নরকের গল্প ভাল করে ভেবে না। যে জাতি মানতে প্রস্তুত নয়- শুধু জানতে প্রস্তুত—তাদের কাছে পাদ্রীর আদর কি করে হবে। এবং এই জ্ঞানের ভিত্তা সমস্ত রহস্যের ভীতি ও চমৎকারিত্বকে আঘাত করেছে—সেই আঘাতে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ফরুয়া পড়ে গেল। এই জ্ঞান ভিত্তা Renaissance যুগের ভিত্তা নয়—যখন অতীতকে জানবে ও বুঝবে বলে তারা নূতন প্রতিভা হয়েছিল—এই আঘাত Reformation যুগের আঘাত নয় যখন তারা ধর্ম্মের অন্ধতা ও অজ্ঞানতাকে তাড়িয়ে এক নতুন ধর্ম্ম যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যায় গাঁড় করবার অবকাশ ছিল। কিন্তু আধুনিকতার বিজ্ঞান সভ্যতা ধর্ম্ম বিশ্বাসকে পিষে ফেলেছে। মানুষ যখন ধর্ম্ম-বিশ্বাস হারায়—তখন সে কোন শাস্ত্র মানে না। এই শাস্ত্র মানার ওপর মানুষের ভাব ও অভাব বোধ নির্ভর করে। যে কিছুই মানে না অথচ সমস্তই জানতে চায়—তাদের বিচারে করতে হবে utilityর দিক থেকে। তাই দেখা যায় আধুনিক মানুষের সমস্ত সম্বন্ধ, সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত ধর্ম্ম—এই utilityর মূলকাঠে বাঁধা আছে Utilityতে যারা বিশ্বাস করে—তারা শুধু প্রয়োজনের তাগিদ মানে। মানুষের জীবনে কত অপ্রয়োজন যে প্রয়োজনীয় এ কথা আধুনিক লোক শুনলে হেসে উঠবে। পশ্চিমের সভ্যতার ভটিলতার প্রথম কারণ এই যে সেখানে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের balanceএর অভাব। কিন্তু utility: যারা যারা মানে তাদের ভিতর ভাবুকতা নেই—তাদের বিশ্বাস ও কর্ম্মে—সেই সাদৃশ্যিকতা হ'ল তাদের সব চেয়ে বড় দান। মেয়েদের স্বাধীনতা তখন সম্পূর্ণ হল যখন তারা আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করল এই আর্থিক স্বাধীনতার পূর্ণ যুগে মেয়েদের একমাত্র অবলম্বন ছিল তাদের সৌন্দর্য্য। সেই সৌন্দর্য্যকে exploit করে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হত—তা প্রাক্তনেই হোক বা মঞ্চ রূপেই হোক। তাই বেচে থাকার জন্যও তাদের পুরুষকে তোষামোদ করতে হ'ত। এই নিরুপায় অবস্থাকে আমরা নির্দ্দয় বলে তৃপ্তি লাভ করি। আর্থিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমে এই নিষ্ঠুর মোদ উদয়ন করে উঠল। আজ এই আর্থিক স্বাধীনতার দিনে মেয়েদের ব্যক্তিবিধির আভিনার পরিমাণ বেড়ে গেছে—সুযোগ ও অধিকার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেছে। আজ তাই পশ্চিমের বিবাহের 'ভবর সম্পত্তি বোধ মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠতে পারে বি: সমস্ত মধিকার বোধ হেড়ে ফেলতে গেতে হবে—তার মানে হ'ল—নিজের বিবাহিত জীবনে "সমকীয়া প্রেম" হাগন করতে হবে। পশ্চিমের সভ্যতা যে সত্য স্থাপন করতে চায় তা হ'ল এই যে পুরুষ তার সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিতে পেতে চাইবে প্রেমের সাহায্যে—এই পাওয়ার ভিতর সম্পত্তি বোধ থাকবে না মেয়েদের আর্থিক

নিশীথে

শ্রীমনীশ মজুমদার

ঘুম নাই দুই চোখে
চিত্ত মরিছে ঘুরিয়া সে কোন অথানা স্বপন লোকে।
ভাবিতেছি; কোন্ যাদুকর আজি বৃথায় সোনার তুলি
নীলিমায় টীপ পরাইতে মুক্তি আখেক গিয়াছে ভুলি;
আধখানা চাঁদ খেজুর গাছের মাথার উপরে এঁকে
নীথির ধূসর নোনায় তাহারে দোলা দিয়ে দিয়ে রেখে।
বউ ঘুমাইছে তবু ডেকে মরে 'বউ-কথা-কও' পাখী;
হারাপথ দিয়ে বিথর আজ বাঁধিয়াছে হাতে রাখী।
যে বধূ আমার ঘুমায়েছে নেতো আর জাগিবে না কভু
পরাণ-পাখির নীরব ব্যথা ভাবিয়া মরিছে তবু।
হিম একদিন, পৈঠার পরে আঁচল বিছায়ে দিয়া
বসে ছিলো মোর কালো হাত খানি তার রাঙা হাতে দিয়া।
ওপারি গাছের পাতার আড়ালে শুক্লা সে একাদশী
চুরি করে কত দেখে গেছে মোর প্রেমেরই মুখখানি।
শুনেছে জেগেছে কত রাত, কথা ছিল নাতো কারো মুখে;
এলাইত তার সোনার বরণ তবু খানি মোর বুকে।
তখনও ভেকেছে বউ কথা কও; ভগির ডুঁমাঁথি হতে
যে ভাষা ফুটেছে আজি আসে তাহা যেন বহুদূর স্রোতে)
প্রাণিয়া বহিয়া সারা অন্তর মথিয়া মুখির খানি
বিশ্ব-বাণীর নীরব নিশীথ মোর বুকে আনে টানি।
ফটিকের মত এই দীপিজলে প্রেমেরই মুখ খানি
দেখিয়া সে দিন তারায় তারায় কেঁদেছে কি কানাকানি
অর্থ তাহার ধরা পড়ে নাই, তবু লাগে কেন ভালো!
নীথিতলে আজও ফোটে কি প্রিয়ার কারণ আঁখির কালো?

* * *

হারানো দিনের ব্যথা

আমার ধূসর আর নীলাকাশে আনিয়াছে উল্কা।
মোর মুখে চেয়ে মুক হয়ে আছে সমবাথী নিশীথিনী,
ভরা-যৌবনে এর সাথে মোর হয়ে ছিলো চেনাচিনি—
দুখের দোসর, সকা আমার সুখের সুক্তি, মিতা;
একা আজ আমি, পাশে নাই তার সেই চির পরিচিতা।

স্বাধীনতা পুরুষকে ঐ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর্থিক স্বাধীনতার সন্ধান যারা পেয়েছে—তাদিতে তাঁরা টলে না।

বিগত-যুদ্ধের ধ্বংসলীলা যখন ঘুরোপে চলছিল—সমস্ত সভ্যতা যখন ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিল—সবাই যখন ধ্বংসের ক্রুর মূর্ত্তিতে আঁতকে উঠেছিল—তখন মানুষে মানুষে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল তা' হ'ল পশুর সম্বন্ধ। মানুষ যখন জানে যে কাল আমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী সে তখন আজ নিজেকে উপভোগ করতে চায় সঙ্কোচহীন হয়ে। যে প্রবৃত্তি হিংসা নিজের ভিতর অন্তরে থাকে তা' প্রকাশ পায় তার প্রতি কাজে পশ্চিমে তখন চলছিল এক দিকে মুখের নৃশংসতা অন্য দিকে ভোগের পশুত্ব। যারা মুখকে পশুর হিংস্রেতা দিয়ে ভোগ করতে চায় তারা হারায় সমস্ত সুকুমার রুচি ও বৃত্তি। বিগত যুদ্ধের সময় যারা মুখক্ষেত্র হতে ফিরল—তারা এক পশু হয়ে আর যারা ছিল দেখে তারা গেল cynic হয়ে। এই দুয়ের সম্মিলিত আঘাতে পশ্চিমের সমাজ চলে গেল—চারিদিক ভাঙন মুখ ধরল' যাঁরা মনীষী তাঁরা সজাগ হলেন। মানুষ যখন আত্মিককে অস্বীকার ক'রে অধিকের মোহে ছোটে—সে তখন নিজকে হারায়—আর যে মানুষ নিজকে হারিয়েছে, নিজকে বুঝতে শেখেনি, সে সমাজের "ব্যাপার"—তার চিকিৎসা চলে না, তাকে বর্জ্জন করতে হয়।

(ক্রমশঃ)

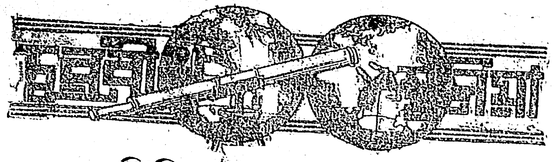

ফিলিপাইনের স্বাধীনতা

শ্রীপ্রমোদকুমার সেন

সুদীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকস্থ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে। গত ১৯৩৪ এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, আট বৎসর পরে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইবে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রকার দাবী দাওয়া থাকিবে না—এমন কি বিশেষ বন্দরসূচক কোন সর্ত্তির কথাও নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য্য ঘটনা!

ইতঃপূর্ব্বেই ফিলিপাইন একরূপ স্বরাজ—তাহাকে বলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন—পাইয়াছিল। কিন্তু ফিলিপাইনোগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই, বারবার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়াছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে বাহুক্রমে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের বহু প্রেসিডেন্ট সেই মর্ম্মে ঘোষণা করিয়াছেন। এতদিন পরে বাস্তবিক প্রতিশ্রুতি পালন হইল!

সম্প্রতি ফিলিপাইনে সাধারণতন্ত্রের যে মনোনীত চলিতেছিল তাহাতে আশঙ্কা হইয়াছিল, যে, প্রতি বরঞ্চ, যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনতা দিতেই চাহে, পরন্তু স্বাধিকার কায়েমী করিবার ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র মহৎ প্রকৃতিরই পরিচয় দিল—সাম্রাজ্যের যে সামান্য পরিমাণ অংশটুকু ছিল তাহাও বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না।

অবশ্য যে ঘটনা লইয়া সাধারণতন্ত্রের মনোনীত চলিতেছিল, ফিলিপাইনের বিচারাধীনে তাহার সুবিচার হয় নাই। অপরাধী সাজা মাফ অতি সামান্য সাজা পাইয়া মুক্তি পাইয়াছে। ঘটনাটী হইতেছে, এক ফিলিপাইনো নাকি আমেরিকার নৌবাহিনীর জনৈক কর্ম্মচারীর পত্নীর উপর অত্যাচার করে। প্রথম বিচারে ফিলিপাইনোটী মুক্তি লাভ করে; কিন্তু পুনর্ব্বিচারের আদেশ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সে চাপিনে মুক্ত ছিল এবং সেই সুযোগে উক্ত কর্ম্মচারী নৃশংস ভাবে তোহাকে গুলী করিয়া মারেন। এবং তাহার ফলে কর্ম্মচারী, তাহার মাতা ও আরও দুই জন আমেরিকানের বিচার হয়। বিচারে আসামীগণ দোষী সাব্যস্ত হয়।

ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক পরিষদের বহু সদস্য আসামীগণের মুক্তিভিক্ষা করিয়া বিচারপতির নিকট এক প্রার্থনা-পত্র প্রেরণ করেন। বিচারপতি প্রধান আসামীর দশ বৎসর কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া, তৎক্ষণাৎ দণ্ড হ্রাস করিয়া মাত্র এক ঘণ্টা আটক রাখিবার ব্যবস্থা করেন। এই বিচার ও দণ্ডে ফিলিপাইনোদিগের মনোভাব সহজেই অনুমেয়

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের আশার তাহারা নিশ্চয়ই উৎফুল্ল হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের জয়গান করিবে। ভাবি অতি সত্বর স্বাধীনতা লাভ বোধ হয় ও আশাতীত। কারণ সুদূর প্রাচ্যে চীন জাপান ও আমেরিকায় যেরূপ মনোভাব হইতেছে, তাহাতে আমেরিকার পক্ষে ফিলিপাইন ত্যাগ করা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

জাপানের সহিত যদি কোন কালে লড়াই বাধে, তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই ও ফিলিপাইন দ্বীপদ্বয় আমেরিকার নৌ-বাহিনীর ঘাঁটি হইবে। ফিলিপাইন দ্বীপ হাতে থাকাইই প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে সোজাসুজি করিয়া সুযোগ আমেরিকা পাইয়াছিল।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনের সহিত যুদ্ধের পর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার হাতে আসিলে, আমেরিকা চীনে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাইল। তাহার পূর্ব্বেই ইয়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ও জাপান চীনে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। তাহার পর চীন ও জাপানে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, চীনের উপকূলের নিকট ঘাঁটি থাকার জন্যই আমেরিকা জাপানকে মাঝে মাঝে হুমকি দিতে পারিয়াছে। সে দিনও সাংঘাইএ জাপানীদের ওতাওলীলা আরম্ভ হইলে, আমেরিকার রণপোত সকল আসিয়াছিল ফিলিপাইনের ঘাঁটি হইতে।

এই সকল কারণেই মনে হইত যে অন্ততঃ নৌসৈন্য ও নৌবাহিনী রাখিবার ব্যবস্থা না করিয়া যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে আমেরিকার রেকর্ড কোন মতলব নাই।

কিন্তু ফিলিপাইনের আয়ত্তাধীন কি হইবে? অনেকের আশঙ্কা যে আমেরিকার সৈন্য ও নৌবাহিনী সরিয়া পড়িলেই, জাপান এক ধাক্কায় ক্ষুদ্র দ্বীপকে মুষ্ঠির ভিতর পুরিবে। জাপানেরও ফিলিপাইনের উপর লোলুপ দৃষ্টি আছে। কারণ সেখানে লোহার খনি আছে; জাপানেরও খুব লোহার প্রয়োজন; আর কাঁচা মালও কম নাই, বিশেষতঃ ফিলিপাইনের চিনি আমেরিকার বাজারে প্রবেশ পাইতে হয়।

ফিলিপাইনারা বলে, 'আমরা সকলের সহিত মিত্রতা করিয়া ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সভ্য হইয়া আত্মরক্ষা করিব।' পৃথিবীতে অনেক ক্ষুদ্র দেশ আছে আত্মরক্ষা করিতে পারে না; কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের সকলেরই রক্ষা আছে বে তাহাদের মধ্যে কেহ কোন ক্ষুদ্র দেশকে গ্রাস না করে। যেমন বেলজিয়মের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংলণ্ডকে বিগত মহাসমরে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

অনেকে বলিতেছেন যে, ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিলে আমেরিকার আয় হইবে। কারণ এখন সস্তায় বলিয়াই আমেরিকা ফিলিপাইনের পণ্যের উপর কোন শুল্ক বসাইতে পারিতেছে না। স্বাধীন হইলে বাণিজ্য ব্যাপারে ফিলিপাইনের সহিত অন্যান্য বৈদেশিক দেশের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে, অর্থাৎ ফিলিপাইনের পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করা যাইবে। বর্ত্তমানে বহু ফিলিপাইনো আমেরিকায় অবাধে প্রবেশ করিয়া ক্যালিফোর্নিয়ার মজুরদের মধ্যে ভীতি বসায়। এ জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় সময় সময় মজুরদের দলে মাঝে মাঝে দাঙ্গাও হইয়া থাকে। ফিলিপাইন স্বাধীন হইলে জিন পাইনোদের অন্যান্য এশিয়াবাসীদের ন্যায় আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে।

এগুলি ছাড়া আরও কারণ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিয়া আমেরিকা পুরাতন প্রতিশ্রুতিই পালন করিতেছে ইহা আমেরিকার মহানুভবতা। পরিচয়

এ কি মানুষের কাজ?

নিওবার্গ জুনের মৃত্যুর হত্যা নহিয়া গত সপ্তাহের "বিশ্বশক্তিতে" বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, এক বিগত-গৌরব ব্যক্তির কীর্ত্তিই পরোক্ষভাবে শিশুর জীবন নাশের কারণ। এই ব্যক্তির নৌকা প্রস্তুত করিবার এক প্রকাণ্ড কারখানা ছিল। বর্ত্তমান আর্থিক বিপর্য্যয়ের ফলে তিনি নিঃস্ব সম্পত্তিহীন হন। এমন সময়ে নিওবার্গ জুনের অপহৃত হয়। কোন সংবাদপত্র ও ইয়াঙ্কি প্রতিষ্ঠান হইতে তিনি মতলব পান যে এই ব্যাপার লইয়া সুখরোচক "গল্প" দিতে পারিলে তাঁহার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইবে। আসলে বোধ হয় তিনিই ঔরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, অতঃপর তিনি ঘোষণা করেন যে, নিওবার্গ শিশুর অপহারকদের সন্ধান পাইয়াছেন। ফলে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ, সৈন্য, নৌ-বাহিনী অনুসন্ধান শিশুর অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকে। তিনি শোকবিহ্বল পিতার নিকটই বেশ একটা মোটা দাঁও আদায় করিলেন। এদিকে শিশুর পিতৃদেবের নিকটই সব শেষ হইয়া গিয়াছে! পুলিশ তখন কার্লিনকে চাপিয়া ধরিল এবং ক্রমে তিনি সকল কথা স্বীকার করিলেন।

অর্থের জন্য অনেকে অনেক কিছু করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ পৈশাচিক ব্যাপার লইয়া টাকার খেলা খেলিতে যাওয়া যে কিরূপ কাণ্ড, তাহা বোধ হয় বলিবার নহে। বেশেই সম্ভব হয়

অন্যতম অপহারক সম্প্রতি আর এক ব্যক্তিকে খুন করিয়াছে। সে নাকি প্রকাশ করিয়াছে যে, শিশুটীকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহাদের হাত হইতে পড়িয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অপরাধের গুরুত্ব লাঘবের জন্য এইরূপ কাহিনীর অবতারণা; কারণ শিশুর দেহাবশেষের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি আঘাত নিষ্ঠুর উহার কারণ হইয়াছে

শপথ নাকচ আইন

আটলাণ্টাতে শপথ নাকচ আইন প্রবর্তন করা অগ্রসর হইতেছে, এবং কংগ্রেসের কোন ওজর ভেদ আইনের টিকিতেছে না। শ্রমিকদলের সহায়তায় ডিস্ত্রাক্তো প্রবিধা পাইতেছেন; অনেকের অনেক রূপ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও তাহাদের বিপুরাবিধার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

এদিকে বিপ্লবের ঔপনিবেশিক সভা টমাস সাহেব একটু ভয় নরম করিয়াছেন ও বলিতেছেন, "আমরা ও আলাস্কার সহিত বেশ বন্ধুভাবে ছিলাম। তাহার মতন বই অমন্ত্র আমরা চাহি না। কিন্তু সে সর্ত্ত সর্ত্ত মানিবে না কেন? আর সর্ত্তি বরি না মানে তা' হইলে আমরা আর তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিব না।"

ডিস্ত্রাক্তো প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, "তোমরা ও' কেমনই সর্ত্তি করিতেছ। সর্ত্তি হইয়াছিল ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাহার পর ১৯২৬ ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের দেশগুলিতে যে স্বাধিকার দিয়াছ তাহার কথা বল না কেন? সে 'স্বাধিকারের" অর্থ কি? আমাদের দেশ হইবার ব্যাপারগুলি শপথ লইতে চাহে না, কিন্তু বন্ধুর ত নই করিতে চাহে না। তোমরা ইচ্ছা করিলেই বন্ধুর থাকিবে।"

ওদিকে ডিস্ত্রাক্তো অটোবার মিসমুর প্রথম কর্ত্তিয়াছেন খুব সম্ভবতঃ (কাজের ভিড় না থাকিলে) তিন জন আইনের মন্ত্রী সেখানে যাইবেন। রাম্যা বৈঠকে বেশ মজা মেথা যাইবে।

ভগবান

পাষাণ পুরী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭)

বড় লোহার গেট খুলিয়া যায়,—যেন একটা বিশাল দৈত্য হাঁ করে,—তারই মাঝে শক্তির টানে প্রবেশ করে অপরাধীর দল। সেদিন আসিল একটা লোক,—রুগ্ন শীর্ণ মূর্ত্তি,—লম্বা লম্বা - সিল্‌কের চুল, খুঁচী ধূলিমাখা দেহ, তামাটে রং, ছোটরগত ছোট ছোট চোখ,—তাহাতে নিষ্ফল তারা—যাহার দৃষ্টি অর্থপূর্ণ, কিন্তু যেন ভাবহীন,—চাহিবিকের সকল ছবিই যেন তাহার কাছে বিভাষণ জ্ঞান-সম্পদ্ধাহী।

হাতে তাহার হাতকড়ি, কোমরে দড়ি, তখনো মস্ত একটা সদ্য-কৃত চিহ্ন—রক্ত তখনও চারিধারে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন,—কোটা কোটা ঘাম ধারা দাগ—অরুক্ষ রক্ত ধারা ভিতরে জমাট বাঁধিয়া গেছে।

পুলিশের লোক—ছেলের আদিলে আসামীকে ছিনা দেয়, অবশ্য, আহত আসামীটা গেটের রাস্তাতেই শুইয়া পড়ে,—দুচুর্ত্তে চোখ দুটা নিমালিত হইয়া আসে,—সমস্ত চৈতন্য শক্তি যেন তাহার নিঃশেষে বাহির হয়ে গেছে।

পুলিশের লোক বলে—"সাবধান লোকটা বড় ডাকসেঁইট।"

জেলার জিজ্ঞাসা করে—"লোকটা কি?"

—খুন।—

—ডাকাতী করতে গিয়ে খুন না-কি?"

—না; লোকটা ছিল একঘরে, গ্রামের কাহকে মানত না, তাই গাঁয়ের লোক একঘরে করে। বেটা কেমন কি মন্ত্রিয়ে গাঁয়াতে লাগল আগুন; নালিশ হ'ল—ওয়ারেণ্ট বেরুল, ও হ'ল ফেরার—ফেরার মানে নিরঙ্কুশ নয়—মাত্র এ গ্রাম, কাল ও গ্রাম—এমনি আর কি—মোট কথা ধরতে পারা যায় না। শেষ বেশিন, মানে দিন পাঁচেক আগে—আবার ও গ্রামে দিয়ে বেড়া আগুন—সমস্ত গ্রাম পুড়ে ছাইমার। সেদিন গ্রামের লোক ওর পেছনে ধাওয়া তাড়া। তিন দিন পেছনে ঘেরে ঘেরে—কখনে ওকে এক জায়গায় ধরে ফেলে, কিন্তু তাদের হেরে ও ছুটল। ওই দেখছেন চিবড়ে চেহারা—কিন্তু দেহে সাংঘাতিক ক্ষমতা—ওর ওপর হাত কামার—লোহা-পেটা হাত, বাগিয়ে ধরতে পারলে পিষে মেরে দেবে। হাঁ—সেখান থেকে পালিয়ে ও গিয়ে পালের গ্রামের একখানা পাঁচে বাড়াতে গিয়ে ঢুকে ব'সে রইল। বাড়ীখানা কোঠার ভা—সেই কোঠার ওপরে লুকিয়ে বসে থাকে। গ্রামের লোক ধরতে যায়, ওর হাতে ছিল একখানা কাবল, সেই কাবলের ঘায়ে সামনের লোকটার মাথা এঁকেবেঁকে চুর ক'রে দেয়। সে লোকটাও ছিল এরই বন্ধু, বেমাইপিতে দোষের—"

ডেলার বলে—"ও Horrible ভয়ানক!"

দারোগা বলে—"তাইতম মুখ দে মশাই, ডাকাতের মুখ চোখ, যিনু, রক্ত—তা পরাণ নিয়েছে ছেঁড়ে, লোকটাকে আর ফিরবার উপায় নাই; আর সে লোকটা—কে জানেনাই ছিল। তার পর আবার ও সেখান থেকে পালায়—সে লোকটা খুন হ'লের গ্রামের লোক সব সে ছুটে। শেষ সেখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে আর একটা গ্রামে ওকে ঘেরে ধরেছে ক'রে ওরে ওকে খুন যায়, ধরে না কপালের দাগটা—পেটে মারের দাগ—। তার ভাগ্যিস তখন ওর হাতে কিছু ছিল না, যার খুন ক'রে কতকটা অজানের মতই হ'য়েছিল।

হাঁ—মারের ব্যাপারটা—দেখবেন,—

জেলার ফ্রেঞ্চটিকেটে ওর বিষয় লিখতে লিখতে একটু হাসিয়া কহিলেন—"আচ্ছা—টীকে-লেখা শেষই হোক না—তার পর কি হিসাব দেখা না।"

দারোগা বলে—"নেন একটা সিগারেট খান"

কাজ শেষ হইতেই দারোগা চলিয়া যায়। একটা ঘেদের গাড়ী আসিয়া ওদ্রাচ্ছন্ন আসামীটাকে একটা জড় সাঁকানী দিয়া টানিয়া তোলে।

একটা ভয়ার্ত্ত চীৎকার করিয়া লোকটা উঠিয়া বসে,—বিস্ফল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়।

চারিদিকে অবরুদ্ধ প্রাচীর, লোহার কটকের মাঝখানে দিয়া দেওয়া একটা বিমানের মধ্য দিয়া খানিকটা আলো পড়ে বটে, কিন্তু এতখানি অন্ধকারের মধ্যে সে কতটুকু—সে আলো যেন ম্লান, ভীত, সন্ত্রস্ত! ওই ম্লান আলোকের সমুদ্রে দাঁড়াইয়া তার গেট-ওয়ার্ডার, মাথায় পাগড়ী—গায়ে খাকী উর্দ্দী, বুকে পৈতার মত ঝুলান মোটা সিল্‌ক-বাঁধা চাবী। ঘোলে।

লোকটা আতঙ্কে ভয়ার্ত্ত বস্ত্র পশুর মত বেটার কুণ্ডলী পাকাইয়া বুকে হাঁটিয়া সরিয়া যাইতে চেষ্টা করে গেট-ওয়ার্ডার হাসিতে হাসিতে গেটের তালার চাবী খুলিয়া।

ভিতরের কটকটা খুলিয়া যায়; আলোক স্পর্শে লোকটার চোখ দুটা আরও বিস্ফারিত হইয়া উঠে—সে আরও সিঁটিয়া উঠে।

ডেলার বলিয়া ওঠে—"ওমা ভিড়ো!"

একজন সিপাহী হাতে টানিয়া তুলিয়া করে,

—"আ—য়ে—"

লোকটা চলে, কটক পার হইবার সময় কটকটার গায়ে একবার সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া লইয়া—চোখের সমুখে মেলিয়া অতি নিবিষ্টচিত্তে দেখে।

আবার নাকের কাছে লইয়া শোঁকে।

আবার ঘন ঘন হাতটা মুখে ঘষে, আর খোয়ে...; হাতটা চক চক করে আরও ত;

সামা ওর ওই বিকৃত মুখ হইয়া উঠে আরও বিকৃত, রক্ত বিমি, সে এক ভয় করিয়া কাঁপে, তাহার বিভীষণতর বিকৃত মুখ ওখনও শিহরণের ওই ভয়ঙ্কর মাতামাতি মানে

ওমাগো ওমাগো ওমা গো বলে হাঁকে—

"আমে—আমে।—"

লোকটা চমকিয়া আবার চলে, কিন্তু সে যেন ঘুমে চলা, পথে দু তিনবার ঠোক্কর খায়, কাঁটা তারের বেড়া ছাড়িয়া ও চলে, পায়ের ঘায়ে ঘায়ে। সহসা সে কাঁদিয়া উঠে—

"আজ্ঞা, ওটা কি ওমার আমারই রক্ত?"

(৮)

খুনী আসামীটার ভয়ার্ত্ত বিস্ময়ে সিপাহীর মনে কোন দাগ পড়ে না, সে তাহাকে তাড়া দিয়া আদেশের টানে টানিয়া লইয়া চলে।

কিন্তু ওই বিকল মস্তিষ্ক-ভয়ার্ত্ত মন ও মানে না! এই বিশাল প্রাচীর বেষ্টনীর মাঝে চারিদিকে বেন মহলের এক বন্দিত ছবি মনাচিকার মত ফুটিয়া ওঠায় পাশি চাসে; শাসনের ত্রাস কুটিয়া গিয়া বিহ্বল ভাবে তাহার জিজ্ঞাসা করে—"ওই যে ফটকে যার মাথায় রক্ত,—টাটকে লাল—"

দয়া, স্নেহ, মায়া মানুষের বুকে যেমন গভীর, তেমন নির্ম্মমতা, ঘৃণাসঞ্চারী মানুষের আর একটা দিক;—বৈশিষ্ট্য হইতেই সে প্রকৃতি মানুষ আপন বুকে পুষ্ট করিয়া তোলে;—শিশু খুন দেখিয়াও হাসে,—নীচের কোমল হাতে নরম মাংসায় তাহার কম আনন্দ হয় না। পাখা, মাছ, পশু ছাই মানুষ মারিয়াদের বংশ শিকারের বস্তু করিয়া লইয়াছে, এটা তাহার খেলা, এতে তাহার আনন্দ। এমন করিয়াই অভ্যাসের বশে কয়েদেরে পেষণ করিয়া নিষ্ঠাহীন কিছুমাত্র শোভনা হয় না; মানুষ মারিয়া সৈনিকের বুকে বাজে না; মানুষের পর মানুষের বুক বিধিয়া বিজয়ী সৈনিক বাড়ী ফিরে সহজ মানন্দেই, আর একটা মানুষকে,—হয়তো বা সে নারী, বা শিশু,—বুকে জড়াইয়া ধরে, একটুকু বাধে না।

এর জন্য সে চেয়ে বেশী দাগ বোধ হয় সেই, যে দাগ টানিয়া টানিয়া এক মানুষকে শত জাতি, সহস্র শ্রেণী, এক মানব জাতির মধ্যে শত লক্ষ অজাতিত্ব বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিহ্বলের এই মূক্তাকাতরতা ভয়া প্রথমে তাই বিন্দুমাত্র করুণা এই সিপাহীটার মনে হয় না,—ও ওই প্রশ্নের উত্তরে অতি স্বচ্ছন্দে তাহাকে একটা নির্ম্মম কাঁকানি দিয়া কহে—"কেন্না পাগলা বদ্‌মা হা। না কেন্না?

আসামীটা কাঁপানিতে নড়চড়ন হইয়া কহে—

"আজ্ঞে না,—আমি পাগল হইনি ত."

—"তে দেখা বটছে—কু?"

—"এটা ত জেলখানা?"

পাশেই একটা কয়েদা বসিয়া ঘাস পরিষ্কার করিতেছিল, সে টুকে হাসিয়া কহে—"এটা তোর শ্বশুর বাড়ী, ঢোকা যে!"

লোকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চায়।

কাপড়ের ঘর হইতে ওর মেলে দেওয়া কম্বল।

সেখান হইতে চলে পাঁচ নম্বর মেলে।

পরে একটা পুরানো কয়েদী ওকে ফিস ফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করে—"কিসের মামলা?

ও তাহাকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা ও সে ফটকের গায়ে যা লাল টক্‌টকে—ও রক্ত নয়?—ওটার আসামীর রক্ত - না?"

কয়েদীটা তাহার মুখপানে চাহিয়া কহে—

"খুন করেছিস?"

অতি ত্রস্ত প্রতিবাদ করিতে হাত নাড়িয়া সে প্রাণপণ মুখে কহে—

"আমার মনে নাই, খুন ত করি নাই,—"

ভয়ার্ত্তির ধমকাইয়া হাঁকে—"এই—আ-মো—নারে থাগড়—"

পুরাণো আসামীটি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া পড়ে,—এ লোকটা ত্রস্ত পদে মন্থরতা করিতে করিতে কহে—

"মনে নাই, আমার ত মনে নাই, মা কালীর দিব্যি আমার মনে নাই, তখন—

আবার ধমক দিয়া ওয়ার্ডার হাঁকে—"যারে—"

চমকিয়া উঠিয়া সে অত্যন্ত বিনীত ভাবে কহে,—

"আজ্ঞে আমাকে চারদিন কুকুরের মত ছেড়ে দিয়ে ফিরছিল, চারদিন কিছু খাইনি হুজুর, চারদিন ঘুমোই নি,—"

পড়ে এক নম্বর ডিগ্রী—সেল।

সেলের প্রথমেই থাকে একটা এ্যান্টিসেল, তারপর সেল, ঘরের বারান্দার মত;—কিন্তু এ্যান্টিসেলের চারিদিক ঘেরা—শুধু মাথার উপরটুকু খোলা।

এ্যাটিসেলের দরজাটা খোলাই ছিল, ভিতরে লোহার গরাদে দেওয়া দরজাটাও খোলা,—তখন ভিতরের কয়েদীটাকে একটু আলো বাতাস ভোগ করিবার অবসর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কয়েদীটার সে তৃষ্ণা যেন নাই, আপন বিছানার উপরে সে পড়িয়াই আছে। লোকটা নাম টুপী।

ডাকাতি, বাড়িভাঙার অপরাধে ওর বারো বৎসর মেয়াদ হইয়াছিল, কিন্তু চুরাশ্ত লোকটা প্রথম বৎসর ছেলের মধ্যে থাকিয়া পরিত্রাণ হইতে পারে নাই, একদিন সে রেল হইতে পলাইবার চেষ্টা করে—তার পর ধরা পড়িয়া মেয়াদ হইল যাবজ্জীবন, আর ওই দুরাশ্ত লোকটাকে চিহ্নিত করিতে মাথায় উঠিল লাল টুপী;—বাস হইল পিতলে ওই সেলে।

লোকটা শুইয়া শুইয়া গাহিতেছিল—

"লাল গামছা ফুলে সাড়ী কিনতে হবে হাটে,
বউটী আমার দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের ধারে মাঠে।"

ছায়া নিবিড় কোন গ্রামপ্রান্তে পদ্মদেখায় আঁকা দীর্ঘ একটী পথরেখা; পাশে কোন প্রভাতফুল-শুভ্রশীর্ষ সড়ক নয়নের ছবিটই বৃষি আজ এই নিঃসঙ্গ নিঃস্ব জীবনের একমাত্র সম্বল;—তাই বার বার সে ওই গানটীই গায়। ওর বুকের ভিতরে কোমল মানুষটী ওই ছবিটীর ছায়াতেই আজ কষ্টে বাঁচিয়া আছে, এত বড় বুকের আর সবখানটা যখন কারাগারে নির্দ্দম নূতন মাহুষ।

বাহিরের এই বুভুক্ষিতের বিহ্বল মানুষটীকে দেখিয়া ভাই তার কণ্ঠীর মানুষটী কৌতুকভরে আসিয়া উঠিয়া দুর্জ্জন কোমল মানুষটীকে চোখ রাঙাইয়া নীরব করিয়া দেয়, সে গান ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করে—"আরে কে এল?"

খুনী আসামাটী ওর গানে তেমনি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়, লালটুপী আবার কহে—

"তাকাতি, না খুন?—কি মাল্লাত কথা কও না যে?"

ওয়ার্ডার লালটুপীকে ধমক দেয়—"চুপ রহো।"

লালটুপী ধমকে ভয় পায় না,—ব্যঙ্গ করিয়া দাঁত মেলিয়া হাসে।

খুনী আসামীটী ধমক খাইয়া অন্য ভাবে কহে,—

—"কিছুই ত মনে নাই, মা কালীর দিব্যি—"

লালটুপী এবার উচ্চরোলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে, কহে,—

"লাল্লাত বড় সেতানী, —হা-হা-হো-হো—"

এদিকে এরা জুজন আসিয়া পড়ে চুনখ সেলের মুখে, তখনও লালটুপীর নির্ম্মম হাসিটা শোনা যায়।

ও নম্বরে একটা বিটকিটে চোরা ফোঁস উঠিয়াছ হইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া, উপরে বেড়াদানের সঙ্গে আবদ্ধ হাতকড়িতে লম্ব ছুইটা আটকানো;—সেলের আসন ভঙ্গ করার অপরাধে 'ট্রাঙিং হ্যাণ্ডকাফ'—'খাড়া হাত-কড়া' নাম দেওয়া হইয়াছে।

লোকটার চোখ ছুইটা যেঁনিয়া বাহিরে আসিতে চায় যেন, চুকের প্রকট পল্লবগুলা অংশ পদের শিরদাঁড়ায় নীচে মাটীর টানে, উপরে ওই হাতকড়িত টানে সুপ্রকট হইয়া হাপরের মত অতি ঘন নিশ্বাসে নিশ্বাসে কাঁপে,—মনে হয় এখনি ফাটিয়া যাইবে বুঝি।

ছাঁটা দেহিয়া মনে জাগে, অননীর বক্ষ হইতে সন্তান কাড়িয়া লইতে চায় কোন বিজয়ী দৈনিক;—নীচ বুক পাতিয়া টানে অসহ্য দেহমায়া ধরণী জননী, আর উপরে টানে শক্তির লৌহ মুষল।

ওই ছবি দেখিয়া নতুন আসামাটী হয়ে চাৎকার করিয়া উঠে, ওর মনে হয় লোকটা বুঝি ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলিতেছে

ওয়ার্ডারটীর আর সহ্য হয় না, সে কোমরের পেটী ওর পিঠে সজোরে চালাইয়া শাসন করিয়া কহে—

"চোপ—উল্লু—"

আসামীটা আরও চেঁচায়,—"ও—হ—ও, মলাম গো,—মলাম গো—"

তখনও সম্মুখে সেই ছবি, অতি আতঙ্কে সে স্থান কাল হারাইয়া ফেলে, ও দুটিয়া পলাইতে চায়।

সিপাহী তাহার চুলের মুঠিতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায় তিন নম্বর সেলের সম্মুখে।

তিন নম্বরে থাকে সেই বাবু চোরটী।

লোকটা তখনও অতি আতঙ্কে চেঁচায়; এ আর্ত্ত চীৎকারে বাবুটী বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করে—"কে?"

একটু সুস্থমের মধ্যেই সিপাহী জবাব দেয়—

"খুনী আসামী, এত বদমাস, ভাগলেকো মতলব।"

বাবুটী হাসিয়া কহে—

"ভয় নেই ভায়া, ছোড় দেও, কোথায় পাবে সিপাহী নেই ছাড়, উ মিন্ নেই মারা, চলল খাড়া হাও;—ভাগে যা কাঁহা।"

সিপাহীটা হাসিয়া ছাড়িয়া দেয়;—আসামীটা ওই এতটুকু করুণা পাইয়াই, আরও করুণার আশায় ওই বাবুটীর সেলের চৌকাঠ পড়িয়া যেন লুকাইতে চায় সিপাহী আবার ধরিতে যায়, বাবুটী চীৎকার নিষেধ করে।

বাবুটীর হাতের সিগারেটটী ও দূরে ফেলিয়া দিয়া কহে—

"নে—থ—"

সিপাহী কহে—"নেই বাবু ইসকা নেহি—"

বাবুটী হাসিয়া কহে "আরে রাখ দেও ইস্কা। নেনে বেটা, টেনে নে, খলাস হয়ে যা।"

আবার সিপাহীকে কহে—"ফিরাই লে যাইও।"

সজোরে বাবুটীর মুখ পানে তাকাইতে সাহসী হইয়া বেচারা চুটী টান মারে, গলগল ধূমী, সঙ্গে অশ্রু ঝরে।—একটা নিদারুণের প্রতীকার করে।

বাবুটী কহে—"কতে খুন করেছ? বেশী বুঝি ক্যাশ বাক্সোতে ছিল? কত টাকা পেলে?"

লোকটা সভয়ে কহে—"দারোগা বাবু!"

বাবুটী হাসিয়া কহে "আমিও চোর, দারোগা নই"

বিশ্বাস হয় না, পরম বিস্ময় ভরে লোকটী কহে—"চোর!"

বাবুটী কহে—"চোর খাটে পোর।"

বাবুটী হাসিতে চাহিল, কিন্তু ওই নিষ্ঠুর মৃত্যুর পরম নিশ্চয়ের মধ্যে তাহার বাধ করিয়া গিল,—ওর ওই লীর্ঘ নখাগ্রের মত একটা যাচিত আশ্রয়কে যেন মুঠি করিয়া ধরে, কোন অতল কোন তিমির মাঝে অন্ধকার সংসার আজ যেন মৃত্যুর মত বাহুর আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরে; বাবুটী মুখ কাঁকা করিয়া কহে—

"ভাগ্, ভাগ্, বেটা খুনী—।"

সিপাহীটা ওকে টানিয়া লইয়া চলিয়া যায়, ও কাতর ভাবে বাবুটীর মুখ পানে চাহিয়া কহে—"বাবু—"

বাবু কহে "যাও—।" বলিয়া সে উপুড় হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে।

এরা আসিয়া পড়ে চার নম্বরে।

(ক্রমশঃ)

মিতব্যয়ী

বইয়ের দোকানের ক্যানভাসার।

"আপনার ছেলেরা তো এখন বড় হয়েছে; ইস্কুলে যাচ্ছে। এইবার তাদের জন্যে একখানা এনসাইক্লো-পিডিয়া কিনুন।"

"না, ছেলে বয়সে অতো বাদুড়ী ভালো নয়। ছেলেদের ছেঁটে ইস্কুল মাষ্টারটাই আমি পছন্দ করি।"

শ্রীসুধাংশু দত্ত

প্রমোদ

শ্রীমিত্র

(১)

"চশমাটা হয় তো টেবিলের ওপর ফেলে এসেচি। নিয়ে আয় তো দেখে।"

চাকর শুধু হাতে ফিরে এসে বলে—"টেবিলের ওপর চশমা নাই বাবু।"

"নাই কিরে! ভালো করে দেখেচিস তো। কি দেখলি?"

"এক জোড়া পুরোনো জুতো।"

"কিনি কি! টেবিলের ওপর জুতো? পুরোনো জুতো! মিথ্যে কথা!"

"মিথ্যে কথা কি বাবু! দেখলেম চলুন না—ঘুমন্ত ছোট বাবুর পা দুখানার কুঁতো জোড়াটার ভেতর আছে!"

(২)

"কি আর বলবো মা—মাথা গোঁজবার ভাল কুঁড়ে একটিখানি ছিল, তাও আগুন লেগে ছাই হয়ে গেল! এখন পাঁচজনের দোরে—"

"মাস কতক আগে তোমাকেই ঘর বানাতে ভেদে দিয়েছিলুম না?"

ভিখারী চমকে উঠলো কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লে—"তা মা, এমন ধারা কি আর কারো হয়? আমার মত অভাগা কি দুভাগতে আর দেউ আছে!"

(৩)

"এই মাত্র আমাদের সামনে দিয়ে যে তোর ছটী চলে গেল, তাদের মধ্যে কয় জোকটী আত্মবাহিত?"

"কি করে জানবো?"

"তুই তো ফেলে মা—লোকটীর পকেটে টাকা কতক দেখছিল। ওর সঙ্গটি কিন্তু বিধাতা।"

"কেন, তার পকেটে—"

"তারি গোদা।"

(৪)

"ও! তাহি, তুই মুখে আঙুলের সাক্ষি কেন?"

"কথনা দেখাবে বলে।"

"তবে দেখাস না কেন?"

ভাঙার সঙ্গীত

হাতে তোরের আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা: ভগবান কেন খাম চুকে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো—মন্ত্রের এই সব আড়ম্বরটা নয়তো তার বাবা মা শিখতে দিলেন একদিন নয় তাঁর সমবয়সী একটী ছেলের সঙ্গে একখানা ছবির বই দেখবেন এমন নয় নয়তো মা সেই ঘরে চুকলেন। নয় তোর ছেলে কাই পাঠালো। কি একটা জিনিস নিয়ে মা ঘর থেকে চলে যাবার পর নয় যাবার চোখে বললে। সঙ্গী ছেলেটী তখন জিজ্ঞাসা করলে—"তোর মাকে তুই কি মনে করিস?—ভাঙার সঙ্গীত?"

হস্তান্তর

সাজের পরিচয় পেয়ে মেয়ের বাবা হেসে গিয়ে বল্লেন—"না, তা, কিছুতেই হতে পারে না। আমার মেয়ে যে যাচ্ছেতাই একটা অপরাধের হাতে থাকবে তা কভেই পারে না।"

আশাহত ঘটক চলে যেতে যেতে বল্লেন—"সেই জন্যেই তো আপনার হাত থেকে মেয়েটাকে পরিত্রাণ দিতে এসেছিলুম।"

শ্রীসুধাংশু দত্ত

বে-সরকারী বনাম সরকারী স্কুল কলেজ

অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী

সরকারী স্কুল ও কলেজগুলিকে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায় কিনা এবং তাহা সঙ্গতপর হইলে, কি ভাবে তাহার কার্য্য প্রণালী হইবে, তদ্বিষয়ে বিবেচনার জন্য গত ১২ই ও ১৩ই মে তারিখে বাঙ্গলার শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিগণ তাঁহার আবাসে একটী বৈঠক আহ্বান করেন। এ সম্বন্ধে গত ৩০শে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নবপর্য্যায়ে' সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তখের বিষয়, ইণ্ডিয়ান এ বিষয়ে দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে বহুল আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বাস্তবিক, সরকারের বর্ত্তমান দারুণ আর্থিক অসঙ্গতির দিনে ও দেশের সাধারণ উচ্চ শিক্ষোন্নতিকল্পে, সরকারী স্কুল কলেজগুলিকে বে-সরকারী করিবার যে আবশ্যকতা ঘটিয়াছে, নীতির দিক দিয়া তাহা গ্রহণ করা চলে না। দেশের বাসিন্দাগণ যাহাই স্কুলের পুনঃস্থাপন বিতরণী সভায় সভাপতির অভিভাষণেও বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় সে কথা প্রায় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কি ভাবে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহাই বর্ত্তমান সমস্যা।

এ প্রস্তাব আলোচনার পূর্ব্বে এ দেশে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ব্ব ইতিহাসের কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন। ইংরাজ এ দেশের রাজত্ব পাইয়া রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য একদিকে যেমন ইংরাজী শিক্ষিত লোকের অভাব অনুভব করিয়াছিল, অন্যদিকে দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কতকটা আদর্শ বিভালয় স্থাপন করাও সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই আদর্শ হিসাবেই এ সব সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রথম সৃষ্টি। কালক্রমে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সরকারের দিক দিয়া এ সব "খাস" কতকগুলি স্কুল কলেজ রক্ষার তাহার অতীব আবশ্যকতা গবর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সঙ্গে তাঁহারের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িতে ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত "উড্ ডেসপ্যাচ" এর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব, কমিটী বা কমিশন হইয়াছে, তাহাতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমস্ত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বে-সরকারী করিয়া তাহাতে উদারতর আর্থিক সাহায্য বা "গ্রাণ্ট-ইন-এইড" দেওয়ার কথাই আমরা দেখিতে পাই। ১৮৮৮ সনের শিক্ষা কমিশনই বলুন, বা ১৯০৪ সনের সরকারের শিক্ষা-নীতির প্রস্তাবই বলুন, সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা। তারপর ১৯১৩ সনের ফেব্রুয়ারীতে সর্ব্বাধিপতি গবর্ণর জেনারেলের প্রস্তাব, ১৯১৯ সনের ভারতীয় কমিশন রিপোর্ট, ১৯২১ সনের ব্যয় সঙ্কোচ কমিটীর মন্তব্য, ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গলার লাট লর্ড লিটনের অভিভাষণগুলিতে বক্তৃতা—এই সকলেও ঐ একই শিক্ষা নীতি ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার আবহাওয়ায় প্রতি বছর ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষা বরাদ্দ আলোচনার সময় এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে নিরাশ দিবা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের প্রধান আপত্তি—এ সব সরকারী প্রতি-ষ্ঠানকে বে-সরকারী করিলে ইহাদের অধ্যাপিত বর্ত্তমান উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষা ও ছাত্রদের নিয়মানু-বর্ত্তিতা নষ্ট হইবে। শিক্ষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে। তাহার উত্তরে সংক্ষেপে ইহা বলা যায় যে, সরকারী স্কুল ও কলেজগুলিতে এক কালে যেমন ভাল ছাত্র দেখা যাইত, আজকাল তাহা আর হয় না। অপর পক্ষে, বে-সরকারী স্কুল কলেজেই আজিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা ছাত্র দেখা যায়। বাস্তবিক ভাল ফল হিসাবেও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নিকৃষ্ট নহে। স্কুল কলেজের নিয়মানুবর্ত্তিতার দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও, গত কয় বছরে যত বিশৃঙ্খলা হইবে, তদ্বিষয়ে বিবেচনার জন্য গত ১২ই ও ১৩ই মে তারিখে বাঙ্গলার শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিগণ তাঁহার আবাসে একটী বৈঠক আহ্বান করেন। এ সম্বন্ধে গত ৩০শে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নবপর্য্যায়ে' সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তখের বিষয়, ইণ্ডিয়ান এ বিষয়ে দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে বহুল আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বাস্তবিক, সরকারের বর্ত্তমান দারুণ আর্থিক অসঙ্গতির দিনে ও দেশের সাধারণ উচ্চ শিক্ষোন্নতিকল্পে, সরকারী স্কুল কলেজগুলিকে বে-সরকারী করিবার যে আবশ্যকতা ঘটিয়াছে, নীতির দিক দিয়া তাহা গ্রহণ করা চলে না। দেশের বাসিন্দাগণ যাহাই স্কুলের পুনঃস্থাপন বিতরণী সভায় সভাপতির অভিভাষণেও বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় সে কথা প্রায় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কি ভাবে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহাই বর্ত্তমান সমস্যা।

এ প্রস্তাব আলোচনার পূর্ব্বে এ দেশে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ব্ব ইতিহাসের কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন। ইংরাজ এ দেশের রাজত্ব পাইয়া রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য একদিকে যেমন ইংরাজী শিক্ষিত লোকের অভাব অনুভব করিয়াছিল, অন্যদিকে দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কতকটা আদর্শ বিভালয় স্থাপন করাও সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই আদর্শ হিসাবেই এ সব সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রথম সৃষ্টি। কালক্রমে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সরকারের দিক দিয়া এ সব "খাস" কতকগুলি স্কুল কলেজ রক্ষার তাহার অতীব আবশ্যকতা গবর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সঙ্গে তাঁহারের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িতে ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত "উড্ ডেসপ্যাচ" এর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব, কমিটী বা কমিশন হইয়াছে, তাহাতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমস্ত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বে-সরকারী করিয়া তাহাতে উদারতর আর্থিক সাহায্য বা "গ্রাণ্ট-ইন-এইড" দেওয়ার কথাই আমরা দেখিতে পাই। ১৮৮৮ সনের শিক্ষা কমিশনই বলুন, বা ১৯০৪ সনের সরকারের শিক্ষা-নীতির প্রস্তাবই বলুন, সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা। তারপর ১৯১৩ সনের ফেব্রুয়ারীতে সর্ব্বাধিপতি গবর্ণর জেনারেলের প্রস্তাব, ১৯১৯ সনের ভারতীয় কমিশন রিপোর্ট, ১৯২১ সনের ব্যয় সঙ্কোচ কমিটীর মন্তব্য, ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গলার লাট লর্ড লিটনের অভি-ভাষণগুলিতে বক্তৃতা—এই সকলেও ঐ একই শিক্ষা নীতি ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার আবহাওয়ায় প্রতি বছর ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষা বরাদ্দ আলোচনার সময় এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে নিরাশ দিবা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের প্রধান আপত্তি—এ সব সরকারী প্রতি-ষ্ঠানকে বে-সরকারী করিলে ইহাদের অধ্যাপিত বর্ত্তমান উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষা ও ছাত্রদের নিয়মানু-বর্ত্তিতা নষ্ট হইবে। শিক্ষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে। তাহার উত্তরে সংক্ষেপে ইহা বলা যায় যে, সরকারী স্কুল ও কলেজগুলিতে এক কালে যেমন ভাল ছাত্র দেখা যাইত, আজকাল তাহা আর হয় না। অপর পক্ষে, বে-সরকারী স্কুল কলেজেই আজিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা ছাত্র দেখা যায়। বাস্তবিক ভাল ফল হিসাবেও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নিকৃষ্ট নহে। স্কুল কলেজের নিয়মানুবর্ত্তিতার দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও, গত কয় বছরে যত বিশৃঙ্খল ব্যবহার ছাত্রদের মধ্যে দেখা গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ সরকারী প্রতিষ্ঠানে ঘটিয়াছে। কৃষ্ণনগর কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ইণ্ডিয়ান থেথুন কলেজের ধর্ম্মঘটই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং নিয়মানুবর্ত্তিতা দোহাই দিয়া সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিকে সমর্থন করা আর চলে না। সরকারী বিভালয়গুলিকে বে-সরকারী করার বিপক্ষে দ্বিতীয় ও প্রধান আপত্তি এই যে—বর্ত্তমান সরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণের চাকুরীর কি হইবে? এরূপ প্রতিবাদকারীগণ ভুলিয়া যান যে, সরকারী স্কুল কলেজ-গুলি পূর্ব্বে যেমন ছিল, অনন্তকাল তেমনি থাকিবে। কিন্তু তাহাদের পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন না। উপর হতে করিবেন—এবং মাসিক কিছু সাহায্য বা গ্রাণ্ট দিয়া তাহাদের উপর কিছু কিছু কর্তৃত্ব করিবেন।

বর্ত্তমানের সরকারী শিক্ষক বা অধ্যাপকগণের মাহিনাও স্থানীয় কমিটীর মারফৎ গবর্ণমেণ্ট দিবেন। এরূপভাবে কিছুদিন চলিলে, অনেক সরকারী শিক্ষক হয়তো কাহাকেও কাহাকেও গবর্ণমেণ্টের অথবা তাঁহারের কাহাকেও কাহাকেও গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগে বা স্কুল পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। তখন সব পদে আর পূর্ব্ব-মাহিনায় কোন সরকারী লোক নেওয়া হইবে না। এরূপ করিলে প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে সরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকগণের মাহিনার দরুণ প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা সরকারের বাঁচিয়া যাইবে। এবং তাহা তখন দেশের সমস্ত স্কুল-কলেজের মধ্যে প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুসারে বাঁটিয়া দিলে সাধারণ উচ্চশিক্ষার অবস্থা বিশেষ উন্নত হইবে। বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে এই শিক্ষা গ্রাণ্ট বিতরণ করা হয়, তাহা নিতান্ত অন্যায়। মুটিমেয় সরকারী স্কুল-কলেজে বিশেষ অর্থানুগ্রহ দেখা যায়; আর অনেক উৎকৃষ্ট বে-সরকারী স্কুল-কলেজ নিতান্ত ভাল ফল দেখাইয়াও এক কপর্দ্দক সাহায্য পায় না; অথবা যাহা পায়, তাহা নিতান্ত সামান্য। ১৯২০-২১ সনের বাঙ্গলায় শিক্ষা-বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায়, দশটি সরকারী কলেজে প্রতি ছাত্রের জন্য গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক সাদারণ রাজকোষ হইতে গড়ে ৩৮৲ ব্যয় করিয়াছেন। এই দশটী কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা মাত্র ২৯৯৭ জন আর যে ২০টী সাহায্যকৃত কলেজ আছে, তাহার মোট ছাত্রসংখ্যা ৮৮৯৯ এবং তথায় ছাত্রপ্রতি বার্ষিক গবর্ণমেণ্ট মাত্র গড়ে ৩০৲ সাহায্য দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ১৯টী কলেজ আছে (যথা বিপণ, নিউ, বরবাসী, বিদ্যাসাগর, আশুতোষ কলেজ ইত্যাদি), যাহারা এক কপর্দ্দকও মাসিক সাহায্য পায় না; কিন্তু তাহাদের মোট ছাত্রসংখ্যা ৩৬৭১ জন। হিসাব করিলে আরও দেখা যায়, সরকারী কলেজের একজন অধ্যাপক মাসিক গড়ে ৩৩২৲ মাহিনা পান; কিন্তু বে-সরকারী কলেজের একজন অধ্যাপকের মাহিনা গড়ে ১৩০৲ মাত্র। গবর্ণমেণ্ট ১৯৩০-৩১ সালে ১০টী গবর্ণমেণ্ট কলেজের জন্য রাজকোষ হইতে খরচ করিয়াছেন ১১৫৫৭২৪৲ টাকা; আর ৩৯টী বে-সরকারী কলেজের মধ্যে ২০টী সাহায্যকৃত কলেজের জন্য খরচ করিয়াছেন মাত্র ২৬৮৬৫৫ টাকা। স্কুল সম্বন্ধেও সরকারের

১৯২২—২৭ সনের পঞ্চম প্রণোট দেখা যায় সরকার ৪৮টী গবর্ণমেণ্ট ১৫ মাসিক গড়ে কয়িয়াছেন ১৫৩৪২৩১, আর ৯৯৮টী বে-সরকারী স্কুলের সাহায্যের জন্য খরচ করিয়াছেন ।৷৷ ১২৫৮০৯৯৲ মাত্র। ১৯১৩ সনের গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি বিষয়ক মন্তব্যে দেখা যায় বে-সরকারী স্কুলের ৪৭০০ শিক্ষক মধ্যে ৪২০০ জন গড়ে মাসিক ৫০৲ টাকার কম মাহিনা পান এবং ৩৩০০ জন গড়ে মাসিক ৩০৲ পান না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষকেরা অন্যূন ৪০৲ টাকা হইতে ৪০০৲ পর্য্যন্ত মাসিক মাহিনা পাইয়া থাকেন। একই প্রকার কাজের জন্য—এমন কি স্থান বিশেষে অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ করিয়াও—যদি একই রূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট শিক্ষক বা অধ্যাপকগণ সরকারের শিক্ষানীতির দোষে একই কমবেশী মাহিনা পান, তবে ইহা অপেক্ষা অবিচার আর কাহাকে বলে?

যাহা হউক, এ্যাটিসের আন্দোলনের ফল সরকারের এখন যদি কিছু বিচার করিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, তাহা সুখের বিষয়। কিন্তু লোকনায়ক শিলমন্ত্রীর বৈঠকে এমন বাছিয়া বাছিয়া যোগ্য লোক নেওয়া হইয়াছিল যে শ্রীযুক্ত প্রাণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভিন্ন বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কথা বলিবার অপর কেহ ছিলেন না। ফলে, পূর্ব্বাহ্ণে সুস্থির প্রস্তাব করিয়াছে। এমন কি, হয় ত ইতিহ পরিবর্ত্তে স্যার বিপরীতও হইতে পারে। "বঙ্গবাণী" সত্যই লিখিয়াছেন—অনসাধারণ চাহিয়া ছিল রুটি; পাইল পাথর কুচি? ঐ বৈঠক কতকগুলি সুখরোচক প্রস্তাব পাস করিয়াছে; কিন্তু কি ভাবে ঐ প্রস্তাব কার্য্যকরী করা হইবে তাহা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। "সমস্ত সরকারী স্কুলকে বে-সরকারী করার নীতি গ্রহণ করুন এবং তাহা ক্রমশঃ কার্য্যকরী করুন,"—ইহাই বৈঠকের সিদ্ধান্ত। কবে কতগুলি সম্বন্ধে আরম্ভ হইবে কোন সিদ্ধান্তই করা হয় নাই। সুতরাং স্কুলের বে-সরকারী করার ফলে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা শুধু দেশের উচ্চ ইংরাজী স্কুল সমূহের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে, এমত একটা প্রাথমিক সর্ত্ত এই প্রস্তাব গ্রহণের পূর্ব্বে থাকিবে, বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত ভাল হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নীতি হিসাবে ইহার বলা হইয়াছে যে বাঙ্গলা দেশে অনাবশ্যক ও অকর্ম্মণ্য যে সকল স্কুল আছে, তাহাদের মুলোচ্ছেদ করিতে হইবে। ভবিষ্যতে যে সকল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাদের উদ্দেশ্য কার্য্য-কারিতা না থাকিলে তাহাদিগকে "মঞ্জুরী" দেওয়া হইবে না এবং মঞ্জুরীর পূর্ব্বে দেখিতে হইবে, তাহাদের কর্ম্মকর্ত্তৃগণ কেমন, শিক্ষকগণ যোগ্য কিনা, স্কুলের কার্য্যকরী উদ্দেশ্য কি না ইত্যাদি। এই অল্প কয়েকটী কথার মধ্যে বহু গভীর তথ্য নিহিত আছে। "বঙ্গবাণী" বলেন—"শিক্ষাবিভাগীয় ডিরেক্টার মিঃ হেলমেটন এইদিন যাহা বুঝিতেছিলেন, এই বৈঠক তাঁহাকে তাহাই দিয়াছে। আজ বাঙ্গলা দেশে এক হাজারের অধিক উচ্চ ইংরাজী বিভালয় আছে। তন্মধ্যে পাঁচ শতের কম স্কুল সরকারের "গ্রাণ্ট-ইন-এড" লাভ করে। সুতরাং ঐ কয়েকটী স্কুলেই এরূপ ডিরেক্টার ও ইনস্পেক্টরগণ যথেচ্ছভাবে কড়া শাসন করিতে পারিবেন কিন্তু সরকারী স্কুলকে বে-সরকারী করার নামে এই যে শাসনের অস্ত্র প্রস্তুত করা হইল, তাহার দ্বারা বাঙ্গলার প্রত্যেক স্কুল এবং ডিরেক্টার ও পুলিশের করায়ত্ত হইবে" এই আশঙ্কা অমূলক নহে। দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার যে ছাত্র আন্দোলন ও স্কুল কলেজের প্রতি কতৃপক্ষের তীব্র দৃষ্টি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত

সত্যোপলব্ধিই জীবনের আদর্শ *

—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

কেয়ার অফ্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট,
সিওনী সাব জেল
সিওনী, সি, পি
(১৯।৫।৩২)

ভাল ও মন্দ দুইটী পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত শব্দ সিওনী সম্বন্ধে ঐ দুইটী শব্দই প্রয়োগ করা চলে। তবে আমার সঙ্গে ইহার যে সম্বন্ধ তাহাতে সিওনীকে স্বাস্থ্যকর স্থান বলিবার আমার উপায় নাই। স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমার চেয়ে যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরা হয়তো ইহার ঠিক বিপরীত কথাই বলিবেন। তবে বন্দী অবস্থায় না আসিয়া যদি মুক্তভাবে এখানে আসিতাম তাহা হইলে আমি কি রকম থাকিতাম তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। হয়তো সে অবস্থায় অনেক কিছু পরিবর্ত্তনই পরিলক্ষিত হইত; কিন্তু অনিশ্চিতের কথা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না।

সময় কাটাইবার জন্য তুমি যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দানুভব করিয়াছি। আমার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের যে রকম অবস্থা, তাহাতে দিনের পর দিন বসিয়া বসিয়া কেবল লিখিয়া যাওয়াকে আমার স্বাস্থ্যের উপর জুলুম করা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারা যায় না। লিখিবার বিষয় আমার যথেষ্টই ছিল এবং সে সকল বিষয়ে আমার ধারণাও ছিল স্পষ্ট; কিন্তু আমার স্বাস্থ্য আজ প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—লিখিবার মত শক্তি আমার নাই।

আজ যদিও আমার লিখিবার এবং পাঠ করিবার সীমা গণ্ডীবদ্ধ; কিন্তু তথাপি এখানে আমি অন্যভাবে আমার সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছি। লিখিবার ইচ্ছাই আমার ছিল, কিন্তু এখানে থাকিতে আর তাহা হইয়া উঠিবে না; তবে এইটুকু মাত্র তোমাকে জানাইতেছি যে, আজ আমি আমার জীবনের এক চমৎকার এবং কতক পরিমাণে সঙ্গীন অবস্থার ভিতর চলিয়াছি। ইহার শেষ পরিণতি যে কোথায়, তাহা বুঝিয়া লইবার ভার আমি তোমার উপরই অর্পণ করিলাম।

জীবনকে আমি কখনো তাচ্ছিল্যের ভাবে দেখি না—চিরকালই আমি উহাকে গভীর ভাবেই দেখিয়া থাকি। একটা ভাব কিম্বা আদর্শের জন্য যে জীবন উৎসর্গ করা হয়—আমার মতে, সে জীবন কখনো মূল্যহীন এবং অর্থহীন হইতে পারে না। কিন্তু কোন একটা বিষয়ের প্রতি হৃদয়াবেগ, সঙ্কল্প ও চিন্তা—এই তিনটী বৃত্তিসহ জীবনকে কেন্দ্রীভূত করা বড় সহজ কথা নয়। সত্য কথা বলিতে কি "সাধনা" হওয়া চাই নিরবচ্ছিন্ন এবং কখনো কখনো জীবনব্যাপী। আত্মসমাহিত হইতে যে অনুরাগ, ভক্তি ও দৃঢ়তা আবশ্যক—তাহা করায়ত্ত হইলেও কাহারো কাহারো পক্ষে সত্যানুভূতি সম্ভবপর হয় না এবং সেই অনুভূতির অভাবে হয়তো একজনের সম্পূর্ণ জীবনটাই ব্যর্থ হইয়া যায়। অধিকাংশের জীবনেই সত্যের প্রকাশ এক দিনে হয় না। সেই সত্যোপলব্ধির জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী একটানা সাধনার একান্ত আবশ্যক। এই ভাবে তুমি দেখিতে পাইবে যে আমাদের জীবনব্যাপী দুই রকম 'সাধনা' চলিয়াছে—একটি হইতেছে সত্যকে "নিরীক্ষণ" করা এবং অপরটি হইতেছে সত্যটিই ভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা করা।

সত্যের আদর্শে জীবন যাপন করিতে হইলে চাই অদম্য সাহস ও নির্ভীকতা এবং ত্যাগ ও দুঃখ সহনশীলতা। আমি জানি যে, সত্যের আদর্শে জীবনযাপন করিবার ক্ষমতা ভগবান আমাকে দেন নাই কিন্তু যদি জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন ও সত্যোপলব্ধি না করি, তাহা হইলে সেই ভাবে জীবন যাপনের চেষ্টাও যে আমার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেই উপলব্ধি হইতেছে অন্তরের অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতা শুধু জীবনব্যাপী চেষ্টা ও সংগ্রাম দ্বারাই লাভ করা যায়। অন্যে তোমাকে সাহায্য করিতেও পারে কিম্বা নাও করিতে পারে কিন্তু তোমার সংগ্রাম তোমাকে একাই চালাইতে হইবে। ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন এবং সত্যের আলোক রশ্মি যখন চোখের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠিবে, তখন দেখিতে পাইবে যে তোমার আগাগোড়া জীবনটাই একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। তখন মনে হইবে যেন তুমি আবার নবজন্ম লাভ করিয়াছ। সেই সময় তুমি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছ সেই সত্যের সঙ্গেই তোমার জীবন-বীণার তারটী বাঁধিয়া লইয়ো।

সেই আধ্যাত্মিক পুনর্জ্জন্ম লাভই আজ আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহাই যে অন্তরে আমি অনুসরণ করিতে যাইতেছি তাহা নয়। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও উপদেশাবলী হইতেছে পথপার্শ্বস্থিত দূরত্বজ্ঞাপক প্রস্তর ফলক কিম্বা পথনির্দ্দেশক মাত্র। আমরা যদি সত্যকে জানিতে চাই তাহা হইলে সমস্ত পথটাই আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে। ইমার্সন বলিয়াছেন—'আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে অন্তরের দিক হইতেই বাঁচিতে হইবে"—এবং সেই অন্তরের দিক হইতে জীবন যাপন করিয়াই আমরা অবশেষে সত্যের দ্বারে পৌঁছিতে সমর্থ হইব। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা সত্যোপলব্ধি করিতে যাইয়া যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকেও আজ সেই সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। তখনই শুধু সত্য প্রথম অভিজ্ঞতা স্বরূপ—"আপ্তবাক্য" নয়, পরন্তু 'প্রত্যক্ষ' রূপে প্রতিভাত হইবে।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার যে বহু ব্যক্তি যে পথে ভীড় জমাইয়াছে আমিও সেই পথে যাইবার জন্য সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতেছি কেন? কেন আমি অন্তরে মহাজনগণের পন্থানুসরণ করিতেছি না—যেমন নাকি আমরা আইন, তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের সূত্রানুসরণ করিয়া থাকি? এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য হইতেছে এই যে—জীবনের গ্লানি দূর করিয়া যদি পুনরায় উহাকে সতেজ করিয়া তুলিতে চাও তবে সত্যকে 'প্রত্যক্ষীভূত' করা চাই। আত্মসুখ ও আত্মপ্রসাদলাভই যদি তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে সাধনা অথবা উপলব্ধি লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

• • • (এখানে প্রায় ৬০ লাইন সেন্সর কর্ত্তৃক কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে) • • • • •

তুমি আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ। উন্নতি দূরে থাক, ক্রমশঃই যেন উহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। গত একপক্ষ কালের ভিতর আমার ওজন আরো কমিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে মোট ২৮ পাউণ্ড ওজন কমিয়াছে। মাঝে মাঝে আমার আভ্যন্তরিক ব্যথা হয় এবং গত সপ্তাহে দুইবার গভীর ভাবে সেই ব্যথা উঠিয়াছে। কটিশূল বেদনা এখনো লাগিয়াই রহিয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধে আমরা উহার সঠিক কারণ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। চিকিৎসাধারণ সিভিল সার্জ্জন বলিয়াছেন যে মূত্রাধারের ভিতরে কোন দোষ ঘটিয়া থাকিবে। আমি এখন রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা ও অন্যান্য ভাবে পরীক্ষা করাইবার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছি। তাহার পর সঠিক কারণ নির্দ্দেশ হইয়া গেলে যথার্থভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করান যাইবে। সব কিছুই অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিয়াছে এবং আমাকে শুধু অপেক্ষার পর অপেক্ষা করিয়াই চলিতে হইতেছে। ইত্যবসরে আমার ওজন কমিয়া যাওয়ায় এবং অত্যধিক গরমের জন্য আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি।

• • • তাহাদের যা কিছু দিবার তাহা দান করিয়াছে; এখন বাকি রহিয়াছে শুধু ভারতের দান করিবার পালা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিসের দান মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট সীমারেখা এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভ কালে রাশিয়ার দানও জগতের এক বিশেষ ঘটনা। আমি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতেছি যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা পূরণে ভারতের দানই হইবে ভবিষ্যৎ মানবেতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই ব্রত উদ্‌যাপনে ভারতকে আমাদের ভিতর যে কাহারা সাহায্য করিবে তাহা বলিতে পারি না—

কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে যদিও ভারত তাহার দানের প্রকৃত পন্থা এখনও নির্দ্দেশ করে নাই, তবু অনতিবিলম্বেই সে তাহা করিবে এবং তখনি তাঁহার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে—যে সম্মানের অধিকার দাবী আজ সে করিতেছে সেই অধিকার অর্জ্জন করিতে সে সমর্থ হইবে।

বন্ধুবর্গকে আমার খবর জানাইয়ো।

ইতি—

* [সিওনি জেল হইতে প্রাপ্ত পত্রের অংশবিশেষ।]

করিয়াছেন, তাঁহারা এই আশঙ্কার কারণ দেখা বুঝিতে পারিবেন। সরকারী স্কুল কলেজকে বে-সরকারী করিবার নীতি গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে জনসাধারণকে গবর্ণমেণ্ট হইতে ৩টী সর্ত্ত প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি স্পষ্টভাবে নিতে হইবে:—(১) উদ্বৃত্ত টাকা উচ্চশিক্ষা ভিন্ন পুলিশ ইত্যাদি অপর কাজে ব্যয়িত হইতে পারিবে না; (২) এই উদ্বৃত্ত টাকা "গ্রাণ্ট-ইন-এড কমিটী" নামে এক উপযুক্ত বে-সরকারী কমিটীর হাতে বিতরণের জন্য ন্যস্ত করিতে হইবে। ইহা না করিয়া টাকাগুলি যদি পূর্ব্বের ন্যায় ডিরেক্টার ও ইন্সপেক্টরগণের হাতে দেওয়া হয় তবে তাহার সাম্য ও নিরপেক্ষ বিতরণ বা তদ্দ্বারা দেশের প্রকৃত শিক্ষোন্নতি সম্ভবপর নহে। কথিত বৈঠকের সিদ্ধান্তে এই উদ্বৃত্ত টাকা বিতরণের সুব্যবস্থা বা কোন বন্দোবস্তের কথা আমরা দেখিতে পাইলাম না। বৈঠকে সমস্ত বিষয়ই গবর্ণমেণ্টের শেষ সিদ্ধান্তের জন্য রাখা হইয়াছে। এমতাবস্থায় বৈঠকেরই বা কি প্রয়োজন ছিল জানি না। বৈঠকে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, একজন ভিন্ন অপর প্রায় সকলেই সরকারের মতের অনুগামী বলিয়া আমরা জানি। যাহা হউক শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় একটী ভাল কাজের জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছেন, ইহাই মন্দের ভাল। তিনি যদি এ বিষয়ে সাধারণে গ্রহণীয় কোন কার্য্যপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন, তবে উপরে আমরা যে দুটী প্রধান সর্ত্তের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই তাহার নূতন শিক্ষানীতির ভিত্তি করিতে হইবে। নতুবা কেহই তাহার প্রস্তাব পছন্দ করিবে না।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

আমাদের ব্যাঙ্কের কথা

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী

আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা দিন দিন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি, যানবাহনাদির সুখ সুবিধা, লোকজনের নিরাপত্তা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের বাধাবিঘ্ন দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাঙ্কে অর্থনিয়োগ দ্বারা লাভবান হইবার ইচ্ছাও যেন আমাদের দেশের লোকের মধ্যে প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। ভারতে প্রথমে ব্যাঙ্কের সাহায্যে টাকা খাটাইবার প্রথা একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। বিদেশীরাও প্রথমে এ সব চেষ্টা হইতে বিরত ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে বহু বিদেশী এদেশে ব্যাঙ্ক করিয়া উভয় দেশেরই কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইয়াছে। অর্থ সকল বিষয়েরই প্রধান মূল মন্ত্র, এবং ব্যাঙ্ককে যদি অর্থ সঞ্চয় এবং অর্থবিতরণের কেন্দ্রস্থল করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, তাহা হইলে সকলেই ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারে।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে বহুল অর্থ নিয়োগ দ্বারা আমাদের দেশের ব্যাঙ্কের প্রচলন হইবার পরেও ইহা ইংলণ্ডের মিলিত মূলধন দ্বারা অনুষ্ঠিত ব্যাঙ্ক সমূহের তুলনায় খুব অল্পই কার্য্যকরী হইয়াছিল। সরকারি কার্য্য সকল বেঙ্গল ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ গড়পড়তায় ৮২০০০০০৲ টাকা অর্থাৎ ৮২০,০০০ ষ্টার্লিং পাউণ্ড ছিল।

লণ্ডন ব্যাঙ্ক বা ওয়েষ্টমিনিষ্টর ব্যাঙ্কের অবস্থা এই সময় সমধিক উন্নত ধরণের ছিল। আমাদের দেশের ব্যাঙ্কের এরূপ দুরবস্থা বোধ হয় অনেকটা তদানীন্তন দেশের সামাজিক এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করিত। কারণ সেকালে লোকে প্রথমে কেহই এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে চায় নাই, সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিত এবং কার্য্য সিদ্ধি হইলেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইত। ইহার আরও একটী কারণ এই যে বিদেশীরাও প্রথমে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই এদেশের লোকেও ব্যাঙ্কে টাকা রাখা বড় ভাল একটা বুঝিত না। তাহারা জমিজমা করিয়া ধনবৃদ্ধিরই সমধিক প্রয়াসী ছিল। সময়ে সময়ে দেশের রাজা, জমিদার প্রভৃতির অত্যাচারে অস্থির হইয়া তাহারা তাহাদের সঞ্চিত অর্থ মাটীর নিচে পুঁতিয়া রাখিত আবার যদিও বা তাহারা সময়ে সময়ে ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি রাখিত, কিন্তু বেশীদিনের জন্য নহে। কিছুদিন রাখিয়া সুবিধা না বুঝিলেই তুলিয়া লইত। আবার অনেকে বৃটীশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ব্যাঙ্কে টাকা রাখা পছন্দই করিত না। এই সমুদায় নানা কারণে ব্যাঙ্কের প্রসার প্রথমে ভাল ভাবে হইতে পারে নাই।

যাহা হউক, যদিও এতাবৎকাল ব্যাঙ্কের বিশেষ কিছুই লাভ হয় নাই, তবুও যাহা হইত তাহা যে গচ্ছিত অর্থের লভ্যাংশ হইতে হইত তাহা নহে। ব্যাঙ্ক উচ্চহারে টাকা খাটাইত, ইহা হইতে ব্যাঙ্ক দু'পয়সা বেশ করিত, তা' ছাড়া যে সমুদয় গচ্ছিত অর্থের উত্তরাধিকার নিরূপণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইত, বা যে সব টাকার উত্তরাধিকার থাকিতই না, তাহা ব্যাঙ্কের নিজস্ব হইয়া যাইত। যে ব্যাঙ্ক যত বেশী অপরের টাকা খাটাইতে পারে, সে ব্যাঙ্ক তত বেশী লাভবান হয়। কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিলে ব্যাঙ্কের মূলধন বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে:—(১) ভীতু লোক, যাহারা নিজে সাহস করিয়া কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে পারে না তাহাদের টাকা লইয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত স্বরূপ রাখা, (২) যাহারা অল্প টাকা ব্যাঙ্কে রাখিতে পারে, তাহাদের টাকা লইয়া গচ্ছিত রাখা, এবং (৩) যাহারা বহু অর্থ বেশ স্বচ্ছন্দে ব্যাঙ্কে রাখিতে পারে তাহাদের টাকা লইয়া গচ্ছিত রাখা। এই সমুদয় লোকের টাকা লইয়া ব্যাঙ্ক বেশ কারবার করিতে পারে। এই সব টাকা যদি ব্যাঙ্ক না লয় তাহা হইলে তাহা আবদ্ধ অবস্থায়ই রহিয়া যায়, কারণ ইহা ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অন্য কোন উপায়ে খাটান হয় না। তারপর অবস্থাপন্ন লোক, যাহারা বেশ মোটা টাকা ধার করিতে চায়, ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদিগকে ধার করিতে দেওয়া দরকার। ব্যাঙ্কে যাহারা টাকা জমা রাখে এবং ব্যাঙ্ক হইতে যাহারা টাকা ধার করে, তাহাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক যেন মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ী বা বণিকরূপে অবস্থান করিতে থাকে, এবং লোকের গচ্ছিত টাকা ও যাহারা টাকা ধার করে তাহাদের টাকার সুদ দ্বারা ব্যাঙ্ক নিজের ব্যবসায় চালাইতে থাকে।

কোন লেখক বলেন যে হৃৎপিণ্ড যেমন মনুষ্য শরীরে কার্য্য করিয়া থাকে, ব্যাঙ্ক তদ্রূপ ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা দেশের অর্থ এক জায়গায় জমা করিয়া তাহা ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার্থ বিতরণ করিয়া থাকে। কাজেই ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িলেই যে দেশের কল্যাণ সাধন হইল, তাহা নহে, যত বেশী সংখ্যক লোক ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবে, ততই ব্যাঙ্কের প্রকৃত উপকারিতা বুঝা যাইবে। ব্যাঙ্কের প্রসার লাভ করিলে দেশীয় বণিক এবং কৃষক শ্রেণীর লোকের খুব সুবিধা হইবে, কারণ সময়ে টাকার দরকার হইলেও তাহা তাহারা ব্যাঙ্ক হইতে পাইতে পারিবে, এবং অন্য সময়ে তাহারা তাহাদের অতিরিক্ত টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া তাহার সুদ দ্বারাও যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান সময়ের এদেশের ব্যাঙ্কগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) যে ব্যাঙ্ক অন্যের টাকা গচ্ছিত রাখে ও বাটার কারবার করে, এবং (২) যে ব্যাঙ্ক বিনিময়-কারবার করে। এই সমুদয় ব্যাঙ্ককে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) প্রধান নগরে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ব্যাঙ্ক সমূহ এবং (২) দেশের সর্ব্বত্র অবস্থিত ব্যাঙ্ক সকল। একমাত্র সেভিংস ব্যাঙ্ককেই টাকা গচ্ছিত রাখার ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে, কারণ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক অপরের অর্থ শুধু জমা করিয়াই রাখে তাহাদের সহিত ব্যবসায় করে না। সেভিংস্ ব্যাঙ্ক কিছু লাভও করে না। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বাজার মন্দা পড়িয়া যাওয়ায় লোকের কষ্ট নিবারণার্থ লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিংক ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যে গবর্ণমেণ্ট এজেন্সির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাকে যদিও ব্যাঙ্ক বলা চলে না, তবুও ইহার উদ্দেশ্যই ছিল, লাভ না করিয়া অপরের টাকা গচ্ছিত রাখা। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই এজেন্সি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট চার্টার্ড ব্যাঙ্কগুলি টাকা গচ্ছিতও রাখে, আবার বাটার কারবারও করে।

ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন, আগরা এবং ইউনাইটেড্ সার্ভিস ব্যাঙ্ক, ভারতীয় সওদাগরি ব্যাঙ্ক, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও চায়নার গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল ভারতের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ব্যাঙ্কসমূহ যদিও প্রচুর অন্যের টাকা গচ্ছিত রাখে ও বাটার কারবার করে, কিন্তু প্রধানতঃ তাহারা বিনিময় কারবার চালাইবারই ব্যাঙ্ক। হুণ্ডি বা কোম্পানীর কাগজের দালালি তাহারা করে এবং নিজের শাখা প্রতিষ্ঠান সমূহ দ্বারা টাকা বা নিজের হুণ্ডি দিবার ব্যবস্থা করে। দিল্লী, শিমলা ও মফঃস্বলের অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহ প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলির মতই কার্য্য করে। তাহার টাকা জমাও রাখে, বাটার ব্যবহারও করে, আবার কোম্পানীর কাগজ বা হুণ্ডির দালালিও করে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রধান ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা মোটের উপর মন্দ নয়। এবং সবগুলির উপরই সাধারণের বেশ ভাল ধারণা আছে। ইউরোপীয় প্রধান ব্যাঙ্কগুলির ঠিক পরেই ইহাদের স্থান দেওয়া যাইতে পারে। কলিকাতা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ফেল পড়া, বেনারস ব্যাঙ্ক ও উত্তর পশ্চিম ভারতীয় ব্যাঙ্কের প্রতারণা এবং শিমলা ব্যাঙ্কের শাখা, যাহা লণ্ডন ও ইটার্ণ ব্যাঙ্কি কর্পোরেশন নামে অভিহিত হইত, ইহাদের জঘন্য ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারের পর হইতেও ভারতীয়, বিশেষতঃ কলিকাতার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্যকলাপের উপর লোকের ভাল ধারণাই আছে বলিয়া মনে হয়।

বাঙ্গলা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলি গবর্ণমেণ্টের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং তাহাদিগকে "গবর্ণমেণ্ট" বা "চার্টার্ড" ব্যাঙ্ক বলা হয়। তাহারা অপরের টাকা জমা রাখে, যথার্থ জামিন পাইলে টাকা ধার দেয়, বাটার ব্যবসায় করে, তাহাদের নিজেদের বিল আছে এবং সারা ভারতে বিনিময়ের কার্য্য করিতে পারে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তির ফলে তাহারা প্রেসিডেন্সী সহরে এবং যেখানে তাহাদের শাখা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে টাকা দেনা-পাওনার কারবার করে। এবং গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাতত্ত্ব পরিচালনের কার্য্যও আংশিকরূপে করিতে পারে। জয়েণ্ট-ষ্টক ব্যাঙ্ক বা বে-সরকারি ব্যাঙ্কগুলি শুধু বিনিময় কারবার এবং বাটার ব্যবসায় করিতে পারে। নির্দ্ধারিত সুদে তাহারা অন্যের টাকা গচ্ছিতও রাখে।

মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক সমূহ, যাহার কারবার পূর্ব্বে মফঃস্বল সহর বা পল্লীতেই নিবদ্ধ ছিল, তাহা এখন গবর্ণমেণ্টের শাখা প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ফলে, বেশী হারে অবৈধ সুদ লওয়ার যে কারবার চলিত তাহা বন্ধ হইয়া যাইতেছে। দেনা-পাওনার কারবার এখন দেশের সর্ব্বত্রই চলিতে পারিবে; ব্যবসাদার, চাষী, গৃহস্থ প্রভৃতি সকলেরই খুব সুবিধা হইবে, এবং প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যে একটা অভিযোগ হইত যে ইহার কোন শাখা প্রতিষ্ঠান না থাকায় বড় অসুবিধা হয়, তাহা দূর হইবে। প্রথমে গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কগুলি সব লোকের সুখ সুবিধা ভাল ভাবে দান করিতে পারে নাই, কিন্তু আজকাল যেরূপ ভাবে কাজ আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে এই সমুদায় ব্যাঙ্কের দ্বারা দেশের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যবসায়ীর বিশেষতঃ যাহারা পল্লীগ্রামে ব্যবসায় করে, যত বড় ধনীই হউক না কেন, সব সময়ই হাতে দরকার

মত টাকা থাকে না, এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়মিত ভাবে পরিচালনের নিমিত্ত তাহাদিগের আগাম টাকা প্রাপ্তির দরকার হয়। মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক তাহাদিগের এই অভাব দূর করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী টাকা ধার দিতে পারিবে। কাজেই মফঃস্বলের ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে ইহা যে একটী উপকারী বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় কোন ব্যাঙ্ক দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, দেশীয় ব্যাঙ্ক দ্বারাই লোকের কাজ চলিত। প্রত্যেক বড় বড় সহরে ইহাদের প্রতিষ্ঠান ছিল এবং হুণ্ডি দ্বারাই বিনিময়ের কার্য্য বেশী চলিত। ধাতু মুদ্রার প্রচলন খুব কমই ছিল কিন্তু হুণ্ডির অভাব হইলে মুদ্রা ব্যবহারের প্রয়োজন হইত এবং ১০০০৲ টাকা বা ৫০০৲ টাকা একটী ব্যাগে পুরিয়া যায়গায় যায়গায় পাঠান হইত। কিন্তু ইহাতে শিল্প-কারগণ সব সময়ে তাহাদের কার্য্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ টাকা পাইত না এবং কোম্পানীর কাগজ বা হুণ্ডি প্রভৃতি কিনিতে বাধ্য হইত। কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট বা কোন বাণিজ্য কার্য্যালয়ে টাকার চালান দিতে বুলিয়ন দ্বারা খুব কমই হইত। মাত্র কলিকাতার নিকটবর্ত্তী যে সব স্থানে যাতায়াতের সুবিধা ছিল, তথায় অন্যরূপ ব্যবস্থা ছিল। মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে নীল এবং রেশমের ব্যবসায় চালাইবার জন্য কলিকাতা হইতে প্রচুর পরিমাণ টাকা আগাম পাঠাইতে হইত।

চাহিদা অনুসারেই সকল দেশে বিনিময় কার্য্যের তারতম্য হইয়া থাকে। কাজেই চাহিদার তারতম্য অনুসারে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ভাল ভাবে পরিচালনের জন্য ব্যাঙ্কসমূহেও উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন থাকা চাই।

গত ১৯২১ এর বগলে জানুয়ারী হইতে বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক সকল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যে ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে দেশের পক্ষে ভালই হইয়াছে। এইরূপ কেন্দ্রীভূত হইবার কথা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই আলোচিত হইত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল-ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ রিক্‌সন্ এই সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। পরবর্ত্তী সময়েও অনেকবার এই বিষয়ে আলোচিত হইয়াছিল, কিন্তু কোন সুফল হয় নাই।

তারপর ১৯১৩ সালে চেম্বারলেন কমিশনে পুনরায় এই বিষয় আলোচিত হয় এবং সুখের বিষয় যে ইহা পরে ফলবতী হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ দমন করিতে যেরূপ অর্থশ্রাদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই অর্থের 'কামবেনু' স্বরূপ স্বদেশের ব্যাঙ্কগুলির উন্নতিবিধানে যত্নশীল হইয়াছিল; কিন্তু পুনরায় জার্ম্মাণযুদ্ধের পর হইতে সারা দেশময় যেরূপ ভাবে অর্থবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে লোকের অনেক জ্ঞান হইয়াছে, এবং দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা সার্থক হউক।

'লেপো মারে দহ'

"দুঃখহরণ সমিতিতে আপনার কোন ইণ্টারেষ্ট আছে কি?"

"দেখুন, ঐ সমিতিতে আমি মোটা রকম টাকা দান করেছি বটে, কিন্তু সেটাও ইণ্টারেষ্ট সমিতির কর্ম্মকর্ত্তারাই উপভোগ করেন।"

শ্রীভূতনাথ দত্ত

নারীর কথা

নারীর গতি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

আজ কাল পত্রিকা খুললেই দেখতে পাই নারী জাগরণ নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলেছে। অনেক নির্ব্বাকের মুখ ফুটে ভাষা প্রকাশ হয়েছে এ সত্য কথা। দেখতে পাচ্ছি পুরুষ একদিকে আর মেয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে চোখা চোখা বাক্য বাণে বিদ্ধ করছেন, দুজনেই দুজনকে ছোট করতে চান এ কথা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না।

অবশ্য কে বড় কে ছোট সে বিচার করতে যাওয়াই মূর্খের কাজ, কেন না সৃষ্টি ও লালনে উভয়েরই সমান আবশ্যকতা আছে। এ রকম জায়গায় কেউ যদি বলেন আমরা আর একজনকে বাদ দিয়ে সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে চাই সেটা বাস্তবিকই অসম্ভব না হলেও সুখ ও স্বচ্ছন্দতা যে তার মধ্যে নাই এ কথা বোধ হয় বলা চলে।

আজ দারুণ উত্তেজনা বশেই মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন—আমরা মা হতে চাইনে, পুরুষও কেউ কেউ বলছেন আমরাও স্বামী হতে চাইনে। হয় তো জিদ রাখবার জন্যে কেউ কেউ নিজেদের কথানুসারেই চলবেন, কিন্তু তাতে নিজেদের সৃষ্টির আনন্দ হতেই যে কেবল বঞ্চিত করা হবে তা নয়, নিজেদের অনেকটা ব্যর্থও করা হবে।

সৃষ্টির মধ্যে বিরাট বিপুল আনন্দ আছে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। মা বাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়, সেই জন্যেই আজ এই নারী প্রগতির যুগে পুরুষ ও মেয়ে দুজনেই দুজনকে এড়িয়ে চলতে চান।

মেয়ের পক্ষে একটা মস্ত বড় নজির রয়েছে তারা বহুকাল ধরে পুরুষদের সকল রকম অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করছে। গর্ত্তে সাপ নিশ্চিন্ত ভাবেই থাকে কিন্তু যদি তাকে অনবরত খোঁচানো যায় সে ফোঁস করবেই—হয় তো দুই একটা ছোবলও দিতে পারে তাতে বৈচিত্র্য তো কিছু নেই। এ দেশের মেয়েরা অনেক কলে ধরে নীরবে সবই অত্যাচার সয়ে যাচ্ছেন, অনেক সময় সইতে না পেরে আত্মহত্যাও করেছেন তবু মুখ ফুটে নিজেদের অভাব অভিযোগ বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে যান নি। এ রকম কথাও শুনতে পাওয়া গেছে—মেয়েরা অনাবশ্যক বোঝা মাত্র, সেই জন্যই বাঙ্গালী পুরুষ আজও অনেক জায়গায় অসঙ্কোচে বলে থাকেন "পথে নারী বিবর্জ্জিতা।"

আজ মেয়েরা অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করে ঘরের আগল ভেঙ্গে বার হয়ে পড়তে চান, নিজেদের অভাব অভিযোগ সকলকে জানাতে চান। আজ তাঁদের আর কোনও রকমে বাধা দিয়ে রাখতে পাচ্ছে না।

সাময়িক উত্তেজনার বশে কেউ কেউ বলেছেন পুরুষদের ঘরে চাবকে দিতে হবে—আমরা মা হব না, অবশ্য এ সব কথা এ দেশের মেয়েদের মুখে যে সাজে না এ কথা বলব। বৈদেশিক এই ঝড় কি এ দেশেও এসে পৌঁছেছে? যে দেশে এই ঝড় বয়ে সব কিছু ধ্বংস করছে বলেই আমরা মনে করছি,—আমাদের দেশেও এ ঢেউ এসে পৌঁছালে কিছু থাকবে না, এ দেশের বৈশিষ্ট্য তাতে চূর্ণ হয়ে যাবে।

হয় তো এ রকম উত্তেজনাপূর্ণ কথা এ দেশের মেয়েদের মুখেও প্রকাশ হতো না—যদি তাঁরা সকলের কাছে সহানুভূতি পেতেন। একটী মেয়ের মুখের কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের হাজার হাজার পুরুষ গর্জ্জে উঠেছেন—স্ত্রী স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এঁদের কথা এই—পুরুষ যা খুসি তাই করতে পারে, তা বলে নারী পারবে না, অর্থাৎ পুরুষের সাত খুন মাপ, সে ধর্ম্ম নষ্ট করুক, নিজের ইহকাল পরকাল নষ্ট করুক তবু সে পুরুষ,—কিন্তু মেয়েরা তা পারবে না। পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল হোক, সব ভেঙ্গে সে গুড়িয়ে দেবে, মেয়েদের মধ্যে থাকবে কেবল রক্ষণশীলতা,—কারণ মেয়েদের ধর্ম্মই তাই। পুরুষদের মুখে এ কথা হয়তো শোনা যেত না যদি মেয়েরা নিজেদের সব রকমে অধীন করে না রাখতেন, সমান অধিকার নিয়ে বরাবর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতেন। সেই দুর্ব্বলতার অবসরটুকু পেয়ে পুরুষ যে তাঁদের এ রকম করে নির্য্যাতন করবেন তা তাঁরা কোনদিনই নিশ্চয়ই ভাবেন নি।

কোন কোন সাম্যবাদী পুরুষ বলছেন—নির্য্যাতন কাকে বলে? মেয়েরা তাঁদের সন্তান আহার করবেন, তাঁর স্বামী পুত্রকে নিজের হাতে রেঁধে পরিবেশন করে খাওয়াবেন—তাদের রোগ হলে সেবা-শুশ্রূষা করবেন এর নাম কি নির্য্যাতন করা? তিনি নিজের প্রাণের আকর্ষণে এসব কাজ করছেন, কেউ তো তাঁকে দিয়ে জোর করে এ সব কাজ করাচ্ছে না। কিসে তিনি অধিকার পান নি; তাঁর সংসার তো তাঁরই হাতে রয়েছে, সেখানকার একচ্ছত্র রাণী তিনি নিজেই—তবু তাঁরা বলতে ছাড়েন না আমরা তাঁদের সব অধিকার হতে বঞ্চিতা করেছি, তাঁদের নির্য্যাতন করছি।"

কথাটা ঠিক সেই রকম—সিন্দুকটী তোমার কিন্তু চাবিটী আমার। তুমি সব নিয়ে ভোগদখল কর অন্ততঃ লোকে তাই জানুক—চাবিটী পাবে না কাজেই সিন্দুক খুলবার অধিকার তোমার নেই।

ভাঁড়ারের ভার মেয়েদের হাতে দেওয়া হয়েছে—মস্ত বড় অধিকার, কিন্তু যখন কোন জিনিষ ফুরায় তার জন্যে হয় তো চেয়ে থাকতে হবে—কর্ত্তার যখন খুসী হবে—মনটা ভাল থাকবে তখন এনে দেবেন।

মেয়েদের সংসার—কিন্তু সে সংসারের পরে অধিকার তাঁর কতখানি তা আজ অনেক মেয়েই ভেবে দেখেছেন। নিজেদের দুঃখ কষ্টের কথা নির্য্যাতন অত্যাচারের কথা তাঁরা এতদিন জানান নি, এবার বিশ্বের নারী সংঘবদ্ধ হয়েছে, এ দেশের মেয়েরাও তাতে যোগ দিচ্ছেন।

এ দেশের বুকে জামাইকে যৌতুক দেওয়ার প্রথা বরাবরই আছে, কিন্তু আগে যা ছিল ইচ্ছামত এখন তা দাঁড়িয়েছে প্রথা স্বরূপ। মেয়ের পিতা ধনী হলে জামাইকে ইচ্ছামত পণ দিতেন, ক্রমে সেটা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যার ফল এ দেশের প্রত্যেক পিতামাতাই ভোগ করছেন। মেয়েরা চোখে দেখছে—তাদের বিয়ে না হলে বাপ মায়ের ধর্ম্ম রক্ষা হয় না,—অনেক মেয়ে এই পণের জন্যে এ দেশে আত্মহত্যাও করেছে।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও বালিকা বধূটীকে শ্বশুরালয়ে বড় কম নির্য্যাতন সহ্য করতে হয় না, দরিদ্র বাপ মায়ের ত্রুটি ধরে পদে পদে তাঁকে নির্য্যাতন সইতে হয়। স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী ননদিনী কেউই তাকে ছেড়ে কথা বলেন না—যেন তাকে নির্য্যাতন করলেই তাঁদের প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

অনেক অত্যাচার নির্য্যাতন সয়েই মেয়েরা আজ অধৈর্য্য হয়ে একেবারে শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছাতে চান—সেখানে শান্তি নেই—আছে কেবল অশান্তি—সৃষ্টির আনন্দ নেই, আছে ধ্বংসের ভীষণ আনন্দ।

মেয়েরা পাশে থাকতে অধিকার চান, সকল মেয়েই চান না—আমরা আমাদের বাপ ভাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে যাব। আমাদের বাপ ভাই যদি বিপদগ্রস্ত, আমরা নারী বলেই তাঁদের সঙ্গে কেবল সম্পর্ক রাখবো না। মেয়েরা বাপ ভাইয়ের মেয়ে ও বোন বলেই নিজেদের পরিচয় দেবেন, পুরুষের অস্তিত্ব তাঁরা বিলোপ করে দিতে চাইবেন না। তা যদি হতো কেবল মেয়ে নিয়েই জগৎ চলত না, পৃথিবীতে আমরা এত মানুষও দেখতে পেতুম না।

যা যুক্তিসঙ্গত—যা আমাদের প্রাপ্য আমরা তাই চাই। আমরা পুরুষকে একেবারে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেব না—কারণ ওদের মধ্যে আমাদের বাপকে আমরা পেয়েছি,—সে বাপের পায়ে আমাদের মাথা রাখতেই হবে। আমাদের ভাইকে পেয়েছি যার সুখ দুঃখ আজও আমাদের বুকে এসে বাজে।

আমরা চাই ওদের সমান দাঁড়াতে—মেয়ে বলে অনেক পেছনে সঙ্কুচিত ভাবে নিজেকে সরিয়ে রাখব না, আমাদের কাজই আমাদের জয়া করে দুলবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

পুরুষ ও মেয়ে দুজনেই দুজনকে ভুল বুঝে পরস্পরকে জব্দ করবার জন্যই আজ বদ্ধপরিকর হয়েছেন, কিন্তু এতে কিছুই হবে না—বরং এতে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে ভবিষ্যৎ কল্যাণের পানে তাকিয়ে দুজনেরই বোঝা উচিত, এবং এর নিষ্পত্তি আপোষে হয়ে যাওয়াই ভাল। যে সময়টা বৃথা বাদানুবাদেই নষ্ট করা হচ্ছে—যে শক্তির ধ্বংস হচ্ছে—একত্রে মিলে কাজ করলে সেই শক্তিতে সেই সময়ে অন্য এমন কাজ করা যায় যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হয়।

মেয়েরা অনেক যন্ত্রণা পেয়েছেন—আজ যদি তাঁরা পাশে দাঁড়াতে চান বাইরের দশটা কাজ করতে চান—পুরুষের তাতে আপত্তি কিসের? মেয়েদের নামে অনর্থক কলঙ্ক রটনা না করে স্থিরচিত্তে তাঁদের বিবেচনা করতে বলি। মেয়েদের শুধু সিন্দুকটী দিলেই চলবে না, খুলবার জন্যে চাবিও দিতে হবে। আজও যে পণ প্রথা চলে আসছে তার উচ্ছেদ করতে হবে, স্ত্রীকে কেবল স্ত্রী বলেই নয়—জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করতে হবে;—কেবল সংসারের যন্ত্র ভাবলে চলবে না—সংসারের মধ্যে তার আসন কোথায় সেটা নিজেও অন্তরে ঠিক জানতে হবে।

যে দিন তাঁরা বুঝবেন স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচারিতা নয় সেদিনে জীবনযাত্রার পথ সরল সুগম হবে—তার আগে হবে না। নির্জ্জীব সাপের লেজে জোরে পা দিয়ে চাপ দিলে সে উল্টে ছোবল মেরেই থাকে তাতে বৈচিত্র্য নেই, আর তাই নিয়ে আর পাঁচ জনের চীৎকার করবারও দরকার দেখিনে। সবলের অত্যাচারে অত্যাচারিতা অভাগিনীদের চোখের জলে আজ বান ডেকেছে, দীর্ঘনিঃশ্বাসে ঝড় এনেছে, সারা দেশ আজ তাই টলমল করছে। মেয়েরা বলবেন—মেয়েরা সমান অধিকার পেতে চান—দয়ার দানে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে চান না। আমরা অত্যাচার অবিচার সইব না; ততক্ষণ আমরা মাথা নিচু করে থাকব যতক্ষণ জানব দোষ আমাদের ত্রুটী আমাদের—যখন দেখব—বিনা দোষে আমাদের নির্য্যাতিতা হতে হয় তখন আমরা নিশ্চয়ই মাথা তুলে তার প্রতিবাদ করব।

বৈদেশিক ভাবে আমরা নিজেদের চিন্তাধারাকে পুষ্ট করব না যে আমরা মা নই—স্ত্রী নই—কন্যা নই—ভগ্নী নই—আমরা নারী আমাদের জগৎ আলাদা।

মেয়েদের জগৎ আলাদা হলেও এ দেশের জল হাওয়া মেয়েদের আদর্শ মা, আদর্শ বোন, আদর্শ কন্যা ও আদর্শ স্ত্রী হতে প্রবৃত্তি দেয়—মেয়েরা সেই প্রবৃত্তি অনুসারে চলবেন, প্রাণপণে নিজেদের ধর্ম্ম রক্ষা করবেন—অন্যায়ের বিপক্ষে মেয়েরা দাঁড়াবেন। পূর্ব্বেই বলেছি ততক্ষণই মেয়েরা নতশিরে থাকবেন যতক্ষণ নিজেদের ত্রুটী বুঝবেন—নইলে মেয়েরা তফাতেই সরে যাবেন।

এ দেশের মেয়েরা কোনদিনই ভুলবেন না তাঁরা পুরুষ নন। নিজেদের বৈশিষ্ট্য অটুট রেখে চলার পথে তাঁরা চলবেনই, কেউ সে গতিতে বাধা দিতে পারবে না।

"সমাজে নর ও নারী"র সমালোচনা

শ্রীযুগলকিশোর চট্টোপাধ্যায়, বি, এস-সি

গত ৪৯শ সংখ্যা "নবশক্তিতে" শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী "সমাজে নর ও নারী" শীর্ষক প্রবন্ধে পুরুষকে অনেকভাবে দোষী করিয়া নারীকে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সহিত সমভাগিনী করিবার জন্য অনেক কথা লিখিয়াছেন। অবশ্য এমন অনেক কাজ আছে যেখানে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার পাওয়া উচিত; কিন্তু নারী ভুলের বশে পথভ্রষ্ট হইলে আমাদের সমাজ যে সে নারীকে আর স্থান দেয় না তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। বিবাহিতা যুবতী নারী যদি একদিনের জন্যেও পথভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার ফলে চিরকালের জন্য সেই নারীর স্বামীর বংশ অন্য বংশ হইয়া যাইতে পারে! ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। অবিবাহিতা এবং বিধবা যুবতীরও পথভ্রষ্ট হওয়ার ফলেও বহু জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমাজে জারজ সন্তানের স্থান কোথায়? আমার মনে হয় পূর্ব্বের মত অষ্টাদশ প্রকার বিবাহের রীতি পুনঃপ্রচলিত না করিলে লেখিকার যুক্তি কার্য্যতঃ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু পুরুষেরা পথভ্রষ্ট হইলে চিরকালের মত সমাজে এত বড় একটা কলঙ্ক থাকে না। নারী এবং পুরুষের মধ্যে শরীরের গঠনে ও মনের ভাবে যে বিভিন্নতা আছে তাহাই এখানে বাধাস্বরূপ হইতেছে। অবশ্য তাই বলিয়া পুরুষের এ দোষকে মোটেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। "ছেলে মেয়ে দুজনকেই সমান দণ্ড দিতে হবে"—এ মত সর্ব্ব বিষয়ে সমর্থন যোগ্য। পথভ্রষ্ট ছেলে-দিগকেও যদি মেয়েদের মত দণ্ড দেওয়া হয় তবে আমাদের দেশে এ পাপ কার্য্য অনেক কম হইবে। পুরুষেরা একটা দোষনীয় কার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পাইলে, মনের আনন্দে আবার সেই পাপ কার্য্যে রত হয়। কিন্তু উহাদের পক্ষেও যদি আদর্শ দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে তবে তাহাদের দণ্ড দেখিয়া অপর পুরুষেরা সহজে পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিবে না। খুনীকে যদি ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকিত তবে দেশে খুনের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইত! ভুলবশে দোষ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুরুষ ও নারীর মধ্যে কাহারও সে দোষ খণ্ডন করা যাইতে পারে না। সে সুযোগও তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নয়।

সমাজে বিচারের ভার শুধু পুরুষের হাতে আছে সত্য; তাঁহারা পুরুষের মন দিয়াই এবং পুরুষের চক্ষে দেখিয়াই পুরুষ ও নারীর দোষের বিচার করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সুশিক্ষিতা বহুদর্শিনী নারীর পরামর্শে বিচার করিলে যে কিরূপ বিচার হইবে তাহা অবশ্য আমাদের এখনও জানা নাই। তবে তাঁহারা যদি পথভ্রষ্টা নারীদিগকে সমাজে আবার স্থান দেওয়ার মত দেন তবে সে পরিবর্ত্তন সমাজ চায় না।

নরকপুরীগুলির ধ্বংস হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয় এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বিচার্য্য যে নরকপুরীগুলির ধ্বংস হইলে আমাদের দেশের বিশেষতঃ বাঙ্গালার সাধারণ গরীব গৃহস্থের অসহায়া দুর্ব্বলা নারীগণ কতটা নিরাপদে থাকিবেন। আমাদের দেশে স্বামীর সাহসের ও বীরত্বের কথা কাহারও অবিদিত নাই।

টাকার টান

(এক দৃশ্য নাটিকা)

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র

পাত্র পাত্রীগণঃ—
নবীন বাবু
স্ত্রী
জীবন—নবীনবাবুর পুত্র
সুরেন— „ ভৃত্য

(বৃদ্ধ নবীন বাবু রোগশয্যায় শায়িত, স্ত্রী ও পুত্র বিমর্ষ-মুখে কাছে বসিয়া আছে।)

নবীনবাবু—উঃ আঃ—

জীবন। কি কষ্ট হচ্ছে বাবা, একটু বেদানার রস দেব কি?

ন। নাঃ, কষ্ট তেমন কিছু হচ্ছে না, তবে তোমাদের ভাবনাই আমাকে—

জী। তার জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ত আপনাকে বল্‌ছি যে আপনার কথামতই চলব।

ন। তাত বুঝছি বাবা, কিন্তু ওই বদ্‌মাইস জোচ্চোরগুলোর সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে কিনা, এই ভাবনাই আমাকে অস্থির করে তুল্‌ছে।

জী। কেন তারা জোচ্চুরি করবে বাবা? যখন টাকা ধার নিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই ফেরৎ দেবে।

ন। হাঁ, হতভাগারা দেয় বটে! একবার টাকা নিয়ে যেতে পারলে হয়, তারপর আর ফেরৎ দেবার নাম করবে? হয়েছে আর কি! অমন দুঁচো জাত কি আর আছে? টাকা আদায় করবার জন্যে মামলা মকদ্দমা করতে করতে হায়রাণ হয়ে গেছি; কত টাকাই যে খরচ করেছি তার কি আর হিসেব আছে? আহা সে টাকাগুলো যদি আজ থাকত! উহুহু, আবার সেই বুকের যন্ত্রণাটা—

(নবীন ছাড়াছাড়ি একটা ঔষধ লইয়া বুকে মালিস করিতে লাগিল।)

স্ত্রী। যন্ত্রণা তো হবেই। কেবল কথা, কেবল কথা, একদণ্ড ত চুপ করে থাকবে না।

জী। (মালিস করিতে করিতে) আপনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকুন, না হলে হয়ত বেড়ে যাবে।

(কয়েক মিনিটের জন্য সব নিস্তব্ধ)

ন। হুঁ, আমার চুপ করে থাকবার জো আছেই বটে। বাবা জীবন, তোমার মা ত বলবেনই 'কেবল কথা, কেবল কথা,' ওঁকে ত আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়নি, যাঁকে হয়েছে, তিনিই জানেন। উনি আর টাকার মর্ম্ম কোথা থেকে বুঝবেন!

স্ত্রী। তা নেই বুঝি, তা বলে কি ওই এক কথাই দিনরাত বলতে হবে, আর কি অন্য কথা নেই?

ন। তা বটে। কিন্তু এতদিন ওই এক কথা ছেড়ে যদি অন্য কথা ভাবতুম, তাহলে এই যে দুদশ গণ্ডা রেখে যাচ্ছি, তার রেখে যেতে হত না। আমার বর্তমানে তখন তোমায় ছেলের হাঁটি ধরে পথে দাঁড়াতে হত, কি করে—

স্ত্রী। বাবা, আপনার ওষুধ খাবার সময় হল, দেব কি?

ন। দাও, কিন্তু মিথ্যে আর ওতে টাকা খরচ করে লাভ কি? যখন প্রাণের আশাই নেই তখন—

স্ত্রী। ওকি বলছেন আপনি? কে বলে আপনাকে ও কথা? এই কাল ডাক্তার বাবু বলেন যে—

ন। থাক থাক, আর ডাক্তারের নাম করো না। ওতবার আসেন ততবারই দুটাকা করে নিচ্ছি। বাপরে বাপ! টাকা বলে টাকা! যেন হরির লুট ছড়াচ্ছে। পোড়া গাঁয়ে একটা হাতুড়ে বদ্যিও নেই যে দুচার আনাতে সারা যাবে। আর দুদশ দিন এমন ভাবে পড়ে থাকলেই হয়েছে আর কি।

স্ত্রী। তা ভারী অসুখ হলে না দেখালে চলবে কি করে? খরচ হলেও ত উপায় নেই। প্রাণ বড়, না টাকা বড়? নিন, ওষুধটা খান। (ঔষধ খাওয়াইয়া দিল)

ন। তাইত বলছি বাবা, সবই অদৃষ্ট। না হলে আমারই বা এমন কঠিন অসুখ করবে কেন? কত লোকের ত হাঁচ্চ মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু আমার ভাগ্যে তা হোল না, হলে এতগুলো টাকা জলে পড়ত না। সবই অদৃষ্ট। হাঁ দেখ বাবা, আর ডাক্তার বাবুকে আনিয়ে কাজ নেই। আমি বেশ সুস্থ আছি আমার মনে হচ্ছে এসেটে। অনর্থক আর খরচ করে লাভ কি? আর একটা কথা, দেখ আমার শ্রাদ্ধ পাছিতে বেশী খরচ করবে না, গাঁড়ার—

স্ত্রী। ও সব অলক্ষণে কথাগুলো কি না বলেই নয়?

ন। না বলে উপায় কি আছে? জীবনকে ছেলে মানুষ পেয়ে ব্যাটারা সব ঠকিয়ে নেবে। দেখো বাবা, পাড়ার কথা শুনে অনেক কিছু করতে বলবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তুমি তাদের কথা কানে তুলো না। তাদের আর কি, তাদের ত আর গাঁটের পয়সা খরচ হবে না, খেতে পাওয়াটাই দায় কিনে গয়ের উপর দিয়ে ছুঁচার রেজার চোখ চোখ খাওয়াটা চলে যায়, এ তাদের চেষ্টা, তাদের মিষ্টি কথাতে যেন ভুলো না। হাঁ হাঁ একবার ঘুরোটাকে ডাকত, ব্যাটা যে বেলো যাবকে ডাকতে গেছল, তার কি হল? একবার দেখত বাবা।

(জীবন ছুটিয়া গেল)

বেলো ব্যাটা যে কবে পাঁচ টাকা নিয়েছে, তার ঠিক নেই। সুদের কুড়ি টাকার মধ্যে মাত্র ছটাকা দিয়েছে, আর সবই বাকী ব্যাটাদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা যায় না। জীবন যে কি করে পারবে, তাই ভাবি।

(জীবন ও ঘুরেন প্রবেশ করিল)

হাঁরে ঘুরো, কি করছিলি এতক্ষণ? তোকে যে বেলো যোমক ডাকতে পাঠিয়েছিলুম, কি হল তার?

ঘু। তার বাড়া গেছলুম বাবু, তার ছেলে বল্লে যে সে নাজন করতে গেছে।

ন। নাজন করতে গেছে শুন? দুই অমনি ফিরে চলে এলি? আচ্ছা বুদ্ধি তোর বটে। বেন মাঠে

—গ ণ-ম ত—

উত্তর

প্যারাফিন Standard oil Co of New York, 6 Church Lane, Calcuttaতে খুব ভাল পাওয়া যায়।

শ্রীমমরেন্দ্রনাথ চট্টরাজ
সুন্দরপুর, বাঁকুড়া।

গত ২৩ শে বৈশাখ নবশক্তিতে প্রকাশিত শ্রীকুলেশলাল সেন মহাশয়ের প্রথম দুইটি প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দিতেছি:—

১। নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি 'হস' শক্তি সম্পূর্ণ বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত।

চিত্রা, ছবিঘর, হাওয়ালোক, পো হাউস, পূর্ণবিনোদিনী থিয়েটার, বঙ্গমহল, এবং ভূপিটার সিনেমা এণ্ড ভ্যারাইটিজ প্যালেস। ইহা ব্যতীত হাওড়া, শালিখা, ও বেহালার বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত নিম্নে বায়স্কোপ 'হস' আছে। যথাক্রমে ইহাদের নাম—হাওড়া সিনেমা, নাট্যপীঠ এবং সুচিত্রা। মোর থিয়েটার এবং নিউ এম্পায়ার ব্যতীত বাকিগুলি অন্যান্য ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত।

২। যে কোন খাবার জিনিষ পোড়া লাগিয়া যাইলে, দুই চারিটা আম পাতার দ্বারা তল্প ঘিঃ করিলে বা খুব গরম থাকিতে থাকিতে উহাতে আম পাতা নাড়িয়া দিলে পোড়া গন্ধ দূর হয়। ইহা পরীক্ষিত ইতি—

শ্রীঅজিত কুমার বসু
৪১ হিউম পাইপ রোড।
রমদেরপুর, টাটানগর।

হাঁপানির ঔষধ।

গত ২৯ চৈত্র ১৩৩৮ সালের ২৩শে চৈত্রের নবশক্তিতে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র দাস মহাশয় হাঁপানির কোন ভাল ঔষধ পাওয়া যায় কিনা জানিতে চাঁহিয়াছেন। সে কারণ জানাইতেছি যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহিষাদল পরগণাস্থিত বাগরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নিতাই চাঁদ ধানা মহাশয় হাঁপানির ঔষধ জানেন, ঐ ঔষধটি বর্তমান নিবাসী ৺স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহাশয় দেশের হিতার্থে দিয়া গিয়াছেন ঔষধটি বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, রোগীকে নিজে সেখানে যাইয়া ঔষধ সেবন করিতে হয়। মূল্য প্রতি বারের জন্য ১৷০ পাঁচ সিকা দিতে হয়। এই ঔষধটী ব্যবহারে আমার অনেক আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের উপকার হইয়াছে। ইহার অনেক নিয়ম পালন করিতে হয়। নিয়ম সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে ডাক টিকিট সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন ইতি।

ই নলিনীকান্ত প্রধান
পোঃ, বটতলা, বড়মাহেতা: হাটি, ২৪ পরগণা।

২। আমি বহুদিন যাবৎ হাঁপানি রোগে ভুগিতেছিলাম। অনেক প্রকার চিকিৎসা করাইয়াও ভালো হইয়া উঠিলাম। বর্তমানে আমার একটা বন্ধুর নিকট ডাক্তার কে, বসুর হাঁপানি চিকিৎসা বিষয় অবগত হই আমি তাঁহার চিকিৎসাধীনে আছি। একটী Injectionএর পর থেকেই ক্রমশঃ উপকার পাইতেছি। এখন আমার আশা হইয়াছে যে ভগবানের কৃপায় আমি রোগমুক্ত হইব।

হাঁহার চিকিৎসা প্রণালী অতি সুন্দর; খাওয়াই ইহার প্রধান ব্যবস্থা। সাধারণ অবস্থা হাঁপানি যদি যাইলে কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিলে বাড়ে কিন্তু ইঁহার চিকিৎসা প্রণালী অন্য রকম। নবি, ডাবের জল, কমলা লেবু এগুলিই প্রধান খাদ্য। পুরিকর এবং মুখরোচক খাদ্যই ইঁহার প্রধান ব্যবস্থা।

সন ১৩৩৮ সালের ২৬ শে চৈত্র তারিখের "নবশক্তি" কাগজে শ্রীসুনীলকুমার দাসের প্রশ্নোত্তরে আমি দিয়েছি যে হাঁপানি রোগের ঔষধ আছে। "Dr. K. Bose. 5-1 Kenderline Lane, Bowbazar" এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—ি-৩১৪ রোগমুক্ত হইবেন। এ বিষয়ে আমি জোর ক'রে বলতে পারি।

আমার বাড়ী খুলনা জেলায়; সেখান হতে এ সুসংবাদ পাইয়া আমি উক্ত Dr. K. Boseএর চিকিৎসা করিয়েছি কলমাণ্ডলের উপকারের জন্য আমার এই উক্তটী মাসনার কাগজে ছাপাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং দেশের উপকার করিবেন

শ্রীপ্রিয়নাথ প্রসন্ন ঘোষ
পোঃ, চাঁইন নওয়া পাড়া
হেলা, খুলনা।

প্রশ্ন

(১)

কলিকাতায় বা ভারতের অন্য কোনো স্থানে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোন হোমিওপ্যাথিক কলেজ আছে কি? থাকিলে তাহা কোথায়?

(২)

সংস্কৃতে বেহদ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে উপাধি লাভ করা যায় সেইরূপ পাঠশালায় কোন পরীক্ষা দিয়া উপাধি পাওয়া যায় কি? পাওয়া গেলে কোথায় পাওয়া যায়?

(৩)

পাথরের কোনো যন্ত্রণা বা এইরূপ কিছু ঔষধ কাহারও জানা আছে কি না।

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
হামগড়।

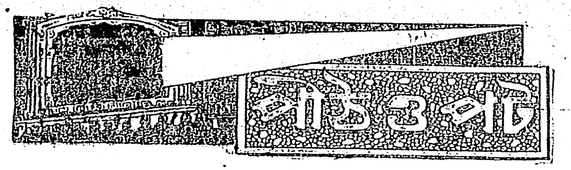

[চন্দ্রশেখর]

১। ভারতবর্ষ হইতে এযাবৎ যাঁহারা বিলাতে বা ইউরোপে ও আমেরিকায় গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কে সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিচ্ছদে গিয়াছিলেন?

২। ভারতের বাহিরে আর কোথায় কোথায় হিন্দু উপনিবেশ বা স্থায়ী হিন্দু অধিবাসী আছে? ঐ সকল হিন্দুর সংখ্যা কত?

৩। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম কোন্ সময়ে কামান বা বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ হয়? সেই সব কামান বন্দুক কি ভারতে প্রস্তুত হইয়াছিল? না হইয়া থাকিলে কোন্ দেশ হইতে আমদানি হইয়াছিল?

৪। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত কোন্ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে?

৫। পৃথিবীর মধ্যে বর্ত্তমানে রাজতন্ত্র শাসিত স্বাধীন দেশগুলির অপেক্ষা সাধারণতন্ত্র শাসিত দেশগুলির শাসন ব্যয় (cost of administration) কম না বেশী? কয়েকটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী পরিষ্কার হইবে। (১) কৃষিয়ার ও আর্জেন্টীর শাসন ব্যয় আয়ের ও কাইজারের শাসনকাল অপেক্ষা বর্ত্তমানে কম না বেশী হইয়াছে? (২) জাপান যদি এখন সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয় তাহা হইলে তাহার শাসন ব্যয়ের হ্রাস না বৃদ্ধি হইবে?

শ্রীঅতীশচন্দ্র ঘোষ
ব্রাহ্মণডাঙ্গা (যশোহর)।

সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কোন একটিকের কথা বলে (প্রায়শঃ দক্ষিণ কলমে) বহুপাঠ মানুষকে অবাক করে রাখে। নিত্যন্তন নানা বিধান আছে, কিন্তু কো-টাই দুঁচার দিনে শান্তি দেয় না। ওষাগাওোগ সমানই চলে, যা-হা মত ঔষধ প্রয়োগ চলে, ক্রমে পক্ষাধিক নিষ্কৃতি নাই। প্রাতঃ স্নান, মড়াদুধ নাস্, অনুকপালে সুপথ্যের - প্রলেপও চলে, ময়দাও চলে কেন কিসে যে হয় তা বলা কঠিন। যথার্থ ভুগছে ভুগিয়ে নিজের কার্য্য হয়ে যায়, কি ঔষধে যায় যে ভোগে তার তাতে ভ্রুক্ষেপ থাকে না। সে ভুগেই যায়।

এরোগে বোধ হয় টোটকার আশু ফলপ্রদ যাহা হউক, আপনার পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ দয়া করে, এর পরীক্ষিত কোন ঔষধের বা টোটকার কথা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করেন তো বড়ই উপকৃত হ'ব।

শ্রীরুদ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভাটীবাজার, পূর্ণিয়া।

৺নবীনচন্দ্র মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য প্রথম বাহির হইলে পর জগদ্বন্ধু ভদ্র নামক একজন ভদ্রলোক 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নাম দিয়া একখানা প্রেহসন লেখেন—কিন্তু ঐ পুস্তক আজকাল কোথায়ও দেখিতে পাই না। ঐ পুস্তক এখন পাওয়া যায় কিনা এবং পাওয়া গেলে কোথায় পাওয়া যায় এবং দামই বা কত?

শ্রীজীবনকুমার চক্রবর্ত্তী, ঢাকা।

১। বাংলা দেশে শিল্প, বিজ্ঞান, গণিত, কার ইত্যাদি শ্রেণী প্রস্তুত করিবার কোন কারখানা আছে কিনা এবং থাকিলে তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বাঁজারে পাওয়া যায় কি না?

২। এই সকল তৈয়ারী করিবার কল কোথায় পাওয়া যায় এবং তাহার মূল্য কত?

শ্রীঅনিলকুমার বসু
৩৭৩ রাসবিহারী এভিনিউ
বালিগঞ্জ—কলিকাতা।

রঙ্‌মহলে—"নারী-কি-ফুল"

বুড়ো বয়সে বিকে-থাকলা হলে হবু-বরের নাকালের যে আর শেষ থাকে না, এমন কি অবস্থা গতিকে চতুর্ভোগার বয়সে তাকে যে শূলে পর্য্যন্ত চড়তে হয়—"নারী-কি-ফুল" নামক তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ কৌতুক-নাট্যের মোদ্দা কথা হচ্ছে তাই! যুবকদের পক্ষে পরম প্রীতিকর এবং বার্দ্ধক্যাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে ভীষণ ভীতিকর এই কমিনীটিক রঙ্গ-বঙ্গের মধ্যে লুটিয়ে তুলেছেন অনৈক নবীন লেখক—তাঁর নাম শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায়। কৌতুকোদ্দীপক Situation গঠনে এই নবীন লেখকের যে ক্ষমতা আছে তা "নারী-কি-ফুলে"র একাধিক অঙ্কাঙ্কে পরিস্ফুট হয়েছে। তবে লেখকের ভাষা খুব নরম নয়; সেই কারণে অধিকাংশ ভায়গাতেই রঙ্গসৃষ্টি করতে তিনি আশানুরূপ সফল হন নি। প্রথম রচনা হিসাবে অঙ্ক লেখকের এই প্রচেষ্টা উৎসাহ পাবার যোগ্য।

এই ছোট প্রহসনখানির অভিনয় করতে রঙমহলের কর্তৃপক্ষ প্রশংসনীয় আঁট-ঘাট-সমাবেশ করেছেন। "নারী-কি-ফুলে"র প্রধান চরিত্র বকাইয়া। এই ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে নামেই 'কার্ত্তিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। কার্ত্তিক বাবুর হয়া ভনরের মধ্যে ইউরোপীয়ান finesse না থাকলেও তা' দর্শক-সাধারণকে যথেষ্ট আনন্দ দেয় এইখানেই হয়াভিনয়ের সার্থকতা। মহাবুর চরিত্রটির মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সেই কারণে এই ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়ের অভিনয়ও হয়েছে বিশেষত্ব বর্জ্জিত। শ্রীযুক্ত তারাজ ভট্টাচার্য্যের মিস্কীন মহাজনও ঠিক এই কথাই বলা যায়। তবে তরুণ প্রেমিক হিসাবে তাঁকে মানিয়েছে ভাল। মিস্কীনের মত দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে নাটকীয় অবাক্ষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মত ছেলেছোটের পাহারাদার পরিধান কিন্তু শোভন ও সঙ্গত হয় নি। আমাউল্লার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাস অসনাক্ষ এবং অভিনয় হয়েছে প্রশংসনীয় নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। নাট্যামোদীরা এই অভিনেতাটির ভবিষ্যতের উপর লক্ষ্য রাখলে ভাল করবেন। কেননা অচিরেই ইনি আরো উন্নতি করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। টাইপ-চরিত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছে শ্রীযুক্ত বিমল মজুমদারের হকিম-শিষ্য। তারপর যথাক্রমে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত হরেন রায় (হকিম), শ্রীযুক্ত মৃণাল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অধিভূষণ সান্যাল (উকিলদ্বয়), এবং শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (কোতোয়াল) নাম। পর্দায় বেশী শ্রীযুক্ত জ্ঞান বন্ধের গাওয়ানি আমরা উপভোগ করেছি।

স্ত্রী-ভূমিকাগুলির মধ্যে নৈপুণ্য প্রকাশের বিশেষ কোন অবকাশ নেই: তবে হেনার ভূমিকায় শ্রীমতী সরযুবালা হাল গান গেয়েছেন এবং জুলেখা ও মনিয়ার ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী শেফালিকা ও শ্রীমতী চারুবালার অভিব্যক্তি নিন্দনীয় হয় নি। মেয়েদের সমবেত মৃত্য-গীতগুলি আমাদের ভাল লেগেছে। সুর-সংযোজনার দিক দিয়ে "নারী-কি-ফুলে"র গানগুলি বেশ উৎরে গেছে। দু'একটী গানের কথার মধ্যেও কাব্যরসের (বিশেষতঃ গানে যা' একান্ত প্রয়োজন) সন্ধান পেয়ে আমরা খুসী হয়েছি।

কুশীলবদের সাজ-পোষাকে কর্তৃপক্ষ বথেষ্ট মর্থব্যয় করেছেন। তবে এই সাজ-পোষাকের সঙ্গতি-সাধনে "নারী-কি-ফুলে"র প্রযোজকরা কেউ মস্তিষ্ক ব্যয় করেছেন বলে বোধ হ'ল না। ফলে মুসলমানী বাগদা-নায়কামার মধ্যে হিন্দুস্থানী ও গাঙ্গনী শাড়ী বেশ বেমালুম ঢুকে পড়েছে। দৃশ্যপট সম্বন্ধেও অনুরূপ কথাই বলা চলে। উপরন্তু "নারী-কি-ফুলে"র জন্যে রঙমহলের কর্তৃপক্ষ একখানি দৃশ্যপটও নূতন করে আঁকান নি। দৃশ্যপটগুলির মধ্যে পার্শ্বোপবনের দৃশ্যটি আমাদের ভাল লেগেছে। আর সব চেয়ে কদর্য্য হয়েছে আমীরউল্লার গৃহ সংলগ্ন উদ্যানের দৃশ্যসজ্জা। এই ধরণের দৃশ্যসজ্জার যুগ অনেক দিন অতীত হয়ে গেছে বলে আমাদের বিশ্বাস ছিল।

"নারী-কি-ফুলে"র উদ্বোধন-রজনীতে নাটকাভিনয়ের পাঁচ বছরের শিশু-পুত্র একটি গানের সঙ্গে তবলা বাজিয়ে সমবেত সকলকে চমৎকৃত করেছে। এতটুকু ছোট ছেলের এমনি ধারা বাদন-নৈপুণ্য নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত আমরা এই বালকের দীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি।

সাংবাদিকরা কি করবে?

গত সংখ্যায় আম। বরর দিয়েছিলুম যে "নারী-কি-ফুলে"র নায় রচয়িত্রীর নাম শ্রীমতী কমলা দেবী এবং আর পাঁচজনের মধ্যে প্রহসনখানি

নিউ রোল্ড গোল্ড ওয়ার্কস্



যাঁহারা এতদিন বাজারের নানারূপ "মেটেল" ও "গোল্ড" নামধারী জড়ত "গিল্টির" ও "কেমিকেলের" গহনায় ইতিমধ্যে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার আমাদের শোরুমে পদার্পণ করিয়া ৫ বৎসরের গ্যারাণ্টিযুক্ত "আসল রোল্ড গোল্ডের গহনা" দেখিয়া যান ও ক্যাটালগ লইয়া বিস্তারিত জানুন। ইহা অষ্ট প্রহর ব্যবহারেও চিরদিন মিনির ন্যায় উজ্জ্বল থাকিবে। ১। হাই পালিশবিশিষ্ট ও সর্ব্ববিষয়ে খিনী সোনার সমকক্ষ—৮৮ হইতে ৩০ নম্বর মবচেন (muff chain) ১ ছড়া ১৫৲ হইতে ১৫৲ টাকা। ঐ ছোট—৬৲ টাকা। ২। ঐ ভারীচুড়ী প্রথম প্রতি সেট ৮ গাছা ৮৲ টাকা, ঐ ছোট প্রতি সেট ৬৲। ৩। ঐ প্লেন ব্যাঙ্গেল (বালা) প্রথম প্রতিজোড়া ৫৲ ঐ ছোট প্রতি জোড়া ৩৲। ৪। ঐ বোতাম একসেট ৩৷০ টাকা। ৫। ঐ কানের চল লিপ প্রতি জোড়া ৩৲ টাকা। ৬। লেসপিন ১টি ৩৲। ৭। ব্রুচ—প্লেন ১টি ২৲ টাকা। ৮। আংটী ৩৲। ৯। মাথার ক্লিপ ১টী ৩৲ টাকা।

প্রোঃ—বি, এন, মুখার্জ্জী, ১৭৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঙমহলে অভিনীত হবে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায় তাঁর রঙমিস্ত্রী এবং গত সংখ্যার "নবশক্তি" যেদিন বেরুল "নালী-কি-মুলে"র উদ্বোধন-অভিনয় হ'ল তার পরদিন অর্থাৎ গত শনিবার। পাঠকবর্গের স্থবিধে এমনি-ধারা ভুল খবর সরবরাহ করার জন্যে আমরা অবশ্যই লজ্জিত; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই লজ্জার মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে আমাদের বিশ্বাস। কেননা খবরটি আমাদের নিজেদের তৈরী নয়, রঙমহলের একটিক বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের মুখ থেকে শুনে আমরা তা পত্রস্থ করেছিলুম এবং এ বিষয় উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল "নালী-কি-মুলে"র উদ্বোধন-অভিনয়ের মাত্র দু'দিন আগে। এ অবস্থায় সংবাদিকরা কোন্ পথে চলবেন? কাঁগজ-কলমে না দেখলে থিয়েটারী কর্ত্তাদের কোন কথাই কি আমরা অতঃপর বিশ্বাস করব না? অথবা তাঁদের আমরা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলব? এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

হাসির উৎস শুকিয়ে গেছে?

বাঙলা থিয়েটারে নূতন প্রহসনের অভিনয় একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে বল্লেই চলে। ১৯৩১ সালে তাঁর একখানি ("মুক্তি") এবং মিনার্ভা দু'খানি ("ধর পাকড়" ও "কলির সমুদ্র মন্থন") নূতন প্রহসন খুলেছিলেন। এ বছর রঙমহলের "নালী-কি-মুলে"ই বাঙলা থিয়েটারের একতম নূতন প্রহসন অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় এরূপ নব যে বহুদিন চাহিয়া আছে তা এখানকার রঙ্গালয়গুলিতে যিনি মাঝে মাঝে পদার্পণ করেন তিনিই জানেন। এ অবস্থায় নূতন প্রহসনের অভিনয় করতে অধিকাংশ সম্প্রদায়ই যে কেন উদ্যোগী হ'ন না তা আশ্চর্য্যের বিষয়। "নালী-কি-মুলে"র উদ্বোধন-রজনীতে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রঙমহলের প্রেক্ষাগারে দেখলুম। তিনিও কি আজকাল নাট্য-রচনা ছেড়ে পাট-মাফিকের হিসাব-পত্রে মনোনিবেশ করেছেন? বাঙালী তার কর্ম্মজীবনের অবসর কালে একটুখানি প্রাণ খুলে হাসতে চায়, সে তৃপ্তির দেবার লোক কি বাঙলার রঙ্গভূমিতে আজ কেউ নেই?

নিত্য বহি আত্ম-অপমান

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী সেখানার ভাবে প্রস্থানে যোগ দেবার পর থেকে স্থানে-অস্থানে জানিয়ে এসেছেন যে তিনি ব্যবসাদার নন। এই ব্যবসা-বুদ্ধির অভাবই তিনি যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাট্যমন্দিরের কোন উন্নতি করতে পারছেন না—এ কথাও পাকে-প্রকারে বলতে তিনি ভোলেন নি। শিশিরকুমারের এই প্রয়োজনীয় বুদ্ধিটুকু নেই বলে তাঁর যেসব "আসল-বন্ধু" আক্ষেপ করছেন নিম্নলিখিত দুরাত্মটুকু পড়ে তাঁরা বুঝতে পারবেন (এবং বুঝে নিশ্চয়ই উল্লসিত হবেন) যে কা-পাখানির জন-হাওয়ার গুণে অধ্যবসায়ী ভাদুড়ী-মশায়ও হাতাহাতি কেমন চতুর ব্যবসাদার হয়ে উঠেছেলেন। আমরা শ্রীমতী পবিত্রা দেবীর "মার্ফিতে ক'মাস" থেকে নীচের দুস্তাটুকু উদ্ধৃত করলুম—

"আমরা সিটি হলে এসে উঠলাম, হলের সামনে খুব আশ্চর্য্য রকম ভীড় হয়েছিল ও বেশ জমজমাট ব্যাপার বোঝাচ্ছিল। ইহা ধন্য করলাম আমাদের মধ্যে শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী উষা, শ্রীমতী কমলা ও রাধাচরণ কাঁকা নেই। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তাঁদের খবর জিজ্ঞেস করলাম; সবাই বল্লে আমি না—বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই। অচেনা দেশ—কি হলো ভেবে আমি ত খুব চিন্তিত হয়ে উঠলাম, কোথায় কত লোক পাঠাতে অনুরোধ করলাম। ওমা, তারপর আমাদের অভ্যর্থনা শেষে শুনলাম ওঁদের দরুণ ফিরিয়ে দাঁড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ ওঁদের মেয়েদের চেহারা নাকি এমন যে, তা দেখলে ক্ষতি হবে। শুনে লজ্জায় মর্ম্মাহত হয়ে পড়লাম। যিঃ ইমিচি বিদেশী তিনি এ প্রস্তাব করতে পারেন, এঁদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই, কিন্তু কাকাবাবু (অর্থাৎ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী) এ কথায় কেন রাজী হলেন, তিনি সম্পাদকের নামে এই অপমান কেন মাথায় করে নিলেন! এই ব্যাপারটা আমায় ভারী মর্ম্মাহত করেছে। এটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।"

আমরা নিজেরাই নিজেদের কি ভাবে নিত্য অপমান করতি ওপরের বৃত্তান্তটুকুই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাই হোক এই লেখাটুকুর মধ্যে শ্রীমতী পবিত্রাদেবীর হৃদয়ের যে মাধুর্য্য এবং আত্মসম্মান বোধ প্রকাশিত হয়েছে সে জন্য তাঁকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চন্দন ও বন্ধন

জনৈক সমালোচক বলছেন—"পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের পরে নতুন কোন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়েছে বলে মনে হয় না। আর যা হয়েছে তা' নাটক বলা যেতে পারে না। সে হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনার দৃশ্যাভিনয়। তার মধ্যে নাটকত্ব নেই।" সামাজিক নাটক সম্বন্ধে ঐ সমালোচকেরই মত কিন্তু—"সামাজিক নাটক হবে সমাজের মুকুর। সমাজের ছবি এই মুকুরে প্রতিফলিত হলেই সামাজিক নাটক সার্থক হয়ে উঠবে। ... নয়তো ও মনগড়ের বিদ্বেষের ভাবাক্রান্ত করে তুলতেও সামাজিক নাটক গড়াবে না।" প্রিয় নাট্যকার, আপনি সামাজিক নাটক লিখবেন, না ঐতিহাসিক নাটক লিখবেন?

• • •

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের "চিরকুমার সভা"র ভূমিকা-বিলেখ সম্বন্ধে সংযোগী "যেমনী" ২৩এ বৈশাখ তারিখে লিখছেন—"চন্দ্রের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মণিকের বিষয় নিয়ে অনেকে অনেক রকম অভিমত পোষণ করছেন। কিন্তু আমরা নিঃসংশয়-চিত্তে বলতে পারি যে আমরা যাঁর মুখমিলন দ্বারা চন্দ্রিমের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রাখতে সমর্থ হবেন।" উক্ত ভূমিকা সম্বন্ধেই উক্ত সংযোগী আবার ওই তৈষ্ঠ তারিখে লিখছেন—"মনেকে (?) মনের কোরছেন এই ভূমিকায় হয় ত' তিনি (অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মণিক) সাফল্যলাভ কোরতে পারবেন না; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে তিনি একজন বলাকুশলী চিত্রনেট এবং এ অবধি যে কয়টি ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরেছেন, সব কয়টিতেই সুনাম অর্জ্জন কোরেছেন। চন্দ্রের ভূমিকায় আশা কঁরি, তিনি তাঁর পূর্ব্ব সুনাম বজায় রেখে শত্রুর মুখে ছাই দেবেন।" সংযোগীর এই "নিঃসংশয় চিত্ত-তা" এবং "বিশ্বাসে"র পরও শ্রীযুক্ত মণিক মাননীয় মুখ শত্রুর মুখে ছাই দিতে না পারেন তাহলে তাঁর নিজ ভাগ্য নিন্দার পাত্র হবেন।

• • •

৩০এ বৈশাখ তারিখে উক্ত সংযোগী কিন্তু স্বীকার কোরেন—"প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে ছবিখানি (অর্থাৎ "চিরকুমার সভা") দেখবার আমাদের সৌভাগ্য হ'য়েছে।" তবুও "আমাদের বিশ্বা-" "আশা করি" এ সব ভনিতা কেন? হায় নিরক্ষেত্রা, তোমার নামই কি "সচিত্র সাপ্তাহিক যেমনী"?

• • •

সংযোগী "নাচঘরে"র পৃষ্ঠায় এই মূল্যবান ডাকাতী আলোচনাটুকু বেরিয়েছে—"একাজ না হেসে সমান

এক আনায়
৯০০৲ টাকা
দি ইষ্টার্ণ ন্যাসানাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ হইতে
ম্যাজিক বাক্সটি
সংগ্রহ করুন।
সবিশেষ সংবাদের জন্য
ম্যানেজিং এজেণ্টস—
ক্যালকাটা ফাইনান্স এণ্ড এজেন্সি সিণ্ডিকেট লিমিটেডের
কাছে আজই পত্র লিখুন।
টেলিফোন—Cal. 3597 টেলিগ্রাম—Ilcone.

মেঘদূত

[বিজলী]

"মহিলা-মজলিশ ও বিষ্ণুশর্ম্মা" নিবন্ধ-প্রসঙ্গে দু'জন মহিলা দু'খানি পত্র প্রেরণ ক'রেছিলেন। গতপূর্ব্ব সংখ্যার সম্পাদক মহাশয় মহিলা-মজলিশের মহিলাদের পত্র আহ্বান ক'রে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটি নিয়ম্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। সেই দু'খানি ছাড়া আর কোনও পত্র এ পর্য্যন্ত "নবশক্তি"র দপ্তরে এসে পৌঁছে নি। দু'খানি পত্রের মধ্যে একখানি বিষ্ণুশর্ম্মার স্বপক্ষে ও অপরখানি বিষ্ণুশর্ম্মার বিরুদ্ধে লিখিত। বিষ্ণুশর্ম্মার স্বপক্ষে যিনি পত্রখানি দিয়েছেন, তিনি আমাদের সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদিনীর পত্রখানিই আমাদের একমাত্র আলোচ্য। এই পত্র-লেখিকার আরও একখানি পত্র ইতিপূর্ব্বে "নবশক্তি"তে প্রকাশিত হয়েছে। সে পত্রে তিনি বিষ্ণুশর্ম্মাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন ক'রে প্রতিপক্ষের কার্য্যের প্রতি রোষারোপ করেছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এবারে তিনি প্রতিপক্ষকেই সমর্থন ক'রে বিষ্ণুশর্ম্মার বিবিধ প্রকার কল্পিত ত্রুটি প্রদর্শন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই আকস্মিক মত-পরিবর্ত্তনের মধ্যে হয়তো কোন নিগূঢ় কারণ অন্তর্নিহিত আছে। সে সকল কারণসমূহ গোপন-বার্ত্তাও আমাদের কাণে দু'চারটি পৌঁছেছে। এ সম্বন্ধে পত্র-লেখিকা বা প্রতিপক্ষ দলকে আপাততঃ আমরা কিছু বলতে নিরস্ত রইলাম। কেবলমাত্র বেতারের ভারতীয় প্রোগ্রাম পরিচালক শ্রীযুক্ত যুগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়কে আমরা এখন থেকে তাঁর কার্য্য ও কার্য্য-পরিচালনার জন্য সতর্ক ক'রে দিচ্ছি। তিনি যেন বেতারের ভবিষ্যৎ-মঙ্গলের দিকে চেয়ে সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন।

• • •

বারম্বার, এ কথা আমরা জোর করে বলতে পারি যে, মহিলা-মজলিশের মহিলারা যদি কোন অন্যায়ের জন্য বেতারের প্রতি বিরূপ হন, তাহ'লে যে ক্ষতি হবে তার পূরণ সহজসাধ্য নয় ব'লে পারে। এদেশে বেতারের যতটুকু প্রসারলাভ হয়েছে, তা কেবল মাত্র অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাদেরই অনুকম্পায়। অধিকাংশ পুরুষ পুরুষেরা বেতারের জন্য এখনও ততটা আগ্রহান্বিত হ'তে পারে নি। ভারতীয় প্রোগ্রাম পরিচালক মহাশয় যদি মহিলাদের আগ্রহের দিকে লক্ষ্যপাত না ক'রে কোনও নূতনতর ব্যবস্থার দ্বারা মহিলা মজলিশটিকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হন, তাহ'লে—বর্ত্তমানে প্রতিপক্ষের কুৎসা-প্রচারের হাত থেকে আপাততঃ রেহাই পেলেও—এর পরিণাম যথেষ্ট ক্ষতিকর হবে। আর সে ক্ষতির জন্য তাঁর চাকরিতে যে পক্ষাঘাত লিপ্ত হবে, তা সহজে মুছে যাবে না। আশা করি, এটা অবশ্য রেখে তিনি যেন তাঁর কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করেন।

• • •

বেতারের নানা প্রকার ত্রুটি প্রদর্শন করলেও আমরা এতদিন তার গঠনমূলক সমালোচনা ক'রে এসেছি। গঠনমূলক সমালোচনার চেয়ে ধ্বংসমূলক সমালোচনা অনেক সহজ। বেতারের প্রতি দিনের প্রোগ্রামে যে সব ত্রুটি থাকে, সেইগুলিকেই কেবলমাত্র অবলম্বন ক'রে আমরা যদি এতদিন সমালোচনা করতাম, তাহ'লে আমাদের সহস্র সহস্র পাঠক-পাঠিকার মন বেতারের প্রতি বিরূপ হ'য়ে উঠতো। কিন্তু আমরা বেতারের হিতকামী ব'লেই সে পথে অগ্রসর হই নি। ত্রুটিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে তার সংস্কারমূলক আলোচনা এতদিন ক'রে এসেছি। আমরা এখনও আশা করি যে, আমাদের এই মনোভাবেই বেতারের কার্য্যকরীর পরিচালন ক'রে চলবেন। কিন্তু যদি কোন অন্যায়-কিছু বেতারের মধ্যে অনুষ্ঠিত হোতে পাই, তাহ'লে তার প্রতিকার জন্য আমরা সবাশক্তি চেষ্টা ক'রবো।

• • •

দলের উন্নতি-অবনতি, বেতনের হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ে অনেক শিল্পিদের কর্ত্তাব্যক্তিদের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব থাকে এবং তার ফলে চক্রান্ত-জালও বিস্তৃত হয়। সুতরাং বেতার কর্ম্মিদের যদি এমন-কিছু ঘটে থাকে, তজ্জন্য আমরা আদৌ বিস্মিত হব না কিন্তু থিয়েটারের প্রাথমিক-সমিতিদের মতো যদি 'বে বড়-হ'য়ে-উঠতে তাকে একটিখানি দেবে দাও' গোছের কোন কুটনীতির আবির্ভাব সেখানে হ'য়ে থাকে তবে তার সংশোধনের আশু প্রয়োজন।

• • •

বিজ্ঞানমন্দিরে বাগ্দেবীর বন্দনা আমরা নিয়মিতভাবে শুনে আসছি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে আনন্দের বন্দনায় তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর সম্বর্দ্ধনা পরিচালিত করছেন। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ের বক্তৃতায় বিদ্যার্থী ও সভ্যকাদের শিক্ষাসেবে পরিবৃত হয়েছে। বাগ্দেবী মহাশয়ে বিজ্ঞান-সাধনা যে কেমন সুন্দর—কতদূর আমার তেমনি সরস, সহজ ও চিত্তাকর্ষক

উপাদানের ক্ষমতা না কোমতে পারে; কিন্তু তাতে যে সন্তান অন্মগ্রহণ করবে সে কোনও কালেই মানুষ হবে না। ... কিন্তু এখানে একটা মহা-সুবিধা হয়েছে এই যে, যাঁরা একবার সন্তান উৎপাদন করবার ক্ষমতা পেয়েছেন, তাঁরা নিজেদের বা সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে মোটেই চাইবেন না—দেখা হয় চাইবেনও না কোনকালে।" এই আলোচনাটুকুর প্রতি আমরা বার্থ-কন্ট্রোল-নীতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

• • •

গত সংখ্যার "নবশক্তি"তে "চক্ষু-বকাওয়া"র আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী পেলেন কুপাকের "ইঙ্কু-বাঙ্কম" ছাপার ভুলে "উল্কি-গাঙ্গ" হয়েছে। "ইঙ্কু"কে "উল্কি" হোলবার এই প্রচেষ্টা আমরা কঠোর ভাবে অনুমোদন করি।

খুচরো খবর

আজ থেকে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে মাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের নির্ম্মাক চিত্র "মাধবী কঙ্কণে"র প্রদর্শন সুরু হবে। এই ছবিখানি তিন চার বছর আগে তোলা হয়েছিল। এতদিন সেন্সর-বোর্ডের অনুমোদন পায় নি বলে এখানে ছবিখানি প্রদর্শিত হয় নি।

• • •

কাল থেকে চিত্রায় নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের বহু-প্রতীক্ষিত "চিরকুমার সভা"র অভিনেশন আরম্ভ হবে। ছবিখানি ইতিমধ্যেই চিত্রামোদীদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করেছে।

• • •

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী বহুমনে যোগদান করেছেন। শোনা যাচ্ছে যে নাট্যনিকেতন লাহিড়ী মশায়ের অধ্যক্ষতায় শ্রীযুক্ত নিমাই ভট্টাচার্য্যকে বাহাল করবার কথাবার্ত্তা চলছে।

• • •

নাট্যনিকেতন খুব শীঘ্রিই একখানি অনেকোবা নূতন নাটকের আভিনয় করবেন। নাটকখানির নাম আপাততঃ প্রকাশ নেই।

আমরা আশা করি, খাদ্যমন্ত্রি মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টিতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

• • •

কিছুদিন আগে বেতারের আসরে আচার্য্য শরতের রজনী, বৃন্দের রজনী, বিজেন্দ্রলাল রজনী অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেছে। গত বুধবারে বেতারের সান্ধ্য মজলিশে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে একটি সুললিত বক্তৃতা করেছিলেন। আজ শুক্রবার অপরাহ্নে ছোটদের বৈঠকের আশুতোষ-শ্রদ্ধা-দিবসের অনুষ্ঠান। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি-দের উদ্দেশে এরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলির ব্যবস্থায় বেতার জনপ্রিয় হ'য়ে উঠবে। প্রতি মাসে যাতে এরূপ একটি শ্রদ্ধা-দিবস অনুষ্ঠিত হয়, তার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ইণ্ডিয়ান এডু কাষ্টি কোম্পানীর আসনে স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বড় দুঃখের বরে উক্ত অনুষ্ঠানের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। এবারে উক্ত অনুষ্ঠান ত্রুটির দিকে আমরা ভারতীয় প্রোগ্রাম পরিচালক মহাশয়ের দৃষ্টি-আকর্ষণ করছি।

• • •

বাংলা দেশের বেতারে বাংলা সঙ্গীতাদি ছাড়া হিন্দী-উর্দু প্রভৃতি সঙ্গীতাদিরও অধিবেশ হয় থাকে। এমন কি রাত্রি ১টা-দেড় সংবাদ-পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট উর্দু ভাষায় সোবাধার ব্যবস্থা আছে আমরা জানি না—কিরূপ-ভাবে হিসাব করে পরিচালক মহাশয় এই হিন্দী-উর্দু প্রোগ্রাম প্রবর্ত্তন করেন। বাংলা দেশের সঙ্গীত রসিকদের সমাজে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা আছে। হিন্দী-উর্দু-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও হয়তে বেতারের গাইয়ে-গাহা শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নিহত পাবে কিন্তু তার অনুপাত কত? বেতারের শ্রোতৃবর্গের মধ্যে হিন্দি-উর্দু-ভাষীর সংখ্যার হেরফ অনুপাত, তদনুযায়ী প্রোগ্রাম প্রবর্ত্তন না করলে—সাধারণ বাঙালী শ্রোতৃ-বৃন্দের কাছে হিন্দি-উর্দু-ভাষা-সঙ্গীত বিরক্তিকর কারণ হয়ে পড়ে। বাংলা দেশের অধিকাংশ শ্রোতা বাঙালী। সুতরাং সঙ্গীতের দিকে বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতে বাঙালী যতদূর মুগ্ধ হবে, এমন অন্য কিছুতে নয় কীর্ত্তন, বাউল, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তকবির সঙ্গীত, নিধু বাবুর টপ্পা-ঠুংরি, রবীন্দ্রনাথের গানই প্রোগ্রামের বেশীর ভাগ পূর্ণ থাকা উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানের প্রোগ্রামে বাউল-কীর্ত্তনের সংখ্যা খুবই কম, বাউল রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-কবিদের সঙ্গীত নাই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, নিধু বাবুর টপ্পা কচিৎ শুনতে পাওয়া যায়। প্রথম শিক্ষার্থিনী কুমারীদের রবিবারের আসরটিতে দু'একজনের কাছে মাত্র রবীন্দ্র-গীতি শুনতে পাওয়া যায়। বেতারের নিয়মিত গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে যে দু'একজন রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে থাকেন, প্রোগ্রামে তাঁদের সমাবেশ খুব কমই থাকে। থাকলেও তাঁরা সকল দিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত হয় তো গান না। বাংলার নিজস্ব ভাব-সমৃদ্ধ সঙ্গীত যাতে বেতারের আসরে বেশী গীত হয়, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেননা তাহ'লে বাঙালী শ্রোতা বেশী আকৃষ্ট হবে এবং বেতারের শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাই হবে একান্ত সহায়।

নিবেদনী সংবাদ

কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর সরল বলে যোগাসনে পৌঁছে তাঁহাকে নিখুঁতভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে বলিয়া তাহাকে তাঁহার নানা ঠৈকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়।

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষ অংশ)

বিপিনচন্দ্র পাল

তাঁহাদিগের ছিল না। বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন এবং সেই "অপরাধে" তাঁহার ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ইহার অধিক শাস্তিদানের ব্যবস্থা আইনে ছিল না। তাঁহার প্রতি দণ্ডবিধানের প্রতিবাদে ২৪ শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় গ্রীয়ার পার্কে যে সভা হয়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। কারারুদ্ধ থাকায় বিপিনচন্দ্র সুরাটে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন নাই। তিনি কারামুক্ত হইয়া আসিলে (৯ই মার্চ, ১৯০৮) তাঁহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কার্য্যালয়ে পরামর্শ সভার ব্যবস্থানুসারে ১০ই মার্চ ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে বিরাট জনতা তাঁহার জয়ধ্বনি করে এবং শোভাযাত্রা গোলদীঘিতে উপনীত হইলে মতিলাল ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বক্তৃতা করেন। ২৮শে মার্চ্চ আর এক সভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়।

২রা মে তারিখে মাণিকতলার বোমার কারখানা সম্পর্কে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলে আমাদিগের অনুরোধে বিপিনচন্দ্র আবার 'বন্দে মাতরম্' পরিচালনে আমাদিগের সহকর্ম্মী হয়েন। তিনি তখন সব অভিমান মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি নানা সভায় বক্তৃতা করেন এবং ইহার অল্পদিন পরে বিলাতে গমন করেন। তথায় তিনি বিলাতের রাজনীতিকদিগকে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দুই বৎসর প্রবাসবাসের পর তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন কংগ্রেস মডারেটদিগের হস্তগত এবং ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহ লাভ করিতেছে। বিপিনচন্দ্র তাহাতে যোগ না দিয়া আপনার পথে আপনি দেশসেবা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সহিত বাল গঙ্গাধর তিলকের মতের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল এবং মতিলাল ঘোষ তাঁহাকে স্নেহ ও তাঁহার মতকে শ্রদ্ধা করিতেন। এককালে 'বেঙ্গলী'র সহিত যেমন তাঁহার লেখকরূপে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, একাধিকবার তেমনই 'পত্রিকার' সহিত সেই সম্বন্ধ ছিল।

কংগ্রেসে পুনরায় জাতীয় দলের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে বিপিনচন্দ্র আবার তাহাতে যোগ দেন। কিন্তু লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় অতিরিক্ত অধিবেশনে কংগ্রেস মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করিলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর অনুরোধে তিনি এলাহাবাদে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেস মণ্ডপে তিনি কংগ্রেসের অবলম্বিত নীতি 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টে' আক্রমণ করিবেন বলিলে পণ্ডিত মতিলালের সহিত তাঁহার মতভেদ হয় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সম্পাদকের পদত্যাগ করিয়া পত্র লিখিয়া দেন। 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রের সম্পাদক রূপে তিনি যেরূপ অভাবের তাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে সহসা সে পদত্যাগ সামান্য ত্যাগ নহে। কিন্তু মতের মর্য্যাদার তুলনায় তিনি আর সবই তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহার মতের উৎস তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস।

বিপিনচন্দ্র বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসবান ছিলেন এবং মনে করিতেন, বাঙ্গালা যে আন্দোলনে নেতৃত্ব করে তাহাতে নীয়ার প্রভাব থাকে না। তিনি অসহযোগ নীতির বিরোধী ছিলেন না, পরন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাহার সমর্থনই করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বর্ত্তমান আন্দোলনকে নিষ্ফল ও গঠনকার্য্যের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহ ঘোষণা সামান্য সাহসের পরিচায়ক নহে। ইহার জন্যই চিত্তরঞ্জনের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু সংবাদে তিনি এমনই শোকাকুল হইয়াছিলেন যে, 'ইংলিশম্যানের' প্রতিনিধি তাঁহাকে মৃত নেতার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলে শোকাতিশয্য হেতু তাহাতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া প্রতিনিধিকে আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ তারিখে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতি রূপে বিপিনচন্দ্র বৃটিশের সহিত নিষ্পত্তির কথা বলেন। সেই মত প্রকাশের পর তিনি প্রচলিত লোক মতের বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়েন এবং 'অমৃত বাজার পত্রিকার' সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় 'ইংলিশম্যানে' নিয়মিত ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিজমত লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া তথায় লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

লোকমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস ও ক্ষমতা তাঁহার ছিল। কিন্তু প্রায় সমস্ত জীবন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল এবং গত পাঁচ বৎসর কাল তিনি আনন্দমোহন বসুর চরিতকথা ও স্বীয় স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতেই অধিক সময় ব্যয় করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইলেও তাঁহার মানসিক শক্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

তিনি দীর্ঘকাল বাঙ্গালায় ও ভারতে রাজনীতিক নেতা, সুলেখক, সাংবাদিক ও কর্ম্মী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদিন তাঁহার উপদেশে সহস্র সহস্র ভারতবাসী দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশসেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। আজ তাঁহার সকল কার্য্য স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতবর্ষ যে একদিন কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরলোকে বিপিনচন্দ্র পাল

স্বদেশী যুগের বিখ্যাত নেতা, বাগ্মী, রাষ্ট্রবীর, সাহিত্যিক ও সুবিখ্যাত সংবাদসেবী বিপিনচন্দ্র পাল গত ২০শে মে অপরাহ্ণ ৩টা ২৫ মিনিটের সময় তাঁহার ৫০৯ নং রাসবিহারী এভেনিউ স্থিত বাসভবনে সহসা সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন রাত্রে যথানিয়মে তিনি আহারাদি ও কাজকর্ম্ম করিয়াছিলেন। রাত্রি এগারটার সময় তিনি তাঁহার পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পালের সহিত তাঁহার আত্মচরিতের সূচীপত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং পুত্রবধূর সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া শয়ন করিতে যান। ইহাই তাঁহার শেষ কথাবার্ত্তা—প্রাতে তাঁহাকে বিছানায় অজ্ঞান অবস্থায় দেখা যায়।

বিদেশী সংবাদ

বার্লিনে গ্র্যাণ্ড প্রিক্স মোটর প্রতিযোগিতায় জেকোস্লাভিয়ার রাজপুত্রের মোটর উল্টাইয়া যাওয়ায় তিনি গুরুতর আঘাত পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

স্পেনে বিপ্লবীদল প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা ও বিদ্রোহ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। পুলিশ উহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। প্রায় সিকি টন ডিনামাইট ও ১০০টি বোমা পাওয়া গিয়াছে। ষড়যন্ত্রের নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের বহু স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে জনসাধারণের জন্য নৌকাযোগে খাদ্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে।

সাংহাইস্থিত বৃটিশ ভাইস কন্সাল আততায়ীর গুলীর আঘাতে গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

দি ন্যাশানাল পিকচার্স লিমিটেডের

প্রথম নিবেদন

প্রযোজক—শ্রীযুক্ত হেমেন মজুমদার।

গৌরীশঙ্কর

চিত্রপরিচালক— এ্যাণ্ডীমুর রায়

চিত্রশিল্পী— সরোজ মিত্র

—ভূমিকায়—

গোষ্ঠ পাল (মোহন বাগান)
রাধিকানন্দ মুখার্জ্জী
বিভূতি মুখার্জ্জী
ননী ভট্টাচার্য্য
ডলি দত্ত
আয়েষা বাই

শীঘ্রই আপনাদের চিত্তবিনোদন করিবে।

সাপ্তাহিকী

২১শে মে
দেশীয় সংবাদ

মুন্সীগঞ্জে জনৈক জাল গোয়েন্দার শাস্তি হইয়াছে।

ডাকাতি সম্পর্কে বানারীপাড়া (বরিশাল) বহু লোকের গৃহে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে।

যশোহরের একজন স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার কয়েকজন ফেরারী আসামীর খোঁজে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী চট্টগ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে বিবাহ বাসরে উপস্থিত হইয়াছিল। পুলিশ বিবাহের বর সহ তিনজন যুবককে লইয়া যাইয়া একজন যুবককে রাখিয়া বাকী দুইজনকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

চট্টগ্রামের এক গ্রামে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত মিলিটারী টেলিফোনের তার কাটিয়া দেওয়ায় বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

জনৈক ব্যক্তি ১৬০০ টাকা দিয়া মিঃ অভয়ঙ্করের মোটর গাড়ী ক্রয় করেন; কিন্তু তিনি মিঃ অভয়ঙ্করের ড্রাইভারকে উহা লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন।

গয়া জেলার কোনও বাজারে গত ১৭ই মে তারিখে হিন্দু ও মুসলমানে এক হাঙ্গামা হইয়াছে। বহু দোকান লুঠ ও মন্দির অপবিত্র করা হইয়াছে। প্রায় ৫০ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু পরে অনেককে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

স্বদেশী যুগের প্রধান নেতা, বাঙ্গলার জাতীয়তার পুরোহিত মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল শুক্রবার অপরাহ্নে তাঁহার কলিকাতাস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

২২শে মে
দেশীয় সংবাদ

বাঁকুড়ার ব্যায়াম সমিতির জনৈক শিক্ষক মেদিনীপুর সেনট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে চট্টগ্রামে তাঁহার নিজ বাটীতে অন্তরিত করা হইয়াছে।

যশোহর জিলা স্কুলে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ স্কুলের প্রহরীদিগকে এক ঘুঁটায় বাঁধিয়া ছোরা দেখাইয়া ভয় দেখাইয়াছিল।

ঢাকা ট্রেণ ডাকাতি সম্পর্কে জগন্নাথ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর জনৈক ছাত্রকে তাহার পল্লী নিবাস হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঢাকা ষোলঘরে জনৈকা মহিলার ২৫৲ টাকা জরিমানা আদায়ের জন্য তাঁহার স্বামীর বহু মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে।

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার এলাকায় কোনও একবার বাড়ীতে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতদের গুলীতে এক ব্যক্তি হত ও চারি জন আহত হইয়াছে। মাহারীপুরে ডাকের ব্যাগ লুণ্ঠিত হইয়াছে। হুগলীতে সশস্ত্র ডাকাতির চেষ্টা করায় ছয় জন ব্যক্তির কঠোর দণ্ড হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের অবস্থা এখন অনেকটা শান্ত। প্রায় ১২শত দুর্ব্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ১৫০ শত লোক নিহত এবং ১৬০০ শত লোক আহত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ—

ফ্রী ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা হটোয়া সম্মেলনে যোগদান করিয়া অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ টমাস এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধির পরিবর্ত্তন রক্ষা করিতে ব্যগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডের সুখ এবং উন্নতিই তাঁহাদের একান্ত কাম্য উভয় দেশের মঙ্গলের জন্যই আয়ার্ল্যাণ্ডের বৃটীশ প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

বিচার—

এক লক্ষ ৮৫ হাজার ৫ শত টাকা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আত্মসাৎ করার অভিযোগে ব্যারিষ্টার এস আর ব্যানার্জ্জী শনিবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথায় আরও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

২৩শে মে
দেশীয় সংবাদ—

মৈমনসিংহে জনৈক অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর গৃহে পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়াছে।

বোলপুরে বসন্তের প্রকোপ একেবারে কমিয়া গিয়াছে।

মালিকান্দায় (ঢাকা) জনৈক মহিলা 'ডিক্টেটরকে' তাঁহার তিন পুত্রসহ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হিজলী স্পেশ্যাল জেলে তিন জন রাজবন্দী আত্মীয়ের নিকট চিঠি লিখিয়া ওয়ার্ডারের হাত দিয়া গোপনে ডাকে দিতে চেষ্টা করায় দণ্ডিত হইয়াছে। জেল ওয়ার্ডারের শাস্তি হইয়াছে। জনৈক বন্দীর স্বপ্নে-দৃষ্ট পিতার মৃত্যু সত্যে পরিণত হইয়াছে।

আজমীর মাড়োয়ারের কমিশনার মিঃ গিবসনকে হত্যার চেষ্টা করিবার অপরাধে আসামীর তিন ধরায় মোট ১০ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

পুনায় এক বক্তৃতায় ডাঃ আম্বেদকার বলিয়াছেন যে, তিনি মন্দির চাহেন না, কৃষ্ণও চাহেন না,—তিনি চাহেন সরকারী চাকুরী, খাদ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

পুনার ম্যাজিষ্ট্রেট তথাকার যুক্ত নির্ব্বাচন সমর্থনকারী নেতার উপর নোটিশ দিয়াছেন যে,

নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতের সুলেখক—

শ্রীসুধীর বসুর

বাঙ্‌লার নটনটী

শীঘ্রই বাহির হইতেছে

মূল্য—২৲

বর্ত্তমান বাঙ্লার যে সমস্ত নটনটী মঞ্চ ও চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদের ফটোগ্রাফসহ সুবৃহৎ জীবনী।

জাম্বুক

Zam-Buk Zam-Buk

সেই অত্যাশ্চর্য্য মলম যাহা আহত

ত্বকে, ক্ষত বা যাবতীয় চর্ম্মরোগে

অসাধারণ শান্তিকারক ও ত্বরায় আরোগ্যকারক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ গাছগাছড়ায় প্রস্তুত মূল্যবান পচন নিবারক মলম।

জান্তব চর্ব্বিশূন্য

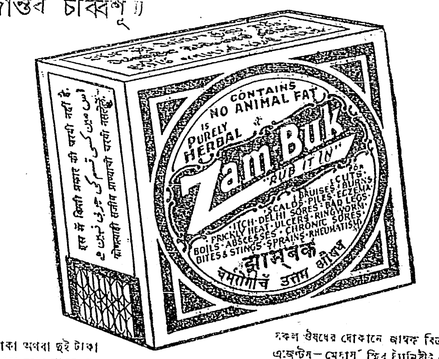

এক টাকা অথবা দুই টাকা চারি আনা মূল্যে পাওয়া যায়।

সকল ঔষধের দোকানে জাম্বুক বিক্রয় হয়। এজেণ্টস—মেসার্স স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোং লিঃ, কনভেণ্ট রোড, ইণ্টালি, কলিকাতা।

তিনি তাঁহার আবেদনকারের দলের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন।

পুনরায় যুক্ত নির্ব্বাচন সমর্থকগণ এক সভায় হাতা-যুদ্ধে চুক্তি সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ—

ইটন উপনিবেশ সচিব মিঃ চেমারলেনের বক্তৃতায় উত্তরে মিঃ ডি ভ্যালেরা রয়টারের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

১৪শে মে—

ছাব্বিশ সংবাদ

ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘ পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পালের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

২৩শে তারিখে অপরাহ্ণে চৌরঙ্গীতে একখানি বাস ও ট্রামে সংঘর্ষ হওয়ায় ছয় জন আহত হইয়াছে।

২৩শে তারিখে কলিকাতায় অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের ফলে "সুখবাস ম্যানসন" ভবনের বারান্দার এক অংশ পড়িয়া যায়। নীচে একজন কুলী ছিল; সে আঘাতের ফলে মারা গিয়াছে।

দেশীয় সংবাদ

বেঙ্গুণে অনেক খালাসী জাহাজের পায়খানা পরিষ্কার করিবার সময় একখানি বোটের চাপে পিষ্ট হইয়া হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক এবং দানবীর, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি পণ্ডিত কেশব রাও গোবিন্দকর পুণায় পরলোকগমন করিয়াছেন।

কাণ্ট্রি ইনসিওরেন্স কোম্পানী

গত শনিবার ২৭শে মে ডালহৌসী স্কোয়ারস্থিত ইন্দেন হাউসে কাণ্ট্রি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর উদ্বোধন উৎসব মহানগরীতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নীর মেদোপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গাধিপতি বাহাদুর সভায় সহরের আরও অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

মেসার্স এণ্ড কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কে, ডি, দালা কাণ্ট্রি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি এই কোম্পানীর অংশীর স্কীমের বিষয় উল্লেখ করেন।

সকল শ্রেণীর লোকের সুবিধা হইতে পারে এইজন্য কোম্পানীর নানা স্কীমের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই স্কীমগুলি অত্যন্ত কার্য্যকারী এবং অর্থ বাঁচাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শতকরা ৬ বা ৭ টাকা সুদে টাকা খাটাইলে যে টাকা পাওয়া যায় ইহাতেও সেই টাকা পাওয়া যাইবে। আমেরিকায় এই স্কীমের ১৩ হাজার সমিতি আছে। উহাদের মূলধন একত্র করিলে ২১০ কোটি টাকা হইবে গত চারি বৎসরে উহারা ২৫ লক্ষ বাড়ী ক্রয় করিবার এবং ১ কোটি লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ঋণ প্রদান করিয়াছে। কেবল সততা ও মিতব্যয়িতার দ্বারা তাহারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই স্কীম অনুযায়ী কান্ট্রি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে যে অর্থ জমা রাখা হইবে তাহা ভারতে বাড়ী ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির প্রথম বন্ধকে খাটান হইবে। সম্পত্তির মূল্যের শতকরা প্রায় ৪০ ও ৫০ টাকা পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়। মাসিক কিস্তিতে উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে হয়।

যদি ঋণ পরিশোধ হইবার পূর্ব্বেই কোন খাতকের মৃত্যু হয়, তবে অতিরিক্ত জীবন বীমার টাকা প্রদান করা হইবে। কিন্তু কোম্পানী উহা হইতে ঋণের অবশিষ্ট টাকা কাটিয়া লইয়া বন্ধক খালাস করিয়া দিবেন।

কাণ্ট্রি ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। ইহার মূলধন ১ লক্ষ টাকা। এবং এক হাজার শেয়ারে বিভক্ত। প্রতি শেয়ারের মূল্য এক হাজার টাকা। উক্ত এক হাজার শেয়ারের মধ্যে গত মার্চ্চ ৪৩১৩৫ টাকার ৮৬৩৫টি শেয়ার বিক্রীত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, দেশবাসীর সহানুভূতির আগামী মাসে শেয়ার বিক্রয় শেষ হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাশূন্য ডিরেক্টরদের উদ্যোগে কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। মিঃ ও, পি, রাজগোপাল, মিঃ আর এম, সেখ ও মিঃ এম, আর, রাজার অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাধা বিঘ্নে অবিচলিত মনে কোম্পানীটি বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়াছে।

হিন্দুস্থানের মিঃ এস, পি, রায়, ও সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী জীবন বীমার প্রেসিডেন্সিত্ব বর্ণনা করিয়া কাণ্ট্রি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা

একই ডাক্তার হাজার রোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন কি না? এক রোগের চিকিৎসায় বহুদর্শন সাধনার ফলে পারদর্শী হওয়া যায়। ডাক্তার এ, টি, সোহরা ২৫ বৎসরব্যাপী চীন, জাপান ও অন্যান্য প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া নিজ পরিশ্রমে যাদুকরীরোগ, অজস্র রোগ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। অজস্র—এই রোগ বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন আকারে দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে এক উষধে কোন রোগ যায় কি না—না, ভাল চিকিৎসককে 'সকল না মিলে' রোগের প্রকৃত তথ্য না জানিয়া কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের প্রচারিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া কেন বৃথা শরীর নষ্ট করিতেছেন—ইহাতে আরোগ্য হওয়া দূরের কথা, অধিকন্তু রোগ বৃদ্ধি পায়। যদি আপনার স্বাস্থ্যপুষ্টি না থাকে—কোন অজস্রত্ব আছে, তবে ডাক্তার এ, টি, সোহরার (২৩৯নং বেহালার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) নিকট আসুন। নির্দ্দিষ্ট আয়োজন মাত্র করিবেন। সোহরা সাহেবের নিকট সেবন ও মালিশের এমন ঔষধ আছে, যাহা লক্ষ লক্ষ রোগীর উপর ব্যবহৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইতেছে

দুইটী বিষয়

——একটী সৎসাধারণের সুপরিচিত ও অপরটী স্বল্প পরিজ্ঞাত

১। সমস্ত রকমের অসুখ বিসুখের পক্ষে আশ্চর্য্যরকম ও আশ্চর্য্যজনক মানিয়া হইতেছে

লিউন্স

ইলেক্ট্রোটোন স্নাফ

যাহা ভারতের মধ্যে অদ্বিতীয় ও সর্ব্বত্রই প্রশংসা সকলের নিকট পরিচিত।

২। ইহা ভারতে এবং একমাত্র ভারতবাসীর দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সংবাদটী অনেকে জানেন না, এখন সকলেরই জানা উচিত।

ম্যানুফ্যাকচারার—

লিউন্স ওরিয়েণ্টাল বায় এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল লিঃ

পি, ও, বক্স নং ৬৭, মাদ্রাজ।

অব্যর্থ, একদিবা সর্ব্বদিব বাত ও ফলবাতের

Tulsiraj Oil

পরীক্ষিত ও সিদ্ধপ্রদ মহৌষধ। মূল্য ২, টাকা, এজেণ্ট বি, কে, পাল এণ্ড কোং, ১৯২ বনফিল্ড লেন, প্রসিদ্ধ কত চিকিৎসক—এম, কে, রুদ্র, ১৪নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দৈবশক্তি কার্য্যালয়

মহাপুরুষ প্রদত্ত দৈবরহস্যপূর্ণ কবচ: মঙ্গা, কুষ্ঠ, ধবল, উন্মত্ততা, পাথরী, হাপানী, বাত, একদিন্নী, মজ্জাগত, আমাশয়, পেট, সর্ব্বরোগ প্রভৃতি এবং যাবতীয় ইরোগ, সন্তান ধারণে আশাতীত হয়। হতাশ রোগীর পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২, টাকা। ডাক-মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস শর্ম্মা, অধ্যক্ষ,

৬৬বি, সাউথ সিমিথি রোড, পোঃ ঘুসুড়াবাগ, ২৬ পরগণা।

প্রজা

ভারতীয় প্রকাশিত পুস্তকাদির জন্য ভারতীয় কাগজ

সকলপ্রকার পুস্তকাদি ছাপাইবার
জন্য অতি উচ্চশ্রেণীর কাগজ এক্ষণে
ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়।

ভারতবর্ষে কাগজের যতগুলি মিল
আছে তন্মধ্যে টিটাগড় পেপার
মিলস শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

টিটাগড় পেপার মিলস্

ভারতীয় বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করে।
এই কারখানা ভারতীয় শ্রমিকদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

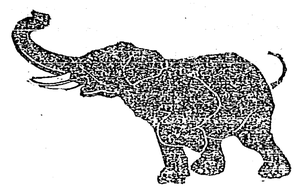

হাতী মার্কা

(ট্রেডমার্ক)

খাঁটি টিটাগড়ের কাগজের উপর রেজেষ্ট্রীকৃত উক্ত ট্রেডমার্ক দেওয়া থাকে।
"হাতী মার্কা" কাগজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সকলপ্রকার ছাপার কার্য্যের উপযুক্ত।

ভারতের এই শ্রম-শিল্পে আপনাদের সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়

পত্র লিখিলে
সানন্দে নমুনা পাঠান হয়।

পত্র লিখিবার সময়
মাসিকপত্রিকার নাম উল্লেখ করিবেন।

দি টিটাগড় পেপার মিলস কোং লিঃ

উচ্চশ্রেণীর কাগজ প্রস্তুতকারক, কলিকাতা

বিশ্ব বিশ্রুত

জাইস ইকনের

"বেবি বক্স"



এতে ছবি হবে পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্পের প্রায় ডবল কিন্তু তা এতই পরিষ্কার যে তা থেকে যে কোন পরিমাণ এনলার্জমেণ্ট চলে।

প্রত্যেক ছবির খরচা পড়ে মাত্র ।০ এক আনা।

গোয়েজ ফুটার F/11 সমেত মূল্য ১৪৲ জাইস ইকন ফিল্ম মূল্য ১৲
নোভার F/6.3 সমেত মূল্য ৩১৲ এনলার্জার (ডে লাইট) মূল্য ৯৷৷০

এডেয়ার, ডট এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা — বোম্বাই — মাদ্রাজ

পল্লী-জীবনের দরদী কথা-শিল্পী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চৈতালি ঘূর্ণী

দেশে দেশে
আর মানুষের কাছে মানুষের যে সত্যকার
আত্মপরিচয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে সুদূরের
চরম অবগুণ্ঠন ঘুচিয়ে—
এই উপন্যাসে
বাঙালী পুরুষ গোষ্ঠ ও
বাঙালী মেয়ে দামিনী যখন
সেই কলঙ্ক-ঘুচিয়ার পরিচয় পাবেন।

প্রকাশক—এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ক্যানসার আরোগ্য

বহুদিবস হইতে বিখ্যাতে ক্যানসার রোগে ভুগিয়া মরণাপন্ন হইয়াছিলাম। শেষে কলিকাতা আয়ুর্বেদ কলেজের প্রিন্সিপাল ১১২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছি। রোগ যতই কঠিন ও পুরাতন হউক না কেন তাঁহাকে না দেখাইয়া ভগ্নোদ্যম হইবেন না।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ গুপ্ত—বরিশাল।

ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ সেনের ঔষধালয়

২৯৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

আমরা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বোরিক্ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নূতন আমদানী অকৃত্রিম ঔষধ আনাইয়া ড্রাম ।৵ ও ১৲ পয়সায় বিক্রয় করিতেছি। যদি অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ ঔষধ পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে উপরিলিখিত নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইবেন। আমাদের ঔষধালয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডারের দ্বারা পরিচালিত। চিকিৎসাসম্বন্ধে ব্যবহার্য্য সমুদয় দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ মজুত রাখি। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, কলেরা ও গৃহচিকিৎসার উৎকৃষ্ট পুস্তক ও ডুপ্লিকেট কার্ডের বাক্সের মূল্য যথাক্রমে ১৲, ১৲, ৩৲, ৪৲, ৭৲, ৮৲ ও ১০৲ পিসি দেওয়া যায়। এলোপ্যাথিক বিভাগ—আমরা এলোপ্যাথিক ঔষধ, বাবতীয় পেটেণ্ট ঔষধ ও অন্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিতেছি।

ভারতীয় প্রকাশিত পুস্তকাদির জন্য ভারতীয় কাগজ

সকলপ্রকার পুস্তকাদি ছাপাইবার জন্য অতি উচ্চাঙ্গের কাগজ এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়।

ভারতবর্ষে কাগজের যতগুলি মিল আছে তন্মধ্যে টিটাগড় পেপার মিলস শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

টিটাগড় পেপার মিলস্

ভারতীয় বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করে। এই কারখানা ভারতীয় শ্রমিকদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

হাতী 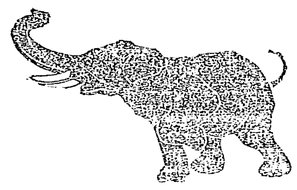 মার্কা

([illegible])

খাঁটি টিটাগড়ের কাগজের উপর [illegible] উচ্চ [illegible] দেওয়া থাকে। "হাতী মার্কা" কাগজই [illegible] ছাপার কার্য্যের উপযুক্ত।

ভারতের এই [illegible] মহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়

পত্র লিখিলে সানন্দে নমুনা পাঠান হয়।

পত্র লিখিবার সময় নবশক্তির নাম উল্লেখ করিবেন।

দি টিটাগড় পেপার মিলস কোং লিঃ

উচ্চশ্রেণীর কাগজ প্রস্তুতকারক, কলিকাতা

বিশ্ব বিশ্রুত

জাইস ইকনের

"বেবি বক্স"

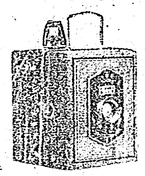

এতে ছবি হবে পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্পের প্রায় ডবল কিন্তু তা' এতই পরিকার যে তা' থেকে যে কোন পরিমাণ এনলার্জ্জমেণ্ট চলে।

প্রত্যেক ছবির খরচা পড়ে মাত্র /০ এক আনা।

গোয়াজ ফণ্টার F-/11 সমেত মূল্য ১৪৲ জাইস ইকন ফিল্ম মূল্য ১৲
নোভার F-/6.3 সমেত মূল্য ৩১৲ এনলার্জার (ডে লাইট) মূল্য ৯॥০

এডেয়ার, ডট্ এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা — বোম্বাই — মাদ্রাজ

ক্যানসার আরোগ্য

"বহুদিবস হইতে জিহ্বাতে ক্যানসার রোগে ভুগিয়া মরণাপন্ন হইয়াছিলাম। শেষে কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় [illegible] মহাশয়ের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছি। রোগ যতই কঠিন ও পুরাতন হউক না কেন তাঁহাকে না দেখাইয়া হতাশ হইবেন না।"

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ গুপ্ত—বারাকপুর।

পল্লী-জীবনের দরদী কথা-শিল্পী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চৈতালি ঘূর্ণী

দেশে দেশে
আর মানুষের কাছে মানুষের যে অত্যাচার আর লাঞ্ছনা প্রচণ্ড হইয়া মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা করিতেছে—
এই উপন্যাসে
বাঙালী পুরুষ গোষ্ঠী ও বাঙালী মেয়ে দামিনীর জীবনে সেই কলঙ্ক-কলিমার পরিচয় পাইবেন।

প্রকাশক—এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

জে, কে, নাগ এণ্ড কোং লিঃ
[illegible]

২৯৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

আমরা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বোরিক ট্যাফেলের নূতন আমদানী অকৃত্রিম ঔষধ আনাইয়া ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সায় বিক্রয় করিতেছি। যদি অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ ঔষধ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে উপরিলিখিত নাম ও ঠিকানা দেখিয়া লইবেন। আমাদের ঔষধালয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডারের দ্বারা পরিচালিত। চিকিৎসালয়ের ব্যবহার্য্য সমুদয় দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ মজুত রাখি। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, কলেরা ও গৃহচিকিৎসার উৎকৃষ্ট পুস্তক ও ড্রপারসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪ ও ১০৪ শিশি সেগুন কাঠের বাক্সের মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩৪৲, ৫।০, ৬।৵০ ৯৲, ১০।৵০। এলোপ্যাথিক বিভাগ—আমরা এলোপ্যাথিক ঔষধ, যাবতীয় পেটেণ্ট ঔষধ ও অস্ত্র-চিকিৎসার সরঞ্জামাদি বিক্রয় করিতেছি।

ভারতীয় প্রকাশিত পুস্তকাদির জন্য ভারতীয় কাগজ

সকলপ্রকার পুস্তকাদি ছাপাইবার জন্য অতি উচ্চাঙ্গের কাগজ এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়।

ভারতবর্ষে কাগজের যতগুলি মিল আছে তন্মধ্যে টিটাগড় পেপার মিলস শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

টিটাগড় পেপার মিলস্

ভারতীয় বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করে। এই কারখানা ভারতীয় শ্রমিকদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

হাতী 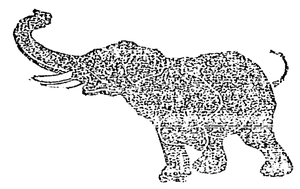 মার্কা

(ট্রেডমার্ক)

খাঁটি টিটাগড়ের কাগজের উপর রেজেষ্টারিকৃত উক্ত ট্রেডমার্ক দেওয়া থাকে। "হাতী মার্কা" কাগজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সকলপ্রকার ছাপার কার্য্যের উপযুক্ত।

ভারতের এই শ্রম-শিল্পে আপনাদের সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়

পত্র লিখিলে সানন্দে নমুনা পাঠান হয়।

পত্র লিখিবার সময় নবশক্তির নাম উল্লেখ করিবেন।

দি টিটাগড় পেপার মিলস কোং লিঃ

উচ্চশ্রেণীর কাগজ প্রস্তুতকারক, কলিকাতা

REG. NO. C 1757

গ্রীষ্মের সুনির্ব্বাচিত স্নিগ্ধ প্রসাধন সম্ভার



প্রাতঃ স্নানে :—

হিমানী চন্দন সাবান।

বাজারে অনেক রকম চন্দন সাবান পাওয়া যায় সত্য তন্মধ্যে হিমানীর চন্দনের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাহা যাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। হিমানীর চন্দন সাবান ব্যবহারে গাত্রচর্ম্ম বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ থাকে ও তাহাতে ঘামাচি জন্মে না। হিমানী চন্দনের গন্ধ অন্যান্য চন্দন সাবানের মত উগ্র নহে সুমিষ্ট ও বহুদূর প্রসারী; গায়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গন্ধ থাকে। স্নানের পরে চর্ম্ম অল্প আর্দ্র থাকিতে থাকিতে ব্যবহার করিবেন।

হিমানী টাল্ক পাউডার

বোরেটেড এণ্টিসেপটিক।

চন্দন, খস প্রভৃতি ৭ রকম দেশী গন্ধের পাওয়া যায়—ইহা ব্যবহারে চামড়া সাটীনের মত কোমল ও উজ্জ্বল হয়। ঘসা কাঁচের সুদৃশ্য আধারে বিক্রয় হয়—বিলাতী অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

প্রফুল্ল কমলের মত সুন্দর মুখে—তারপর একটু

হিমানী স্নো

অনিন্দ্য সুন্দর—অনবদ্য—স্নো

ভারতে প্রথম আবিষ্কৃত—ভারতবাসীগণ কর্ত্তৃক সহস্রভাবে অনুকৃত, কিন্তু ইহার অপ্রতিম গুণরাজির নিকটে সকলেই পরাজিত। হিমানীর পরিচয়—হিমানী 'হিমানী মানেই স্নো' আর স্নো বলিলে হিমানীই বুঝায়—তাই দুষ্ট দোকানদার হিমানী চাহিলে যা'তা' গছাইয়া দিয়া বেশী লাভ করিতে চেষ্টা করে—ভাঁওতায় ভুলিবেন না—হিমানীই কিনিবেন—নকল কিনিবেন না।

সান্ধ্যপ্রসাধনে—গা ধুইবার জন্য

হিমানী [illegible]

Nabasakti

June 3, 1932

বিজলী

পরিচালক—লিবার্টি নিউজপেপার্স লিমিটেড

৪র্থ বর্ষ | শুক্রবার ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ | ৫ম সংখ্যা

দেশী লোহার

যাবতীয় সরঞ্জাম মায় লোহার কড়ি, বরগা, জানালার গরাদ, নাট, বল্‌ট্‌, কোদাল, গাঁইতি, সঙ্কুচিত গেট বেড়াদিবার কাঁটা তার, তারের জাল্‌, করগেট বা ঢেউটিন, ষ্টীলের চাদর, কলের লাঙ্গল, বিচালি কাটাকল, সুপারি কাটাকল ও যাবতীয় কলকব্জা।

কলিকাতায় একমাত্র আমরাই সুলভে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করিয়া থাকি।

রং
বালতি
সিমেণ্ট
টব

ডিউব ওয়েল
গভীর নলকূপের জন্য সকল সাইজের পাইপ, সকেট, বোরিং পাইপ, আরাম-প্রদ পাম্প, প্রভৃতি বিশেষ সুলভে পাইবেন

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬।এ।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, - - - কলিকাতা।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ১০ আনা মাত্র।

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।

স্নানে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতে
জন্য
অঙ্গরাগ সাবানখানি
মেখে দেখুন।
অঙ্গরাগ বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত
শিশুদের স্বভাব-কোমল অঙ্গে নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা চলে। স্নানের পরেও সুগন্ধ অনেকক্ষণ থাকে।
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
স্বাদেশপুর সোপ ওয়ার্কস
২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফাল্গুন হইতে বর্ষারম্ভ
এই ফাল্গুনে সপ্তমবর্ষ আরম্ভ হইয়াছে !!
বাংলা ও বাংলার বাহিরের শিক্ষিত সমাজের
পাঠযোগ্য একমাত্র সচিত্র মাসিক-সাহিত্য-পত্র
বার্ষিক মূল্য মনি অর্ডারে ৩৷৷০
উত্তরা
বার্ষিক মূল্য ভিঃ পিঃ-তে ৩৸০
আধুনিক শ্রেষ্ঠ নবীন লেখকদের গল্প ও কবিতা
প্রবীন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাশীল লেখকদের প্রবন্ধাবলী
প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।
বাংলা-সাহিত্যের এমন কোন খ্যাতনামা লেখক নাই
যাঁহার রচনা 'উত্তরা'র পৃষ্ঠা একাধিকবার
অলঙ্কৃত করে নাই।
এমন অল্পমূল্যে এত গোল্ড, রুপিপাস টিকিকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে এমন কোন সচিত্র মাসিক-পত্রিকা আছে কিনা—আপনি গ্রাহক হইয়া তাহার বিচার করুন।
উত্তরা অফার্য্যালয়, বেনারস সিটি।

হিষ্টিরিয়ার দৈবকবচ
ও চিত্তবিনোদন তৈল ১৸০। হিষ্টিরিয়া, ২য়ঃ মূর্চ্ছা,মোহ ও উন্মাদ রোগ ইহাদিগের এই মত কঠিন হইতে না দেখা, সারিবেই। ব্যবহার মাত্র ফল। ২৫ বৎসর আরোগ্য !! মৃগাঙ্কি প্রাসাদ—(নং) পোঃ বঃ নং ২১, ঢাকা

গর্ভসঞ্চার ঔষধ
গর্ভসঞ্চার ঔষধ ব্যবহার করিলে নিশ্চয় গর্ভসঞ্চার হইবে। ইহা ব্যবহার করিলে কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা ব্যবহার করিলে স্ত্রীলোকের শরীর সুস্থ ও সবল হয়

স্নানে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতে
ভাল ও
অঙ্গরাগ সাবানখানি
মেখে দেখুন।
অঙ্গরাগ বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত
শিশুদের স্বভাব-কোমল অঙ্গে নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা চলে। স্নানের পরেও সুগন্ধ অনেকক্ষণ থাকে।
অঙ্গরাগ
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
শাদবপুর সোপ ওয়ার্কস
১৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফাল্গুন হইতে নবপর্য্যায়
এই ফাল্গুনে সপ্তমবর্ষ আরম্ভ হইয়াছে !!
বাংলা ও বাংলার বাহিরের শিক্ষিত সমাজের
পাঠযোগ্য একমাত্র সচিত্র মাসিক-সাহিত্য-পত্র
বার্ষিক মূল্য মনি অর্ডারে ৩৷৷০
উত্তরা
বার্ষিক মূল্য ভিঃ পিঃ-তে ৩৸০
আধুনিক শ্রেষ্ঠ নবীন লেখকদের গল্প ও কবিতা
প্রবীন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাশীল লেখকদের প্রবন্ধাবলী
প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।
বাংলা-সাহিত্যের এমন কোন খ্যাতনামা লেখক নাই
যাঁহার রচনা 'উত্তরা'র পৃষ্ঠা একাধিকবার
অলঙ্কৃত করে নাই।
এরূপ অল্পমূল্যে এত গোজন, রসপিপাসু চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে অন্য কোন সচিত্র মাসিক পত্রিকা আছে কিনা—আপনি গ্রাহক হইয়া তাহার বিচার করুন।
উত্তরা কার্য্যালয়, বেনারস সিটি।

হিষ্টিরিয়ার দৈবকবচ
ও চিত্তবিনোদন তৈল ১৸০। হিষ্টিরিয়া, মৃগী, মূর্চ্ছা, মোহ ও উন্মাদ রোগ যতদিনের এবং যত কঠিন হউক না কেন, সারিবেই। ব্যবহার মাত্র ফল। ২৫ নগদ আরোগ্য !! মৃত্যুজি ব্রাদার্স—(নব) পোঃ বাঃ নং ২১, ঢাকা।

গর্ভসঞ্চার বামিক কিম্বা চিরতরে বন্ধ করিবার নির্দ্দোষ ঔষধ 'দম্পতি সখা' বিফল প্রমাণে ৫০০৲ পুরস্কার। মূল্য সাময়িক ৩ মাসের ১৷৷০, চিরতরে ৪৷৷০। কবিরাজ এম, কে, কাব্যতীর্থ, মেঘমায়া আয়ুর্ব্বেদ ভবন, জলপাইগুড়ি (বেঙ্গল)।

কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
বিপ্লবী নায়িকা—১৷৷০।
স্বামীজীর সহোদর সহেন্দ্র দত্ত প্রণীত
লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—১৷৷০
ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম,ও, পি,এইচ, ডি,
যৌবনের সাধনা (যন্ত্রস্থ)—১৲
আজই অর্ডার দিন—
যুগান্তর বাণী ভবন
৩৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫০০৲ টাকা পুরস্কার
মহাত্মা প্রদত্ত শ্বেতকুষ্ঠের অদ্ভুত বশীকরণ ঔষধ। এক দিনে অর্দ্ধেক ও অল্প দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। যাঁহারা ডাক্তার, বৈদ্য ও হাকিমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই দৈব প্রদত্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। ঔষধ অপ্রমাণিত হইলে উপরোক্ত ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মূল্য দুই টাকা।
শ্রীশঙ্খীলকিশোর রায়,
পোঃ কাটরী সরাই নং ১ পাটনা।

অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা
একই ডাক্তার ছাড়ার রোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন কি না? একই রোগের চিকিৎসায় বহুদিন সাধনার ফলে পারদর্শী হওয়া যায়। ডাক্তার এ, টি, গোছমা, ১৪ বৎসরব্যাপী চীন, জাপান ও আদন প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া নিজ পরিশ্রমবলে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নভঙ্গ রোগ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। স্বপ্নভঙ্গ—এই রোগ বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন আকারে দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে একবার ভাবিয়া দেখুন কাহার কি ৺ না, ভাল চিকিৎসকের নিকট না গিয়া রোগের প্রকৃত তথ্য না জানিয়া কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের প্রচারিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া কেন বৃথা শরীর নষ্ট করিতেছেন—ইহাতে আরোগ্য হওয়া দূরের কথা, অধিকন্তু রোগ বৃদ্ধ পায়। যদি আপনার ধাতুপুষ্টি না থাকে—কেবল স্বপ্নভঙ্গ আছে, তবে ডাক্তার এ, টি, গোছমার (১২৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) নিকট আসুন। নিশ্চিত আরোগ্য লাভ করিবেন। গোছমা সাহেবের নিকট সেবন ও মালিশের এমন ঔষধ আছে, যাহা লক্ষ লক্ষ রোগীর উপর ব্যবহৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইতেছে।

সোডাল বধিরতা আরোগ্য করে।
বধিরতা, নস্তিষ্ক ও নাকের পীড়ায় ফরাসী দেশের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অভিনব আবিষ্কার "সোডাল" অব্যর্থ প্রতিষেধক। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শে বহু অর্থব্যয় করিয়াও যেখানে কোন ফল পান নাই "সোডাল" সেখানেও কার্য্যকরী। বধিরতায় যদি কষ্ট পাইতে থাকেন "সোডাল" ব্যবহার করুন প্রবণ শক্তি ফিরিয়া পাইবেন। অদ্যই এই অত্যাশ্চর্য্য ঔষধটীর জন্য লিখিয়া পাঠান, মূল্য শিশি ৩, টাকা, মাশুল লাগিবে না।
সাইথ সিক্কের মি: ই, স্মিথ সি,বি,ই লিখিতেছেন—
"সোডাল পাইয়া আমার শ্রবণ শক্তি ফিরিয়া দিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্কের পীড়া দূর করিয়াছে অনেকেই কটাই আমি এই অত্যাশ্চর্য্য ঔষধের গুণের কথা বলিয়াছি। অর্ডার দিবার ঠিকানা—
"সোডাল" কোং—২২, হোলিক্রফট, রোড, সিডেনহাম, লণ্ডন (Eng.) বিনামূল্যে বিস্তৃত বিবরণ পত্র দেওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার সন্ধানে প্রধানকারী
পুরাতন শেয়ার
ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি। ক্রেতাগণের চাহিদা বিক্রি বন্দী হারেও লওয়া হয়। নিয়মাবলী ও মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন। সর্ব্বত্র মফঃস্বল এজেণ্ট আবশ্যক।
এস, এন, ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং
ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স
Tele :- "Increase" ১৯নং নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা। Phone :- B.B. 4263.

বিনামূল্যে
বৃদ্ধবয়—গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড জিমুসের রাজ ভবনে ঔষধ বিতরিত হয়। যাহা ও আশু ফলকারী। বহু রোগে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত রোগের নাম সহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পাঠান হয়। শক্তি ভাণ্ডার (পানাগাছা) পোঃ আউলিয়াবাদ (ঐহট্ট)

সেয়ার কেনা বেচা
আমরা সাধারণের সুবিধার জন্য বড় ও ছোট লটে সকল রকম সেয়ার কেনা বেচার দায়িত্ব লইয়া থাকি। ৩ মাস মধ্যে ৪ কিস্তিবন্দীতে অগ্রিম টাকা নিয়া সরবরাহ করি, এবং একখানার মূল্যে কিনিয়াও থাকি, নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন। এই কার্য্য সপ্তাহের মধ্যে করিয়া দিব, মফঃস্বলে ও গ্রামে উচ্চ কমিশনে সক্রিয়, কণ্ঠ এজেণ্ট আবশ্যক।
মেসার্স রায় এণ্ড কোং
(গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্ট্রীকৃত)
সেয়ার ডিলার্স ও কমিশন এজেণ্ট,
১৩৩, নীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।


পারস্য সম্রাট রেজা শাহ


স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল

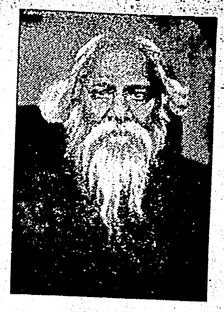
কবি রবীন্দ্রনাথ

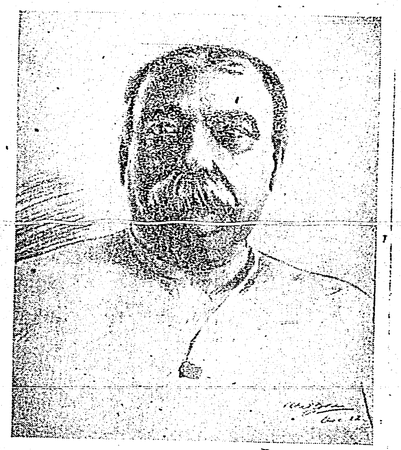
স্বর্গীয় আশুতোষ মুখার্জ্জী


ইংলণ্ড রাজের কনিষ্ঠ পুত্র রাজকুমার জর্জ্জ
ইনি সম্রাটের জন্ম দিবস উপলক্ষে ডিউক উপাধিতে ভূষিত হইলেন


কবি ও তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী
দমদমে অবতরণ করার অব্যবহিত পরে গৃহীত চিত্র
শিছনে এরোপ্লেনটি দেখা যাইতেছে।


জেনেরাল কাজুশিগে উগাকি—ইনি কোরিয়ার শাসন কর্ত্তা, জাপানের ভূতপূর্ব্ব সমর সচিব এবং জাপান ফাসিজমের নেতা। ইঁহার জাপানের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা আছে

কোথাও
জীবন বীমা
করিবার আগে

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটীতে একবার খোঁজ লইবেন

JOINT LIFE
INSURANCE
SYSTEM
A SPECIALILTY
OF THIS
COMPANY

এইটীই সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর মূলধনে ও তত্ত্বাবধানে
পরিচালিত---ভারতের সর্ব্ববৃহৎ বীমা প্রতিষ্ঠান

মোট জীবন বীমার পরিমান ৫,৪৪,৩৩,২৩৯৲
মোট স্থিত ও সংস্থান ১,২৩,১৩,৭৩৪৲
মোট বীমা তহবিলের পরিমান ১,০৪,২২,১৪১৲

বিগত পঞ্চ বার্ষিক (১৯২২-২৭) উদ্ধৃত তহবীল ৯,৫০,১৯৯৲ হইতে দাবীর টাকার সঙ্গে দেয় বোনাস্ বা লভ্যাংশ ১০০০৲ টাকার এন্‌ডাউমেণ্ট বীমার উপর ১০০৲ টাকা, ১০০০৲ টাকার আজীবন বীমার উপর ৭৫৲। বিস্তারিত বিবরনের জন্য পত্র লিখুন।

শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার
জেনারেল ম্যানেজার

হেড অফিস
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্
কলিকাতা

ঘোষ ব্রাদাস—ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
জুয়েলারি ম্যান্‌সন্,—১১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা।
আমরা স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রস্তুত-কারবারে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছি।
আমাদের প্রস্তুত গহনা—

ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট পুনরায়বিক্রয় করিলে আমরা পান-মরা বাদ না দিয়াই গিনি সোনার দামে খরিদ করি।

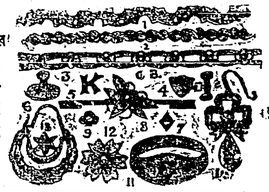

ইহাই কি আমাদের সততার অগ্নি-পরীক্ষা নয়?
দুই (৵০) আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ক্যাটালগ পাঠাই।

যদি স্ত্রীর স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে চান ও বহু সন্তান হওয়া বন্ধ করিতে চান তবে সিদ্ধপ্রদ মহৌষধ সেবন করান।
BIRTH CONTROL
মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা। প্রসিদ্ধ ক্ষত চিকিৎসক—এন, দে ১৫০নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাঁপানী ও যক্ষ্মায়
ভাওয়ালের মৃত রাজকুমারের পুনর্জ্জীবন দাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগার "এজমোডাইনা" ধন্বন্তরী। এক দিনেই উপশম, ফলের জন্য গ্যারাণ্টি, শিশি ২॥০।
ডব্লিউ ডাই এণ্ড কোং (নব) পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

-হতাশ রোগীর আশা-
"রুগ্ন জনগণের উপকারার্থ প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ১ বৎসর হইতে আমি যক্ষ্মারোগে শয্যাশায়ী ছিলাম। কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তারগণকে দেখাইয়া কোন ফল পাই নাই। তাঁহারা সকলেই এই রোগ অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন। শেষে নিজ জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ রাজবৈদ্য কবিরাজ—শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম, এ, (ফোন নং ৪০৩৯ বড়বাজার) মহাশয়ের অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসায় আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এতাদৃশ চিকিৎসা সাফল্য প্রকৃত পক্ষে অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব রোগ যতই জটীল কঠিন ও পুরাতন হউক না কেন তাঁহাকে না দেখাইয়া হতাশ হইবেন না।"
শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ—১২৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাসিক ৩০৲ হইতে ১১০৲ টাকা বেতনে কলিকাতায় কার্য্য করিবার জন্য কতিপয় মহিলা ও যুবক আবশ্যক। কর্ম্মীদের সুবিধার জন্য একখানি করিয়া ট্রামপাশ কোম্পানী হইতে দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।
দি নরমেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
১৯নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

ভারতের সোনা ভারতে রাখুন

ভারতীয় তামাকে প্রস্তুত বিশুদ্ধ স্বদেশী সিগারেট

ধূমপায়ীদিগের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রশংসিত এবং সর্ব্বত্র সাদর ব্যবহৃত



দি উইনার

কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত



সুলভে কড়া উৎকৃষ্ট দেশী সিগারেট পাওয়া যায় পরীক্ষা করিয়া দেখুন

গোল্ডেন এঙ্কর

বাঙ্গলার এজেন্ট আবশ্যক

ভারতীয় তামাক প্রস্তুত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুস্বাদু সিগারেটের ধূমপান করিয়া পরিতৃপ্ত হউন

নিউ তাজ

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।



বাঙ্গলা ও আসামে

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক

নমুনা ও ডাকমাশুলের জন্য ১৫ টাকা পাঠাইবেন।

৪নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস
কলিকাতা।

স্বদেশী সিগারেট এজেন্সী

টেলিফোন { গ্রাম—"ARMINDUSA" / ফোন—১১৬২ কলিঃ

সদ্য প্রকাশিত হইল

সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্রের

ষষ্ঠকড়ের বিড়ম্বনা—।৵০

(পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ)

শরৎচন্দ্রের আরও একখানি নূতন বই শ্রাবণেই প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্যিক নলিনী গুপ্তের—
বাংলার প্রাণ—১।০

প্রথম ভট্টাচার্য্যের—
বিপ্লবের ধারা—১।০

হিন্দু ও মুসলমান—॥০

পুলকেশ দের—
বলশেভিকী সঙ্কল্প—১।০

অধ্যাপক এমন রায়ের—
ঘুসোলিনী—১৲

জীবন কুমার
১৯০৫ সালে বাংলা—১।০

আর্য্য পাব্লিশিং কোং
২৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আনন্দ সংবাদ—

—আপনাদের সেই চিরপরিচিত—

ফ্যান্সি আর্ট কটেজ

আপনাদের ড্রেস, ষ্টেজ, চুল এবং সম্পূর্ণ নূতন ডিজাইনের সিন-সিনারি ইত্যাদি অতি সুলভে সত্বরতার সহিত মনের আশানুরূপ সেন হইতে সমাধান হইতেছে ষ্টুডিও খোলা হইয়াছে

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নিবেদনমিতি শ্রীকমলাকান্ত পাইন,
"প্রোপ্রাইটার"

কলিকাতা স্কুল অব

কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীজ

—অর্থকরী শিল্প বিদ্যালয়—

শিক্ষা সমাপ্তে তার মূলধনে অর্থ উপার্জ্জন করা যায় এইরূপ নব প্রকার পুস্তকের অতি সহজ এবং বিজ্ঞানেই শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অর্থকরী শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

যাহারা শুধু বাংলা লিখিতে পড়িতে পারেন এরূপ ছাত্রের লওয়া হয় এবং তাহাদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং প্রস্তুত কৌশলাদি হাতে কলমে শিখাইয়া দেওয়া হয়।

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দশ বৎসরের উপর ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট, কলিকাতার ও ভারতের বড় বড় ফার্ম্মের সহিত বিশেষ সম্বন্ধের ফলে বৃহদাকৃতি এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও মাসুলিকগণের গবেষণা এবং নিত্য নূতন জ্ঞান সাহায্যে মজবুত। এই বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা শিল্পীরা লাভবান হইতে পারেন। নূতন শিক্ষার্থী দেশোপযোগী পুস্তিকার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। এখানে

সাবান তৈরীর

বিশেষ বন্দোবস্ত আছে

একটী বৃহৎ ফার্ম্মেসীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ, মোগ্য সোপিয়ালিষ্ট কর্ত্তৃক হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাবান এবং অন্যান্য গৃহশিল্প বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ জন্য লিখিলেই—

বি, সেনগুপ্ত এম-এস-সি

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই ঠিকানায় আর আনার ডাক টিকিট সহ আবেদন করুন।

বিজলী

৪র্থ বর্ষ | শুক্রবার ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯, ইং ৩রা জুন ১৯৩২ | ৫ম সংখ্যা

সূচী-পত্র

১।	সম্পাদকীয়—	পৃষ্ঠা ১
২।	সাহিত্য সমালোচনা—	„ ৩
৩।	দূরদর্শনে ভবিষ্যৎ—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন	„ ৪
৪।	প্রবাসের কথা—শ্রীশ্যাম সেন	„ ৫
৫।	সনেট (কবিতা)—	
	শ্রীমণিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়	„ ৫
৬।	বঙ্গের কৃষি—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	„ ৬
৭।	সয়ংপুরের কথা—শ্রীহীরেন্দ্রমোহন দত্ত	„ ৬
৮।	আকাঙ্খা (গল্প)—শ্রীসুধীরচন্দ্র গুহ	„ ৭
৯।	বঙ্গে সংস্কারের কথা—	
	শ্রীমতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী	„ ৯
১০।	বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—	„ ১০
১১।	পাষাণ পুরী (উপন্যাস)—	
	শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	„ ১১
১২।	গত বার্ষিক সঙ্কল্প ও তাহার কার্য্য ফল—	
	শ্রীউদয়লাল বসু	„ ১২
১৩।	সংবাদ—শ্রীসুহৃদ দত্ত	„ ১৩
১৪।	পাশ্চাত্যে ডাক প্রণালীর ইতিহাস—	
	ইংলণ্ডাধিপতি ঘাস	„ ১৪
১৫।	ভাববাদিগণ আর্ষি নাহিমোর কেন (কবিতা)—	
	শ্রীবিভূতি চৌধুরী	„ ১৪
১৬।	বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা সাহিত্যের আসন—	
	ডাঃ নরেন্দ্র গুপ্ত	„ ১৫
১৭।	পীঠ ও পট—"চন্দ্রশেখর"	„ ১৬
১৮।	মহাত্মা প্রসাদের কবিরাজ—	
	কবিরাজ শ্রীসুরেন সেন	„ ১৮
১৯।	মনন্ত—	„ ১৯
২০।	মেঘদূত—"বিজলী"	„ ১৯
২১।	সাময়িকী—	„ ২১

গ্রাহক ও লেখকদের প্রতি

১। প্রত্যেক অতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

২। মফঃস্বলে ও মফঃস্বলে সর্ব্বত্র অতি সংখ্যার মূল্য এক আনা, ষাণ্মাসিক মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

৩। চাঁদা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার, বিজলী অফিস লিমিটেড, পোঃ বক্স নং ৩২ বি অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

৪। প্রবন্ধাদি সম্পাদক বরাবর, বিজলী অফিস, ৭৭ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

৫। প্রবন্ধাদি মনোনীত না হইলে ফেরৎ দেওয়া হয় না।

অর্ডিন্যান্সের পুনর্জ্জন্ম

গত ২৯শে মে ১৯৩১ সালের ১১নং অর্ডিন্যান্সের আজ শেষ হওয়ায় তাহার স্থানে সেই উদ্দেশ্যে এবং সেই মর্ম্মে আর একটি অর্ডিন্যান্স জারি হইয়াছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য "বিভীষিকা-সৃষ্টির দমন করিবার জন্য, এবং এই আন্দোলন সম্পর্কিত আসামীদের বিচার ও আইনের সহায়তা করিবার জন্য বাঙলা সরকারকে কতক ক্ষমতা বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া।"

গত বৎসর উক্ত অর্ডিন্যান্স যখন বাহির হয়, তখন আমরা সে সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্যই করিয়াছিলাম। এখনও সে মন্তব্য প্রত্যাহার করিবার কোনো কারণ উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং এই অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সেই পুরাতন প্রসঙ্গেরই পুনরুল্লেখ করিতে হয়, তাহা করিয়া কোনো লাভও নাই।

অর্ডিন্যান্স শাসন এবং অনেকটা গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে বলা। কিন্তু বাঙলা-সহ সমগ্র ভারতীয় গিয়াছে মিয়া শাসন পদ্ধতি তাহাদের সে ইঙ্গিত দিয়া ছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ, তাহাতে অনেক আশা করিয়াছিলেন। অর্ডিন্যান্স-শাসন বন্ধ এতদিনে কেহ হইল। এই ঘোষণার ফলের পক্ষে ১১ নং অর্ডিন্যান্স পুনরায় জারি হওয়ার সংবাদ তাহা বিশেষ এবং আদৌ ৩৯য়া বিস্মিত নয়।

অর্ডিন্যান্সের সম্বন্ধে পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই,—সে চেষ্টা করিবও না। অর্ডিন্যান্স পুনরুজ্জীবিত করার সঙ্গত কারণ বলিয়া যাহা দেখানো হইয়াছে এই প্রবন্ধে আমরা শুধু তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথম কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, সরকার বিপ্লব আন্দোলন দমনের জন্য বহুপরিকর। মিঃ ডগলাসের হত্যা, ঢাকা জেলায় ৩০ হাজার টাকা ডাকাতি এবং একের পর একের প্রায়ই ত্রিভলবার চুরি হওয়ে দেখা যায়, বিভীষিকা পন্থীদের মনের কোণে পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং এই অর্ডিন্যান্স পুনরায় জারি করার প্রয়োজন আছে।

বিপ্লব আন্দোলন দমিত হউক ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, এবং এ বিষয়ে সরকারের সাফল্য কামনা করি। আমাদেরও বিশ্বাস, বিপ্লব আন্দোলন দমিত হয় নাই। কিন্তু বিপ্লবীদের যে সমস্ত কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিয়া অর্ডিন্যান্সের উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার সব গুলিই অর্ডিন্যান্সের শাসন কালেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সে কথা অবশ্য আমরা বিপ্লবের ধ্বংস কামনা করিলেও অর্ডিন্যান্সের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে পারি না।

বাংলার বিপ্লবীদের মনের এবং কার্য্যপন্থার কোনো পরিবর্ত্তন না হওয়ায় সরকার ছাড় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও এ জন্য কম দুঃখিত নই। স্বীকার করিলাম, অর্ডিন্যান্সের শাসনে বিপ্লবীদের কার্য্যপন্থা হয় তো পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত, কিন্তু মনের পরিবর্ত্তন হইতে পারে এমন কথা সরকার কি করিয়া করিয়াছিলেন? চোর-ডাকাতকে কঠোর শাস্তি দিয়া চুরি-ডাকাতি নিবারণ করা যায় কারণ চোর চুরি করে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের জন্য। জেলের 'লাপ্‌সির' আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সে বোঝে চুরিতে লাভ যতখানি লোকসান তাহার চেয়ে বেশী। এই লাভ-লোকসানের হিসাব করিয়া সে চৌর্য্যবৃত্তি বন্ধ রাখে। কিন্তু বিপ্লবপন্থীদের সহিত সাধারণ চোর-ডাকাতের তুলনা করা চলে না। যে পন্থায় চুরি-ডাকাতি বন্ধ করা যায় সেই পন্থায় বিপ্লব-বহ্নি দমনের চেষ্টা করা সরকারের ভুল হইয়াছে। কয়েকটা বোমা ফাটাইয়া এবং দুই দশটা সাকারী কর্ম্মচারীকে হত্যা করিলেই একটা শক্তিমান জাতি প্রাণভয়ে একেবারে হাড়িয়া পলাইয়া যাইবে এ কথা শুনিলেই হাসি আসে। কিন্তু এই কথাটাই এবং তদুপর জীবনযাত্রায় নেশা এক দল ভাবপ্রবণ তরুণের চিত্তে আসন আলাইয়া রিয়াছে। বিপ্লব-পন্থা তাহারা সত্য মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করিবার শক্তি অর্ডিন্যান্সের নাই। আমরা তো দেখিতেছি, শাসন যত কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে, ইহাদের প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিও তত দুর্দ্দমনীয় হইতেছে। ফলে, আজ নিরীহ পথিকের টাকার থলি লইয়া পথ চলার উপায় নাই, এবং বহু সরকারী কর্ম্মচারীর সপরিবারে সঙ্গে সাক্ষাৎ-মরণও নিরাপদ নয়।

স্যার হ্যামণ্ড অ্যাবসন ইহাদের বিরুদ্ধে জনমত সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কথা বলিয়াছেন। বাংলার বিপ্লব-পন্থীদের সংখ্যা অতি অল্প, এবং বাস্তবিক তাহার পিছনে বিপুল জনমত ইহাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাঙালী এখনও জনমতের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন নয়। এখানে সরকারের কাছেও যেমন জনমতের কোনো মূল্য নাই, বিপ্লবপন্থীদের কাছেও তেমনি। সেখানে জনমত তো তুচ্ছ, সেখানে তাহা বিপ্লবপন্থার কি-ই বা করিতে পারে!

অবশ্য মতিতে মরে জনসাধারণই। অতিরিক্ত যাহারা তাহা করিতে পারে, নিরীহ প্রতিবেশীর মুণ্ডের সন্ধান যাহারা এদেশীয় মহাজনে পুঁজি করিতে

পারে,—আমাদের মনে হয়,—কথায় আর হাওয়ায় তাহারা আনন্দেই থাকে। বেশে একটির পর একটি চিত্তাকর্ষক জাতি ঠকে, – দিকে-দিকে অশান্তির আগুন জ্বলুক ইহা তাহারা চায়। বরং শান্ত আহ্বানেতেই তাহারা হাঁকাইয়া ওঠে। মন্ত্রিত্বে মন্ত্রিত্ব জনসাধারণ, আর বিজ্ঞতম গবর্ণমেণ্ট আমরা বিশ্বাস করি না, কোন শাসন সংস্কার অভিজ্ঞাতের সাহায্যে শাসন বাধা চালাইয়া আনন্দ পান। সংস্কার মনে ভাবেন, তাঁহাদের বাধা হইয়া অভিজাত জাতি করতে হইবেছে এবং নিজেকে সান্ত্বনা দেন এই বলিয়া যে, ইহার আঘাত শুধু বিপ্লবীদেরই স্পর্শ করিবে, জনসাধারণকে স্পর্শও করিবে না। কিন্তু ফল হয় উল্টা।

চট্টগ্রামে কথাই ধর না কেন আগের অভিজ্ঞতাতে। প্রথম অধ্যায় শুধু ট্রেজারির উপরই প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল, প্রয়োজন হইলে উহা অন্য যে কোন জেলার উপর প্রযুক্ত হইতে পারিবে। এবারের অভিজ্ঞাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারাও চট্টগ্রামের উপরই প্রযুক্ত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে উহা অন্য যে কোন জেলার উপরও প্রযুক্ত হইতে পারিবে। সরকার বলেন, ইহার এখনও প্রয়োজন আছে,—not because the results of the last ordinance have been disappointing, but because they require to be maintained.—অর্থাৎ গত বারের অভিজ্ঞতার ফল আশাজনক হয় নাই বলিয়া নয়, তাহা এখনও বজায় রাখার প্রয়োজন আছে বলিয়া। এখনও যথেষ্ট সংখ্যক আসামী ধরা পড়ে নাই এবং জেলার নানা স্থানে সশস্ত্র ডাকাতি চলিতেছে। তদুপরি,—সরকারের মতে,—অভিজ্ঞাদের কল্যাণে নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে জনসাধারণের নাকি আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। এইরূপ "অফিসিয়াল কপিনিয়নের" মূল্য কি? সরকার কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে, দেশময় বাড়ীতে পুলিশ সন্দেহ বশে হানা দিয়াছে তাহার সকল অনুষ্ঠানই দোষী,—কোনো নির্দ্দোষ কি অকারণে নিষ্কৃত হয় নাই?

সে যাহাই হউক, সরকারের বিশ্বাস, বাংলায় এখনও বিপ্লবী দল আছে। ইহাদের দমনের জন্য তাঁহারা সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর,—বহুদিন আমরা প্রতিবার দেখিতেছি তাঁহারা একই মামুলী পন্থা প্রতি বার অবলম্বন করিতেছেন। এই পন্থায় যে সত্যই দেশের এবং জনসাধারণে। কল্যাণ হইবে তাহা বিবেচনা করিবারই মতো বুদ্ধি আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু এবং অন্যান্যকে সম্প্রতি সিউনি জেল হইতে জলপাইগুড়ি জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইঁহাদের তিন জনেরই স্বাস্থ্য সিউনি জেলে ভালো ছিল না। বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনো সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। জলপাইগুড়ি ইঁহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি উপকারী হইবে তাহাও অনুমান সাপেক্ষ। বাংলা দেশের জলহাওয়ায় যাঁহারা মানুষ অন্ততঃ তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রীষ্মে জলপাইগুড়ি যে হিতকর হইবে তাহা বলা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার পুত্রকে যে পত্র লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কিয়দংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। পত্রখানি জলপাইগুড়ি সেণ্ট্রাল জেল হইতে ৩০শে মে তারিখের লেখা।

"দুইখানি এাইডেট মোটরে আজ একুশ মাইল পথ সিউনি হইতে আমরা এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। বর্ত্তমানে সুভাষের স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাহাতে এই ভ্রমণে তাহার খুব বেশী কষ্ট হয় নাই বলিতে হইবে। গত সপ্তাহে আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাতে জানিতে পারিয়াছ পাহাড়তলীতে অন্ন মন্বন্তর হওয়ায় কষ্ট পাইতেছে। তাহা সত্ত্বে অঞ্চলে উপসর্গও আছে এবং গত বছরে তাহাদের খুব অভাব হইয়াছিল। গত শনিবার পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে খুবই ব্যস্ত ছিল। রবিবার (অর্থাৎ গতকল্য) কখন আমাদের ডাকানো হয় সে, তাহা কিছু চিন্তিত-মাত্র ছিল আমাদের জন্য-পুরে যাইতে হইবে, কখন একসঙ্গে চার ঘণ্টা মোটরে যাওয়া তাহার সহ্য করিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। মাত্র ইঁহারা আসিয়া এখানে পৌঁছিয়াছি এবং এই জেলে আছি। ভবিষ্যতে অন্য কোথাও যাইব কিম্বা এখানে থাকা হইবে সে সম্বন্ধে কিছুই জানি না। সম্ভবতঃ সুভাষের এক্সরে ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফলের উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

"১৩ই এপ্রেল ছিলবারার সিভিল সার্জ্জন সুভাষকে পরীক্ষা করিয়া বলেন, তাহার পিত্তাশয়ে কোনো পীড়া আছে এবং এক্সরে পরীক্ষা করার প্রয়োজন। পরীক্ষার তাহার আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হইলে হয় তো অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইবে সেক্ষেত্রে আমাদের অন্যত্র যুদ্ধান্তরে যেতে হবে

কলিকাতায় এখন অত্যন্ত গরম। আমাদের চটি বৈদ্যুতিক টেবিল পাখা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দিনের বেলায় এখানে এতই গরম যে তাহাতে কিছুই হয় না।

সুভাষ এখনও তরল খাদ্য গ্রহণ করিতেছে। বহুদিন ভিতরের প্রকৃত রোগ ধরা না পড়ে এবং উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা না হয় ততদিন এমনি চলিবে

আমি তেমন আছি প্রস্রাবে শর্করা কমে নাই, বরং বাড়িয়াই চলিতেছে।"

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র ও সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয়দ্বয়কে বাংলার বাহিরে সরকারের কি আপত্তির কারণ জানি না। কিন্তু কারণ যত গূঢ় এবং যত বেশীই হউক, ইঁহাদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া ইঁহাদের অবিলম্বে বাংলার নিকটবর্ত্তী আনা প্রয়োজন সন্দেহ নাই আশা করি গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় সত্বরতার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বিশেষ করিয়া সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্যের জন্য সত্বরেই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তাঁহার সম্বন্ধে অবিলম্বে একটা নিশ্চিত বিবরণ প্রকাশ করিয়া সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহাও জানাইয়া দেওয়া উচিত।

কবির প্রত্যাবর্ত্তন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পারস্য হইতে নিরাপদে বিমান পথে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পারস্যে তিনি যে সম্মান ও যে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন তাহা আজ বাংলার তথা সমগ্র ভারতের গর্ব্বের এবং গৌরবের বস্তু। কিন্তু এই শ্রদ্ধা ও এই সম্মানের প্রতি ব্যক্তিগত লোভের বশে বৃদ্ধ বয়সে তিনি বিমান-যাত্রার বিপদ বরণ করেন নাই। তিনি গিয়াছিলেন, ভারত ও পারস্য, এই দুইটী প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমির মধ্যে নূতন করিয়া যোগ সূত্র স্থাপন করিতে। সেই জন্যই তাঁহার সম্মানে আজ সমস্ত দেশ সম্মানিত,—সমগ্র জাতি সম্মানিত। পারস্যের শ্রদ্ধা তাঁহার অঞ্জলি দিয়া আজ ভারতের অন্তরের মণিকোঠায় জমা হইয়া গেল।

আমরা সুখী হইলাম, পারস্যের জলবায়ুতে তাঁহার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের অনেক উপকার হইয়াছে। আকাশ-ভ্রমণও তিনি খুবই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করিয়াছেন। পারস্য-রাজ রেজা শাহ পহলবী ও পারস্যের জনসাধারণও আন্তরিকতার তিনি পরম শ্রীতি লাভ করিয়াছেন। সেখানেই গিয়াছেন, সেইখানেই তিনি প্রাণস্পর্শী সম্বর্দ্ধনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি হাত পাতিয়া লইয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণে। তিনি নিয়মিত ডায়েরী রাখিয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই উহা বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে,—পৌষ পুত্রিকা মাঘের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে। বাংলার এই কৃতী সন্তান দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করুন ইহাই প্রার্থনা করি।

রাজবন্দীর ভাতা

আমরা জানিতে পারি যে রাজবন্দী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার পত্নীর ভরণপোষণের ভাতার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াও এখনও কোনো ফল পান নাই। ঘোষ মহাশয় অবিবাহিত, এবং তাঁহার সম্ভবতঃ তাঁহার ভাতা না পাওয়ার কারণ রূপে কিছু চিন্তিত হইতেছে। ভাতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ভার যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের সকলেই যে এদেশের সমাজ গঠন সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহা নয়। তথাপি এমন গোলযোগ যে কেন হয় তাহা ভাবিয়া পাই না; বিলাতে মাত্র ৫৷ এবং পুত্র-কন্যা লইয়া একটি পরিবারের সংসার। কিন্তু আমাদের দেশে বাপ-মা, বিধবা ভগ্নী, অন্ধ, নাবালক ভাই প্রভৃতিও পরিবারের অন্তর্গত। হেম বাবু বিবাহ করেন নাই বলিয়া পরিবারের প্রতি কোনো তাঁহার দায়িত্ব নাই তাহা মনে করা ভুল। ছেলের বাড়ীতে থাকিতে এই দায়িত্ব তিনি পালনও করিতেন। আমরা আশা করি, সরকার অন্ততঃ তাঁহার বৃদ্ধ পিতা কথা চিন্তা করিয়াও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য ভাতা ব্যবস্থা করিতে অনায়ত করিবেন না।

রাজবন্দীর সংখ্যা

বর্ত্তমান আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর সমগ্র ভারতে যত সন্ত্রাসবাদী বন্দিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ৪৪,৭৫০,—ইহার মধ্যে মধ্যে বহু অল্পকাল দণ্ডিত হইয়াছেন, ছেলে বয়স নাই অন্তর্ধানে মোট বন্দিত হন ১৯৮৫, বোম্বাইয়ে ১১,৮৫০, মাদ্রাজে ৬৯৫০, এবং এপ্রিলে ৫১০০ জন। এপ্রিলের শেষে মোট ৩৫ হাজার জন ছেলে ছিলেন

কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ চেম্বার্লেন বলিয়াছিলেন, ভারতে মোট ৮০ হাজার কংগ্রেস সদস্য গঠিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে "চেঠাম্যানের" বিশেষ সংবাদদাতা মন্তব্য করিয়া জানাইয়াছেন, মিঃ চেম্বার প্রকৃতপক্ষে উপকথা বিশ্বাস অভিভূত। আমাদের বিশ্বাস, মিঃ চেম্বার প্রকৃতপক্ষে কথা অতিরঞ্জিত নাও হইতে পারে। গত আন্দোলনের সময় দেখিয়াছি, অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী কেহ চুরি, কেহ ডাকাতি,কেহ বা অন্য কোনো অপরাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন জেলের মধ্যে হয় তো ইঁহারা রাজনীতির বন্দীর অনুরূপ ব্যবহারই পান, কিন্তু সরকারী খাতায় যে কারাদণ্ড পরিণামে পড়েন সরকারই জানেন সরকার যদি পুই করিয়া জানান, এবারের দণ্ডিত কংগ্রেস কর্ম্মীগণ যাঁহারা সিকেটিং অথবা অন্য কোনো রাজনৈতিক কার্য্য করিতে গিয়া অকারণেকারাবাস করিতেছেন তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক বন্দী বলিয়াই হিসাবে ধরা হইয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, মিঃ চেম্বার প্রকৃতপক্ষে উক্তি সত্যই উপকথা।

সাময়িক সমালোচনা

নানা চর্চ্চ:—শ্রীঃ মথ চৌধুরী। কমলা বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এই গ্রন্থের সূচনাতে বলিয়াছেন—"এ এক রকম ভারতবর্ষের চিঠিই দিওগ্রাফির বই।" যথার্থই সত্য। তিনি পাঠককে প্রথমে ভারতবর্ষের বাহিরের রূপের সহিত পরিচয় করাইয়াছেন। সাঁইত্রিশ পাতার প্রথমে ভারতবর্ষের সমগ্র রূপ এরূপ ভাবে আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। নদীর নাম, পাহাড়ের নাম, নগর প্রদেশের নামের তালিকা সুদীর্ঘ করিয়া যাঁহারা হয়রান হইয়া গিয়াছেন অথচ ভারতবর্ষকে মনোশ্চক্ষে দেখিতে পান নাই আমরা তাঁহা দগকে এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি' পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। উদ্ভিদাগণ ও খনিজাগণের মাটি জলহাওয়া, উদ্বির বর্ণনা করিয়া চৌধুরী মহাশয় এই গিয়াছে উপমাটি হইয়াছেন:—

"ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা সওয়া ছয় জন হচ্ছে কৃষিজীবী এই কারণে ভারতবর্ষ নাগরিক দেশ নয়, গ্রাম্য দেশ। এ দেশে সাত লক্ষ গ্রাম, প্রধান রাজার গ্রাম আছে, আর পঁচাত্তরটি নগর নেই। নগরেও এক রকম সভ্যতার সৃষ্টি হয়, যেমন হয়েছিল পুরাকালের গ্রীসের আথেন্স ও ইতালির রোম নগরগুলোতে। আর সেই সভ্যতার কতক অংশে বর্ত্তমান ইউরোপের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। এই নগরে মনোভাব থেকে নিষ্কৃতি না পেলে মানুষের মন ভারতবর্ষ ও চীন দেশের সভ্যতার প্রতি অনুকূল হয় না। এই কারণেই ইউরোপের সাধারণ লোক ও বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অসাধারণ লোকে—অর্থাৎ যারা শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বিলাতের সাধারণ লোকের সামিল হয়ে গিয়েছে—তারা ভারতবর্ষের সভ্যতাকে অসভ্যতা মনে করে। ••••• এদেশ যদি অধিবেত্তা হয়, তার কারণ এদেশ মূলে কৃষিক্ষেত্র। বন গ্রামেরই অপর পৃষ্ঠা। আশ্রম মাটির নয়, মনেরই কৃষিক্ষেত্র।

"প্রাচীনকাল অনেক ইংরাজী শিক্ষিত মহাশয় লোক Village Organisation করবার জন্য অধিকের ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মানুষ কবিবরের জন্য যুগ যুগ ধরে যে Organisation করেছে, তারই নাম কি village নয়? Village জিনিষটে মূলে Organised নয়, কলিবশে প্রতি গ্রাম এক একটি Organism হয়ে উঠেছে। Organisation করে Organise করবার প্রবৃত্তিটি যেমন উচ্চ তেমনি নিরর্থক। ••• পুরাণকারেরা বলেছেন যে ভারতবর্ষ হচ্ছে আসলে কর্ম্মভূমি, আর এ দেশ সেই কর্ম্মের ভূমি, যে কর্ম্ম দেব-দানবেরা করতে পারেন না। এ কর্ম্ম হচ্ছে কৃষি কর্ম্ম। আর এইটিই হচ্ছে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির গোড়ার কথা আর অন্তরের কথা। আর এই ভিত্তির উপরেই ভারতবাসীর মনপ্রাণ গড়ে উঠেছে। এ সত্য উপেক্ষা করলে লোকানের ধর্ম্মাচরণের অধিকার জন্মাবে না, অর্থাৎ অর্থনীতের অধিকার তাঁদের না—আর তখন ঢুঁইয়ে ধর্ম্ম রক্ষে বুঝবে অর্থ, আর অর্থ বুঝতে বুঝবে ধর্ম্ম। যেমন আমলাকার পলিটিসিয়ানরা. বৈবেন" বলা বাহুল্য চৌধুরী মহাশয়ের কথার ভিতর যেমন সত্য আছে তেমনি বাড়াবাড়ি নাই। ইহাকে অতিউক্তি বাক্যোক্তি উক্তি বলিলে আমাদের ধৃষ্টতা হইবে না। কারণ লেখার এই ভঙ্গীই তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে বিশিষ্ট আসন দিয়াছে।

যে বিপুল বৈচিত্র্য সভ্যতা ভারতবর্ষে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে প্রমথ বাবু প্রথমেই তাহার বিশাল ক্ষেত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। পরে যুগে যুগে এই মহাসভ্যতা কি করিয়া নূতন নূতন অবস্থায় নূতন নূতন সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে—কখন সফল হইয়াছে কখনও বা হয় নাই; এবং এইরূপে 'পতনোভ্যুদয় বন্ধুর পথা' দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। প্রমথ বাবু বিভিন্ন যুগ ও মহাপুরুষের জীবনী অবলম্বন করিয়া তাহা বর্ণিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারতের অন্তর্নিহিত ভক্তির মহাশক্তি নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য কখন যে কাহাকে আধার রূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাও পরম বিস্ময়কর। কখনও শ্রীকৃষ্ণ, কখনও বুদ্ধ, কখনও চন্দ্রগুপ্ত বা সমুদ্র গুপ্ত, কখনও অশোক বা হর্ষ; কখনও বা সম্পূর্ণ বিদেশীকে অবলম্বন করিয়াছে যেমন—কনিষ্ক, আকবর। আবার যখন ভারতের রাষ্ট্রীয় আকাশ - নিরভ্র দেখে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—জাতিতে জাতিতে রাজায় রাজায় ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বন্দ্ব ভারতবর্ষের ভূমি রক্তপিচ্ছিল করিয়া তুলিয়াছে তখন ভারতবর্ষের সনাতন সভ্যতা রাজার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে তৈতন্য রূপে কবীর রূপে। বিভিন্ন যুগে যে মহাপুরুষ যে পরিমাণে এই মহাশক্তির শুদ্ধ আধার রূপে নিজেকে ধারণ করিতে পারিয়াছেন ভারতবর্ষ সেই পরিমাণে তাঁহাকে নেতা বলিয়া, ঋষি বলিয়া, গুরু বলিয়া, অবতার বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। প্রমথ-বাবু এই ছোট গ্রন্থে এই বিশাল সভ্যতার সকল অভিব্যক্তির ছবি আঁকিতে চাহেন নাই। তবে জাতির এই বিচিত্র অভিযানের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিতে চান তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে পথের অনেক ইঙ্গিত দেখিতে পাইবেন।

গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি এক সময়ে লেখা হয় নাই এবং এক মনোভাব হইতেও লেখা হয় নাই তথাপি প্রমথ বাবু যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিলে তাঁহার চিন্তার ধারা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

'ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি'—ভারতীয় সভ্যতার বেদীবর্ণনা; 'অরু-হিন্দুস্থান'—ভারতীয় রীতপুরুষ ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ; আর্য্য ও কাস্ত সভ্যতার দান 'মহাভারত ও গীতা'; 'বৌদ্ধধর্ম'; হিন্দুর শেষ রাজকর্ত্তা মহারাজাধিরাজ 'হর্ষ'; তারপর ভারতবর্ষে মুসলমানের আগমন। এতদিন যাহারা হিমালয়ের প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিয়াছে ভারতবর্ষ তাহাদিগকে ধর্ম্মে কর্ম্মে একেবারে আপন করিয়া লইয়াছে। মুসলমানের বেলায় তাহা সম্ভব হইল না। ভারতীয় সভ্যতা কি করিয়া এই সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিল তাহা প্রমথ বাবু দেখাইয়াছেন—'পাঠান-টেরুর রাজকুমার বিজুলী খাঁ' ও 'বীরবলে'। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে ভক্তিমার্গে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টা ও আধুনিক সাহিত্য দেখিতে পাই 'বিজুলী খাঁতে'। আর আকবরের নেতৃত্বে reason এর উপর নূতন ধর্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই 'বীরবলে'। সমন্বয়চেষ্টা হিন সা বলিয়া এ চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়া গেল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যের মিলন হইল না বটে কিন্তু culture এর মাধ্যমে মিলনের যুগ—আরম্ভ হয়েছে। এই অসাধারণ শক্তি-শিল্পীর প্রতি প্রমথ বাবুর গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি থাকাতে তাঁহার সমালোচনা আনন্দময় ও কবিত্বের বড় interpreter বঙ্গসাহিত্যে দেখা যায় নাই। এবং সেই কারণে এ প্রবন্ধটি এত ভাল হইয়াছে। এ কথা সত্য যে ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিলাসিতায় আমরা তাঁহার জীবনের হৃদয় উৎসারিত কথা ভুলিয়া যাই। নিজের জীবনের সকল কষ্ট ভুলিয়া গিয়া 'প্রমোদের প্রভু' হইয়া চরিত্রে যে বীর্য্যের প্রয়োজন হয় প্রমথ বাবু তাহা সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন।

ভারতের পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারতবর্ষে আগমন। এই সংঘর্ষে রাজ্যের পর রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল। পুরাতন প্রাচ্য পদ্ধতিতে যাহারা বাধা দিন তাহারা হারিয়া গেল—পলাশীতে। যাহারা ভিতরটা পরিবর্তন না করিয়া শুধু বাহিরে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুকরণ করিয়া পশ্চিমকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল তাহাদের পরাজয়ের কথা উদুয়ানালা হইতে সিপাহী বিদ্রোহের সকল যুদ্ধের ইতিহাসে লিখিত আছে। তাহারা হন বাবিদ—ইউরোপীয় শিক্ষক রাখিয়া কুচ কাওয়াজ শিখিয়া লইল, প্রাণপণ করিয়া লড়াই করিল—কিন্তু তাহাদের সকল ত্যাগ বিফল হইয়া গেল। সিরাজদ্দৌলা, মীর কাসিম, নন্দকুমার, মাধোজী সিন্ধিয়া, মহারাজ রণজিৎ সিংহ—ইহারা বলো, শক্তি বলো—ইঁহাদের কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু ইউরোপের শক্তির উৎস যে কোথায় তাহার সত্যকার উপলব্ধি ছিল না বলিয়া পশ্চিমকে তাহারা বাধা দিতে পারিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের জীবনী শক্তি তখনও নেভেনিয়া হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধের কুড়ি বৎসরের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের আত্মা পুনরায় তাহার আধার খুঁজিয়া পাইল।

আমাদের মনে হয় প্রমথ বাবু রামমোহনের জীবনীতে এই সূত্রকের শেষ করিলে ভাল করিতেন। কারণ তাহার পর যে পাঁচটি প্রবন্ধ যোগ করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে তিনটী প্রবন্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার defence. প্রথমটি ফরাসী লেখক Massis এর, দ্বিতীয়টি জার্মান পণ্ডিত Haas এর এবং তৃতীয়টি ইংরাজ লেখক Archer এর লেখার। বলা বাহুল্য এই পণ্ডিতদের বক্তব্য হইতেছে যে ভারতবর্ষ আসলে সভ্য নয়। সাময়িক ভাবে হয়ত এ সকল পণ্ডিতের কথার অবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ঈর্ষা, বুদ্ধ, দম্ভ, আক্রোশের কথার সঙ্গে এ সকল তর্কবিতর্ক কিছু বেমানান হইয়াছে। যাহা হউক এ বিষয় প্রমথ বাবু তাঁহার কথা শেষ করিয়াছেন একজন আমেরিকান সাধুর কথার লেখা উদ্ধৃত করিয়া।

"There is the pride of culture, like that of the ancient Greeks; our word 'barbarian,' from their term for all aliens, still expresses the feeling.

There is the pride of religion, remnant of the mediaeval of perversion Christianity, which transformed acceptance of the most inclusively loving and humble teacher earth has known, into a ground for arrogance. The tone in which 'pagan' and 'heathen' are often pronounced, tells the story.

There is the pride of political efficiency, inherited perhaps from Rome, causing us to despise those unpossessed of organised power.

Last to grow, perhaps, is the pride of scientific and mechanical achievement—that which impels a Westerner to identify sanitary plumbing and speedy communication with civilisation."

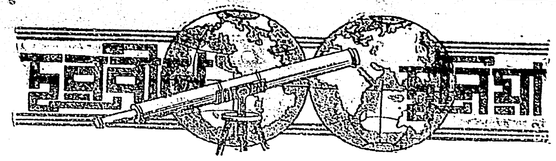

জার্ম্মানীর রাজনৈতিক লাঞ্ছনা

শ্রীপ্রমোদকুমার সেন

জার্ম্মান রাষ্ট্রপতি ও প্রুশিয়ার পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনের পর মনে হইয়াছিল যে, কিছুদিনের জন্য—অন্ততঃ সাময়িক ভৌত পর্য্যন্ত—জার্ম্মানীতে রাষ্ট্রীয় অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে চ্যান্সেলর ব্রুনেনিংকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ ডক্টর ব্রুনিংএর পদত্যাগে সম্মত হওয়ায় বিস্মিত হইয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। কারণ বিগত নির্ব্বাচনে হিণ্ডেনবুর্গই অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে ব্রুনেনিং গবর্ণমেণ্টের জয়ই মনে করিয়াছিল। হিট্‌লার ব্যক্তিগতভাবে হিণ্ডেনবুর্গের বিপক্ষতাচরণ করেন নাই; ব্রুনেনিং গবর্ণমেণ্টের জয়েই হিণ্ডেনবুর্গ তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য।

বস্তুতঃ ব্রুনেনিংকে হিণ্ডেনবুর্গ সহিত মন্ত্রিত্বের জন্যই পদত্যাগ করিতে হইল। যুদ্ধের পর হইতেই জার্ম্মানীর আর্থিক দুর্দ্দশার সীমা নাই। এজন্য চ্যান্সেলরকেই ইহার জন্য দায়ী হইতে হইয়াছে। এক দিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের চাপ; অপর দিকে সারা দুনিয়ার ব্যাপী বাণিজ্য মন্দা ও দারুণ অর্থাভাব। জার্ম্মানীর পক্ষে ঘর সামলানই এক কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বজ্রটের ঘাটতি মিটাইবার জন্য ব্রুনেনিংকে বার বার বিশেষ আইন করিবার ক্ষমতার প্রয়োগ প্রচুর করা হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রুনেনিং নূতন করভার ব্যবস্থা করিবার ও আর্থিক সংযম সমাধানের জন্য, বিশেষ এক বিধি প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। বিধান হইয়াছিল যে, খুব প্রশিয়ার ভূমাধিকারীগণের ঋণ পরিশোধ না করায় তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এ পর্য্যন্ত প্রতি বিধানেই রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন—বাস্তবিক তাঁহার সহায়তায় ব্রুনেনিং এতকাল বন্ধুতা সহিত শাসন কার্য্য চালাইয়া আসিতেছিলেন। এবার এ বিষয়ে ব্যবস্থায় হিণ্ডেনবুর্গ অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিলেন। ব্রুনেনিং পদত্যাগ ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলেন না।

হিণ্ডেনবুর্গের এত খুব প্রতিপত্তি কাহাকে দেখানার ভূমাধিকারীগণের স্বার্থ এক কারণের জন্য হিণ্ডেনবুর্গ ক্ষুব্ধ হইলেন, ইহা স্বাভাবিক। মুদ্ধের পরে ঐকান্তিক ভাবে জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের সেবা করিলেন, হিণ্ডেনবুর্গ আসন পাইয়া, নিঃস্বার্থ প্রতিষ্ঠিত জার্ম্মান সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ। তিনি পুরাতন্ত্রকে একবারে ভিন্ন করিবেন কি করিয়া? বাজেট যখন কঠিন সংযম উপস্থিত হইল, হিণ্ডেনবুর্গ পুরাতন বন্ধুদের সর্ব্বনাশ নিবারণে উদ্যত হইলেন

প্রথম বার নির্ব্বাচনের সময় হিণ্ডেনবুর্গ এই ভূমাধিকারীদিগের যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছিলেন। পরে হিট্‌লারের অভ্যুত্থান হইলে ইহারা তাঁহার বন্ধুত্ব ছিড়িয়াছিল, কারণ হিণ্ডেনবুর্গের সাম্য-নীতি ইহাদের মনোমত নহে। হিটলারের জার্ম্মানীর খাঁটি গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার, মার্শাল, ইহাদের নিকট একান্ত মনোরম। এ বিষয়ে হিণ্ডেনবুর্গ ব্রুনেনিংএর সহিত এক মত—সুতরাং কোন গুরুতর গঠনের সম্ভাবনা নাই। বিগত নির্ব্বাচনে এই কারণেই এ ভূমিরাজগণ হিণ্ডেনবুর্গের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন, এবং হিটলার সুযোগ্য ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মান যুবরাজ মহাশয়কে হিণ্ডেনবুর্গের বিরুদ্ধে ভোট দিতে প্রকাশ্য-ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

প্রুশিয়ার পার্লামেন্টে বিশ্বাস হিয়া হিণ্ডেনবুর্গ কি করিবেন তাহাও এক মস্ত সমস্যা। কোয়ালিশি হিট্‌লারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হওয়া সুকঠিন—না হইলেও বোধ হয় উপায় নাই। জার্ম্মান পার্লামেন্টে ব্রুনেনিংর মিলিত দলের সঙ্গে হিট্‌লারের দলের সংখ্যাধিক্য। কাজেই হিট্‌লার যদি জার্ম্মানীর কর্ণধার হ'ন তাহা হইলে আপত্তি হইবার কিছু নাই। প্রুশিয়ার নির্ব্বাচনে ও হিট্‌লারের দল বেশ ভাল রকমই ভবিষ্যতে কাটাইয়াছেন, এবং সেখানকার রাষ্ট্রপরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন হিট্‌লারের দলের লোক। এবার হিট্‌লারের বিনা যুদ্ধে সভাবনীয় ভাগ্য পরীক্ষা।

হিণ্ডেনবুর্গ নাকি বলিয়াছেন যে তিনি সকলের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য করিবেন না, অর্থাৎ সংসা হিট্‌লারকে মন্ত্রিত্ব দানিবেন না, যদি অন্যের দলের নেতা মিলে যিনি হিট্‌লারের দল ও সাম্যবাদী দলকে হটাইতে পারেন। কিন্তু হিট্‌লারের সহিতই তিনি বেশী পরামর্শ করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় জার্ম্মানীর ভাগ্য এবার বিনা আয়াসে হিট্‌লারের হস্তে ন্যস্ত হইবে।

ব্রুনেনিং গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত নানা ভাবে হিট্‌লারের দলের নিকট বিচলিত হইয়াছে, এবং ব্রুনেনিং অত্যন্ত দৃঢ়তা অবলম্বন না করিলে এতদিনে হিট্‌লারের দলের অন্ত-সঞ্চার হইত। হিট্‌লারের দলের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করায় (ইহাতে অবশ্য হিণ্ডেনবুর্গও সহায় ছিলেন,) ব্রুনেনিংএর দলেও ভাঙ্গন ধরিয়াছিল এবং অবহা দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, ব্রুনেনিংকে বেশী দিন গদিতে টিকিতে হইবে না। পরোক্ষ কারণেই তাহা ঘটিয়া গেল।

হিট্‌লার চ্যান্সেলরের তক্তে বসিলে, জার্ম্মানীর আন্তর্জাতীয় অবস্থার কি বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে বলা সুকঠিন; কিন্তু তাঁহার দল যেরূপ ইহুদী ও সাম্যবাদীদলের বিরোধী তাহাতে রক্তপাত হওয়া বিচিত্র নহে। হিট্‌লারের ও সাম্যবাদী দলের মধ্যে মুখো-মুখি কাণ্ড হ'য়ে গেলেই ঘটিয়া থাকে। সে বিষয়ে জার্ম্মান পার্লামেণ্টে হিটলারের মুখের কতিপয় বক্তৃতি যেরূপ ভাবে ইহুদীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহাতে বুঝা যায় যে জার্ম্মানীতে সাম্যবাদিগণ কিরূপ প্রবল। হিট্‌লারের দলের বাড়াবাড়ির জন্যই হিণ্ডেনবুর্গ তাঁহার "বড়ো সৈন্যদলকে" ভাহিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কাজেই সমস্ত জার্ম্মানী হিটলারকে পছন্দ করিবে কিনা সন্দেহ

ইংরেজের আশঙ্কা

হিটলার যদি জার্ম্মানীর কর্ণধার হ'ন তাহা হইলে আর ? ইংরেজের বিদেষের জ্বালেরও কারণ যুদ্ধের পরিপূরণ ও ভার্সাই সন্ধি সম্বন্ধে হিটলারের মত সুস্পষ্ট বিনা ইংরেজকে হিটলার ইংরেজের অন্যতম কারণে চান রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে হিটলার হিণ্ডেনবুর্গের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, ইংরেজের প্রায় সকলেই হিটলারের পক্ষে ছিলেন, কারণ হিণ্ডেনবুর্গের সাম্য-নীতি ইংরাজের মনোমত নহে। হিটলারের জার্ম্মানীর ধ্বংস গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার, মার্শাল, ইহাদের নিকট একান্ত মনোরম। এ বিষয়ে হিণ্ডেনবুর্গ ব্রুনেনিংএর সহিত এক মত—সুতরাং কোন গুরুতর গঠনের সম্ভাবনা নাই। বিগত নির্ব্বাচনে এই কারণেই এ ভূমিরাজগণ হিণ্ডেনবুর্গের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন, এবং হিটলার সুযোগ্য ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মান যুবরাজ মহাশয়কে হিণ্ডেনবুর্গের বিরুদ্ধে ভোট দিতে প্রকাশ্য-ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

প্রুশিয়ার পার্লামেন্টে বিশ্বাস হিয়া হিণ্ডেনবুর্গ কি করিবেন তাহাও এক মস্ত সমস্যা। কোয়ালিশি হিট্‌লারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হওয়া সুকঠিন—না হইলেও বোধ হয় উপায় নাই। জার্ম্মান পার্লামেণ্টে ব্রুনেনিংর মিলিত দলের সঙ্গে হিট্‌লারের দলের সংখ্যাধিক্য। কাজেই হিট্‌লার যদি জার্ম্মানীর কর্ণধার হ'ন তাহা হইলে আপত্তি হইবার কিছু নাই। প্রুশিয়ার নির্ব্বাচনে ও হিট্‌লারের দল বেশ ভাল রকমই ভবিষ্যতে কাটাইয়াছেন, এবং সেখানকার রাষ্ট্রপরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন হিটলারের দলের লোক। এবার হিট্‌লারের বিনা যুদ্ধে সভাবনীয় ভাগ্য পরীক্ষা।

হিণ্ডেনবুর্গ নাকি বলিয়াছেন যে তিনি সকলের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য করিবেন না, অর্থাৎ সংসা হিট্‌লারকে মন্ত্রিত্ব দানিবেন না, যদি অন্যের দলের নেতা মিলে যিনি হিট্‌লারের দল ও সাম্যবাদী দলকে হটাইতে পারেন। কিন্তু হিট্‌লারের সহিতই তিনি বেশী পরামর্শ করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় জার্ম্মানীর ভাগ্য এবার বিনা আয়াসে হিট্‌লারের হস্তে ন্যস্ত হইবে।

প্রথম বারুদের শেষ প্রবন্ধ 'গোল-টেবিলের বৈঠক'। এ প্রবন্ধটি সময়াভাবে আমাদের পূর্ব্বে আসিতে পারিত। তবে তিনি উপস্থিতে ভারতবর্ষের অনুরক্তিতে শাসনব্যবস্থা আসন্ন হইয়া যাবে বলিয়াছেন তাহা আমরা সকলেই মানি। তিনি বলিয়াছেন—"ছই বিরাট বেশ ও বিভিন্ন মানবসমাজকে এক শাসনসূত্রে গিয়ে এক জাতিতে পরিণত করা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। গঠনে ভারতবর্ষ আপাতদৃষ্টিতে ওভাবে একাকার হতে পারে, কিন্তু আত্মায় ভারতবর্ষ হতে পারে না। সমস্ত ভারতসন্তানের মত ও চিন্তা এক ছাঁচে ঢালাই করা যেমন সম্ভব, তাদের মুখের ভাষা এক ভাষা করা যেমন সম্ভব। সমগ্র ভারতবর্ষের এক ভাষা হতে পারে শুধু সহকারী ভাষা—তাও যদি আমরা হয় বিদেশী ভাষা। ও-জাতীয় ভাষা মানুষের অন্তরের ভাষা নয়, মানুষের দপ্তরের ভাষা। ভারতবর্ষ চিরকালই নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।..."

অবশ্য স্বরাজ আকাশ থেকে পড়বে না, গাছ থেকেই পড়ে তুলতে হবে; এবং তার জন্য চাই জ্ঞান কর্ম্মের ঐকান্তিক চর্চ্চা। ভারতবর্ষের ডিওক্সাটি গড়েছে প্রকৃতি, কিন্তু ভারতের ঠিহিরি গড়েছে, গড়ছে ও গড়বে—পুরুষ। আর এই কথাটি সকলে মনে রাখবেন যে স্বরাজ নব ভারতের চরম কথা নয়, প্রথম কথা। আমাদের জাতীয় আত্মোন্নতির চূড়া নয়—ভিত্তি মাত্র।

সুজলোচল।

প্রবাসের কথা

শ্রীশচীন সেন

(৪)

পশ্চিমের সমাজ আধুনিক "ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম"এর চাপে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এ "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল" সভ্যতা মানুষের স্বাধীন সত্তাকে অপহরণ করেছে। সর্ব্বাই যেন কলযন্ত্রের। মানুষ এখন যন্ত্রের মত ব্যবহার করছে—এই "যন্ত্রসভ্যতা" ব্যক্তিকে নষ্ট করেছে। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি করবার বাসনা অন্তর্নিহিত। যন্ত্র তাকে যন্ত্রই হয়ের মত সৃষ্টি করুক—তার তৃপ্তি সৃষ্টিতে কিন্তু বিজ্ঞানের বলে যে সভ্যতা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে তা নিতান্তই কৃত্রিম কারণ স্বকৃত। তাই এই যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের সৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করেছে। যে অর্থ স্বাধীন চিন্তাকে গ্রহণ করেছে, তাকে পারিপার্শ্বিক যোগাযোগে সঙ্কুচিত করতে দেখে সে তাহার আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাই হয়েছে পশ্চিমের অবস্থা। যান্ত্রিক-সভ্যতা তাকে যন্ত্রই গেঁথে রেখেছে ব্যক্তিগত জীবনে সে তথাকথিত "বোলেমিয়ান" হবার চেষ্টা করছে—সমাজে Man production ও standardisation যন্ত্রই চলছে, জীবনে Free love উপলব্ধির চেষ্টা তাই প্রবল হয়েছে—অফিসে যন্ত্রই Routineএ আবদ্ধ হচ্ছে, বাইরে মুক্তির জন্য তাই ব্যর্থ চেষ্টা করছে। তাই আমাদের চোখে পড়ে যে ওরা জীবনকে যে রকম গুরু-গম্ভীর ভাবে গ্রহণ করে না ওরা জীবনটাকে নিয়ে হেসে খেলে বেড়ায়—তার অপরাধের ছোঁয়াচে অনুশোচনায় বিদ্ধ হয় না। পাঞ্জাবী একা আমাদের মধ্যে তাদের পরিধিকে আরও নয়—তাদের জীবন-নাট্যে "অপেরার" স্থান আছে—শুধু তারা "ট্রেজেডি"তে ঠিক রস তারের জীবনই যেন খুঁজি আর নয়—যে-খাদে খাদে ওরা ছাড়তে থাকে কারণ টান পড়লেই কেটে যায়। ওরা জীবন-সুতোকে টেনে রাখে না—ছাড়তে জানে। তার মানে ওরা ধেতে জানে। বঞ্চিত হবার ভয় নেই বলেই ওদের মনকে কি পাওয়ার দিক থাকতে থাকে। ওরা 'fun' ভালবাসে কারণ ওরা জীবনকে খুব গভীর-ভাবে দেখে না। আমরা জীবনকে যে "ক্রেম" এ মাপতে দেখি তাতে মনে হয় জীবনে পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন আছে বহু, অথচ তাদের কোন সমস্যা নেই, হাসি-তামাসা বা ভাবনার অন্তর, তাদের প্রেম এবং আমাদের মধ্যে, সমস্ত ইচ্ছাকে নবম করার মানে এর মধ্যে, যে জানতে চায়-সে চায় বিদগ্ধ, আর যে মানতে চায়-সে চায় গভীরতা অধিক ইত্যাদি। তাই পশ্চিমের সমাজে নরনারীর চারজনে দেখলে আমাদের একটা ভাবে—মনে হয় তাদের হাসির মিলিত সঙ্গে অসংযমের বাজ ছড়িয়ে পড়ছে—তাদের ব্যবহারে অচিরা নষ্ট হচ্ছে মনে হয় ওরা যেন জীবনটাকে নিয়ে ইয়ার্কি করছে—গুরুর স্থান বোধ নেই। তাই আমরা নরনারীর জীবন-দর্শনকে অশুচি ব্যবহার জন্য তত্ত্ব কথা বের করেছি—আমরা বলি ওরা চায় Pleasure, আমরা চাই happiness.

আরও একটি ঘটনা মনে পড়ে—আইনের মনুষ্যে Pierce ওদের বলে আছি—কয় আমার একটি ব্যক্তিগত বন্ধু। তার বয়স যে এক এক বছর কাল বিদেশের অর্থাৎ আবহাওয়াতে সে নিজের অজিয়া বুঝা করছে—তার 'ডেভারকোটে'র পুকেটে থাকে গ্রামোফোন পুস্তক আর বুক পকেটে থাকে যার স্ত্রীর ছবি। এই ছটি তার জীবনের ধর্ম। 'ধ' পকে চকোলেট নিয়ে এসে আমরা একটি থেকে বলে দেখছি—আকাশে মেঘ—মাঝে মাঝে রৌদ্রের ছায়া যেন লুকোচুরি খেলে যায়—দূর থেকে মনে হয় মহাত্মাকে যেন পাওয়া যেতে পারে—ছোট ছোট ঘরে দেহের যত্ন করার সুযা চেষ্টা করছে—মনুষ্যের পাশে কিন্তু নির্জ্জনতা এখন নিষ্ঠুর। রবিবারের বাজার—মাংসহীন কেউ নেই—শুধু আমরা যেন ওদের হিসাব এড়া! আমরা ভারতবর্ষের লোক—যেমনা আকাশে মন ওঠে না। এমন সময় হাসতে হাসতে একটি যুবতী আমাদের বেঞ্চে এসে বসল। বন্ধুর হাতে পান হয়ে গেল। মেয়েটি "হয়মান চরিত" পড়েনি—তাই বন্ধুর মনের কথা টের না পেয়ে তার সঙ্গে ভারতবর্ষের আলাপ সুরু করে দিল—এমন কি তাকে একটি চকোলেটও দিতে হ'ল। মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল—"আচ্ছা একটা fun করা যাক"। বন্ধুর উৎসুক হয়ে উঠল। মেয়েটি বলে—"আচ্ছা যদি শুধু fun-এর খাতিরে তোমাকে আমি 'love' করি"। বন্ধুর প্রথমে থমল—তার মনে পড়ল প্রায় ঘণ্টার ও তার ছবির কথা—তার মনে হল এই ব্রাইটনের মেয়ে আকাশে সমুদ্রের পশ্চিমে অফিসের কেরানীগুলো ছাড়া তার সম্বন্ধকে নষ্ট করে দেবে। এমন সময় আর একটি মহিলাকে দেখে সেই যুবতীটি হাসতে হাসতে 'good bye' বলে যৌবনের কৌতুকে বন্ধুকে আশ্বস্ত করে চলে গেল। যুবতী চলে গেল বটে কিন্তু গেল-না বন্ধুর মন থেকে। সে হাসতে বলে—"মেয়েটি বোধ হয় খুব খারাপ নয়।"

ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বন্ধুবরকে সান্ত্বনা দেওয়া নয় শুধু এই বলাটাই বলা যে ওরা জীবনকে কত সহজ ভাবে গ্রহণ করে। সার্থ জীবনের ভিতর রাইটনের মেঘ মুহূর্ত্তটুকে সেই মেয়েটি সরল করে রাখেনি—তার জীবনের কোন কাজকে আঘাত করেনি—অথচ সেই মুহূর্ত্তে কে পরিপূর্ণ করার তার ছিল একান্ত কামনা। ওখানের কারো ইঁড়ি না আছে—অথচ সেই মুহূর্ত্তটি ইঁড়ি তাদের জীবনের আনন্দকে নিরাসক্ত ভাবে ভোগ করবার শিক্ষা দিয়া' গেছে।

হাই পশ্চিমকে কেউ বলে কামুক, আবার কেউ বলে প্রেমিক। কিন্তু অমনে তারা হয় তোমা। প্রেম যখন একঘেয়ে হয় তা এক পক্ষের হয়-হবেই আর তাদের কাম। যে কামে আকর্ষণের বিনিময় তোষ (reciprocity) থাকে, সে কাম প্রেমের আসন দাবী করতে পারে পশ্চিমের আধুনিক সমাজকে বিচার করতে গেলে আমরা তার এক নতুন রূপ দেখতে পাই—তাকে বলে "free love." "ফ্রি লাভে"র অর্থ-তাদপর্য্য (connotation) থেকে বদলে "Free love" মানে "freedom to love" নয়। তার মানে "freedom in loving." লোকে বলে ভালবেসে free থাক। যায় না—কারণ যাকে ভালবাসা যায়, তার কাছে নিজেকে বেচতে দিবেছে দেয় হয়। এই হ'ল প্রেমের মুক্তির ব্যাখ্যা। কিন্তু যে "free love" পশ্চিমে চলছে—অপরা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে—সেই free love হল—প্রেমে দিতে কে রাজিতে না পেয়া। যে প্রেম নিজের বাক্তিকে বিসর্জ্জন না দিয়ে ভোগের পূর্ণতা লাভ করে—তাকে বলা যায় 'free love," আজ নারী নরকে পেতে চায় পূর্ণভাবে, পূর্ণাধিকারে—সে পাওয়াতে অর্থ, আইন এবং ধর্ম্মের কোন দায়িত্ব থাকবে না। ওদের দেখে যেন মনে হয় ওদের জীবনের নোঙর হারিয়ে গেছে আর কোন জায়গায়ই বসতে না। তাই ওরা ঘুরে চলতে নোঙরহীন অবস্থাতে—সর্ব্বদাই ভয় হয় কোন আঘাতে যান যান হয়ে যাবে: ওদের week-endএর উৎসব দেখলে মনে হয় ওদের প্রেমে response, emotion, companionship নেই—শুধু ভোগের বিলাস আছে। আধীনতার এই নতুন রূপে ধনন আছে বটে কিন্তু সেখানে পূর্ণায়িত মানবাত্মার নিবেদিত আকাঙ্ক্ষার নেই। তাদের সভ্যতার নৌকা চলতে থাকার চোটে—ভয় হয় পাছে কড় ওঠে—কারণ সাধনার মাঝি নেই। আমাদের সাধবানী মাঝি আছে—বিশ্ব ঔকারে ছেঁড়া মনাখ—তাই ঝড়ের সাথে না চালতে সুঁবধে দেয়।

নারীর সম্মান ঘোচাতে গিয়ে তাদের সমস্যা হয়ে গেছে আরও জটিল। ধরতে যে পরদের আছে—তা ঘুচে ওরা বন্দী জনে নারীর জন্য কারাগারের অপরা ভাঙাতে গিয়ে সেই রমণীর ভোক গেছে। নারী যখন আধীন হ'ল মানুষের ঘরে গেল তখ হয়ে। সেই ইহুদান ধর্ম্মের নিয়ম ঘটন ভোগে, নারীর—সে বিষয়ে শান্তি নেই, আছে শ্রান্তি। তৃপ্তি নেই, আছে কৌতুক সেই শান্তিহীন শ্রান্তি, তৃপ্তিহীন কৌতুক পশ্চিমকে নতুন করে গড়ে তুলছে। প্রতিমার যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়—লোকের খড় কুটোর কথা মনে থাকে না। পশ্চিমেরও তেমনি—প্রাণ আছে বলে কোন কদর্য্যতা তাদের নিভাব করতে পারে নি।

(ক্রমশঃ)

হেরফের

"কুমী-টুমীর তো আর মুখই দেখা যায় না মশাই!

"সে বাজার পড়েছে!"

"হাঁ, তাও বটে আর আমার নিজের ভুলের জন্যেও বটে। লাইফ ইনসিওর করা এক ব্যাটা কৃষ্ণী আমার হাতে চেঁপেছিল। কোম্পানী ফর্ম পাঠালে—আমাকে দিলে ভাপ করে দিতে। ধানি মশাই ভুল করে মনেরই সে ঘটাম মৃ,ত্য কারণ লিখতে হবে সেইখানে নিজের নাম সই করে বিয়োছলুম।"

শ্রীভূনাথ দত্ত

সনেট

শ্রীঅকিঞ্চন মুখোপাধ্যায়

সেদিনো শিহরে বক্ষ ছিন্ন অমনিন
অনমুভূত বন-বীথি আকাশ নির্ম্মল,
চেনা পথ নূতন স্পর্শে বিস্মিত বীত
বায়ু ভরে কেন যেন ব্যাকুল উতল।
সেদিনো মধুরে ছিল বসন্তের আধি
ওষ্ঠ প্রান্তে 'অনুরাগ মধুর অরুণ
মহুয়ার মদিরার মাতোয়ারি চাহি'
ধরণীর প্রতিটির নিশ্বাস মহুর।

আজিও বসন্ত প্রতি আকাশের পরে
আঁকিছে অতন্দ্র শশী, বাহুপাশ দিয়া
ভুবনেরে বাঁধিয়াছি, অধর অধরে
মিলে আছে অন্তরাগে নিবিড় করিয়া—
সেই নদি আছে আজো নাই শুধু কেন
সে বসন্ত রজনীর সেই বসা যেন।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

বর্ষার কথা

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

আজকের গাড়ী ভোর সাড়ে চারটায়। সকলকে জাগাইয়া ডাকিয়া আনিবার কথা ছিল কিরণ বাবুর কিন্তু কিরণ বাবুর কাহাকেও ডাকিতে হইল না। তাঁহার নাক-ডাকার ভীষণ শব্দটাকে গাড়ীর বড়-ঘড়ানি মনে করিয়া আমি নিজে থেকেই জাগিয়া উঠিলাম। আর ঠিক এমন সময়ে অন্যান্য যাত্রীরাও আসিয়া হাজির হইল। সোরগোল শুনিয়া কিরণ বাবুর ঘুম ভাঙ্গিল! চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—আর পোনরো মিনিট বাকী! বলিয়াই রওনা হইলেন। যে শুইখানা পরিয়া শুইয়াছিলেন সেখানা ছাড়িবার পর্য্যন্ত সময় পাইলেন না। ক' বাবুকে নিয়া আমরা যাত্রী হইলাম ছয় জন—কিরণ বাবু, লেফ্‌থ অফিসর রক্ষিত বাবু, ভবাপ্রসিন্নর বোস্ বাবু, ডাক্তার দাস বাবু আর আমি। ছাগলাঁইয়া হইতে ছোট একটি শাখা লাইন মাডক পর্য্যন্ত গিয়াছে। অন্ধকার থাকাতে রাস্তার আশে পাশে কি আছে দেখা গেল না। যখন মাডকে আসিয়া নামিলাম তখন বেশ ফর্সা হইয়াছে! আজ সর্ব্ব প্রথম বর্ম্মী মৃত্তিকের গ্রামের নমুনা পাইলাম। গ্রাম বলিতে আমাদের দেশের গ্রামের যে ছবি মনের কোণে উঁকি মারে তার সঙ্গে এই বর্ম্মীদের গ্রামের কোন সাদৃশ্য নাই।

বড় বড় গাছের আড়ালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকখানা ঘরের মাঝই একটা গ্রাম। বাড়ী বলিয়া কোন কিছু বর্ম্মীদের নাই। কারণ এক একটা পরিবারের মাত্র এক একখানা ঘরই সম্বল। বর্ম্মীদের সাড়ে চৌদ্দ আনা লোকই সহরে থাকে—একমাত্র যারা চাষ আবাদ বা বাগান বাগিচা করে তারাই থাকে এই গ্রাম বা বস্তিতে। মাডকের নদীর গায়ে গায়ে এইরূপ অনেকগুলি বস্তি আছে—এঁর এই মাডকের বাট হইতেই নদী পার হইয়া বর্ম্মাদেশের বিখ্যাত হন্দরাদের জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে যাইবার সোজা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। কাজেই এইখানে অনেকগুলি দোকান পসার বসিয়াছে। কথা ছিল এখানে সেন বাবু বলিয়া যে এক ভদ্রলোক থাকেন তাঁর বাসেই আমরা উঠিব—এই সেন বাবু যখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন আমরা দুই জনেই একটু বিস্মিত হইলাম। বছর দশেক পূর্ব্বে এই সেন বাবুর সঙ্গে এক হোষ্টেলে থাকিয়া রাজসাহী কলেজে পড়িতাম! পরীক্ষা শেষে পরস্পরের কাছ হইতে যখন বিদায় নেই তখন অন্যান্য আর পাঁচ সাত জনের বাড়ীর ঠিকানার সঙ্গে এই সেন বাবুরও ঠিকানা নিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এই যে পঁচিশ বছর পরও যদি বাঁচিয়া থাকি তবে সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া কে কি অবস্থায় আছে দেখিয়া আসিব।

আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে এই খানে সেন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেন বাবু এই খানে এক সোডা-ওয়াটারের দোকান খুলিয়াছেন। এই দেশে যখন তিনি আসেন তখন ইচ্ছা করিলে তাঁহার পক্ষে অন্ততঃ একশ টাকার একটা চাকরী যোগাড় করা কঠিন হইত না। কলেজ ছাড়িবার সময় 'চাকরী করিব না' বলিয়া কলেজ জনে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম সেন বাবু তাহা পালন করিয়াছেন। সহর হইতে বহু দূরে—নানা রকম বিঘ্ন আপদের মধ্যে আসিয়া তিনি অনেক খানি সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এই দোকান খানা দাঁড় করাইতে তাঁহাকে পরিশ্রমও কম করিতে হয় নাই। এবারে এইখানে এই শ্রেণীর দোকান আর ছিল না। পরে সেন বাবুর দেখা-দেখি মাদ্রাজী 'বাকারা' আসিয়া দুই তিন খানা দোকান খোলে। কিন্তু তাদের দোকান অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও প্রতিযোগিতায় সেন বাবু তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কারণ তিনি বর্ম্মী কথা জানিতেন না। আর এদিকে কাকাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বর্ম্মিনী স্ত্রী—বর্ম্মী কথায় তারা ওস্তাদ।

বর্ম্মী খরিদ্দার তাহাই পঠাইয়া দেনিত। সেন বাবু মেয়মিক দেখিয়া মাসিক পোনের টাকা ব্যয়ে একজন দোভাষী রাখিয়া এঁর বছরখানেক চেষ্টায় বর্ম্মী ভাষা শিখিয়া ফেলেন। আজ আমরা যখন তাঁর দোকানে ঢুকিলাম তখন গ্রামোফোনে বর্ম্মী রেকর্ড চলিতেছিল।

সেন বাবু চাকরকে দিয়া পাকের গোগাড়ে নামিয়া গেলেন আর আমরা গামছা কাঁধে নদীর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দূর হইতেই এই নদীর দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম এইবার জল দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া গেলাম। এমন সুন্দর নদী আর এমন চমৎকার জল এই জীবনে প্রথম দেখিলাম মা কালী ক' বাবুকে গঙ্গায় ডুব দিতে বলিয়াছিলেন। কলিকাতার গঙ্গায় ডুব দিলে যদি পাপক্ষয় হয় তবে এই নদীতে স্নান করিলে শুধু পাপক্ষয় হইবে না রোগক্ষয়ও হইবে। কাজেই মা কালী আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষিনী হইলে গঙ্গার বদলে এই নদীতে স্নান করাতে মতলব দিতেন না।

কিরণ বাবুর মাথায় অনেক বুদ্ধি খেলে। আমি ডুব দিয়া উঠিয়াছি—আর ক'বাবু জলে নামিয়াছেন এমন সময়ে হঠাৎ তিনি বলিয়া বসিলেন—ব্রাহ্মণ যখন আছে স্নানের মন্ত্র পড়াইতে হইবে। সর্ব্বনাশ! একে ত সন্ধ্যার মন্ত্র পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি—তার উপর পৈতে গাছটার একবার ছিঁড়িয়া যাইবার পর নূতন করিয়া আর একটা লইবার সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই—আর কিনা গঙ্গাস্নানের মন্ত্র পড়াইব আমি? কাজেই মুখ ভার করিয়া আমি বলিলাম—ওসই মন্ত্র শাস্ত্র মতে গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা ছিল একজন পুরোহিত আনিলেই ত হইত। আমাকে নিয়া টানাটানি কেন! এইবার সুরসিক ডাক্তার বাবু মুখ খুলিলেন। বলিলেন—পুরোহিত! পুরোহিত কি এই সন্ধ্যা এই মন্ত্রের মুলুকে? হুকুম হবে—টেলিগ্রামের পরিবর্ত্তে চিঠির মারফতে একদিন বাদের মৃত্যু সংবাদ পাই। সেন হইতে চিঠি আসিতে লাগিয়াছে ছয় দিন। কিসার করিয়া দেখিলাম এদিকের একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে যদি দেরী না হয় তবু ব্রাহ্মের দিন সমুদ্রের মধ্যে ষ্টিমারেই থাকিব। আগে ছিল আমাদের এক মাসে ব্রাহ্ম কিন্তু দেশে কাহারো সব পৈতা লওয়াতে এখন ব্রাহ্মণের মত এগার দিনেই করিতে হয় কিনা? যাক, বাড়ী যাওয়া যখন হইবে না তখন স্থির করিলাম দুজনে গিয়া 'দুর্গাবাড়ীর' পুরোহিত ঘারাই ব্রাহ্ম কার্য্যটা সম্পন্ন করি কাজেই একদিন পুরোহিত বেশ্যে গিয়া পৌঁছিলাম কিন্তু বেশুনে পুরোহিত ঠাকুর যা বলিলেন তাহাতে আমার চক্ষু কপালে উঠিল।

তিনি বোধ হয় দুর্গাপূজা করেন (দুর্গাবাড়ী কিনা) কিন্তু তোজ ব্রাহ্মত কখন না—ব্রাহ্মের ব্রাহ্মের মন্ত্রও জানেন না। তবে ব্রাহ্মণে ছেলে হাল ছাড়িবার পাত্রও নন—বলিলেন—পাঁজি পুঁথি দেখিয়া কাজ তিনি চালাইতে পারিবেন—যদি মোটা রকম দক্ষিণা পান। রাজী হইলাম ব্রাহ্মের বর্ষা পড়িয়া বিবাহের দান সামগ্রীর ফর্দ্দ বলিয়া ভ্রম হইল কিন্তু বাপ ত আর দ্বিতীয় বার মরিবে না? টাকার দিকে চাহিলাম না। কিন্তু দুঃখের বিষয় টাকাটা আকেল সেলামী হইল।

কিরণ বাবু মুচকি হাসিয়া বলিলেন—যাই হউক ব্রাহ্ম ত হইল। ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন—হাই হইল। সবটা শুনুন। ব্রাহ্মের পরের দিন ষ্টামারে ফিরিয়া আসিলে আমার মাথার দিকে চাহিয়া একজন বলিল—শুনিলাম মহাশয় বাপের ব্রাহ্ম করিতে বেসুধ বিয়াছিলেন—ব্রাহ্ম না করেই ফিরিলেন যে। আমি চটিয়া উঠিয়া বলিলাম—সে কেমন?

ভদ্রলোক বলিলেন—বাপের ব্রাহ্মে ত ছেলের মাথা মুড়াইতে হয়—আপনার দেখি এক মাথা চুল। ডাক্তার বাবুর কথার ভঙ্গিতে হাসিতে হাসিতে আমাদের পেটে খিল ধরিল।

সন্ধলপুরের কথা

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত

অর্থাভাবই সব মরক্কুমি বাঙ্গালী প্রবাসীদের হয়। সর্ব্বদাই যেন অবসাদ ঘেরে থাকে। কাযে মন নাই। মনে 'ফুর্ত্তি' নাই। জীবনটা যেন বিস্বাদুর বলে বোধ হয়। কতদিন হইল স্থানীয় Crolord ছুটী নিয়ে পার্শ্বেতিক হইয়া গেল, তা দেখলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় তবে একটা বিষয় স্বীকার করিবার ছিল, সেইই ভ্রমণেরও হয় নাই। ভাল মন্দ নিরুদ্দেশে সবলেই স্বল্প বিস্তর পার্শ্বেতিক পাইয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয়ল সকলকে উৎসাহ দিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে। বিপ্লা-ন্তটি যে অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহা দেখলে বাস্তবিক বড় দুঃখ হয় বসিবার কেহ যা আছে তা একেবারে অকর্ম্মণ্য। বাটীর অবস্থাও অতীব শোচনীয়। মিউনিসিপালটি হইতে যা কিছু সাহায্য পাওয়া যায় তাহ মোটে পর্য্যাপ্ত নয়।

বড়ই দুঃখের এবং লজ্জার বিষয় যে স্থানীয় বাঙ্গালীগণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি একেবারে উদাসীন। যখন তাঁহাদের কোনরূপ বিপদ আপদ বা সাহায্য পাইবার থাকে এই বিষয়ে আমরা বিশ্বাসের সম্পাদক সর্ব্বজনপ্রিয় ডাক্তার মহাশয়ের গৃহ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তবে খুব দুঃখিত একটা বাহাদুরী আছে যে তাঁহারা এই দারুণ অর্থাভাবের দিনেও কোন-রূপে চালাইয়া লইতেছেন। এখানে অন্যান্য বাঙ্গালীর চেয়ে কিছা আয়ব্যয়ের মাঝ দিয়াছে আশা করি স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীগণ তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

এ স্থানে ইহাও বলা আবশ্যক যে স্থানীয় বিদ্যা যেরূ শিক্ষিতা মিস ঘোষের উপর অনেকেই সন্তুষ্ট নয়। সেখানে নাকি ছেলেমেয়েদের মোটেই লেখা-পড়া হয় না; তাহার কারণ অনেক সময় তিনি নিজে পড়ান না। উপরের শ্রেণীর বালিকা দ্বারা সে কাজ করান হয়। বাস্তবিকই যদি তাহা হয়, তা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। আশা করি, সভ্যবাবু সংশোধনপূর্ব্বক অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করতঃ সকলকে জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিবেন।

ইস্কুলোটেন

"আপো মিটি, রামাবতী তুমি নিশ্চয় খুব পারফ'ণ্ড করতে পারো—না?"

"তা কেন বোলছ?"

"যে ছিপ্ ম, যাহ, তাতে পোরবের খুব পাঃ!"

[৬]



আশ্চর্য্য

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

শেষে স্বয়ং আমাকেই যাইতে হইল। নির্ব্বি-বাদে পরম শান্তিতে, দিন কাটিয়া যাইতেছিল—শেষে বিভ্রাট বাধাইয়া তুলিল আমারই এক ভাড়াটে। ঠিক দুই মাস হইয়া গেল—ভাড়ার একটী পয়সা দিবার নাম নাই; সম্ভার মত লোকও সেখানে হার মানিয়াছে। কি করি তাই একদিন স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলাম। রাস্তায় চলিতে চলিতে মনশ্চক্ষে দেখিলাম—"আমি যেন যাইয়া প্রথমে একচোট খুব শাসাইলাম; তারপর সে ভদ্রলোক [ভদ্রলোক কখনই নয় বেটা ছোটলোক] অমনি আদালতের ভয়ে আমার পাওনা সব চুকাইয়া দিল। আমি নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট ধরাইয়া, সদর রাস্তায় পড়িয়া ট্রামে উঠিয়া বসিলাম।" কল্পনাটুকু সুন্দর—কার্য্যে যদি তাহাই হইত, তবে বহু কষ্ট হইতে মুক্তি পাইতাম। যাহা হউক ট্রাম হইতে নামিয়া, গলির উপর বাড়ীটির সম্মুখে আসিয়া হাঁক দিলাম—লোকনাথ বাবু, ও লোকনাথ বাবু! কিন্তু কেউ কিনি! তাঁহার আত্মপ্রকাশের কোনই সম্ভাবনা না দেখিয়া চড়ার সড়া ধরিয়া সজোরে বাজাইয়া দিলাম। এইবার ভিতর হইতে দরজা খোলার শব্দ হইল। একটী পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে আসিয়া নিঃশব্দে আমার পানে তাকাইয়া দাঁড়াইল। কহিলাম—লোকনাথ বাবু কই? তিনি তোমার কে হন। বাবা তো? কিন্তু বালকটী তেমনি নিরুত্তর হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতে মৃদুস্বরে কহিল—বাবাতো বাড়ী নেই—কাল রাত্রির থেকে—হঠাৎ রাগ হইল। রাগ হইবারই কথা। আজ দুই মাস হইল, ঠিক ঐ কথাই শুনিয়া আসিতেছি। তাই বোধার মত ফাটিয়া পড়িলাম—"বাড়ী নেই, চালাকী নাকি—ছোকর ছোটলোক টাকা দেবার নাম নেই—খালি খালি বদমায়েসী। টাকা আদায় করে, তুমিয়ে দেখনা। তখন ঠোঁটো বুজবে—বদমাস কাঁহাকা।" ছেলেটী অবাক বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি রাগে সাতখানা হইয়া ফর ফর করিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ সেই ছেলেটী ডাকিল, বাবু—অ বাবু। বিস্মিত হইয়া ফিরিলাম। ছেলেটী কহিল—মা আপনাকে একটীবার ডাকচেন। আশ্চর্য্য হইলাম,—একি ব্যাপার? আমার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। একজন অপরিচিতা, অন্তঃপুরবাসিনী ভদ্র-মহিলা আমায় ডাকিতেছেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম। ছেলেটী পুনরায় কহিল, মা একবারটী ডাকচেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ছেলেটীর সহিত গৃহে ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম—গৃহের চতুঃপার্শ্বে জীর্ণ মলিন জিনিষপত্র কিন্তু তাহা বিশৃঙ্খলা নয়, প্রত্যেকেরই ভিতর ছ'খানি করার হস্তের ছাপ রহিয়াছে। একখানি চেয়ার দিয়া তাহারই উপর বসিয়া পড়িলাম!

—নমস্কার—। এই শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। দেখি এক সামান্য বস্ত্রপরিধেয়াময়ী স্ত্রীলোক। আমি তাকাইয়া রহিলাম তিনি দুয়ারে ঠেস দিয়া, মৃদু হাসিয়া কহিলেন "চিনতে পারেন।" আমি চিনিতে অক্ষম হইয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম—কই না। তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—তাতো পারবেন না, কিন্তু দেখ করে দেখে বলুন তো আমায় কোথাও দেখেছেন কিনা? আচ্ছা বর্দ্ধমানে, সেই যে, সুন মাষ্টারের এক মেয়ে—বার সঙ্গে·····।

ওহো—এইবার মনে পড়িল। আমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—তার অত লজ্জা কিসের। মনে পড়িল এই সেই সুধা। তখন সবেমাত্র বিএ পাশ করিয়া বাহির হইয়াছি, তাই কন্যাদায়গ্রস্ত বিব্রত ভদ্রলোকগণের আমি এক উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। বর্দ্ধমান সহরের এক ফুল মাষ্টারের মেয়ের সহিত প্রথম সম্বন্ধ হয়। কতদিন সেই মেয়ের গান শুনিয়া আসিয়াছি, কতদিন তথায় জল খাইয়া আসিয়াছি। সেখানে বিবাহের এক রকম ঠিক ঠাক, কিন্তু নানা অনিবার্য্য কারণে বিবাহ ঘটিয়া উঠে নাই। আজ বহুদিন পর পুনরায় সাক্ষাৎ হইল...তাই মনে পড়িল···এই সেই সুধা। সেই পুরাতন কথা স্মরণ হওয়াতে, লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলাম।

মৃদু তুলিয়া দেখিলাম, সুধার মুখ এক অপরূপ হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে। সুধা কহিল,—তার অত লজ্জা কিসের? যা গত হয়ে গেছে, তার জন্য লজ্জা করে লাভ কি বলুন। হাঁ ভাল কথা, দেখুন আপনি টাকা চাইতে এসেছেন কিন্তু বিই কোথেকে।

কহিলাম, লোকনাথ বাবু কই? সুধা মৃদু হাসিয়া কহিল,—তিনি তো বাড়ীতে থাকেন না। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। সুধা কহিল—অমনি করে তাকাচ্ছেন কি? সত্যই তাই—তাদের অর্দ্ধেক দিন বাইরে বাইরে কাটান। সুধা মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিল। তারপর সংযত চকিত হইয়া কহিল, বসুন বসুন, এত বেলা হয়ে গেল, আমি বকাঝকি জল না খেয়ে যেতে পাবেন না···সে সব দিনের কথা মনে আছে তো···· সুধা অন্তর্হিত হইল। বসিয়া রহিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যে শুচী কতক মিষ্টি, আর এক গেলাস জল আনিয়া সুধা কহিল,—খেয়ে ফেলুন, গরীব মানুষের ঘরে বেশী কিছু আর নেই, নিন বসুন।

অগত্যা মিষ্টি মুখ করিতে বসিলাম। সুধা কহিতে লাগিল, ভাড়ার টাকা চাইতে এসেছেন, কিন্তু আমার কাছে এক আধলাও নেই, আর তিনি—আমি কহিলাম—কেন, লোকনাথ বাবু কি কিছু উপায় করেন না।

—উপায়—সুধা কহিল, যা উপায় হয়, শুনেছি অন্য কোথায় খরচ হয়।

সবিস্ময়ে কহিলাম—মানে!

মৃদু স্বরে মৃদু হাসিয়া সুধা কহিল—সে মানে কি কিছু বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো, ভাড়ার টাকা দিতে না পারলে, কি করবেন? ওঁকে যখন পাচ্ছেন না—তখন না হয় অপমান অসম্মানগুলো আমায় করে যান। সে আমার বেশ লাগবে কিন্তু—। সুধা হাসিতে লাগিল।

তারপর কহিতে লাগিল—বিয়ে করেছেন তো—বেশ সুখী হলাম। আপনি হয়তো ভাবছেন ঘরের মাঝে ডেকে যদ্দ খাওয়াচ্ছি, বদ্দ পরিহাস করছি, এর হয়তো কোন উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সত্যি কিছুই নয়, আপনার বাড়ী ভাড়া ফাঁকি দেব না। সুধা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি হাত দুইটে দুইতে কহিলাম—না না—তা ভাবছিনে—

সুধা গম্ভীর মুখে উত্তর করিল—তবে ভাল—কিন্তু কি ভাবছেন? আমি বলবো কি ভাবছেন—আপনি ভাবছেন, বিয়ের পূর্ব্বে কত মেয়ের সঙ্গে এমন কত সম্বন্ধ হয়, কিন্তু সবাই কি সেই কথা মনে রাখে—না এই রকম করে। কিন্তু সত্যি বলছি তা নয়,—আপনার সঙ্গে একদিন আমার বন্ধুর হওয়ার সুযোগ ঘটেছিল; আজ সেই সুবাদে ডেকে পাঠিয়েছি, নইলে কী সাধ্য যে আমি আপনাকে ডাকতে পারি বলুন। যাক, যখন দেখা হ'ল—মাঝে মাঝে আসবেন দয়া করে। একেবারে ভুলে যাবেন না।—পান মুখে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াই-লাম। ডাকিলাম—সুধা। সুধা চমকাইয়া উঠিল। আমি কহিলাম—পুরাণো বন্ধুত্ব সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম—তাক যখন এমন ভাবে দেখা সাক্ষাৎ ঘটে গেল—তখন সত্যি আর ভুলব না।

সুধা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—তাই নাকি? তবে ভাড়ার টাকাটা কি ছেড়েই দেবেন নাকি?

রুদ্ধ আষাঢ়ে বিবর্ণ হইয়া গেলাম...দেখি সুধা হাসিতেছে!

সুধা কহিতে লাগিল—সত্যি ঐ জিনিষটা বড্ড খারাপ জিনিষ, বড় নোংরা জিনিষ—নয় কি? আমি টাকার কথাই বলছি। কিন্তু মনে দেখুন—ও বস্তুটা না হলে, আবার অনেক কিছুই থাকে না। কিন্তু আপনি মহাহুভব; আমাদের এই অবস্থা দেখে সহরে বন্ধুর আকার ধরে মনে করলেন!

কহিলাম—মানে। সুধা কহিল—মানে? মানে আপনি আস্তও ছেলেমানুষ আছেন। ওর মানে, ওর বিশদ ব্যাখ্যা শুনে বুঝবেন।

আমি কহিলাম—সুধা, টাকাটাই কি পৃথিবীর সব বস্তুর চেয়ে বড় জিনিষ।

সুধা উত্তর করিল—আর কি জিনিষ বড় আছে, তার সন্ধান তো আজও পাইনি অতিত বাবু। তবে আমরা ছোট বলেই, বিংবা ঐটার কাঙ্গাল বলে, ও বস্তুটাকেই বড় বলে মনে হয়। হয়তো যেদিন ও বস্তুর অসুলতা আসবে, সেদিন আপনার মত বড় জিনিষের সন্ধান পাব! কিন্তু আজ নই পাচ্ছি। থাক আর বেশী বকর না—কিন্তু ভুলে যাবেন না—আর ভুলবে চলবে কি করে। আমরা আপনাকে ভুলতে পারি—কিন্তু আপনার তো ভোলার কথা নয়। এই বলিয়া পূর্ব্বের মত সুধা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল!

পরের দিন সন্ধ্যার সময় বাহিরের ঘরে বসিয়া বন্ধুবরের কাব্যগ্রন্থ পরিচ্ছন্নছি, এমন সময় একজন ঘরে প্রবেশ করিয়া করিয়া উঠিল, নমস্কার। দেখি এক অতি সুসজ্জিত লোক ঘরে প্রবেশ করিতেছে। গুটী চক্ষু টকটকে লাল—বড় বড় কাল কাল গোঁফ—আর পানের রসে দুই ঠোঁট কাল। রাত্রে দেখিলে ভয় লাগিয়া যায় এমনি তার চেহারা। কহিলাম—বসুন। আপনার কি প্রয়োজন? লোকটী হাসিয়া কহিল—প্রয়োজন অতি সামান্য। আমি লোকনাথ—হেঁ হেঁ নমস্কার। কাল শুনলাম আপনি আমার ওখানে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, আর আমার গরিবখানার সঙ্গে আপনার চেনা শুনা আছে। বড় সন্তুষ্ট হলাম। আপনি আমার বাড়ীতে পদার্পণ করেছিলেন বড় সুখের বিষয়...। আমি বাধা দিয়া কহিলাম—দেখুন লোকনাথ বাবু, আমি কাল গিয়েছিলাম টাকার জন্যে, কিন্তু তার কি কিছু ব্যবস্থা করেছেন।

[৭]

লোকনাথ বাবু হাসিয়া কহিলেন—আপনি মহাশয়। কহিলাম—মোটেই না। লোকনাথ বাবু হাত যোড় করিয়া কহিলেন—এটা বিনয়ের লক্ষণ, আপনি মহাশয় ব্যক্তি! হাঁ—ভাড়া বাকী হয়েছে বটে; কি করব মশায়, দিন কাল যে 'টাইট' পড়েছে, এতে ভদ্রলোকের মান সম্মান বজায় থাকে না। 'ধনি-মার্কেট' বুঝছেন তো···হাঁ বুঝবারই কথা, আপনারা না বুঝলে এ গরীব যায় কোথা···।

কহিলাম, থাক ও কথা, কিন্তু করে টাকা নিচ্ছেন বলুন তো?

লোকনাথ বাবু কহিলেন—কিন্তু সেদিন বড় আশ্বাসে পড়েছি বলেই, কিন্তু আর দেরী হবে না; এই মাসের মধ্যে আপনার সব 'ক্লিয়ার' করে দেব। ঠিক ভাল কথা, আপনাকে একবার ওখানে যেতে হবে। না-না আজই—এই সামান্য খাওয়া দাওয়া—হেঁ হেঁ আমি গরীব; আয়োজনও অতি সামান্য!

আমি আপত্তি করিলাম—কিন্তু আপত্তি টিকিল না, লোকনাথ বাবু আর একবার নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ঠিক রাত্রি আটটার সময় লোকনাথ বাবুর বাড়ীর দরজায় বড় নাড়িলাম। অন্নক্ষণের মধ্যে দরজা খুলিয়া গেল। দেখি একপাশে আলো হাতে করিয়া সুধা দাঁড়াইয়া আছে! আমাকে দেখিয়া কহিল—আসুন—আসুন। আমি কহিলাম—লোকনাথ বাবু কই? সুধার বক্ষ কম্পিত করিতে সুধা কহিল—তিনি তো বেরিয়ে গেছেন কোথা, হয়তো আজ আর ফিরবেন না।

আসিয়া ঘরে বসিলাম। সুধা কহিল—একটু বসুন—খাবার হ'ল বলে। আমি কহিলাম—আচ্ছা, লোকনাথ বাবু কি কাল রাত্রে এসেছিলেন? সুধার মুখ মলিন হইল, তারপর মৃদু হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ এসেছিলেন অনেক রাত্রে। আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলাম—থাক, আমি চললাম। কিন্তু এ ছলনা না করলেই হ'তো! সুধা দরজার হাত দিয়া কহিল, কিসের ছলনা অজিত বাবু? আপনি কি ভাবছেন আমি ছল করে আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি, এই কি আপনার বিশ্বাস।

কহিলাম—ভাই মনে হচ্ছে। সুধা কহিল, কি আশ্চর্য্য অজিত বাবু, আমরা গরীব বলে কি আমাদের সম্মান নেই, ছিঃ—। এই বলিয়া সুধা এক বিশেষ ভঙ্গী করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাস্তার গ্যাসের আলো তাহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, দেখিলাম কি আশ্চর্য্য সুন্দর মুখখানি। আমি লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। সুধা সরিয়া আসিয়া কহিল—আমি আপনাকে বন্ধু বলেই মনে করি, ভাই—নইলে কিসের ব্যথা—বলুন তো। পুরাণো কথা স্মরণ করিয়ে ভাববেন না যে সেই সূত্রে আমরা স্থবিধে করে নিচ্ছি। এ-কথা আপনি মুখে অস্বীকার করলেও, আমি মানতে পারব না। বলুন কথাটা ঠিক কিনা।

কহিলাম—এই কথা অস্বীকার করতে পারলেই আমার মান থাকতো, কিন্তু অস্বীকার করতে পারছি কই? সুধা কহিল, এ-কথা মনে হওয়ার কারণ? কহিলাম—মনে হওয়াই স্বাভাবিক; তাও কি আমায় বলে দিতে হবে! আপনার স্বামী অনুপস্থিত, কবে পরিচয় হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমায় ডেকে নেমন্তন্ন করা···না না এ বড় হজ্জার ব্যাপার। আমি চললাম।

সুধা দুই হাতে দ্বার আটকাইয়া অপরূপ ভঙ্গীতে হাসিল। তার মাথার কাপড় খসিয়া গেল, বেণী শেষ সম্বল রচিত করবী। একটী মুহূর্ত্ত মাত্র! আমি তাহাকে ঠেলিয়া রাস্তায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম। সুধা তথায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দেহ তখন কাঁপিতেছে, দুই চক্ষু দিয়া ক্রোধ ও হিংসার আগুন ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল।

ইহার দুইদিন পর একখানি পত্র পাইলাম। সুধা বহু মিনতি করিয়া লিখিয়াছে, একবার দেখা করিবার জন্য। একবার মনে হইল যাইব না। কিন্তু তাহার পত্রখানি পুনরায় পড়িয়া ভাবিলাম—যাই একবার দেখা করিয়া আসি। হয়তো তাহাকে ভুল বুঝিয়া আসিয়াছি!

সন্ধ্যার পর যাইলাম। দরজায় আঘাত করিতেই দরজা খুলিয়া গেল! বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই সুধা মৃদুহাস্যে কহিল—কি ভাগ্যি—আসুন আসুন। আমি হজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলাম। ঘরে মাদুর আসিয়া বসিলাম। সুধা কহিল—ছিঃ সেদিন ছোট্ট হাত দুখানায় ধারিনি, কী কাই না দিয়েছে, আপনাকে নেমন্তন্ন করে, খাওয়াতে পারিনি, এ কথাটা বুকের মাঝে খালি বিঁধের মত রেখেছে। চলুন রান্না ঘরেই চলুন—গরম গরম ভেজে দেবো—খাবেন ...'

রান্নাঘরে আসিয়া বসিলাম। সুধা মশলা মাখিতে মাখিতে নত মুখে কহিল—আচ্ছা অজিত বাবু, আপনার বই যদি শোনেন যে, সেই সুধা যার সঙ্গে একদিন আপনার—ওকি ঘাড় হেঁট করছেন কেন? সহসা যদি চলতে থাকে তিনি তবে কি মনে ভাববেন। আমি কহিলাম হয়তো কিছু ভাবতে পারে, কিন্তু না ভাবাই সম্ভব।

সুধা হাত তুলিয়া কহিল—কেন? কহিলাম, সে খুব ভাল বলেই, ভাবতে পারে না। সুধা কহিল, কিন্তু আমি যদি তাঁর ভালবাসা পাইতাম তবে এমন ভাবে সেখানে সেখানে ছেড়ে দিতে পারতাম না। আমি তার মুখের দিকে চাহিলাম; সুধা কহিল—"অজিত বাবু, বউকি সেখতে খুব ভাল। একদিন দেখবেন না। আচ্ছা আমার ভবিষ্যৎ কি বলে লেবেন? বলবেন কি—একদিন একে আমি—অবিচি সত্যি কথা বলবেন তাই বল কি?" কহিলাম—সত্য কথা বলাই তো উচিত; তাতে সকলেরই ভাল। সে আমার কথা অবিশ্বাস করেনা, একথা তো পূর্ব্বেই বলেছি। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুধা চুপ করিয়া রহিল। তারপর উনানের উপর কড়া চাপাইয়া দিয়া এক খানি চমনি করিয়া মুড়ি ভাজিতে লাগিল। আমি নিঃশব্দে আহার সুরু করিলাম।

হঠাৎ কহিলাম লোকনাথ বাবু কই? সুধা একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়াছিল। অতি ধীরে কহিল—তিনি বাইরে গ্যাছেন, হয়তো আজ আর ফিরবেন না।

খাওয়া হইয়া গেলে, ঘরে আসিয়া বসিলাম পান মুখে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুধা কহিল, একটু বসুন, গোটা কতক কথা আছে। অজিত বাবু, সে কথাগুলো না বলে যেতে পারবেন, কিন্তু বোধ হয়, না বললেই ভাল হ'ত। কিন্তু আপনাকে শোনান চাইই। আচ্ছা অজিত বাবু, আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন?

কহিলাম—করি। সুধা কহিল—আমি করি না; কিন্তু অদৃষ্ট বিশ্বাস করি, নইলে এমনই বা হবে কেন। আজ আপনাকে সব কথা বলে একটু নিশ্চিন্ত হই! দিন রাত এ জ্বালা সহ্যে আর থাকতে পারছি না।

আমি নিরুপায় হইয়া বসিয়া রহিলাম। সুধা কহিতে লাগিল···আমার ইচ্ছা নেই—একদিন তুমি, হাঁ, তুমি একদিন ভালবেসেছিলে···মনে পড়ে? সেদিন জীবন সার্থক হয়ে উঠেছিল! তারপর যেদিন তুমি আমায় পরিত্যাগ করলে, ঠিক সেইদিন হ'তে আমার বিশ্বাস হ'ল, কপালের উপর—কিন্তু দারুণ ঘৃণা জন্মালো ভগবানের উপর। কের আমি কী দোষ করেছিলাম···কী মহাপাপ করেছিলাম···তাই আমার এমন শাস্তি।

আমি কহিলাম—"থাক্, আমি আর ও শুনতে চাইনে। এ কথা বলা নিষ্ফল।" সুধা তীব্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, নিষ্ফল—নিষ্ফল কেন? কেন তুমি আমায় কানে ভাববার কথা বলেছিলে···কেন তুমি ভালবেসেছিলে। আজ শুনা না বলে চলবে না··· শুনতেই হবে!

দেখি—সুধা কাঁপিতেছে, তাহার মস্তক হইতে সেই ঘন অবগুণ্ঠন সরিয়া গিয়াছে, তাহার দুই চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। কহিলাম—সুধা তুমি থাম···ও সব কথা বলা সহ্যের নিয়ম।

সুধা তীব্র কণ্ঠে কহিল—"না, অসম্ভব, এ তোমায় শুনতেই হবে। শোন, তারপর এখান এখানে, ঐ যে স্বামী,···একদিন হয়তো ভাল কথা শুনতে পারিনি, দিনরাত উনি বাইরে কাটান···তাতে আমার মাথার। মাসের পর মাস কখনো সেই ভরে···গরু উড়লে চমকে না,···সেদিন তুমি, আমি সত্যি ভাল মই। এ কথা নিজের মুখে বলতে ধিক্কার মাথা কাটা যাচ্ছে···কিন্তু তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই। আজ তোমাকে পেয়ে—"

"আমি তাহার হাত সজোরে বাহিরে ঠেলিয়া দিতেই, সুধার তীব্র চীৎকারে সারা বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথ বাবুর আগমন। সুধা তখন মাটির উপর আকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

—কী? কী হয়েছে!

সুধা অতি বিকৃত কণ্ঠে কহিল—ঐ ঐ অজিত বাবু ঐ লোকটা ছিঃ···আমাকে···।

নিমেষের মধ্যে লোকনাথ বাবুর মুখ বদলাইয়া গেল। ঠোঁট উল্টাইয়া কহিলেন···হুঁ, তাই বুঝি। হঠাৎ লোকনাথ বাবু আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, বসুন, উঠবেন না···আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি···আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম···, কহিলাম—এ কী লোকনাথ বাবু?

লোকনাথ বাবু মুখ ভ্যাংচাইয়া কহিলেন···এ কি লোকনাথ বাবু, আমার কথা বলা হচ্ছে, ন্যাকা চুঁচো কোথাকার। ভদ্দর লোক সেজে ভদ্দরের সর্ব্বনাশ করা···হেঁ হেঁ, বলি এটা ইয়ার্কি ভাবা হচ্ছে নাকি? ডেকে পুলিশে চালান দেব, বুঝলে চাঁদ।

আমি কহিলাম—আপনি ভুল বুঝছেন।

—খবরদার, চুপ বদমাইস আমি। এত কষ্ট করে এত বড় হলাম, আর আজ আমি ভুল বুঝছি। বাজে কথা ছাড়ান দাও···সী ঘড়ি, আসছে, নোলার বোতাম আর সবকেট না আছে, না দাও বেঁধে, আর যা নইলে,···ইজ্জত,····

লোকনাথ বাবু গ্রহার আর ভেবের ইঙ্গিত করিলেন। নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনশ্চক্ষে দেখিলাম, যেন আমার চারিপার্শ্বে লোকের ভীড়,—অশ্লীল ব্যাখ্যোক্তি, কটূক্তি। এবং গ্রহার। চার কি পাঁচ বৎসরও হইতে পারে।

শিহরিয়া উঠিলাম! তারপর একে একে সব খুলিয়া দিলাম। লোকনাথ বাবু মস্ত কারবার লোহার কলম আনিয়া কহিলেন, দুঃখের ব্যাপার, এতের এক বলম হলে লাভ যে, সব ১০০৲ সংসে বৈশাখ হইতে নাগাদ আমিন মাস অবধি বাড়ী ভাড়া কুড়ি টাকা হিসাবে নগদ এক শত কুড়ি টাকা পাইলাম। বাস, আর কিছু নয়, শুধু নাম সই,—আদির ও ঠিকানা···।

তাই কহিলাম লোকনাথ বাবু হাসিলেন পরাজয় করিয়া বলিলেন, এই তো কেমন হয়ে গেল।

দেখি—সুধার মুখে বিদ্যুৎসম হাসি নাই···সে মুখখানি কাল হইয়া গিয়াছে, দুই ঠোঁট যেন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

আমি দুটি গাছটী লইয়া অগ্রসর হইলাম।

লোকনাথ বাবু কহিলেন···আচ্ছা আসুন···আসুন, নমস্কার। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম—লোকনাথ বাবু বড় বড় কাল কাল একরাশি দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছেন।

বেদ সংহিতার কথা

শ্রীসত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী

বেদের কত পুরাণো তা নিয়ে দেশ বিদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ এখনও মেটে নি। এই-টুকু মাত্র তর্কের বাইরে যে মানব-সভ্যতার প্রথম প্রকাশ ভারতভূমিতে। সপ্তসিন্ধু বিধৌত প্রদেশে মাটি খুঁড়ে মহেঞ্জোদারো এবং হরাপ্পায় যে মন্দির, মাটির পাত্র, কাচের মালা ইত্যাদি বেরিয়েছে সে সব এই সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন। এর সাহিত্যিক নিদর্শন—বেদ গাথা। জগতের প্রথম ঘর্ষালোক গড়ল মানব চিন্তার শুভ্র কুমারে—আর কত না অজ্ঞাত যুগের বৈশাখে ভাবোচ্ছ্বাসের নূপুর বাজিয়ে অপূর্ণ ছন্দে প্রথাহিত হ'ল বেদের গায়মান আর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সংযত 'বিদ' ধাতুর অর্থ জানিয়ে বেদজ্ঞ; তাই থেকে কথা এল—বেদ। বেদ জানিয়ে দেন দ্রষ্টৃগণকে, জানিয়ে দেন দেবস্থান সম্বন্ধে, জানিয়ে দেন দেবতাদের সখ্য লাভের পরম সুখ আর স্বর্গে গিয়ে সেই সুখ হারা করবার উপায়। প্রথমে এই পর্য্যন্তই। পরে আরো জানিয়ে দেন দেবগণেরও উপরের পরম দেবতাকে ও তাঁর সঙ্গে এক হওয়ার চরম আনন্দ। বেদ যার বেদ শাস্ত্রের বহুদূর পর্য্যন্ত আঁশ, ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র, সোম, সূর্য্য, উষা, অগ্নি, রুদ্র প্রভৃতি বিবিধ দেবতামণ্ডলের বন্দনা। ইন্দ্রদেবের নামে কম কবিতা আছে কোটি শ্লোক আছে। বেদের দেবতা সবাই প্রাচ্যবন্ধু। পৌরাণিক দেবতাদের মত পূজোর সময় তাঁদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নিতে হয় না; সে সম্ভব বেদে নেই—পূজোর পাতিও নেই। আছে রস—অগ্নি যাগ, সোম যাগ ও পশু যাগ; আর এই সবেই দেবতাদের আমন্ত্রণ ও সেই সঙ্গে তাঁদের সখ্য কামনা ও ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা। এরূপ প্রকারের বৈদিক দেবগণ আবির্ভূত হয়েন, ঠিক যাকে বলা যায়,—মৃত্তলি বা patron, এক বরুণ ও রুদ্র ছাড়া অন্য দেবতার স্তোত্রে অন্তর সম্ভব বড় একটা দেখা যায় না। রুদ্র বা ঈশ্বরের আতঙ্ক ও আনন্দ প্রকারান্তে হয় অনেক পরে। আরো দেখে রাখা ভাল, বেদ অজাত ঈশ্বর বাদী নয়ে গোরব পেলেও বহু কল্পনার আগে পাশে অনেক কুজ্ঝ, অনেক ইতর, অনেক অনার্য্য কথা এতে আছে; আবার প্রাচীন পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা আছে যার সঙ্গে কিছুই 'মিল' নয়। আবেগ ভরে, আহার ব্যাপারে ভাতের রেওয়াজ তখনও অজ্ঞাত, কাব্য ব্যাপারে গদ্য ছন্দের উপযোগ চল হয় নি, আর হয় নি ধর্ম্ম ব্যাপারে গদ্য নদীর কিছুমাত্রও খাত।

প্রাগৈতিক বেদ যুগ থেকে পরম ব্রহ্মের প্রাপ্তি পর্য্যন্ত—বেদের মন্ত্র যুগ থেকে আরণ্যক যুগে পৌঁছুতে—জ্ঞানের এতটা পরিধি হতে অনেক কাল লাগাই খুব সম্ভব। বিজ্ঞান শক্ত মতানৈক্য সেই যুগে এই সুবিশাল ভারত ভূড়ে' বন উপবন ক্ষেতে নগর পত্তন ও ধর্ম্ম প্রচার হ'তেও বহু পরাধীই কেটে যাবার কথা। যেন নামে এক ঋষি, গ্রন্থ আছেন কিন্তু নেই-ই এই সন্দেহে দোনামোমান হ'য়ে মন্ত্র রচনা করেন। বেদ সমাই দ্রষ্টাকে নিশ্চিন্ত হতে দেখে কত প্রবীণ অবসর কালে চিন্তার বিষয়। বেদের কঠিন বিচারে আমেক ইঙ্গিত পাওয়া যায় গ্রাহ্যাদি প্রভৃতির সকার হিসেব করে। কোন রাশিকে বেদের ঋষি দেখেন থাকাকার এক জায়গায়, আর আমরা দেখছি অন্ত জায়গায়; আর পণ্ডিতেরা আঁক কষে বার করেন অন্তরের চর্ম্ম কেরায় এই গ্রন্থার বহুর নাগরার কথা,—অতএব বেদ এত পরিমাণ পুরাতন। এই ভাবে মেকোনি সাহেব বলেন বেদ খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর হ'তে রচিত হওয়া সম্ভব; লোকমান্য টিলক বলেন খৃঃ পূঃ ৬০০০, মাসগুপ্ত মহাশয় বলেন ১৯০০০। যাই হোক, ভট্ট মোক্ষমূলর যে খৃঃ পূঃ ১২০০ বৎসর বলে নিশ্চিন্ত সে কথা কোন মতেই মানা যায় না। নরসমহী সাহেবেরা আন্দাজ খৃঃ পূঃ ২৩০০ বছর বলে' ইথা হতে চাইলেও মহেঞ্জো দারো প্রভৃতি ব্যাপারের আন্দাজ খৃঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরে ফেলতেই হয়।

এ হেন বেদের কাঁথা রচনা কারন তাঁদের নাম 'ঋষি'। তাঁরা এই বে জ্ঞান প্রকাশ করেন প্রথমেই সে কষ্ট কল্পনা করে' নয় বা মন্ত্র মন্ত্রিতে গাঁচ জনে আলোচনা নিষ্পত্তি করেও নয়। যে ঋষির মত আপন ভাবের আবেগে ও অনুভূতির জোরে এই জ্ঞান বেদ চোখের ওপর দেখতে পেলেন। তাই ঋষি কথার অর্থ বলা হয়—দ্রষ্টাই। ঋষিদের বিশ্বাস করেন দেবতা বা ঈশ্বর এই জ্ঞান প্রেরণ করেছেন আর তাঁরা অনুভব করেছেন বা দেখেছেন। এই কারণেই বেদকে 'নিত্য' ও অপৌরুষেয় বলা হয়—সাধারণ পুরুষ বা মানুষ যেই নয়। কিন্তু এমন বেশী দিন চলেনা। ক্রমে বেদ রচনা ঈশ্বরের হাত থেকে মানুষের হাতে পড়েই এসে গেল—ঋষিগণ আর মন্ত্রদ্রষ্টা নন মন—মন্ত্রকর্ত্তাও হলেন। এর বিস্তর প্রমাণ বেরোই পাওয়া যায়। 'হে মঘিন, প্রাংশময় ঋষি তোমায় উদ্দেশ এই সুক্তগুলি রচনা করেছেন'; 'হে ইন্দ্র, তোমার প্রশংসাপূর্ণ এই স্তোত্র কুশিকগণ রচনা করেছেন'। শত শত বৎসর ধরে' বেদ রচনা চলতে লাগল। প্রাচীন আর নবীন ছন্দী বিভক্তের পার্থক্য গুরু হ'ল। বেদ ব্যাস এ সম্বন্ধে লিখছেন:—'প্রাচীন ঋষি অত্রিরা, প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি, মনু প্রভৃতি আমার ন্যায় বিবরণ জানতেন; 'নবীন স্তোত্রে প্রীত হয়ে' আমাদের অর্থ, আয়ুষ্য ও সন্তানাদি দাও'; 'মন স্তোত্র দ্বারা ইন্দ্রকে অর্চ্চনা কর'। অনেক মেয়ে অধিতেও বেদের মন্ত্র রচনা করেন—তাঁদের মধ্যে অপালা, বিশ্ববারা, ঘোষা, রোমশা, লোপামুদ্রা, বাক্ প্রভৃতি। দু'একটী শূদ্র ঋষির দেখা যায়—দাসীপুত্র কবষ ঋষি একজন। গার্হ্য বেদকে 'নিত্য' স্বীকার করেন না, মীমাংসা 'অপৌরুষেয়' মানেন না।

দ্রষ্টাই থাকুন আর স্রষ্টাই থাকুন, বেদ বিভাগ নিয়ে এক সমস্যা। বেদের এক নাম 'ত্রয়ী'—তিন অংশে বিভক্ত। ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিনকে 'ত্রয়ী' বলা যায়। মনে হয়, রচনা প্রণালী অনুসারে এই ত্রি বা বেদ বিভাগ প্রথমে ধরা হয়েছিল:—

গাথা বা গান হিসাবে—সামবেদ;

মন্ত্র বা পদ্য হিসাবে—ঋগ্বেদ;

এক প্রকার অনুকার্য্য বলেও, গদ্য হিসাবে—যজুর্ব্বেদ। অনুমান এই ত্রয়ী কিন্তু পূর্ব্বের রচনা। পরে জনসাধারণে এরূপভাবে অনেক হেরি বাঁট কল্পনা খাঁ' লোকের মনে চমাট প্রকার বিভাগ করেছে ও যার বহুল ব্যবহার চলেছে সেগুলি সংগ্রহ করেন এক নল মেধাবী গাহ্যকার। অনেক মূল্যবান নিরূপ চর্চ্চায় এত রইল তবুও অঞ্চে থেকে প্রচুর গভীর কথা তাতে চুকিয়ে গ্রন্থে। মর্য্যাদা আরো বাড়ান হ'ল। এই ভাবে অনর্ঘ্য সংহিতা নামে চতুর্থ বেদ গড়ে উঠল। এই কৌশলের পরিচয় পরেও পাওয়া যায়। পুরাণ কথা পুরু প্রচারিত হ'লেও তার অনধিগম্যতা উপলব্ধি করে' ব্রাহ্মণগণ তাতে হাত চালিয়ে ক্রমশই নিজেদের সম্পত্তি বানিয়ে নিলেন। হালেও দেখা যায়, বাংলাদেশে ইস্লামীয় পীর যখন গণমতের ওপর দেকায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন পুরোহিতের দল তাঁকে বিষ্ণুর সঙ্গে এমন বেমালুম মিলিয়ে হিন্দু দেবতার প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন দিলেন যে এই নবদেবতার কলের বিচার করতে গেলে ভক্তিবিহ্বল পুজকেরা ক্ষেপে করে ওঠেন।

বেদের এক নাম 'শ্রুতি'। শ্রুতির অর্থ—ঈশ্বরের বাণী ঋষিগণ শুনলেন আর বংশানুক্রমে ও শুরুশিষ্য ক্রমে শুনিয়ে চলেন। লেখা কিছু রাখলেন না। বইল মৌখিক ভাষা আর শুনে শুনে মনে রাখা; কিন্তু 'লেখা-পড়া'—এমন ভাবের কথা পাওয়া যায় না। হয়ত সজ্ঞান খোছের নিপি বিজ্ঞান দৈনিক জীবনের জন্য না থাকলেও সাধারণের চলোয় মোটামুটি লিপি-কৌশল কিছু ছিল। তবে অঙ্ক রচনা যারা ভাষাকে নিয়মিত কাব্যধার বাঁধবার মত তাঁদের না থাকাই সম্ভব বেদের মন্ত্রকারী ঋষিকের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা নিপির অসম্পূর্ণতার সাহায্য করবারই কথা, আজকাল যেমন পুরোহিত-পর্ব্বণাদি ছাপা পুঁথি থাকলে অনেক সময়ই পুরোহিত ফাঁকিতে পড়তেন। শিক্ষন-যোগে হাদিয় নাভেও চর্চ্চায় না হ'লেও যেমন সবগুলিই আবৃত্তি-প্রাতে একেবারে ভেসে যেতে পায় নি। কথিত আছে যুধিষ্ঠির প্রথার আদেশে বেদের মন্ত্র সংগ্রহ হ'ল। এই মহার কাজেও মন্ত্র অংশ 'সংহিতা' নাম পেল। প্রধান 'ত্রয়ী'র সংগ্রহ কাহিনী এইরূপ—অগ্নি কথেব. বায়ু যজুর্ব্বেদ ও আদিত্য সামবেদের সমাহরণ করেন: কোথায় আহরণ করেন তার নাম 'ব্যাহৃতি'—সামবেদের ব্যাহৃতি 'শ্ব' অর্থাৎ স্বর্গ কথেদের 'ভূঃ' অর্থাৎ পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, যজুর্বেদের 'ভুবঃ' অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষ। ধনাই ভাল যে এই দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী মহাকাশকে শূন্য আকাশ মনে করা ভুল। ভারতের পাশ্চিম এই 'অন্তরীক্ষ' প্রদেশকে বহু ঋষি মন্ত্রে স্তুতি করেছেন, আর মনু তাই যজ্ঞকে মানুষ বিশেষের দিয়েছেন।

কথায় কথায় আবেকটী প্রশ্ন আসে যদিও কথেদেরই এই তিনের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বলা হয় এ সম্বন্ধে সুনুমান নানা হতে পারে যে সামবেদই প্রথম রয়েছেন দেবসভার আদি নিবাস স্বর্গে এই বেদের রচনা। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেন, দেবলোকে রচিত হওয়ার পর সামবেদকে মর্ত্যে মোকে আনা হয়। এই বেদ সমাহার করেন যে আদিত্য তাঁর বাস দেবলোকে, ছান্দোগ্য উপনিষদ এ কথা বলেন। নিম্নলোকেই সামবেদের রচনা এ উল্লেখ মনুতেও আছে। আরো কথা, গান হচ্ছে গান; যেমন সব দেশের সাহিত্যে গদ্যের আগে পদ্যের রচনা, তেমনি যুগগ্রন্থিত গদ্যের চেয়ে সরস গাথা বা ছড়া নিশ্চ যুগের পক্ষে আগে স্বাভাবিক। অন্যদিকে যজ্ঞ কার্য্যের জন্য অধিকের জন্য সংগ্রহ করেন; আর যজ্ঞ ভারতো ব্যাপার যে জন্য বেদ মতনী স্বর্গ থেকে ভারতে আমন্ত্রিত হতেন।

আগেই হোক, পরেই হোক, কথেদই মূখ্য গ্রন্থ সে বিষয় সন্দেহ নেই। এর সংহিতার রচনা 'মন্ত্র' বা স্তোত্র আছে। সব সমেত ১,০৮৯টী 'সূক্ত' বা স্তোত্র আছে। কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কতকগুলি 'মন্ত্র' বা শ্লোক মিলিয়ে একটী সূক্ত। এই ভাবে মোট ১০,৫৮০টী মন্ত্র আছে। কথেদ সূচিকার সংক্ষেপ পরিচয়:—

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

বামণের চাঁদে হাত—

বামনের চাঁদে হাত দেওয়াটা আর একশ বছর পর একটা অসম্ভব কিছু হবে না। মানুষের বাড়বার হাঁদ যে ভাবে কমছে তাতে আর একশ বছর পর মানুষগুলো যে অনেকটা বামন বা বেঁটে হয়ে দাঁড়াবে এটা আন্দাজ করা যেতে পারে। প্রিন্সিটন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর টিয়াড্‌ সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে আর একশ বছর পর আমাদের প্রপৌত্র-গণ চাঁদে হাঁটতে যাবে। যে যানটায় চাঁদে যাবে সেটা চলবে হাই-ই-এ আর তা তৈরী করতে খরচ হবে ৪০০,০০০,০০০ পাউণ্ড—কিন্তু এত খরচ শুধু যাবার অঙ্কেই, ফিরতে কত খরচ হবে তা তিনি বলেন নি। চাঁদে আর এখানকার মত লোকজন নেই কাজেই সেখান থেকে হাজার খরচ করলেও আর একটী অমনি যান তৈরী করে দিয়ে আসা সম্ভব হবে না।

আমাদের আদরের দুলাল প্রপৌত্রেরা কিন্তু সেখানে গিয়ে একরত্তও টিকতে পারবেন না কারণ চাঁদের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে থাকে তার উত্তাপ ২৩৪০ ডিগ্রী অর্থাৎ বেশ টগবগে গরম জলের চেয়েও গরম আর অন্য দিকটা শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে ২৪৪ ডিগ্রী কম ঠাণ্ডা অর্থাৎ হাড় জমে যাবে বরফ। এ দুটোর কোনো অবস্থাতেই মানুষ বাঁচতে পারে না। ভবিষ্যৎ দুলালরা চাঁদে সুখে থেতে যাবে কি না দেখবার জন্যে কি আমরা কেউ বেঁচে থাকব?

নূতন লোকা

পাঁড় নইলে নৌকা চলে না এই ছিল ধারণা। এক রকম নূতন নৌকা আবিষ্কৃত হয়েছে যার পাঁড় এক দম নেই, একদিকে একটী প্রপেলার আছে সেটা হাত দিয়ে ঘোরালেই নৌকা যাবে আবার উল্টা দিকে ঘোরালে পিছু হটবে। এই রকম প্রপেলার হাত না দিয়ে পা দিয়েও চালান চলে।

সমুদ্র তলের রহস্য

সমুদ্রের তল এতদিন রহস্যময়ই ছিল যদিও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র গর্ভের অনেক আবরণ কিছু কিছু উন্মোচিত হয়েছে তথাপি এখনও বহু জায়গা রহস্যময় হয়ে রয়েছে মানুষ তার সন্ধান পায় না সম্প্রতি সমুদ্র তলের খবরাখবর ও ছবি পাবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

রিভিয়ারা—(Riviera) সমুদ্র উপকূলে যা হার্টম্যান (Hartman) এই যন্ত্রের পরিচয় দেন করেছেন। মানুষ জাহাজের উপর বসে সমাধানের সমুদ্র গর্ভের সব জিনিষ দেখতে পাবে ও ফটো তুলতে পারবে।

একটী ষ্টেজের খেলার সঙ্গে খুব তোফারো বিজ্ঞান আলোক যুক্ত থাকে—তার ভেতরে একটী টেলিভিসন (Television) বসু ও একটী চলচ্চিত্র ক্যামেরা (Cinamatograph) থাকে। খেলার গোড়াটী জলের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় টেলিভিসন যন্ত্র থেকে একটী তার ডাঙ্গাতের কেবিনের খুব সঙ্গে যুক্ত থাকে—সমুদ্র গর্ভের প্রত্যেকটী জিনিষের ছবি টেলেভিসন যন্ত্রের সাহায্যে কেবিনের পর্দায় প্রতিফলিত হয়। দরকার কোন ছবির ফটো নেওয়া দরকার হয়, টেলিভিসন যন্ত্র হাতুড়ি তার বেরে দিয়ে সিনেমেটোগ্রাফের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেই সমুদ্র তলের ফটো উঠে যাবে জলমগ্ন জাহাজ ও ধনরত্নাদি উদ্ধার কোরতে এসব খুব কাযে লাগবে সন্দেহ নাই।

অদ্ভুত মাছ ধরা

ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে ক্যাটালিনা দ্বীপে খুব মাছ পাওয়া যায় জেমস ষ্টুয়ার্ট নাম্নে একজন কোটীপতি ধনী—মাছ শিকারে তাঁর খুব সখ। মাঝে মাঝে তিনি বড় মজা করে মাছ ধরেন—একটী ঘুড়ির সঙ্গে সুতা দিয়ে একটী উড়ো মাছ বেঁধে দেন তার পর ঘুড়িটা জলের ওপরে ওড়াতে থাকেন আর মাছটা জলের ওপরে উঁচে উঁচে বেড়ায়। ওড়া মাছটাকে দেখে সেই করাত মাছ জল থেকে লাফ দিয়ে ওড়া মাছটাকে ধরে অমনি তাকে বড়শী বিদ্ধ করে তীরে তোলা হয়।

প্রথম মণ্ডল—বিভিন্ন ঋষির রচনা। এগুলোই বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা রচিত চমৎকার অগ্নি স্তোত্র। ইনি নিজেকে 'নবীন ঋষি' বলে পরিচয় দিয়েছেন। সোম যজ্ঞেরও অনেক ভাল মন্ত্র এঁর রচনা। এই মণ্ডলের অন্য এক বড় ঋষির নাম দীর্ঘতমা—তাঁর পৌত্রী ঘোষার মন্ত্র ১০ম মণ্ডলে। প্রথম মণ্ডলে এতটা স্তোত্র আছে যে ঋষিগণ পরম এক দেবতাকেই ইন্দ্রাদি বহু নাম দিয়েছেন।

দ্বিতীয় মণ্ডল—এই মণ্ডল রচনার নেতা গৃৎসমদ ঋষি। কথিত আছে এই শৌনক গৃৎসমদ সর্ব্বাগ্রে বর্ণ বিভাগ ও উপবীতের ব্যবস্থা করেন।

তৃতীয় মণ্ডল—প্রধান ঋষি বিশ্বামিত্র ও তাঁর বংশজগণ। ইনিই পরম পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রের রচয়িতা। এঁর অধিকাংশ মন্ত্রের ভাবই গম্ভীর ও উজ্জ্বল। ইনি দেব পুত্র।

চতুর্থ মণ্ডল—প্রধান ঋষি বামদেব। ইনি বশিষ্ঠের পুত্র, বড় দীন দুঃখী ছিলেন। কুকুরের যত্ন পাক করে' খিয়ে বেটাদের হতেছিল এঁকে ইনি এক মন্ত্রে বলেছেন—'আমি অর্থাভাব জন্য জাগতমা ভার্য্যাকে জনসমাজে হত গৌরব হতে (দেখলাম)। পরে ইনি 'মধুবিদ্যা' লাভ করে' যথার্থ আনন্দের অধিকারী হন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মণ্ডলের ঋষি যথাক্রমে ভরদ্বাজ ও অত্রি।

সপ্তম মণ্ডলের কর্ত্তা বশিষ্ঠ ঋষি। ইনি ঊর্ব্বশীর গর্ভজাত। ইতিহাস পুরাণে এঁর সঙ্গে নবীনের রাজা বিশ্বামিত্রের নানা রক্ত কাহিনী রচিত হয়। মূলে হয় ত প্রোহী - স্থীর ভর বোঝবার উদ্দেশ্যে বশিষ্ঠের মাহাত্ম্য প্রচার হয়

অষ্টম মণ্ডলের প্রধান ঋষি কণ্ব ও অঙ্গিরা।

নবম মণ্ডল—অকৃত্রিম সোমের রসেই সুর থাকলেও, এই মণ্ডলই বিশেষ করে সোমসুতিতে পূর্ণ প্রথম হস্তের ভাব—'হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হতে থাক সঙ্গে তুমি পবিত্রতম ও মাদকতম ধারাতে ব'য়ে এস' ...'হে সোম দেব! চারিদিক উদ্ভাসিত বেগে প্রবাহিত তোমার রসধারা সূর্য্য দ্যুতিতা শ্রদ্ধাদেবী প্রতি মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে সদ্ভক্তিরূপে পৌঁছে দিচ্চেন' ...'পূর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদেব সোমপানে খুশী হ'য়ে সকল শত্রু নাশ করে' তাদের সমুদয় ঐশ্বর্য্য আমাদের মধ্যে বিলিয়ে দেন'। সোমের এরকম ব্যাপার আছে—অমরত্ব লাভের বিষয়ও আছে আবার এরূপ মত্ততার বিরুদ্ধ বাদ নেই। এই সোমলতা ঠিক যে কি বস্তু এখনো নিঃসন্দেহে জানা যায় নি ইউরোপীয় পণ্ডিত মাক্সিন মোল্ল একবার অনেক পয়সা খরচ করে একজন মারাঠী পণ্ডিত নিয়ে এই লতার অন্বেষণে বিস্তর পাহাড় পর্ব্বত ঘুরেছিলেন। সোমপানে বিভোর হয়ে ঋষিগণ বেদ রচনা করেন।

দশম মণ্ডল—আকারে সব চেয়ে বড়; জ্ঞানের কথায় সব চেয়ে ভারী; বাহ্যিক ভাবার বহুল ছন্দের ঝঙ্কারে ভরপুর। সৃষ্টি তত্ত্বের প্রতি কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা ও একেশ্বরের গম্ভীর ঘোষণা এই মণ্ডলেই। বিবাহের পবিত্র প্রেম মন্ত্র, নব সংসারের কল্যাণ বর্ণনা, পণ রেখে পাশা খেলার বেদবাক্যাঙ্কিত কাহিনী, দানশীলতার জয়গান—অনেক কিছুই এই মণ্ডলে। বিশাল বিশ্ব বাঁর অবয়ব সেই সংস্থাপির যে পুরুষ দেবতা, যাঁর বিনিয়োগেই আমার পুথিরীর সৃষ্টি সাধন বর্ণনা করা হ'ল, তাঁর স্তবও এই খানেই। সেবোক্ত এই 'পুরুষসূক্ত'-তেই সর্ব্বপ্রথম বেদ মন্ত্রে শ্রাদ্ধাদি চার বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ বড় পণ্ডিতের মত এই বর্ণ-বিভাগ পরবর্ত্তী কালের রচনা।

সাঁয়বেদ সংহিতার দুটী ভাগ। দুয়ে মিলে অথর্ব পুনরাবৃত্তিগুলি বাদ দিয়ে দেড় হাজারের কিছু বেশী শ্লোক সংখ্যা। তার মধ্যে আবার মাত্র ৭৫টী ছাড়া বাকী সবেরই অধিকাংশ ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডলে পাওয়া যায়। সাম গান গ্রাম্যেই গায়ত্রী ও জগতী ছন্দে রচিত। গানের সময় 'উদ্গাতা' হাত ও আঙুল নাচিয়ে যজ্ঞগ্রামের বিশেষত্ব অনুকরণ করেন। সাম গানে অনেক বিচিত্র সুরের প্রকাশ আছে।

মন্ত্রসংহিতার ৬ষ্ঠী বিভাগ—'কৃষ্ণ যজুঃ' ও 'শুক্ল যজুঃ'। প্রধানতঃ 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' নিয়ে কৃষ্ণ যজুঃ বৈশম্পায়ন ঋষি এই অংশের প্রাচীন উপদেষ্টা গুরু কিন্তু তাঁর শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুবিরোধ করে' সূর্য্যদেবের অনুকম্পায় 'শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা' রচনা করেন। এই নবীন রচনাকেই শুক্ল যজুঃ বলা হয়ে থাকে। এই অংশে ৪টী খণ্ড আছে; তাতে নানা যজ্ঞের মন্ত্র দর্শ, অমাবস্যা), পৌর্ণমাস (পূর্ণিমা), জ্যোতিষ্টোম ও অগ্নিষ্টোম সোম, বাজপেয়, অগ্নিহোত্র, চতুর্মাস্য, রাজসূয় ও সর্ব্বমেধ অশ্বমেধ ইত্যাদি। বস্তুতঃ যজুঃ কথার 'যজ্' ধাতুর সাধারণ মানে হচ্ছে পূজা করা এমন কথা কিন্তু বৈদিক নয়। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলতে বহু যজ্ঞের যে ব্যাখ্যা আছে তাতেও ভাল জানা না থাকলে তার ব্যবহার বুঝতে সুবিধে হয় না। যজ্ঞ যাঁর কল্যাণে করা হয় তাঁর নাম 'যজমান'। বৈদিক বড় যাগযজ্ঞ চার রকম ঋত্বিক বা পুরোহিত সাহায্যে করতে হয়। দেবতার স্তুতি পাঠ করেন 'হোতা'; সাম গান করেন 'উদ্গাতা'; যজ্ঞের স্থান মাপা, বেদী তৈরী করা, অগ্নি প্রজ্বলিত করা, সোমরস 'সবন' (নিষ্কাশন সহকারে প্রস্তুত করা ও অন্যান্য ক্রিয়া করেন 'অধ্বর্যু' এঁরা তিন ক্রমান্বয়ে ঋক্, সাম ও যজুঃ এক এক বেদের বিশেষজ্ঞ এঁদের উপরে থাকেন এক সর্ব্ববেদজ্ঞ ঋত্বিক যিনি সকল ত্রুটীসাধন ও ভ্রম সংশোধন করেন। তাঁকে বলা হয় 'ব্রহ্মা'

অথর্ববেদ সংহিতা মূলতঃ নানা রকম যাদু বিদ্যা, কাটু, কুঁকে তুক্ তাকের মন্ত্র সংগ্রহ যে সব মন্ত্রের সাধক মেগুলি সংগ্রহ করেন 'অথর্বন্' আর; আর যেগুলি শত্রুতা কৃষ্টিকারক মেগুলি করেন 'অঙ্গিরস' ঋষি হুয়ে মিলে পুরো 'অথর্বাঙ্গিরস' বলা হলেও সংক্ষেপে অথর্ববেদে নামই প্রচলিত। এই সংহিতা ২০ কণ্ডে সমাপ্ত ও ছোট সাত শতের কিছু উপর শ্লোক আছে। কিন্তু এর এক-সপ্তমাংশ ঋগ্বেদ থেকে ধার নেওয়া। আজকাল দুর্গা পূজায় যে দেবী সূক্ত পাঠ রীতি দেখা যায় সেটী অথর্ববেদের স্তোত্র, আবার ভারত মূলে অথর্বের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্ত বেটী অম্ভৃণী ঋষির কন্যা 'বাক্' নিজ মাহাত্ম্যকেই বিশ্বশক্তি জ্ঞানে স্তব করেছেন। অথর্ববেদের চতুর্থ কাণ্ডে যে রুদ্রদেবতার স্তোত্র আছে তার প্রথমাংশ ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কবিতার ঝঙ্কারে এবং সর্ব্বজ্ঞ শাসনকর্ত্তা বিরাট ঈশ্বরের ধ্যান মহিমায় অপূর্ব্ব, আবার শেষাংশের ক'টি শ্লোক মানুষের অপটু কুহকে আচ্ছন্ন

উপন্যাস

পাষাণ-পুরী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ নম্বর কেদে নরু কপালের উপর শুইয়াছিল, সে অনন্যমনস্ক হইয়া আফার পরিত্যাগ করিয়াছে। ডেপুটী জেলার, হুগাস্থিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সাধ্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তবু সে আহার গ্রহণ করে নাই।

একটা নিশাচরী আপন বুদ্ধিমত সরল সত্য তাহাকে বুঝাইল—

"ইস মে কেয়া ফায়দা বাবু, জান রাখেগা আপকা, উনকা বেরাদা খতম্ হুয়া তীসরে মহিনে চলেগা।"

নরু সেই কথাটাই ভাবিতেছিল, এত জনের এত কথার মধ্যে ঐ কথাটাই ভাবিয়া দেখবার যোগ্য বলিয়া তাহার বোধ হইল। রুদ্ধ দেহের মরণ ইচ্ছায় এই মুহূর্ত্তে যে কোটী জীবের অন্তিত্ব মমতা-মন্ত্রা সুন্দরী ধরণীর বুক হইতে মুছিয়া যাইতেছে, কে কাহার খোঁজ রাখে? এই মুহূর্ত্তের পোকার পর মুহূর্ত্তে হাসির ফুল যায় ডুবিয়া যাইতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে নরু সহসা আপন মনেই হাসিয়া উঠিয়া বসিল। এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে নজর পড়িল পিপড়ের একটা সার, তাহারই অভ্যুক্ত আহার্য্যের বস্তুটা কণা মেহের উপর পড়িয়াছিল, তাই লইয়া ওরা মহা ব্যস্ত; আবার ওই আহার্যের কণা লইয়া ওদের মধ্যে যত যুদ্ধ বাধিয়া যাইতেছে। সারিটী চলিয়া গিয়াছে ওই দেওয়ালের মাথা পর্য্যন্ত, সেখানে আসার আর এক ফোকর।—একটা টিকটিকি ছাদ হইতে মধ্যে মধ্যে লাফ দিয়া সারিয়া ওদের ধরিয়া ধরিয়া খাইতেছে।

দেখিয়া শুনিয়া নরু সে আবার আপন বিছানায় আসিয়া বসিল।

ও মরের খুনী আসামীটার আতঙ্ক-চীৎকার হাসিয়া আসিতেছিল।

তিন নম্বরের বাবুটীর গলা শোনা যায়—অত্যন্ত বিকৃতি ভরে কহে—"আজই ওকে ফাঁসী দেওয়া উচিত।"

আবার সহসা বাবুটী উচ্চকণ্ঠে ধমক দিয়া উঠে—"shut up, you scoundrel!"

দূরে হইতে ধমিয়া পড়া গলা আবার একটা টুকরা দিয়া নরু মেহের উপর রাগ দিতে দিতে নিমিল—

"মানুষের ভয়,
দেহ বন্ধু রক্ষণকে নয়,
হতেছে তখনি মাখা আরক্ত তার
ভয় সেই, ভয় শুধু তারে অপমান।"

বাহিরে তালা বন্ধ করার শব্দ আসিতেছিল, দিনের আলো বাহিরে মান হইয়া আসিয়াছে, সেলের ভিতরে অন্ধকার তখন আসন পাতিয়া বসিয়াছে; নরুর দেহিকে দৃষ্টি ছিল না—সে আপন মনেই নিখিয়া যাইতেছিল—

মানুষের করিতে নির্ভর—
কে,—কে,—কে দিবে সে অপ পরিচয়?

• • •

খুনী আসামীটা সেলে বসিয়া ছিল।

চারিদিকের পাষাণ বেষ্টনীর চাপায় অন্ধকার সেল। ওই যন্ত্র অন্ধকারের মাঝে প্রথমটা সে আপনাকে বেশ নিরাপদ বোধ করিল;—সে যেন লুকাইয়া আছে, হিংস্র বাঘ যেন একটা বিরাট আশ্রয় পাইয়াছে।

কিন্তু দিনান্তের সঙ্গে সঙ্গে দিবালোকের যে আভাটুকু মরের অন্ধকার রাশিকে ঈষৎ স্বচ্ছ করিয়া রাখিয়াছিল সে টুকুও ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে সুরু করিল; চারি দিকের কোণে যেন অন্ধকার লুকাইয়া ছিল, তারা সকলে সে একটু একটু করিয়া আগাইয়া আসিতে আরম্ভ করিল ওই আলোআভাটুকুকে গ্রাস করিবার জন্য—মৃত্যু যেমন জীবের সঙ্গেরে আপন অন্ধকার রূপের কালো ছায়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে জীবনকে গ্রাস করে।

ওই দুটি বোধ করা অন্ধকারের আগমনে ও বেচারী শিহরিয়া উঠে। বাহিরে সেলের পর সেলে তালা বন্ধ হইতে থাকে—তারা চাবীর ঝটাপট শব্দ, লৌহ গৃঙ্খলের ঝন্‌ঝনা—ওকে সব,—স্থান, কাল বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সব ভুলাইয়া দেয়—ওর মনে পড়িয়া যায় এটা জেলখানা সমুখে ওর—ফাঁসী।—মৃত্যু—সমুদ্রের ওই গাঢ় অন্ধকার মাখা—এমনি একটা চিরঅজানিত বিভীষিকা!!

সে বুক চাপড়াইয়া মর্ম্মভাঙা আর্ত্তনাদে হাহাকার করিয়া উঠে—"হায় হায়, আমি একি করলাম গো! এ আমি কি করলাম গো!" সব ওর সেলের দরজার শব্দ হয়,—ওর করুণ আবেদনও সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া যায়, কোন আশায় নয়—একটা নির্ব্বাতনের আশঙ্কায়। সেলের দরজাটা খুলিয়া গেল, বন্ধ আলোকাভাস প্রবেশ করিল কয়েদী পাহরু—আর তার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল প্রহরী।

কয়েদী পাহরু খাবার লইয়া ওকে ডাকিল—

"খানা পাও—খানা লে
এই ভাত লে—ভাত—।"

আসামীটা পাহরুর পানে তাকাইয়া থাকে, তাদের এ আবার কোন্ রহস্য, হয় তো বা নির্য্যাতনের কোন নতুন কৌশল!

মরের দিকটায় বসিয়া বলিল, "এই খানা নিকালো—!" খাবারটা সমুখে পড়িয়া, কোকড়ী বিছানার মত চারি-পাশ ঘেঁষিয়া, ওর মনের মধ্যে ত খাবার ছবি জাগিতেছিল না, জাগিতেছিল ওই অন্ধকারের মাঝে ওই রুদ্ররূপ-পিশাচী! পিশাচীটা এবার ওই কয়েদী পাহরুকে কহে—

"দেও, দেও, তুমহি খানাটো নিয়ে দিয়ে দেও।"

খাবার দিয়া পাহরু ও সিপাহী চলিয়া গেলে, বাহিরে তালা চাবী দিবার কন্ কন্ রব ভিতরে বন্দীটীকে শঙ্কাতুর করিয়া দিল। সে শিহরিয়া উঠিল, সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে বেচারী ওই শব্দ লক্ষ্যে সমুখের বন্ধ দ্বারের অন্ধকার পানে চাহিয়া কাঁদিতে থাকে।

ধীরে ধীরে তাহার বিহ্বলতা কাটিয়া চেতনা যেন ফিরিয়া আসে, একাগ্র শুষ্ক দৃষ্টি মরির চারি পাশে ঘুরিয়া ফেরে, সহসা দৃষ্টিতে পড়ে তাহার ওই সমুখে আহার!

অহির চকে তাহার একটা বিচিত্র দৃষ্টি খেলিয়া যায়, ঠোঁটের রেখায় রেখায় মৃদুভাবে জাগিয়া উঠে একটা অতি লোলুপ হাসি;—অতি ব্যগ্র বাহু প্রসারিয়া সে খাবারটা টানিয়া আনে আপন বুকের তলায়—আর এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকায়।

তার পর অতি তীব্র লোলুপ বুভুক্ষায় ঘন ঘন গ্রাসে সমস্তটাই ও শেষ করিয়া ফেলিতে চাহিল। অতি লোভী তীব্র হিংস্র জন্তু, খাবারটা খাওয়া যেমন শব-দেহের 'পরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হাঁ, হাঁ করিয়া গ্রাসের পর গ্রাসে গোটা শরীরকে উদরস্থ করিতে চায়, ঠিক তেমনি ওর তীব্রতা, তেমনি লোলুপতা, তেমনি ব্যগ্রতা! গ্রাস করে কিন্তু মিনিটে পারে না; রসনা রসহীন, লালাহীন কিন্তার অন্তরিন্দ্র হইতে সমস্ত বুকটা যে শুষ্ক মরুভূমি,—হু হু করিতেছে; সমস্তটা ও উগারিয়া ফেলিয়া দিয়া বাটির জলটা চক্ চক্ করিয়া নিঃশেষে পান করিয়া মাটীর বুকের উপর গ্লাসটা পড়ে, ঊর্দ্ধবাহু উদ্ভিষ্ট গায়ে হাতে মাখিয়া থাকে, এদিকে দৃষ্টি নাই, হাত মুখ পর্য্যন্ত মুছিবার খেয়াল নাই।

ক্লান্তি,—ক্লান্তি, দারুণ অবসাদ!

কখন দুইটী এক কোলে যেমন পড়িয়াছিল পড়িয়াই থাকে।

দেখিতে দেখিতে নিশুরাত্রের ঘুম আসিয়া ওকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

• • •

"ওঠো, ওঠো, ওগো শিগ্‌গির ওঠো—"

ও তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখে—তখনকার বাসিনী।

হাঁ সেইত। সেই কান পাথরে খোদা সেই সুন্দর রূপ, সেই বড় বড় চোখ, নাকে সেই তা'রই দেওয়া হলের নাক-ছাবটী, কালে লাল পাথরের সেই দুটি তাঁর!

সেই চলকো গালপেড়ে সাড়ি, সেই পানের রঙে রাঙা ঠোঁট! বাসিনীই ত?

ও বাসিনীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে—

"বাসিনী, কেউ দেখেনি ত! তোর বাবা দাদা—"

বাসিনী অতি তন্ত্রভাবে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া কহে—"না—আজ আমাদের বাদী পাড়ায় ভারান গান হচ্ছে—। তুমি বেরিয়ে এস—শিগ্‌গির।"

—"কেন?"

—"তোমাকে দেখলে 'রয়ে ঘরে আগুন কিচ্ছু পুড়িয়ে মারবে—।"

—কে—?"

—"আবার-কে, সেই মুখপোড়া রাখাল মজুমদার। আজ সেই আমাদের পাড়ায় ভারান গানের পয়সা দিয়েছে। আমাদের বাড়ীর পেছনে ঘুঁপসে বসে সব পরামর্শ করছে, আমি শুনে এলাম আর একটুখানি বসে তোমার ঘরে আগুন দেবে, আর আমাকে—ধরে নিয়ে যাবে।"

বাসিনী কোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

আপন বুকে বাসিনীর মুখ-খানি চাপিয়া ধরিয়া অতি সাবধে ও কহে, "তার বাধি। কালা কামার বেঁচে থাকতে কোন শালার সে সাধ্যি নাই। বোস দুই এখানে" বাসিনী সভয়ে কহে—"না-না তুমি বেরিয়ে এস, ওরা দেখলে দিয়ে ঘরে আগুন দেবে।"

একটা বিপুল-সাহসের মৃদু হাসি হাসিয়া কালী কহে—

"আচ্ছা চল।"

বেশী দূর যায় নাই, বাসিনী শিহরি ফিরিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া কহে—"ওই দেখ - আগুন দিয়েছে।"

হাঁ আগুন! তাহারই ঘরখানা জ্বলিতেছে।

পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্প ও তাহার কার্য্যফল

শ্রীজহরলাল বক্সী

লেনিন বলিয়াছিলেন, "At the present time to make Russia a thoroughly socialist country, we need nothing but cultural revolution; but this cultural revolution confronts us with tremendous difficulties, both in the purely cultural aspect and in material aspect." উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে মানুষের বৈষয়িক মনোবৃত্তি ত্যাগ হয় না। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুসম প্রভৃতি মানুষকে জীবনসংগ্রামে দুর্ব্বিষহ করিয়া তোলে এ কথা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এই সমস্ত দূর করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হয় না।

মুক্তির সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে রাশিয়ার শিক্ষাদান প্রণালী তত উন্নত ছিল না। ১৯১৭ সালে মুক্তরাজ্যে শতকরা ৯৯, ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে ১৯, অষ্ট্রিয়াতে ১২, ফ্রান্সে ১৪ কিন্তু রাশিয়াতে শতকরা ৩ জন বিদ্যালিক্ষা করিত। শিক্ষা বিষয়ে ফ্রান্স, বুধা ও গানায়—রাশিয়া অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ছিল প্রত্যেক লোকের শিক্ষায় জন্য খরচ হইয়াছিল ও ইংলণ্ডে ১২৫ মার্ক, জার্ম্মানীতে ৮৫ মার্ক, কিন্তু রাশিয়াতে ১২ মার্ক মাত্র হইত। প্রথম রুশবিপ্লবের সময়ে বালকদের শিক্ষার জন্য ১৮০০ বিদ্যালয় ছিল—তাহাতে ১১২,০০০ বালক বিদ্যালিক্ষা করিত—শিক্ষা বিভাগ এই ক্রটির নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল যে—"এই সংখ্যা অতি সামান্য, ইহা দ্বারা কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইতে পারে না।"

ক্রমে ক্রমে প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ব্যবসায় ও শিল্প-শিক্ষা দেশের জন্য বহু শিক্ষায়তন কুলন হয়। চলচ্চিত্র, রেডিও ও মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির জন্য বহু ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং ইহাদের উন্নতি বিধানের জন্য সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ কোন কার্পণ্য করে নাই। ১৯২৯—৩০ সালে কতৃপক্ষের একটী হিসাব হইতে জানা যায় যে ১৯২৭-২৮ সালে ১১২১ খানি সংবাদপত্র ছিল, তন্মধ্যে "ওগোনেক" পত্রিকাখানি মাত্র চার লক্ষ মুদ্রিত হয়—যাহাতে দশ লক্ষ গ্রাহক হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

একটী অভিনব ব্যাপারে সংবাদপত্র পরিচালিত হয়। সম্পাদকগণ প্রত্যক্ষ শিক্ষিত সম্পাদকের কাজ সম্পন্ন করেন না। বিভিন্ন কারখানার পাঠকগণের সমালোচনা, ত্রুটির বিবরণ এবং সংশোধনের কথা সংবাদপত্রের জন্য তাহার কারখানার প্রমিক কৃষক সংবাদদাতা পাঠান। তাহারা কারখানার ত্রুটী (shortcomings) এবং সুবিধা, অসুবিধার কথা সংবাদপত্রের মারফতে জনসমাজে প্রচার করে। • এই সমস্ত সংবাদদাতা মধ্যে অনেকেই লেখক ও কবি হইয়া পড়েন এবং সংবাদপত্র এই ভাবে জনসাধারণের প্রাণে প্রেরণা দান করিতে পারিয়াছে। ১৯২৭ সালে ৩৫০০ সংবাদদাতা বাড়িয়া ৩৫,০০০ হয়। তাহাদের মধ্যে ৭০% শ্রমিক ও কৃষক। ১৯২৭-২৮ সালে ৩৫% শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতা ছিল, ১৯২৮-২৯ সালে ৫০% হইয়াছিল, ১৯৩০-৩১ সালে ৬৫% করা হইয়াছে, ১৯৩১-৩২ সালে ৮৫% করা হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে সোভিয়েট কি প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় নূতন মানুষের সৃষ্টি করিয়া সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন সুবিধা বিধান করার সোভিয়েটের মূল নীতি।

পঞ্চ বার্ষিক সঙ্কল্প (Five years Plan) প্রণয়ন ও সোভিয়েটের বিরুদ্ধবাদীগণ অনেক হিসাব করিয়াছেন। নিঃসন্দেহ, অনভ্যস্ত রাশিয়াকে অসম্ভব করিয়া সমাজতন্ত্রবাদী গঠন করিয়া তোলা যারপরনাই পরিশ্রম বলিয়া তাঁহারা মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। † এক সময়ে যারা অনেকের কাছে অবিশ্বাসের বস্তু ছিল সোভিয়েটের লক্ষ লক্ষ লোক আজ তাঁহা বাস্তবতার সহিত সম্পাদন করিতেছে।

• "Every Newspaper has a staff, running into thousands of voluntary workers and peasant correspondents who report on events in their factories, expose defects and mistakes and make practical suggestions."

† "The idea of working the "stupid, lazy Russian" a cultivated human being, of educating him to be a Socialist, seemed sheer madness to our enemies."

এ্যান্টিসেপ্টিকের বন্ধ বাতাস ঠেলে পথে চলকিয়া চলিয়া যায়।

আর (চৌদ্দ আনা দুটি খরচ করে—কেরুখানা এটা জেনখানা!

বুক চাপড়াইয়া ও কাঁদিতে চায়; কিন্তু শুষ্ককণ্ঠে শব্দ ফোটে না। আকণ্ঠ তৃষ্ণা,—উঃ—জল, জল,—জল!

অন্ধকারে বুকে হাঁটিয়া লোকটী মেঝেটা হাতড়াইয়া বেড়ে—হাতে লাগিয়া গুরু বাটীটা উল্টাইয়া গেল, সামান্য যে জলটুকু ছিল সেইটুকু মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল।

ওর হাত পড়িল ওই সত্র নিক্তিয়া টুকুর পর—।

আঃ—জল,—এই যে জল?

পশুর মত মেঝের জলটুকু জিভ দিয়া চাটিয়া চাটিয়া খায়;—

কতটুকু, কতটুকু,—আর নাই, আর নাই?

হতাশ ভাবে ওই সিক্ততা টুকুর পরে ও পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়;—

আঃ—ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা—,জুড়াইয়া গেল, মাথার আঁচে জ্বলমানো দেহ খানা জুড়াইয়া গেল!

আঃ—বাঁচিয়াছে সে, এমন ঠাণ্ডা আরাম, আর এমন যোগ্যন হাম—অন্ধকার, নিজেকে নিজে ও দেখিতে পাইতেছে না,—এখান হইতে কে খুঁজিয়া বাহির করিবে? "খোঁজ,—খোঁজ,—খুব খোঁজ লাগাও—"

(ক্রমশঃ)

পঞ্চ বার্ষিক সঙ্কল্প গ্রহণ করিবার এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত বিভাগে উন্নতি হয়। আট হইতে বার বৎসর বয়স্ক ১০১ লক্ষ ছেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখে। দ্বিতীয় বৎসরে প্রায় ১৪০ লক্ষ ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম বৎসরে ৪২০০ লক্ষ রুবল এবং দ্বিতীয় বৎসরে প্রায় ৬১৬০ লক্ষ রুবল খরচ হইয়াছে। দুই বৎসরে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সন্তান কারখানার বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া শিল্প-জ্ঞানলাভ করিয়াছে। শ্রমিকদের facultyতে প্রথম বৎসরে সাতার হাজার এবং দ্বিতীয় বৎসরে সাট হাজার ছাত্র যোগদান করিয়াছে গ্রামা পাঠাগারের সংখ্যা প্রথম বৎসরে বাইশ হাজার, দ্বিতীয় বৎসরে পঁচিশ হাজার। দুই বৎসরে চালের সংখ্যা সাত হাজারে দাঁড়াইয়াছে। ছাপাখানা, ছবিখানা, মুদ্রিত পুস্তক ও সংবাদপত্রের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অজুনিয়ার কথা!

রাশিয়া যে কর্ম্মপ্রধান দেশ তাহা সকলে স্বীকার করিবেন। অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যেও হইতে হইবে। প্রত্যেক শ্রমিক ও কৃষক একটা নূতন অনুপ্রেরণা লইয়া কাজ করিতেছে। তাহারা আজ মনে প্রাণে বুঝিয়াছে যে দেশের উন্নতি করিতে হইলে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির পথ সুগম করিতে হইবে। শিক্ষাব্যতীত বিদ্যা না হইলে মানুষের মনে কোন নূতন চিন্তাধারা আসিতে পারে না, সেই জন্যই রাশিয়া আজ শিক্ষা প্রসারে এত ব্যস্ত।

সোভিয়েটে কৃষক ও শ্রমিকদের সমান এবং অধিকার অপ্রতিহত হইয়াছে কিন্তু বহুত বিক্ষিপ্তবাদীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। পুরাতন নীতির সমর্থকগণ সম্পাদিকা ও গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাহার কার্য্য চালাইতেছে। পুরোহিত সম্প্রদায় ও তাহা কৃষকগণ নানা রকম ভৌতিক দেখাইয়া এমন কি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রাণপণ কার্য্য চালাইতেছে।

সোভিয়েট কংগ্রেসে এই প্রকার বিরুদ্ধ আলোচনা উঠিয়াছে। উদাহরণ একটী দেওয়া কৃষকদল বিপ্লবের পক্ষে থাকিলেও অপরাধ গণ্য করিয়া ছোট ছোট দোষ করে। বিপ্লবই জেলায় তাহারা আগুন লাগাইয়া দেয়। সাভিয়েতকে এক মন্ত্র শুদ্ধ বিশ্বাসে তাহারা কবিত্ব-শিক্ষকদিগকে যাদু করে। এই প্রকারের নানা মত দৃষ্টান্ত আছে।

শিক্ষা ও পুরোহিত সম্প্রদায়

সমস্ত স্থানে দেখা যায় যে পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায় কোন নূতন ভাবকে সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা নিজেদের জার্ণ ভাব ও মতামত ছাঁচকে অনন্তকাল প্রতিষ্ঠিত রাখিবার পক্ষপাতী। যে কোন দেশে বিপ্লব সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই পুরোহিত সম্প্রদায়কে বরখাস্ত করিতে হইবে। সাধারণতঃ 'ধর্ম্ম' নামক যাদুমন্ত্র বলে কি তাহা তন্ত্র সমাজের মধ্যে প্রচার করা দরকার যে 'ধর্ম্ম' পদার্থটী পুরোহিতগণ নিজেদের স্বৈরাচার সম্পত্তির মত অধিকার করিয়া বসেন তাহা যে তাঁহার জীবিকা-র্জনের অস্ত্রমাত্র তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা দরকার। যাঁহাদের অন্তরে বৈপ্লবিক ভাব আছে, যাঁহারা দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদিগকে এই 'ধর্ম্ম' জিনিষটী অন্ত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। চীনা যুবকগণ যখন দেশের উন্নতির জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল তখন তাহারা ইস্তাহারে প্রচার করিয়াছিল, "The sins of religion are so numerous to mention···" দেশ-সেবা, জাতির কল্যাণ কামনাই যে বড় 'ধর্ম্ম'। পুঁথিপত্রের বুলি আওড়ানোর যে 'ধর্ম্ম' নয়। এর জন্যেই দেশ ও সমাজের কোন কাজ হয় না। রাশিয়ার পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁহাদের শিক্ষাবিভাগে বিজ্ঞান পাঠ করিতে বা সোভিয়েটের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে নিষেধ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে যান।

শিক্ষা বিপ্লব ও জনসাধারণ

জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি থাকায় সোভিয়েট ইউনিয়ন অল্পদিনের মধ্যেই সাফল্যের সহিত শিক্ষাসত্র বিস্তার করিতেছে। সমাজ-তন্ত্রবাদ প্রচারের ভার আর একটী শক্তি সম্পাদন হইয়াছে। "শিক্ষা সৈনিক" নামধারী এক দল তরুণ অশিক্ষিত দূর করিয়া সমাজতন্ত্রবাদের সাফল্যের জন্য আত্মচেষ্টা করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লেনিনগ্রাডের যুবকগণ এই আন্দোলন আরম্ভ করে। শিক্ষা প্রচার, স্ত্রীর ইউনিয়ন ও সমবায় আন্দোলনের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া তাহারা অশিক্ষিত-দের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইতেছে।

একজন দুর্দ্দর্শিতা সমালোচক শিক্ষা বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ছাত্র ছাত্র বই বা সংবাদপত্র প্রকাশ করিবে কিংবা বিদ্যালয়ের সাহায্যে কাজ করিবে নিজে এগুলার কোন অর্থ নাই।" রাশিয়া বিপ্লব-পরবর্ত্তী জীবন-টাকে পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিয়া নব নব সৃষ্টির মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়া তোলার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। তাহাদের অন্তরে বৈপ্লবিক ভাব আছে, তাহারা দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদিগকে এই 'ধর্ম্ম' জিনিষটী অন্ত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। চীনা যুবকগণ যখন দেশের উন্নতির জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল তখন তাহারা ইস্তাহারে প্রচার করিয়াছিল, "The sins of religion are so numerous to mention··· ;" দেশ-সেবা, জাতির কল্যাণ কামনাই যে বড় 'ধর্ম্ম'। পুঁথিপত্রের বুলি আওড়ানোর যে 'ধর্ম্ম' নয়। এর জন্যেই দেশ ও সমাজের কোন কাজ হয় না। রাশিয়ার পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁহাদের শিক্ষাবিভাগে বিজ্ঞান পাঠ করিতে বা সোভিয়েটের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে নিষেধ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে যান।

শিক্ষা বিপ্লব ও জনসাধারণ

জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি থাকায় সোভিয়েট ইউনিয়ন অল্পদিনের মধ্যেই সাফল্যের সহিত শিক্ষাসত্র বিস্তার করিতেছে। সমাজ-তন্ত্রবাদ প্রচারের ভার আর একটী শক্তি সম্পাদন হইয়াছে। "শিক্ষা সৈনিক" নামধারী এক দল তরুণ অশিক্ষিত দূর করিয়া সমাজতন্ত্রবাদের সাফল্যের জন্য আত্মচেষ্টা করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লেনিনগ্রাডের যুবকগণ এই আন্দোলন আরম্ভ করে। শিক্ষা প্রচার, স্ত্রীর ইউনিয়ন ও সমবায় আন্দোলনের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া তাহারা অশিক্ষিত-দের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইতেছে।

একজন দুর্দ্দর্শিতা সমালোচক শিক্ষা বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ছাত্র ছাত্র বই বা সংবাদপত্র প্রকাশ করিবে কিংবা বিদ্যালয়ের সাহায্যে কাজ করিবে নিজে এগুলার কোন অর্থ নাই।" রাশিয়া বিপ্লব-পরবর্ত্তী জীবন-টাকে পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিয়া নব নব সৃষ্টির মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়া তোলার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। পুরোহিত সম্প্রদায় ও তাহা কৃষকগণ নানা রকম ভৌতিক দেখাইয়া এমন কি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রাণপণ কার্য্য চালাইতেছে।

সোভিয়েট কংগ্রেসে এই প্রকার বিরুদ্ধ আলোচনা উঠিয়াছে। উদাহরণ একটী দেওয়া কৃষকদল বিপ্লবের পক্ষে থাকিলেও অপরাধ গণ্য করিয়া ছোট ছোট দোষ করে। বিপ্লবই জেলায় তাহারা আগুন লাগাইয়া দেয়। সাভিয়েতকে এক মন্ত্র শুদ্ধ বিশ্বাসে তাহারা কবিত্ব-শিক্ষকদিগকে যাদু করে। এই প্রকারের নানা মত দৃষ্টান্ত আছে।

শিক্ষা ও পুরোহিত সম্প্রদায়

সমস্ত স্থানে দেখা যায় যে পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায় কোন নূতন ভাবকে সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা নিজেদের জার্ণ ভাব ও মতামত ছাঁচকে অনন্তকাল প্রতিষ্ঠিত রাখিবার পক্ষপাতী। যে কোন দেশে বিপ্লব সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই পুরোহিত সম্প্রদায়কে বরখাস্ত করিতে হইবে। সাধারণতঃ 'ধর্ম্ম' নামক যাদুমন্ত্র বলে কি তাহা তন্ত্র সমাজের মধ্যে প্রচার করা দরকার যে 'ধর্ম্ম' পদার্থটী পুরোহিতগণ নিজেদের স্বৈরাচার সম্পত্তির মত অধিকার করিয়া বসেন তাহা যে তাঁহার জীবিকা-র্জনের অস্ত্রমাত্র তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা দরকার। যাঁহাদের অন্তরে বৈপ্লবিক ভাব আছে, যাঁহারা দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদিগকে এই 'ধর্ম্ম' জিনিষটী অন্ত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। চীনা যুবকগণ যখন দেশের উন্নতির জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল তখন তাহারা ইস্তাহারে প্রচার করিয়াছিল, "The sins of religion are so numerous to mention··· ;" দেশ-সেবা, জাতির কল্যাণ কামনাই যে বড় 'ধর্ম্ম'। পুঁথিপত্রের বুলি আওড়ানোর যে 'ধর্ম্ম' নয়। এর জন্যেই দেশ ও সমাজের কোন কাজ হয় না। রাশিয়ার পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁহাদের শিক্ষাবিভাগে বিজ্ঞান পাঠ করিতে বা সোভিয়েটের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে নিষেধ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে যান।

জ্ঞান-বৃক্ষ

রাজা সোনার আগে ছেলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে। মা বল্লে—"কি বিড় বিড় করে বলিস খোকন—আমি যে একটা কথাও শুনতে পাচ্ছি না।"

"তোমার শোনবার দরকার কি মা?—ভগবান শুনে পেলেই হলো।"

প্রমোদ

বিধিলিপি

প্রবীণ সম্পাদক গঙ্গা-স্নান সেরে বুক-জলে দাঁড়িয়ে চোক বুজে আহ্নিক করতে করতে কি রকম ভাবে ডুব-জলে গিয়ে পড়লেন। ঘাটে বসে তেল মাখতে মাখতে একটী যুবক তা' দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে জলে পড়ে সম্পাদককে জল থেকে তোলে করে তীরে নিয়ে এলেন। একটু সুস্থ হয়ে ভদ্রলোক যুবকের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন—"আজ তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে। আমি মরবার আগে পর্য্যন্ত একথা মনে রাখবো। যদি কখনও আমি তোমার কোনও উপকার করতে পারি তাহলে আমি খুব তৃপ্তি লাভ করবো।"

সেই কথাগুলো শুনে যুবকের চোক দুটী চক্‌চক্ করে উঠলো! হাতের আঙুলগুলো একত্র করে মটকাতে মটকাতে বল্লে—"সেদিন হয়ত আমার 'ফিক্‌-চকোর' আপনার কিনারে পাড়িয়েছি। সব কথে সেটা যদি আবার কাঁসাকে প্রকাশিত·····"

সম্পাদক মশাই তখন ছিলে কাম্‌ড়খানা গামছায় চক্কোত্তিমেন। হাতের কাজ বন্ধ রেখে বল্লেন—"ফিক্‌-চকোর'? কবিতা? ওঃ—মনে পড়েছে! তাকে, ও সব জিনিষ সাপের খেলা ছোকরা বাজী নয়, ভাইবার খেলা নয়—ও, কুকুরমুখোর চোটে হয় যাবে"—বলে গঙ্গার দিকে চেয়ে খানিক ভাবলেন। তারপর, খুব কষে যুবকের হাত দুটো ধরে বল্লেন—"ভায়া বাপু, তুমি আমাকে মাক-গঙ্গার দিয়ে যেতে ছেড়ে দিয়ে আমরে চলো।"

অজ্ঞাতনীতিরক্ষা

টেবিল মেরে কারবার ভিতরে সদ্য-পরিচিত ছইটী মহিলা। একটু দূরে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক চা খাচ্ছিলেন।

"ঐ লোকটীর চেহারা ঠিক গবাকায় প্যাটার্ণের—না বিদ্র? আর কি বিশ্রী কালো দেখেছেন—সেবনেই যেন গা বমি বমি করে!"

"ইনি—উনিই বর্ত্তমান আমার—"

উন্মুখনে মুক্তা

নবশক্তি।

"আমার এই বস্তু ছিনা মনের মাঝে ভুঁড়িয়ে দাও; আমার তাপদগ্ধের কালো রেখা সবার নিম্নে ক্রন্দনধারার মত উদয় হও, এই মরুভূমিতে শীতল বারি সিঞ্চন—"

"কাঁহাও: এটা কি—প্রেম নিবেদন, না, আহা যাব বিলোট?"

'কেউ-কেতা'

"তুই এখন কি কাজ করিস?"

"আজ্ঞানের রাজযোগে কথা কই।"

"রাজযোগে কথা! ও—সাকে ডিক্রে? তুই সাকে ডিক্রে কথা বলিস বোন—নিয়ে কথা! আচ্ছা, তুই কি কথা বলিস বলুদিকি?"

"এই টাকাটা গাল্টে দিন মহাই; চার আনা আট আনার টিকিট সব বিক্রী হয়ে গেছে—এই সব কথা।"

সংশোধন

"দিদি আমাকে 'বাবর' বলেছে."

"ভুল বলেছে। ন্যাক্‌-কাটা বাবর বলা উচিত ছিল।"

শ্রীসুতনাথ দত্ত

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

পাশ্চাত্যে ডাক প্রণালীর ইতিহাস

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দাশ

প্রাচীন মিশর, আসিরিয়া, পারস্য, গ্রীস ও রোমে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সংবাদবাহক ডাকের কার্য্য করিত। একস্থান হইতে অন্য স্থানে পত্রাদি লইয়া যাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরা ও ভিন্ন ভিন্ন অশ্ব পথিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত হইত ও এইরূপে সুপ্রাচীন যুগের সংবাদ বহন কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইত। কতকগুলি গ্রীক রাষ্ট্রে 'দৈনিক ডাক-হরকরা' নামক বাহিনী থাকিত কিন্তু গ্রীস অপেক্ষা রোম সাম্রাজ্যে জনসাধারণের সুবিধার জন্য অতি সুন্দর প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রোমে ডাকঘর, সংবাদবাহক, ডাক-মুন্সী ও দ্রুতগামী অশ্বসমূহের সুবন্দোবস্ত ছিল ও ডাকবিভাগের সংযোগিতায় যাতায়াত। কার্য্যেরও সহায়তা হইত। কিন্তু সম্রাট অগাস্টাসিজারের পূর্ব্বোক্ত প্রণালী রাজ কার্য্য পরিচালনার জন্যই প্রচলিত ছিল। অগাস্টাসিজারই সর্ব্বপ্রথমে জনসাধারণকে এই সুবিধা উপভোগ করিতে দেন। এইরূপ ডাক প্রণালীর সাহায্যে রাজস্ব যে বৃদ্ধি পাইতে পারে সে সম্বন্ধে রোমানগণের কোনও ধারণাই ছিল না, কিন্তু তাহাদের আলোচ্য প্রথাগুলিতে ডাকের কার্য্য অনতিবিলম্বে ও অচ্ছন্দরূপে সম্পন্ন হইত। গথ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক রোম সাম্রাজ্য অধিকৃত হইলে পাশ্চাত্যে ডাকের সে ব্যবস্থা কোথায় ? কিন্তু বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। শার্লামেন পাশ্চাত্যে ইহার পুনঃপ্রচলনের জন্য চেষ্টা করিয়াও সাফল্য লাভ করেন নাই। মধ্যযুগে ইউরোপের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীগণ সময়ে সময়ে একটি আন্তর্জাতিক ডাক প্রণালী প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খৃষ্টানদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায় সকল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত ও বিদ্যার্থিগণ এবং বণিক সম্প্রদায় এই প্রণালীর সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সংবাদাদি আদান প্রদান করিতেন।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে একাদশ লুইর রাজত্বকালে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌদ্দ একটি চমৎকার ডাক প্রণালীর প্রচলন হয়, ইহার নাম করাসী রাজকীয় ডাক প্রণালী; এতদ্ব্যতীত রাজ্যের ও জন সাধারণের বার্ত্তাবহনের কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। কিন্তু প্রথমে এই দুই কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল এবং ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজীয় ডাক বিভাগের সহিত সাধারণ ডাক বিভাগ সম্মিলিত করা হয়। ভার্সাইতে জরুরী হইতে সত্বর শতাব্দী পর্য্যন্ত গোপাল ও মাস বিক্রেতা এই দুই জাতির লোক কেসরকারী ডাকহরকরার কার্য্য করিত।

ট্যাক্সিস্ বংশীয় ব্যক্তিগণ রোম-সাম্রাজ্যে ও ইউরোপ-খণ্ডের বহু স্থানে ডাকের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৫০০ সালে ট্যাক্সিস্ বংশীয় ফ্রান্সিস্ নামক জনৈক ব্যক্তি ডাক বিভাগের কাপ্তেন ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন ও ইণ্ডাও, স্পেন, রোম, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার বংশধরগণ অধ্যক্ষের পদ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া তিন শত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ও তাঁহাদের অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ডাক-প্রণালী ইউরোপে সর্ব্বত্রবিদিত হইয়া উঠে। অবশেষে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাহাদের এই কুল-ক্রমাগত পদ তাহারা জার্ম্মানীকে বিক্রয় করিয়া দেয় কিন্তু জার্ম্মানী এই পদ ক্রয় করিবার পূর্ব্বে হইতেই ব্রাডেনবার্গ নামক স্থানে ১৬৪৬ সালে যে রাজীয় ডাক-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমগ্র জার্ম্মানীতে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের ইতিহাস-পাঠে জানা যায় পূর্ব্বকালে অশ্বারোহী সংবাদ বহন করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ড নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক দশ ক্রোশ অন্তর নূতন অশ্বারোহী কার্য্য করিবে। তাহারা এত শীঘ্র যাতায়াত করিত যে দুই দিবসের মধ্যে এক শত ক্রোশ ব্যাপী স্কটলণ্ডসমূহে পত্রাদি বিলি হইয়া যাইত। ইংলণ্ডে রাজপরিবারের শাসন ও তত্ত্বাবধানে এই ডাক-বিভাগের কার্য্য সম্পন্ন হইত ও 'পোষ্ট মাষ্টার্' নামক ব্যক্তির উপর কর্ত্তৃত্বের ভার ন্যস্ত ছিল। লণ্ডন সহরে রাণী মেরীর সময়ে হ্যাকনি নামক স্থান হইতে আনীত অশ্বসকল ডাকের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত ও যখন ডাকের দরকার হইত না তখন অশ্বগুলি ভাড়া দেওয়া হইত। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রথম চেমস ডাকের ব্যয় ও কত সময়ের মধ্যে পত্র বিলি করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন ও 'ইংলণ্ডের পোষ্ট মাষ্টার' নামক পদের সৃষ্টি করেন। রাজা প্রথম চার্লস ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে বে-সরকারী ডাকের অনুষ্ঠান উঠাইয়া দেন। ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের অধীনে যখন সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত হয় তখন বে-সরকারী ডাকের এথা পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য আন্দোলন হইয়াছিল বটে কিন্তু পার্লামেণ্ট বা ইংলণ্ডের মহাসভা ইহা বন্ধ করিয়া দেয়। দ্বিতীয় চার্লস ও রাণী আনের সময়েও একদল ইংরাজ এই বলিয়া গভর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করে যে গভর্ণমেণ্ট ডাক পরিচালনার কার্য্য একাধিকার প্রাপ্ত করায় প্রত্যেক ইংরাজের জন্মাধিকার, স্বত্ব ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। এই সকল আন্দোলনে কোনও ফল হয় নাই কারণ সাধারণের ইহাতে কোনও সহানুভূতি ছিল না। ক্রমওয়েলের সময় হইতেই ডাক বিভাগ হইতে রাজস্ব আদায়ের প্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে অশ্ব-চালিত ডাক-গাড়ী ব্যবহৃত হইত। এই প্রণালীর জন্য জন পামার নামক একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার চেষ্টায় ডাক-গাড়ীতে সঙ্গে-প্রথমে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে রেল-পথ খোলার পর হইতে ডাক-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রাউল্যাণ্ড হিল নামক এক ব্যক্তি ডাক-বিভাগের যে সংস্কার ও উৎকর্ষসাধন করেন তজ্জন্য তাঁহার নাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি 'ডাক-বিভাগের সংস্কার' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া প্রচার করেন যে ষ্ট্যাম্প বা টিকিটের দ্বারা ডাকের ব্যয় অগ্রিম আদায় করা কর্ত্তব্য ও অর্দ্ধ আউন্সের চিঠির জন্য এক পেনি মূল্যের টিকিটের ব্যবস্থা হওয়া যুক্তিসঙ্গত। ১৮৪০ সালে আইনের দ্বারা রাউল্যাণ্ড হিলের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয়। অল্প-ব্যয়ে অগ্রিম দেয় ডাক ব্যয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় রাজস্ব বৃদ্ধির একটি পথ বিমুক্ত হইল ও ক্রমশঃ সকল সভ্য-জাতি এই প্রথার অনুকরণ করিতে লাগিল। পত্রের সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৮৭০ সালে অর্দ্ধ-পেনি পোষ্টকার্ডের সৃষ্টি হয়। ইহার পূর্ব্বেই মনি-অর্ডার, বুকপোষ্ট প্রভৃতির প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল।

পত্রের উপর পোষ্টেজাধিক্যের প্রথা সকল দেশেই বর্ত্তমান আছে। ফ্রান্সে সহরে ও অষ্টাংশ পল্লীগ্রামে সাধারণের পত্র বুলিয়া পত্রাদি করিবার জন্য ডাক বিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত হইত। নেপোলিয়ানও এই প্রথা সংরক্ষণ করিতেন। আধুনিক যুগে ফ্রান্সের ইতিপূর্ব্বে পুলিশ কর্ম্মচারী পত্র খুলিয়া পরীক্ষা করিতে পারিত। ইংলণ্ডে ডাক-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তার (Postmaster General) পত্রাদি খুলিয়া পরীক্ষা করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। ইংলণ্ড অন্যের উপর কোনোপ্রকারের প্রথা বা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া তাহার নাম 'পোষ্ট-অফিস্ ই' (১৯১০) এই আইনের বলে গবর্ণমেণ্টকে অনেক ভীষণ অধিকার ও মতামতের কথাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। বাণিজ্য, সভ্যতা ও জার্ম্মেণীতে এইরূপ কোপেনহাগিনি প্রথা বহুভাবে প্রচলিত আছে।

১৮৫৪ সালে আমেরিকা, মিশর, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, ইণ্ডিয়া, ইটালী ও য়ুরোপের অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিলিত হইয়া এক বিরাট মহাসভায় যোগদান পূর্ব্বক "আন্তর্জাতিক ডাক সঙ্ঘ" স্থাপনের উদ্দেশে প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন। এই সঙ্ঘকে 'মানবজাতির প্রথম মহাসভা' ('The First Parliament of Mankind") আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ১৮৬৫ সালের ১লা জুলাই তারিখ হইতে এই সঙ্ঘের কার্য্য আরম্ভ হয়। আধুনিক জগতের সকল সভ্য জাতিই উক্ত সঙ্ঘ যোগদান করিয়াছেন। ডাক সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সমস্যা মীমাংসার জন্য এই সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পাক্ষার্ষিক সভা আহূত হইয়া থাকে ও পৃথিবীর সকল দেশের প্রতিনিধিই এই সভায় যোগ দিতে হইবে।

[৮৪]

ভালোবাসিবার আজি নাহি মোর কেহ—

শ্রীবিভূতি চৌধুরী

কর্ণফুলির তহটির মতো সারাদিন তব কান্না,
রুদ্ধ-কলোলে উঠে ফুলে ফুলে দূর নীলিমার ছায়া।
আকাশের তারা ধরিও অলে না তোমার চোখের তলে
সন্ধ্যাপ্রদীপ হাসে তব চোখে বাথাহারা প্রতি পলে
তার মাঝে কত ব্যথা,
আমি হেরি সেথা অসাবধানের সুগভীর ব্যাকুলতা।
প্রাণ বেদনার চন মর্ম্মর সেথায় গিয়াছে থেমে,
নব আষাঢ়ের সজল মিনতি নয়নে এসেছে নেমে।
কর্ণফুলির মতো কি পরাণে গোপিছে গোপন প্রীতি?
মনে কি পড়িছে বাদল বেলার কথা কেতকীর স্মৃতি?
তোমার চলার বিচুর হন্দে ক্রন্দন জাগে মনে,
তাই আমি সবি চেয়ে থাকি দূর সন্ধ্যার বাতায়নে।
ভালোবাসিবার আজি নাহি মোর কেহ,
বড়ো ভালো বাসে হাহাকার হরা অন্ধকারের স্নেহ।
তার সাথে আমি নেচে নেচে যাই শঙ্খচিলের বেশ ধরে।
কলাপীর মতো নেচে নেচে ছিঁড়ে ব্যথা সঞ্চারিণীরে।
তুমি যেথা এসে না অসুরের সব আমার হাতের কাছে,
সুখ তো দিনে না বেদনার শুধু দুঃখটি ভরিয়া আছে!
ঝাউ-মাকারে রচিনে না প্রিয় বাসা বাঁধি নাড়খানি,
জীবন ভাসিয়া দূরে চলে গিয়ে যাও আজ হাহারানি!
একটি মিনতি করি আজ বার বার,
ওগো বন্ধিনী! ভাঙিয়া দেও না হৃদের কারাগার।

৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা সাহিত্যের আসন

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা শিক্ষা সম্বন্ধে যখন প্রবন্ধ লিখি তখন আমার ইচ্ছা ছিল না যে ভবিষ্যতে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ আবার টানিয়া আনা হয়। কাজেই শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রতিবাদ করিয়া আমাকে একটু অসুবিধায় ফেলিয়াছেন; ইহার এক কারণ অবশ্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য এবং রসবোধ; কিন্তু ইহা ছাড়াও অন্য কারণ আছে। প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের নিজেদের জিনিষ, এবং যাহা তাহার ফলের কথা, তাহা লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিতে ইচ্ছা না হওয়া স্বাভাবিক, এবং দ্বিতীয়তঃ এই প্রবন্ধে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইবে তাঁহাদের অনেকে জীবিত নাই, এবং কেহ কেহ আমার পরিচিত, কাজেই তাঁহাদের লইয়া অপ্রীতিকর আলোচনায় আমার উৎসাহ নাই। কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে এমন জায়গায় আনিয়া ফেলিয়াছেন, যে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা ছাড়া আমার আর অন্য পথ নাই; কাজেই আশা করা যায় তাঁহারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে প্রথমেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে এই প্রবন্ধ লিখিবার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? তিনি স্বীকার করিয়াছেন বাঙলা ভাষাই যে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার "মতের ঐক্য আছে", তাহাদের second language এ "অনুবাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট নম্বরে আপত্তিও বোধ থাকিতে পারে," আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি "অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়" নয়। কাজেই ছোটোটুটি তাঁহার সহিত আমার বক্তব্যের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আমার সহিত তাঁহার কলহের বিষয় কী? সে কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন; আমার লেখার "আংশিক সার্থকতা" থাকিলেও, আমি নাকি কেবলমাত্র "বিশ্ববিদ্যালয়ের সুচিন্তিত পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারণকেই লক্ষ্য" করি নাই, এমন কি 'অনেক স্থলপ্রিষ্ট প্রবীণ কবির কবিখশক্তিকেও ক্ষুণ্ণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস" করিয়াছি। অবশ্য প্রয়াস যদি ব্যর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কোনও অপরাধ হয় নাই, এবং "অপ্রাপ্তিষ্ট প্রবীণ কবি" পদের কারণনির্দ্দেশও করা যাইতে পারে কিন্তু "সুচিন্তিত পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারণ" যদি একটি প্রবন্ধের বিষয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও সৌসাদৃশ্যের কথা নয়। সুতরাং আমার এ বিষয়ে মাথা ঘামাইবার আছে, পাঠকের করিয়া বলা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসনে ছাত্রদের Second language এ ২০০ নম্বরের মধ্যে ৮০ নম্বর, অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক নম্বর বাঙলা হইতে। ইংরাজী অনুবাদের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। (C, U, Regulations 1930, পৃষ্ঠা ১৫৭)। এই রীতির আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও প্রথমে ইহাতে "আভিজাত্য দোষ" দেখিতে পাইয়াছেন, এবং পরের মুহূর্ত্তেই তাঁহার "আবশ্যকতা" সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিয়াছেন আমি অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি এবং ন্যায়ের ফাঁকিও আয়ত্ত করি নাই, কাজেই তাঁহার এই রীতি বা যুক্তিতে না পারি তা হইলে অপরাধ হইবে না।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার অজ্ঞতায় "বিস্ময়না" প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে "য়ুরোপ-জানেন' যে ইংরাজী ভাষায় গুংপত্তির জন্য অনুবাদের প্রয়োজন আছে। অবশ্য "য়ুরোপ" হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তবে এ টুকু বলা যাইতে পারে যে ইংরাজী ভাষার গুংপত্তির প্রয়োজন সম্বন্ধে আমি কোনও সন্দেহ প্রকাশ করি নাই। বরং আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই যে, ইংরাজী জ্ঞান পরীক্ষার জন্য ইণ্টারমিডিয়েটে ইংরাজীতে ৩০০ নম্বরের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহার জন্য আবার বাঙলা ভাষাকে ঘর পরিষ্কার হইতে বঞ্চিত করা কেন? ইংরাজী শিখা তাহা। আত কলেরর লইয়া বিব্রাজ করুক, তাহাতে ইষা করি না, কিন্তু বাঙলা ভাষা যে এক প্রান্তে কোনও ক্রমে টিকিয়া আছে, তাহার দিকে লুব্ধ দৃষ্টির কি কোনও প্রয়োজন আছে? ছাত্রদের যথেষ্ট ইংরাজী-শিক্ষা হইতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য ব্যবস্থার ত্রুটি নাই, কিন্তু তাহার বাঙলার প্রশ্নপত্রে ইংরাজী জ্ঞান পরীক্ষা করিবার কি কোনও দরকার আছে?

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই, এবং তাঁহার যে অসাধারণ গবেষণার বিশেষ গুংপত্তি আছেতাহা তাঁহার "সাহিত্য-দর্পণ" হইতে উদ্ধৃত শ্লোক হইতেই বোঝা যায়। কিন্তু তিনি এ কথা কী করিয়া বলিলেন যে "বঙ্গদেশে সুকবির সংখ্যা বিরল নহে" বরং এত বেশি যে "সকলের লেখা প্রকাশ করিয়া ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থিত করা সম্ভবপরও নহে।" প্রকৃত কারণের কি সমস্ত তাহা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিশ্চই অবিদিত নাই এবং তিনি কি বিশ্বাস করেন বাঙলা দেশের বহু কবির রচনাই অধ্যয়ন পাঠনের উপযুক্ত? কাজেই ছোটোটুটি তাঁহার সহিত আমার বক্তব্যের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আমার সহিত তাঁহার কলহের বিষয় কী? সে কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন; আমার লেখার "আংশিক সার্থকতা" থাকিলেও, আমি নাকি কেবলমাত্র "বিশ্ববিদ্যালয়ের সুচিন্তিত পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারণকেই লক্ষ্য" করি নাই, এমন কি 'অনেক স্বল্পপ্রিষ্ট প্রবীণ কবির কবিখশক্তিকেও ক্ষুণ্ণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস" করিয়াছি। অবশ্য প্রয়াস যদি ব্যর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কোনও অপরাধ হয় নাই, এবং "অপ্রাপ্তিষ্ট প্রবীণ কবি" পদের কারণনির্দ্দেশও করা যাইতে পারে কিন্তু "সুচিন্তিত পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারণ" যদি একটি প্রবন্ধের বিষয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও সৌসাদৃশ্যের কথা নয়। সুতরাং আমার এ বিষয়ে মাথা ঘামাইবার আছে, পাঠকের করিয়া বলা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসনে ছাত্রদের Second language এ ২০০ নম্বরের মধ্যে ৮০ নম্বর, অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক নম্বর বাঙলা হইতে। ইংরাজী অনুবাদের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। (C, U, Regulations 1930, পৃষ্ঠা ১৫৭)। এই রীতির আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও প্রথমে ইহাতে "আভিজাত্য দোষ" দেখিতে পাইয়াছেন, এবং পরের মুহূর্ত্তেই তাঁহার "আবশ্যকতা" সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিয়াছেন আমি অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি এবং ন্যায়ের ফাঁকিও আয়ত্ত করি নাই, কাজেই তাঁহার এই রীতি বা যুক্তিতে না পারি তা হইলে অপরাধ হইবে না।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার অজ্ঞতায় "বিস্ময়না" প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে "য়ুরোপ-জানেন' যে ইংরাজী ভাষায় গুংপত্তির জন্য অনুবাদের প্রয়োজন আছে। অবশ্য "য়ুরোপ" হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তবে এ টুকু বলা যাইতে পারে যে ইংরাজী ভাষার গুংপত্তির প্রয়োজন সম্বন্ধে আমি কোনও সন্দেহ প্রকাশ করি নাই। বরং আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই যে, ইংরাজী জ্ঞান পরীক্ষার জন্য ইণ্টারমিডিয়েটে ইংরাজীতে ৩০০ নম্বরের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহার জন্য আবার বাঙলা ভাষাকে ঘর পরিষ্কার হইতে বঞ্চিত করা কেন? ইংরাজী শিখা তাহা। আত কলেরর লইয়া বিব্রাজ করুক, তাহাতে ইষা করি না, কিন্তু বাঙলা ভাষা যে এক প্রান্তে কোনও ক্রমে টিকিয়া আছে, তাহার দিকে লুব্ধ দৃষ্টির কি কোনও প্রয়োজন আছে? ছাত্রদের যথেষ্ট ইংরাজী-শিক্ষা হইতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য ব্যবস্থার ত্রুটি নাই, কিন্তু তাহার বাঙলার প্রশ্নপত্রে ইংরাজী জ্ঞান পরীক্ষা করিবার কি কোনও দরকার আছে?

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই, এবং তাঁহার যে অসাধারণ গবেষণার বিশেষ গুংপত্তি আছেতাহা তাঁহার "সাহিত্য-দর্পণ" হইতে উদ্ধৃত শ্লোক হইতেই বোঝা যায়। কিন্তু তিনি এ কথা কী করিয়া বলিলেন যে "বঙ্গদেশে সুকবির সংখ্যা বিরল নহে" বরং এত বেশি যে "সকলের লেখা প্রকাশ করিয়া ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থিত করা সম্ভবপরও নহে।" প্রকৃত কারণের কি সমস্ত তাহা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিশ্চই অবিদিত নাই এবং তিনি কি বিশ্বাস করেন বাঙলা দেশের বহু কবির রচনাই অধ্যয়ন পাঠনের উপযুক্ত? জীবিত ব্যক্তিদের কথা ছাড়িয়াই দিতেছি, কেননা জীবিত অবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করা সাধারণতঃ আমাদের দেশের রীতি নয়,—কিন্তু যে সকল গ্রন্থে কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া মুন্সী জমীরউদ্দীন পর্য্যন্ত সকলের স্থান হইয়াছে, তাহার একত্রাঙ্কে "নামকরণে"র গ্রন্থকারের স্থান সঙ্কুলান কি সম্ভব হইল না?

কিন্তু রচনা সাধারণ যে রকমই হোক, তাহার সম্পাদনাও কিছুমাত্র প্রশংসার যোগ্য হয় নাই। কোনও লেখকের লেখা ভাকাত করিতে হইলে যে রচনায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায়, তাহাই সংগ্রহ করা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রও কবিতা লিখিয়াছেন, তাই বলিয়া বঙ্কিমের রচনা বলিয়া কেবল কবিতা পড়িতে দেওয়া উচিত হইবে না, আশা করি এ বিষয়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরও আপত্তি নাই। সেই রকম অমৃতলালের রচনা বলিয়া একটি শোকগাথা পড়াইবার কী প্রয়োজন ছিল? অমৃতলালের নাম যিনি শুনিয়াছেন, তিনি জানেন শোকগাথা আর যাহাই হউক অমৃতলালের বৈশিষ্ট্য নহে। এই চয়নিকা দুইটির প্রথমে একটি করিয়া সূচীপত্র আছে, এবং যে গ্রন্থ হইতে রচনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার নাম উল্লেখ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এই চেষ্টাও সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কোন কোন জায়গায় গ্রন্থের নাম দেওয়া হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ জসীম উদ্দীন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবেন্দ্র নাথ সেন প্রভৃতির কবিতার কথা

[৮৫]

উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের সম্পাদকের সত্যেন্দ্রনাথ কিম্বা যোগেন্দ্রনাথের সমস্ত বইয়ের সহিত পরিচয় নাই এ কথা মনে করিলেও কষ্ট হয়। এই সব কবিতার কোন কোনটি মাসিক পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, এবং কোন কোন কয়েকটি রচনার যখন মাসিক পত্রিকায় উল্লেখ আছে, তখন এগুলোকে বাদ দেওয়া কি সঙ্গত হইত না?

বাঙ্গালোরের কবিতা আলোচনা করিবার খাতা যাহা নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বাহির করেন নাই, যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানির সঙ্কলন জানিতে কোনও রূপ অসুবিধা হইবার কথা নয়। যোগেন্দ্রনাথের "শিখাজা" কবিতাটি কতদিন পূর্ব্বেকার লেখা, এবং তাহা সেই সময়কার "ভারতী" হইতে উদ্ধৃত বলিয়া অন্যান্য বিষয়বস্তুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কবিতাটি আট বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত কবির "পূরবী" গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, এবং গত আট বৎসরের মধ্যে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক পড়িবার সুযোগ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের হয় নাই?

সম্ভবতঃ এই সমস্ত দোষ চক্ষুরুন্মীলন মহাশয়ের চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে নাই, এবং তিনি সমস্ত ত্রুটির জন্য দেশবাসীর "সর্ব্বজনগ্রাহী বিভিন্ন মতবাদ"কে দায়ী করিয়াছেন। রাজনীতিকে এই কথা বলা আজকাল ফ্যাসান হইয়াছে বটে, কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতন ব্যক্তিকে যে এই সস্তা ছুতার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন তাহা ভাবিতে পারি নাই। বিশ্বের বাজার পাঠ্য-তালিকা Communal question নয় যে তাহা লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। পাঠ্য নির্ব্বাচনে দেশবাসীর মত-বাদকে যে বিশ্ববিদ্যালয় এত মানিয়া চলেন, এ কথা বাঙালীর এতদিন অজানা ছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কি বাঙলার সব চাইতে জনপ্রিয় লেখক যে পরীক্ষাগারেই তাঁহার লেখা পড়া ছাড়া আর উপায় নাই? যে বৎসর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাপত্রে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে সংশোধন করিতে দেওয়া হইয়াছিল, সেই বৎসর বাঙলা দেশের জনসমাজ কি কবির রচনা Cursor করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন? কিন্তু আজকাল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতন লোক জড়িত আছেন, তাহাতে কি ইহার চাইতে ভাল অবস্থা আশা করিতে পারা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার সংশোধন আবশ্যক বলায় শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যভাষ্য বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় আমার উপর রুষ্ট হইয়া আমার বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আমার অংশ কোন নাই, কেন না পাঠ্যবাক্য হওয়ার কবিতা যখন অপ্রিয় সত্য বলিয়া ফেলিয়াছি, তখন, কলিকাল হইলেও, তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এই কথা তাঁহাকে মনে করাইয়া দেওয়া বাহুল্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতা করিতেছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা আমার তাঁহার চাইতে কম নয়, কিন্তু বাঙলা ভাষার প্রতি অনুরাগ আরও বেশী বিদ্যাভূষণ মহাশয় বারম্বার আমাকে নিষ্ঠুরতা করিবার ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার জ্ঞানবিস্তারে অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই। নিশ্চিন্ত হইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মনে সংশয়ের অবকাশ হয়তো নাই, কিন্তু অন্য লোকের থাকিতে পারে। নিশ্চিন্ততার একমাত্র স্থান বিশ্ববিদ্যালয়, এবং আশা করা যায় তাঁহার তাহাদিগে ওরফে প্রকাশিত হইবার পরে সেখানে সমালোচকের অভাব হইবে না।

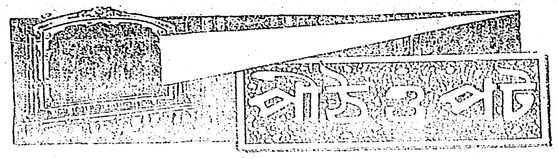

[চক্ষুদোষ]

বিদ্যা—"চিত্রকুমার সভা"

সাধারণ রঙ্গালয়ে রঙ্গব্যঙ্গাত্মক যে কৌতুক নাটিকা অভিনয় করিতে তাদের মত। "চিত্রকুমার সভা"র নাম সার্থক উল্লেখযোগ্য। এই নাটকখানি শুধু যে কর্ম্মকদের সাময়িকভাবে আনন্দ দিতেছে তা' নয়, এর অনাবিল রঙ্গরস আমাদের নাট্যশালার রসিকেরও অনেক পরিমাণে উচ্চ ধরে তুলেছে। সেদিক দিয়ে এই নাটকখানি রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে বলেও অত্যুক্তি হয় না।

এহেন নাটককে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপায়িত করে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড একাধারে ব্যবসাবুদ্ধি ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এই ছবিখানি নির্ম্মাণ করতে তাঁরা যে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন এর বিভিন্নাংশে থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরন্তু এই ছবিখানির অপরিচিত উপরন্তু সাধন করতে তাঁরা এর অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য কমাতেও ভুলেছেন বলেছি। এ সবের মধ্যেই তাঁদের যে উদ্যম প্রকাশিত হয়েছে তা' সত্যসত্যই প্রশংসার যোগ্য।

'নিউ থিয়েটার্স' লিমিটেড যাঁরা চাহেন এই ছবিখানির নির্ম্মাণ তাঁর হস্ত বরেছিলেন তাঁদের নিকটতের নিম্ন আশা করি তাঁরা প্রশংসা করছে পারছি না। শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী আইনাম্য কথা-সাহিত্যিক হলেও চিত্র-পরিচালক হিসাবে তিনি কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের ষ্টুডিওতেই চিত্র-পরিচালনা-বিদ্যায় তাঁর প্রথম হাতেখড়ি। আজ পর্য্যন্ত এই হাতে-খড়ির ঝাড়ুটুক প্রকাশ দেখেই তাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এখনও তাঁর film sense জন্মায় নি। তিনি যদি এই film sense এর অধিকারী হতেন তাহলে "চিত্রকুমার সভা" নাটকের ছবছ অনুসরণ না করে রবীন্দ্রনাথের "আপদের নির্ব্বন্ধ" উপন্যাস থেকে এই ছবির অনেক উপাদান তিনি সংগ্রহ করতে পারতেন। অভিজ্ঞ চিত্র-পরিচালকরা জানেন যে কথা সর্ব্বাক-চিত্রের একটি প্রধান অঙ্গ হলেও তার সর্ব্বস্ব নয়। প্রত্যেক চিত্রেরই আসল ভিত্তি হচ্ছে action। সেই কারণে ষ্টেজের নাটক এবং সবাক-চিত্রের নাটকের প্রকৃতিগত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এবং অনুরূপ কারণেই প্রত্যেক বোন একখানি বিখ্যাত নাটককে সবাক চিত্রাকার দেবার আগে তার dialogueও নূতন করে লিখিয়ে নেওয়া হয়। মাঝে-মাঝে বেরোবার দেশে চিত্র-পরিচালনার এই প্রাথমিক জ্ঞান না জন্মালেও চিত্র-পরিচালক হওয়া যায়—এতে ভুলিত হবার কারণ থাকলেও আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছু নেই

"চিত্রকুমার সভা" চিত্রের অনেকাংশ boring হয়েছে চিত্র-পরিচালকের ওপরোক্ত film sense এর অভাবে। চিত্র-পরিচালকরা যদি নিয়েছেন যেন এই ছবিখানির সকল দর্শকের কাছেই মূল নাটকের সকল চরিত্রই সুপরিচিত। তাই সকল চরিত্রের সম্যক পরিচয় ছবিখানির ভিতরে নেই। দিকের দিক দিয়ে এটিও একটি বড় ত্রুটি।

করেছেন। নয়তো তাঁর, বিপিন (শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র বর্ম্ম), হৈম (শ্রীমতী নিভাননী), নীরবালা (শ্রীমতী সুনীতি) ও মৃণ্ময়ীর (শ্রীমতী অনুপমা) অভিনয় নিন্দনীয় হয় নি। শ্রীমতী নীহারবালার মত নীরবালার অভিনয়ে শ্রীমতী সুনীতি প্রাণসঞ্চার করতে না পারলেও তিনি গানগুলি গেয়েছেন বেশ মিষ্টি করে। শ্রীমতী মলিনার (নির্ম্মলা) কণ্ঠস্বর মাইক্রোফোনের বিশেষ উপযোগী হলেও তাঁর intonation ভাল নয়। সেই কারণে এই চরিত্রটি দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে নি।

"চিত্রকুমার সভা"র দৃশ্যসংখ্যা মাত্র চারটি। নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড এই চারটি দৃশ্যের যে Set নির্ম্মাণ করেছেন তাকে সম্পূর্ণ অনিন্দনীয় বলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তবে মাত্র এই চারটি দৃশ্যের মধ্যেই দর্শকদের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে বলে ছবির পঞ্চম boredomএর সৃষ্টি হয়—এই প্রসঙ্গে এ কথাটিও উল্লেখ করা উচিত।

"চিত্রকুমার সভা"র শৌকবাদ্যের পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়াল। এই বিভাগের পরিচালনা যে নিখুঁত হয়েছে সে কথা উল্লেখ না করলেও চলে।

এই ছবিখানির আলোকসম্পাতে যে সব ত্রুটীর উল্লেখ করলুম আশা করি নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের পরবর্ত্তী ছায়াচিত্রে পুনরায় তা' নির্দ্দেশ করবার দুর্ভোগ আমাদের হবে না।

"পল্লীসমাজে"র ট্রেলর

গেল রবিবার থেকে 'চন্দ্রায় নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড কর্তৃক সবাক চিত্রে রূপায়িত শরৎচন্দ্রের "পল্লী-সমাজ" বা "রমা"র একটি ট্রেলর বা বিজ্ঞাপনী-চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। এই ট্রেলরে শ্রীযুক্ত নিশিরকুমার ভাদুড়ীর যে কণ্ঠস্বর শুনলুম তা' আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করেছে। মাইক্রোফোন-যন্ত্রে ভিতরে ও বাইরে (মুখোমুখি) ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ফণি) অভিনয়ের সময় আমি যতটা চিত্রাভিনেতার ছাপ পেয়েছি, সেখানেও শ্রীযুক্ত নিশিরকুমার চরিত্রটি মনে এবং অভিনয়ভঙ্গিতে যেটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন তার সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। কয়েক জায়গায় তাঁর বইস্বরের বেরসিক ঝাঁকার হলেও অধিকাংশ স্থলেই তা' সুসঙ্গতভাবে শোনা গেছে। শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক চন্দ্রনাথের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চৌধুরীকে ভগ্ন অনুকরণ করেছেন—তাঁর চলবার ভঙ্গী, বলবার কায়দা, এমন কি বৃদ্ধত্বটি পর্য্যন্ত অহীন্দ্রবাবুর আদর্শরূপায় চন্দ্রনাথকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রাণপণ অনুকরণের সমস্ত কৃত্রিমই অমর বাবুর প্রাণে। তা এক জায়গায়—নিজের নামোল্লেখ পূর্ণ বয়স অপরিমিত ভাবে বাড়তে থাকে এবং চন্দ্রনাথ তার বুকে হাত বুলিয়ে বেন—তিনি তাঁর অন্তরের সত্তা ভাঁড়ামিতে পরিণত করে ফেলেছেন। নায়েব তাঁর অভিনয়ে আর কোন রূপ আশ্বস্ত খুঁজে পাইনি। নাটকোল্লিখিত ব্রাহ্মণ চরিত্রের অধিকাংশ কথা ছবিতে বর্জ্জিত হলেও ঐ ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অভিব্যক্তি বেশ সরস হয়েছে। তবে তাঁর মুখভঙ্গীর আমরা প্রশংসা করতে পারছি না; তাঁর মাথার টাক সমেত পক্কচুলটি কারুর চোখেই ফাঁকি দিতে পারবে না। শ্রীশেখর চক্রবর্ত্তীর শ্রীযুক্ত বঙ্কুকুমার মুখোপাধ্যায় বেশ যুৎসই আবৃত্তি

যবনিকার অন্তরালে

বঙ্গরঙ্গালয় চারটি রঙ্গালয়ের মধ্যে তিনটির যবনিকার অন্তরালে নূতন নাটক খোলবার পুরী তোড়জোড় চলেছে।

প্রথমতঃ নাট্যনিকেতন শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক "সতী-তীর্থে"র অভিনয় করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। "রক্তকমল", "গৈরিক পতাকা" এবং "ঝড়ের রাতে" এই তিনখানি নাটকের রচনায় যখনই শচীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রসসৃষ্টির উচ্চ ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরই চতুর্থ অবদানের পরিচয় নিতে নাট্যামোদীরা যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকবেন তা' বলাই বাহুল্য মনে করি। খুব সম্ভবই পালাগানের আলোকে এই নাটকখানিকে যাতে উদ্ভাসিত করা যায় সে জন্যে নাট্যনিকেতন তাঁদের নিয়মিত অভিনয় বন্ধ রেখে "সতী-তীর্থে"র মহলা আরম্ভ করেছেন।

মিনার্ভাও মফঃস্বল-ভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় এসেই বিপুল উৎসাহে শ্রীযুক্ত তপতীকুমার বিজ্ঞাবিনোদের নূতন পৌরাণিক নাটক "পুরোহিতে"র মহলা সুরু করেছেন। "সতী-তীর্থে" সঙ্গে সঙ্গেই হয় তো "পুরোহিতে"রও আবির্ভাব ঘটতে পারে।

রঙমহলও চুপ করে বসে নেই। কাব্যোদ-প্রসাদের "অমরাবতী"র দ্বার তাঁরা জুলাইয়ের গোড়ায় খুলবেন স্থির করলেও ইতিমধ্যে জুন মাসেই নবীন নাট্যকার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল সেনের ঐতিহাসিক নাটক "নিম্ন গৌরবে"র উদ্বোধন করবার জন্যে সেখানে উদ্যোগ-আয়োজন চলছে।

নূতনের এই প্রবাহে নাট্যোবাবার বর্ত্তমানের কটি সত্যকার নূতন জিনিষ দেখাতে পারেন তারই হিসাব করতে আমরা উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

ম্যাডানের মকর

যে কারণে যে কোন কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগ "মাননী কন্যা" প্রদর্শিত হবে বলে বিজ্ঞাপন নিয়েও আজন বিয়েটার্স লিমিটেড এই ছবিখানি বাজারমতে মুক্ত করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ এখনো পর্য্যন্ত এই ছবিখানি বোর্ড-অব-রেভেন্যুর অনুমোদন লাভ করে নি। "মাননী কন্যা"র পরিবর্ত্তে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষদের রবীন্দ্রনাথের "দে মাতুলী"র একটি আরম্ভ করবার চেষ্টা চলছে। সেই কারণে এই ছবিখানির সম্পাদনা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ আপাততঃ বন্ধ রাখা হয়েছে।

শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক চৌধুরী পরিচালনায় আরই মৌলিক গল্প "অভিযাত্রী"র নির্ম্মাণকার্য্য খুব দ্রুত চলেছে। বহিরে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের গতি-চালনায় আজন কেমেরাম্যান বহিরঙ্গদের "দুষ্কান্তের উইল"কে স্বাক চিত্রে রূপায়িত করবেন স্থির করেছেন। "নরেশ যুগের কাহিনী অবলম্বন করছে তাঁরা আর একটি বাঙলা টকি তুলবেন। সে ভার শ্রীযুক্ত সত্যন রায়ের একখানি পৌরাণিক নাটক তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

ত্রৈমাসিক "চিত্রকথা"

টাকা থেকে সম্প্রতি একখানি ছিন্ন শিল্প সম্পর্কে ত্রৈমাসিক পত্রিকা উপহার পেয়েছি। কাগজখানির নাম "চিত্রকথা"—গত বৈশাখে এর প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। চলচ্চিত্র বিষয়ক নানাবিধ প্রবন্ধ ও বিবরণে আলোচ্য সংখ্যাটি পূর্ণ। ছিন্নের ছবি এবং তিন জন অভিনেত্রীর আর্টিষ্টে বর্ত্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। এই ধরণের পত্রিকার যতই প্রচার হয় দেশী ছিন্ন শিল্পের উপকারের সম্ভাবনা ততই বেশী। আমরা 'চিত্রকথা'র উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি।

চয়ন ও বয়ন

অধিকাংশ সাময়িক পত্রেই আজকাল পাঠক-পাঠিকাদের নানা বিষয়ক প্রশ্ন ও তাদের উত্তর ছাপা হয়। যেন হুজুগ একখানি কাগজে এই প্রবন্ধটি বেরিয়েছে—"অনেকেই বলে থাকেন ছবি দেখার জন্যে ছেলেরা পথ হারিয়ে ফেলছে এবং sex-filmsই নৈতিক অধোগতির কারণ। এটা সত্য কি?"

অতঃপর আমরা কি এই ধরণের প্রশ্ন আশা করতে পারি না—"আমাদের দেশের পূর্ব্ব বেশীর গায়ক বলে থাকে সে ওস্তাদীতে অন্ততঃ অষ্ট গণ্ডা লম্বা না দিলে তার কোন সুরাদ হয় না। এটা সত্য কি?"

* * *

একখানি সাপ্তাহিক কাগজে চিত্র নাট্য সম্বন্ধে এই ধারণা পূর্ব্ব সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি বেরিয়েছে—"গল্পটিকে সম্পূর্ণ একটি চিত্রনাট্যে পরিণত করবার ভার ইঙ্গিতের বিশেষজ্ঞের উপর অর্পণ করা কর্ত্তব্য। * চিত্রনাট্য রচনায় পারদর্শী যাঁরা অর্থাৎ কাঁদের ও বিষয়ে জ্ঞান অল্প বিস্তর নাড়া হয়েছে তাঁদের হাতেই [illegible] করা অবিবেচনার কাজ। * * এ বিষয় যাঁরা

কলিকাতায় সগৌরবে চতুর্থ সপ্তাহ

ভবানীপুরে শনিবার, ৪ঠা জুন আরম্ভ | পূর্ণ থিয়েটারে | ভাগ্যলক্ষ্মী

বহুদিন পরে—বহুজন আকাঙ্ক্ষিত
ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস লিঃএর
বিজয় বৈজয়ন্তী

ভাগ্য-লক্ষ্মী

ভবানীপুর
পূর্ণ থিয়েটারে
আসিতেছে।

সর্ব্বজন প্রশংসিত এই সুন্দর ছবিখানি সপরিবারে
দেখিতে ভুলিবেন না।
পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করিবেন।

মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন

১৮০৯ শকের জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয় কবিরাজ মণ্ডলীর একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন। ১২৯২ সালের এই দিনে বঙ্গীয় কবিরাজ ও পণ্ডিত মণ্ডলীর গৌরব স্তম্ভ আয়ুর্ব্বেদ পুনরুদ্ধারে শ্রেষ্ঠ সাধক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় ইহ সংসার হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার মত সর্ব্বশাস্ত্রে হুর্দ্ধর্ষ চিকিৎসক আজ পর্য্যন্ত কেহই হন নাই।

আজ হইতে ১৩৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ সন ১২৭৫ সালের ২৪শে আষাঢ় শুক্লবার কৃষ্ণানবমী তিথিতে হগোহর জেলার মাগুরা গ্রামে প্রসিদ্ধ বৈদ্যকুলে ইহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ভবানী রায় ও মাতার নাম অন্নদা দেবী। ইনি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। ১৮ বৎসর বয়ক্রম কালে ইনি বারু, অনন্তবাত প্রভৃতি অধ্যয়ন শেষ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন তিনি প্রত্যহ পুঁথির দশ পৃষ্ঠা পাঠ মুখস্থ লিখিয়া অভ্যাস করিতেন। এই সময় তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া ৺রামকান্ত সেন মহাশয় তাঁহার চতুষ্পাঠীর ব্যাকরণ, অভিধান ও সাহিত্য শিক্ষার অধ্যাপনা ভার গঙ্গাধরের উপর অর্পণ করেন। এই সময় তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি টীকা প্রস্তুত করেন। এই টীকার কতক অংশ তাঁহার শিক্ষকের রাজবাটীতে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে পড়াইয়া প্রবণ করান পণ্ডিত মহাশয় তাহা শুনিয়া বলেন যে, "ইহা অতি প্রাচীন টীকা, ঐ টীকা আপনি কোথায় পাইলেন" তখন গঙ্গাধরের পিতা বলেন যে, ইহা প্রাচীন পুঁথির নকল করিয়া লিখিত বটে, কিন্তু ইহা প্রাচীন নহে, ঋষিদিগের রচিত নহে, ইহা তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক গঙ্গাধর রচিত। ঐ সময় হইতেই পণ্ডিত সমাজে তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হয়।

অতি অল্প দিনের মধ্যে গঙ্গাধরের চিকিৎসা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এবং রাণী বর্ণময়ীকে উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করেন। এই সময় রাজসংসার হইতে তাঁহার মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পুঁথা তাঁহার এই একল যে তাহা বলিবার নহে। তিনি বহু রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয় বলিতেন যে, বহুদিন এমন হইয়াছে যে খাওয়া দাওয়ার পর গুরু শিষ্যে পড়িতে বসিয়াছেন আর কোথায় রাত্রি ভোর হইয়া গিয়াছে তাহা কেহই টের পান নাই। তিনি অল্প বয়সেই বিশ্বাতীক হওয়ায় শিষ্যদিগের সহিত একত্র শয়ন করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে খুব বড় একটী বৈঠকখানা ছিল, সেই খানে আসরা সকলেই একত্রে শুইতাম। একটী আঙ্গনের মাদুর, খানিকটা তামাক, হুঁকা ও কলিকা রাখিয়া সেইখানে তিনি শুইতেন, তার বিছানার পার্শ্বেই একটী লোহার, খাদের কলম, একটী কড়ি, কিছু হরিতাল গোলা ও দিয়া খানিক তুলোট কাগজ থাকিত। গুরুদেব সারা-রাত্রি বসিয়া তামাক সাজিতেন, খাইতেন আর লেখা-পড়া করিতেন। তিনি সারারাত্রি বসিয়া এই কার্য্য করিতেন, বিদ্যা-চর্চ্চার যদি কোথাও কোন সন্দেহ বা নূতন কথা উপস্থিত হইত তাহা হইলে শিষ্যদিগকে তুলিয়া বিচার-তর্ক-শিষ্যে শাস্ত্রালোচনায় কাটাইয়া দিতেন। তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন "চির দারিদ্র্যকে তিনি বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, তিনি যেন চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী না হন। নিজের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া পরের দুয়ারে যাইও না এবং আয়ুর্ব্বেদের পথ ত্যাগ করিও না।"

মহাত্মা গঙ্গাধর ১১ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থ রচনাতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ১১ খানি, তন্ত্র ২ খানি, জ্যোতিষ ১ খানি, ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় ৮ খানি, স্মৃতি সম্বন্ধীয় ১ খানি, নাটক, আখ্যায়িকা, মহাকাব্য ও ছন্দ গ্রন্থ ১৩ খানি, এবং বিবিধ ১৪ খানি, এই মোট ৭১ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই মুদ্রা-যন্ত্র হইতেই তাঁহার "কল্প লতরু" টীকা প্রকাশিত হয়। আয়ুর্ব্বেদের ইহা অমূল্য গ্রন্থ। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি যে গ্রন্থ শেষ করেন তাহার নাম কাব্য প্রভাবৃত্তি। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার ফলে তাঁহার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ হয়। এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বহু পণ্ডিতকে বলিতে শুনিয়াছি আর্য্য-চিকিৎসার শেষ ঋষি গঙ্গাধর। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় গুণগ্রাহীর মত সর্ব্বাগ্রে যশস্বিত ও সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসকের পূজা বঙ্গদেশ করেন নাই। গুণাদর যদি বাঙ্গালায় না জন্মিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে সেই দেশের অধিবাসিগণ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে সেই প্রদেশের রাজধানীর বক্ষে তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রতি দিন তাঁহার উদ্দেশে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিতেন।

আজ তাঁহার মৃত্যু দিবসে আমি বাঙ্গালার কবিরাজ ও পণ্ডিতদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, আগামী ১৯শে আষাঢ় তাঁহার মৃত্যু দিবসে তাঁহার জন্য তিনি শাসনের জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও সভা-সমিতি যদি ঐ দিবস তাঁহার স্মৃতি পূজার জন্য একটী বিশেষ সভার আয়োজন করেন তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। আশা করি, বাঙ্গালার কবিরাজ ও পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার জন্য যত্নবান হইবেন।

শারদীয়া সংখ্যা এই বিষয়ে নিয়ে যাঁরা চর্চ্চা করছেন তাঁদের সঙ্গে ইহার ভার অর্পণ করা সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা চিত্রজগতের সুপরিচিত লেখক "অ" এই অনুসন্ধান সম্বন্ধে গবেষণাটির সন্ধান দিয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি

• • •

এই ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে এক রঙ্গা "77 Park Lane" নামক একখানি ছবি কলিকাতায় প্রদর্শিত হবে গত ২৩শে মের "বেঙ্গলী"তে তার এই বিবরণ-টুকু বেরিয়েছে—"৭৭এ পার্ক লেন হইতে ঘুষা-ঘুষি হাতাহাতি অনেক রোমাঞ্চকর ব্যাপার আছে। তবে খুনোখুনি, ডাকাতি, খুন, জখম নাই। তবে আমাদের কথা এ সব ছাড়া কোরেই ব্যাপার। বাস্তবের নয় বলে সকলে নির্ভয়ে থাকুন।" আশা করি সংবাদদাতার এই আশ্বাসবাণী বেশ সন্তোষিত হয়েছে।

• • •

জনৈক দুরন্তপনী মহলের যে "স্থায়ীর প্রোপাগাণ্ডার কাজ কার্ত্তোর কাছে অত্যন্ত বিপদের চিত্রখুনা হয়ে গেছে" সহযোগী দুঃখিত প্রকাশ করেন যে, খণ্ড ৩১ ষ্ট্রীটে নিউ থিয়েটার্সের যে নূতন চিত্রখুনা নির্ম্মিত হচ্ছে তার বাঁশের ভারাগুলি যেরূপ কেরুণ চমৎকার সুন্দর করে বাঁধা, অত দৃঢ়ভাবে চিত্রগৃহের নির্ম্মাণ কাজে এমন আন্তরিক ভাবা দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।

দি ন্যাশানাল পিকচার্স লিমিটেডের

প্রথম নিবেদন

প্রযোজক—শ্রীযুক্ত হেমেন মজুমদার।

গৌরী — চিত্রপরিচালক—এ্যাণ্ডীমুর রায় — চিত্রশিল্পী—সরোজ মিত্র — গৌরী

—ভূমিকায়—

গোষ্ঠ পাল (ফোন রাখাল)
নাস্তিকানন্দ মুখার্জ্জী
বিভূতি মুখার্জ্জী
মালী ভট্টাচার্য্য
ভলি গুপ্ত
আন্সোয়া দাই

শীঘ্রই আপনাদের চিত্তবিনোদন করিবে।

—গণমত—

উত্তর

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পোঃ রোগাদিয়া, ত্রিপুরা) কর্ত্তৃক অনুদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সম্পূর্ণ লক্ষ্মীবার পুস্তকের শেষাংশে মূল সংস্কৃত টীকা এবং টীকামাহাত্ম্য প্রভৃতি সহ এক খানা অতি উত্তম সংস্করণ আছে। তাহা প্রাঞ্জল, কষ্টসিদ্ধ শব্দের সম্পূর্ণ অভাব আছে। মোক্ষাবশেষের বাংলা ভাষার বা টীকানী আছে। মূল্য ৷৷০ আনা। উক্ত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়।

তিনি এই পুস্তক বিক্রয়-লব্ধ সমস্ত অর্থ জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে চৌল প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন।

কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ
জলপাইগুড়ি।

সূচীশিল্প

গত ৮ই মাঘের "নবশক্তিতে" সম্পাদকপুর হইতে শ্রীমতী সুধাময়ী মিত্রা প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছেন যে বাংলা ভাষায় শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর "সূচী শিল্প" নামক (কয়েক খণ্ডে বিভক্ত) পুস্তক আছে তাহাতে চমৎকার চমৎকার Pattern অঙ্কিত আছে। তাহাতে embroidery কাজ শিক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে না তবে যাঁহাদের এ কাজ জানা আছে তাঁহাদের নমুনা পাওয়া হিসাবে সুবিধা হইবে। D. M. C. কোম্পানীর ৩ সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক আছে কিন্তু তাহা ইংরাজী ভাষা সাপেক্ষ। আমি এই কার্য্যে প্রায় ৮ ১০ বৎসর নিযুক্ত আছি। যদি কেহ উক্ত কার্য্য শিক্ষা করিতে চান তাহা হইলে তিনি আমার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন আমি পত্রে শিক্ষা করিবার প্রণালী লিখিয়া ও নমুনা সেলাইয়ের প্রণালী ছোট ঢাকা কাপড়ে নমুনা স্বরূপ তুলিয়া পাঠাইয়া দেই। তাহাতে নূতন শিক্ষার্থীরও লিখিতে কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। সকলে বাড়ে (যথা সিন্ধুরে—তুলার প্রস্তুতি)। আমি শিক্ষা দিয়া থাকি।

শ্রীসুধাংশুবালা বিশ্বাস
বেথান প্রাবাস
আলমবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রাসদ্ধ চক্ষু চিকিৎসক

মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন ও চক্ষু চিকিৎসক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় মহাশয়ের নাম চিকিৎসা মহলে সুবিদিত। বরদা-বাবু বর্ত্তমানে মালদহ জাতিয়া আসিয়া কলিকাতার নি ২৩৩ নং বাসিয়াদ ষ্ট্রীটে বসিতেছে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। বরদা বাবু মালদহে থাকার সময় লোকের চক্ষু দান করিয়াছেন তিনি প্রায় বৎসর তাঁহার বেশ পরিশ্রমে শিক্ষা বহু লোকের চক্ষু বিনা পয়সায় কাটিয়া প্রভূত উপকার করিয়াছেন। একবার কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়া ৩।৪ ঘণ্টার লোকের চক্ষু অস্ত্র করিয়া ভাল করিয়া দেখাইয়া থাকিয়া অনেকের দেখা করিয়াছেন। মালদহে তাঁহার বাসায় অতি বৃদ্ধদের হইতে লোক আসিয়া ভাল। নিকট চক্ষু কাটাইয়া ভাল হইয়া গিয়াছে বরদা-বাবু বর্ত্তমানে কলিকাতা থাকিয়া চক্ষু-রোগীদের অনেক উপকার সাধন করিতেছেন বরদাবাবু লোক হিসাবেও অতি অমায়িক, দেশপ্রেমিক ও শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার ফি আমার ঠিক জানা নাই, তবে খুব সম্ভবতঃ ৮ টাকা কিম্বা ১৬ টাকা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন
এম, এ, পি, এইচ, ডি, সি, আর, এস।

প্রশ্ন

১। ঘরে বসিয়া ভারতীয় সূতা শিক্ষা করা যায় এরূপ উপযুক্ত পুস্তক আছে কিনা—থাকিলে তাহা কোথায় পাওয়া যায় এবং তাহার মূল্য কত?

ভারতীয় অথবা ইংরেজীতে যে কোন প্রকারের সূতা শিখিবার কোন পুস্তক অল্প-ভাষা সহ আছে কিনা?

২ ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী এবং অভিনেত্রীর ছবি কলিকাতা কোন্ ঠিকানায় পাওয়া যায়?

৩। হাড়ভাঙ্গা 'Golden leaf' প্রভৃতি নামে যে সিগারেট প্রস্তুত হইতেছে তাহা খাঁটী দেশী বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইতেছে। বাস্তবিক তাহা খাঁটী দেশী কিনা?

ইহা ছাড়া, 'Bioscope Cigarette' নামে যে আর একটী সিগারেট চলিতেছে তাহাও খাঁটী দেশী কোম্পানী তাহা দেশী মালে প্রস্তুত কিনা?

শ্রীসত্যব্রত দাঁ দেবী
বরিশাল

---

(১) পুলিসকে সন্তোষপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ কি? প্রথমে উহা কি ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল?

(২) গ্রন্থ লিখিবার ব্যবস্থা কতদিন হইতে হইয়াছে?

(৩) প্রাক্তন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত গ্রন্থ এবং উপন্যাসগুলির মধ্যে কোন্‌টী কত সালে প্রকাশিত হইয়াছে? এবং তাঁহার লিখিত পুস্তকের কোন্‌খানির বর্ত্তমানে কত সংস্করণ চলিতেছে?

শ্রীপরিক্ষাকান্ত রায়
কলিকাতা।

১। ঢাকী ও ঢাকাইয়ের ষ্টেশনের নিকট যে প্রস্তুতী বিক্রয় হয়ে সেগুলির পরিচালক কে, ছাত্রদের বয়স কোথা হইতে পাওয়া যায় এবং কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়।

২ সমস্ত বাঙ্গলাদেশে কতগুলি কুষ্ঠাশ্রম আছে—তাহার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কতকগুলির খরচ দেয়?

৩ সত্যনারায়ণের পাঁচালীর কোনও গ্রামোফোন রেকর্ড আছে কিনা এবং দাম কত।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টরাজ
পুরন্দরপুর, বাঁকুড়া।

মেঘদূত

[বিজলী]

প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, বেতারের এক জাতীয় শ্রোতা লাইসেন্স-ফির দশ টাকা আত্মসাৎ করার ফলে আদালতে বিনা তিন শো টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা দিয়ে আসছেন। বারম্বার এই আক্কেল-সেলামীর সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তবুও এঁদের আক্কেল হচ্ছে না। ইতঃপূর্ব্বে কয়েকবার যখন কতৃপক্ষ বেতার-পরিচালনা বন্ধ ক'রে দেবার সঙ্কল্প ক'রে এই সব বিনা লাইসেন্সের বেতার-শ্রোতাদের কথার উল্লেখ ক'রেছিলেন, তখন শ্রোতৃসাধারণের লজ্জিত হতে হয়েছিল। এই লাইসেন্স ফি ক'াকি দেওয়ার জন্য কলকাতা বেতার-প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র "বেতার জগতে" অনেকবার কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তবু এর প্রতিকার হয় নি এবং আমাদের বিশ্বাস, কখন তা হবেও না।

• • •

বেতার পূর্ব্বে যখন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল তখন থেকে এই বিনা লাইসেন্সের শ্রোতৃবর্গের কথা আমরা শুনে আসছি। এর জন্য বেতার-প্রতিষ্ঠানের যে কিছু ক্ষতি হচ্ছে, তা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু এই তুচ্ছ কারণে যে বেতারের মতো প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। চুরি, জোচ্চোরি সকল দেশেই আছে। পাশ্চাত্যের সভ্যতাগর্ব্বী দেশে যেখানে বেতার উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত, সেখানেও এই বিনা লাইসেন্সে শ্রোতার অভাব নাই। সেখানকার আদালতেও এদের দণ্ড-বিধানের বিবরণ সংবাদপত্রে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। বেতার যন্ত্রাদের মধ্যে বিনা টিকিটের যাত্রীর কথা সকলেই জানে। রেলকর্তৃপক্ষ তার প্রতিবিধানে জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত ক'রেছেন, কখনও বেলওয়ে কোম্পানীর ক্ষতির জন্য সব ক্ষতির বোঝা বিনা-টিকিটের যাত্রীদের উপর জন্য ক'রে টৈকিয়ে কাটেন নি।

• • •

নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতের সুলেখক—

শ্রীসুবীর বসুর

বাঙলার নটনটী

শীঘ্রই বাহির হইতেছে

মূল্য—২৲

বর্ত্তমান বাংলার যে সমস্ত নটনটী মঞ্চ ও চিত্রে যশ লাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত অথচ সুবৃহৎ জীবনী।

নিউ রোল্ড গোল্ড ওয়ার্কস্



যাঁহারা একদিন বাজারের নানারূপ "মেটেল" ও "গোল্ড" নামধারী বস্তুর "প্লেটিং" ও "কেমিকেলের" গহনায় ঠকিয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার আমাদের শো-রুমে পদার্পণ করিয়া ৩ বৎসরের গ্যারাণ্টিযুক্ত "আসল রোল্ড গোল্ডের গহনা" দেখিয়া মান ও ষ্টাইলিশ লইয়া বিস্তারিত জানুন। ইহা অষ্ট প্রহর ব্যবহারেও চিরদিন খাঁটীর ন্যায় উজ্জ্বল থাকিবে। ১। হাই গালিশবিশিষ্ট ও সর্ব্ববিষয়ে ফিনী সোনার সমরূপ—৪৲ হইতে ৩৩৲ হয় বেচন ("muff chain") ১২ ছড়া ১৲ হইতে ১২৲ টাকা। ঐ ছোট—৬৲ টাকা। ২। ঐ ডাউটফুল প্রমাণ প্রতি সেট ৮ গাছা ৮৲ টাকা, ঐ ছোট প্রতি সেট ৬৲। ৩। ঐ প্লেন ব্যাকেল (বাগা) প্রমাণ প্রতিজোড় ৫৲ ঐ ছোট প্রতি জোড়া ৩৲। ৪। ঐ বোতাম এসেটে ৩৷৷০ টাকা। ৫। ঐ কানের ফুল ৷৷ প্রতি জোড়া ৩৲ টাকা। ৬। সেফটিপিন ১টি ৬৲। ৭। ক্রচ—প্লেন ১টি ২৲ টাকা। ৮। আংটী ৩৲ ৯। মাথার ক্লিপ ১টী ২৲ টাকা।

প্রোঃ—বি, এন, মুখার্জ্জী, ১৭৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই লাইসেন্স-টিপ্পনী চিহ্নিত হ'য়ে বিলাতের Modern Wireless পত্রের Broadcasting in the East প্রবন্ধে Lt. Commander the Hon. J. M. Kenworthy R. N. M.P. মহাশয় বলেন—

"Do not let the Government of India bother about licenses. In fact, it will be impossible for years to come to run Broadcasting services in Asia on a license basis. The whole psychology of East is against that system."

কেনওয়ার্দি সাহেব প্রোচ্যের মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে যে অভিমত যে কেন বিজ্ঞাপিত করেছেন, প্রবন্ধটিতে তার কোনও উল্লেখ নাই। কেবল বেতার বলেই সরকারী নানা বিভাগে লাইসেন্স-পদ্ধতি এ দেশে আছে। সে সব বিভাগেও যে বিনা-লাইসেন্স প্রবর্ত্তনা চলে না, তাও নয়। কিন্তু লাইসেন্স-সিষ্টেম এ দেশে চলবে না, এমন কোন বিশিষ্ট রাজ কর্ম্মচারীদের মুখ থেকে কোন দিন শুনিতে পাওয়া যায় নি।

কেনওয়ার্দি সাহেব ভারতে লাইসেন্স পদ্ধতির পরিবর্ত্তে বলেন—A small royalty on sets sold might be charged, and this would bring in a considerable sum of money; for there are plenty of Indians rich enough to afford the most up-to-date instruments for use in their own homes.

লাইসেন্স প্রথা রহিত ক'রে কেনওয়ার্দী সাহেবের নির্দ্দেশ পরিবর্ত্তনা অনুযায়ী চলতে গেলে বেতার-সংশ্লিষ্ট দেশের বড় লোকদের ডুবিয়ে রেখেই লাভ-বন্টন করবে,—সাধারণের সঙ্গে বেতারের বড় একটা সম্বন্ধ থাকবে না। কেনওয়ার্দি সাহেব "whole psychology of East" সম্বন্ধে এইখানেই বাজি মাৎ করবার বন্দোবস্ত হয়েছেন।

•

ছোটদের বৈঠকের ছেলেমেয়েরা একখানি নিজস্ব হাতে লিখিত পত্রিকা বার করবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে বেশ একটা হৈরংগোল তুলেছিল। তিন চার মাস পরে আর সে সম্বন্ধে বিশেষ সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নি। সম্প্রতি শোনা গেল, কাগজখানির প্রকাশের পথ অনেকটা প্রশস্ত হ'য়েছে। কামাখ্যাকুমার কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয় তাঁর পরলোকগত একমাত্র পুত্র অতুলকুমারের স্মৃতি-রক্ষার জন্য ইচ্ছুক হয়েছেন। অতুলকুমার ছোটদের বৈঠকের সভ্য ছিল—বেতারকে সে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতো। আমরা জানি শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয় ও অতুলকুমারের স্মৃতি-বিজড়িত বেতারকে যথেষ্ট ভালবাসেন। গত রেডিও সার্কেলের উদ্বোধনের সভাপতি রূপে তিনি তাঁর সেই অকৈতব প্রীতির পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন—অনাথাশ্রমে বেতার-যন্ত্র দান ক'রে তিনি মহাত্মভবতা প্রদর্শন করেছেন। অতুলকুমারের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কুমার বাহাদুর ছোটদের বৈঠকের মাসিক পত্রখানি প্রকাশের যাতে সুব্যবস্থা করেন, তজ্জন্য সুরেন্দ্রবাবু বিশেষ চেষ্টা করছেন। আমাদের বিশ্বাস সুরেন্দ্র কুমার বাহাদুরের বদান্যতায় পত্রিকাখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

•

আগামী কল্য শনিবারের সান্ধ্য আসরে রাসা-য়নাগারের অধিবেশন হবে। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত (মামা ঠাকুর), শ্রীযুক্ত বিমল দাস গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত হাস্যরস সিকেরা যোগদান করবেন। বিমল বাবু ইতিপূর্ব্বে অনেক বার বেতারের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন কিন্তু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী ও শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের আবির্ভাব এই প্রথম। আমরা আশা করি, বেতারের শ্রোতৃবৃন্দ এই অনুষ্ঠানের যথাযোগ্য অভিনন্দন দিতে ভুলবেন না।

•

গত শুক্রবারে ছোটদের বৈঠকে "মাতৃভাষা-দিবস" অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। সে অনুষ্ঠানে বর্ণপরিচয়-রচয়িতা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এম এস্ এ মহাশয় "মাতৃভাষা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতায় আমরা খুসী হ'তে পারি নি। একজন মহাপুরুষ মৃতের প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে অপর দেশ-পূজ্য মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে হবে—এরূপ রুচিবিকৃতি আমরা চারু বাবুর কাছ থেকে আশা করি নি। আক্ত-বাসরে কেবল মাল প্রকার অঞ্জলিই দিতে হয়—তৎকালে আর কারোর প্রতি কটাক্ষপাত করা ত দূরের কথা—সে সময় মনের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে নির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রণাম-নিবেদন করা উচিত—চারু বাবুর সঙ্গে রাজনৈতিক মতবাদে অনেকের মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু ভদ্রতার ক্ষেত্রে, রুচির ক্ষেত্রে, স্বাদীনতার ক্ষেত্রেও যে তিনি চিরাচরিত মতবাদের বিরোধী হবেন, এটা আমরা আশা করি নি।

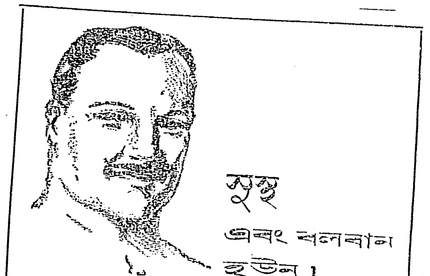

সুস্থ এবং সবলকায় হউন।

স্যানাটোজেনে নূতন জীবনীশক্তি পাইবেন।

মিঃ কে, এ, সিরিসেনা, রাণাগা লিখিতেছেন :—

"স্যানাটোজেন ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে আমি রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলাম। কোনও একটী বন্ধু আমাকে স্যানাটোজেন ব্যবহার করিয়া নূতন বল সঞ্চয় করিবার পরামর্শ দেওয়ায় আমি স্যানাটোজেন সেবন আরম্ভ করিয়া দিই এবং অল্প সময়ের মধ্যেই দিন দিন অধিক বল পাইতে থাকি।"

মিষ্টার সিরিসেনার ন্যায় সহস্র সহস্র লোক স্যানাটোজেন ব্যবহার করিয়া থাকেন ও বলে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। স্যানাটোজেন স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য, অস্থিরতা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি সব দূর করিয়া আপনার দেহে নূতন বলে নূতন স্নায়ুশক্তিতে শক্তিমান করিবে। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত আপনি উদ্যমপূর্ণ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন।

এই প্রসিদ্ধ বলকর খাদ্য অল্প দিনের মধ্যে আপনার স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরাইয়া আনিবে। ইহা ব্যবহার করিয়া ২৫,০০০ চিকিৎসকগণ অনুরোধ করিয়াছেন। ইহার গুণ অনন্য সাধারণ, পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন ইহা কি পরিমাণ আপনার সুখ সচ্ছন্দতা বাড়াইতে পারে।

সমস্ত ঔষধের দোকানে স্যানাটোজেন বিক্রয় হয়।

SANATOGEN

যথার্থ বলকর খাদ্য।

হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নহে।

সাপ্তাহিকী

স্বদেশে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

গত ১লা তারিখে অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী নারক হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিমানপোতে আগমন হইলেও উভয়েই বেশ প্রকুল্ল ছিলেন। কবি মোটর যোগে খড়দহে গঙ্গা-তীরবর্ত্তী তাঁহার বাগান বাটীতে চলিয়া গিয়াছেন। গ্রীষ্মে। বাকি কয়েকদিন তিনি তথায় অবস্থান করিবেন।

বেকার বান্ধব সমিতি

আর্থিকবর্ণাবিশেষে বঙ্গীয় বেকার যুবকদিগের বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমিতি হইতে বেকারদিগকে সাক্ষাৎ ভাবে সাহায্য দান, কাজকর্ম্ম যোগাড় করিয়া দেওয়া এবং বিদ্যালয় ও কারখানা খুলিয়া হাতে কলমে শিল্প কার্য্য শিক্ষা দেওয়া ও স্থায়ীভাবে কারখানার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে; সম্ভব হইলে অতিরিক্ত জনহিতকর কার্য্যও করা যাইবে। এতদর্থে আমরা স্বদেশ দেশবাসী ও গভর্ণমেণ্ট সমীপে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। সমিতির সভ্য হইয়া অথবা অর্থ, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি যিনি যাহা সাহায্য করিবেন নিম্ন ঠিকানায় তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। ঐরবিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক সম্পাদক।

বেকার বান্ধব সমিতি।
১৭৫নং হরিতকী বাগান ষ্ট্রীট, বাটরাবাগান, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—সমিতির উদ্দেশ্য স্বীকার পূর্ব্বক যিনি বার্ষিক ১৲ এক টাকা চাঁদা দিবেন, তিনিই উহার সভ্য হইতে পারিবেন। এককালীন ১০৲ পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিলে আজীবন সভ্য হওয়া যায়।

২৮শে মে
কেশোরা সংবাদ

ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত জজ মিঃ বিপিনবিহারী মুখার্জ্জী গতকল্য সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিবার সময় হৃদ্‌যন্ত্র-ঘটিত আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহার পরাণ রক্ষা হইয়াছে। তাঁহার পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার জন্য বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছেন।

ঐ বৎসর ঢাকা হইতে বহু মহিলা হাজী, এ বার করায় ইদ্ মুসলমান অভিভাবকগণ ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের নিকট মেয়েদের জন্য পৃথক ট্রেণ বন্দোবস্ত জন্য আবেদন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে গত বৎসর যে পুনরায় বাধা আরম্ভ হওয়ার মধ্যে ১০ জন আহত এবং দুই জন নিহত হইয়াছে। কাল যে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সহরে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা আসিয়াছে।

অভিনব জাতীয় সাপ্তাহিক

—সঙ্কল্প—

দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি পরিচালিত

রাষ্ট্রপরিচয়, দেশপরিচয়, নব্যগবেষণা, সাহিত্য সমাজ, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক রচনা রহিবে।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট চাই।

কার্য্যালয়

"আলো ভবন"

১১৬।১, হারিসন রোড, কলিকাতা

২৯শে মে
স্থানীয় সংবাদ—

বেঙ্গল অডিটাসের কার্য্যকাল অন্য দেয় হইবে। সেই হেতু বড়বাট একটি নূতন অডিটাস আহ্বা করিয়া উহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ডগলাস হত্যা সম্পর্কে বৃত কবীন্দ্র দাস পুলিশের বিরুদ্ধে যে নারপিটের অভিযোগ করিয়াছে, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট তৎসম্পর্কে তদন্ত করিয়া তাহার রিপোর্ট মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পেশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, রিহিবিয়ার সময় কয়েকজনের কলে ফোস্কা আঘাত পাইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন সহরের রাস্তায় উন্নত ধরণের আলোর ব্যবস্থা করিতেছেন। অতিরিক্ত খরচও পড়িবে না, অথচ দ্বিগুণ আলো বিকীর্ণ হইবে। কয়লাগাসের ব্যবহারে প্রায় ১লক্ষ টাকা লাভ হইবে।

দেশীয় সংবাদ—

কানপুরের এক গৃহে দুইটি ডাকা বোমা, একটী বন্দুক, একটি পিস্তল, ১২০টি কার্ত্তুজ, এক বোতল এসিড ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে।

মাদ্রাজ হাইকোর্ট হইতে বেঙ্গুনে পৌঁছিলে জনৈক আগেরীকে ঢাকা জেল আটকি-রাখার সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ—

২৩ ঘণ্টাকাল প্রবল বৃষ্টির ফলে ইংলণ্ডের ইয়র্ক-শায়ার, লনকসায়ার প্রভৃতি স্থান পুনরায় জলমগ্নাবিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে জলের গভীরতা দুই মাইলের অধিক এবং উহার গভীরতা ১২ ফুট হইয়াছিল। গ্রাম এক গজার গৃহ বন্যার জলমগ্ন হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ—

গত রবিবার হইতে সহরে একটি ফ্লু জ্বর দেখা যায়। রোগা নিশ্চিন্তকারী ডাক্তার গ্রেপ্তার হইয়াছে।

শীতের ভয়ানক আক্রমণ থেকে আপনার বক্ষ ও ফুসফুস রক্ষা করুন।



প্রত্যেক ঔষধের দোকানে এক বোতল ১৲ টাকা মূল্যে বিক্রী হয়।

পেপস কাসহরে সেবা অভ্যন্তরীণ ঔষধ।

PEPS

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর মকরধ্বজ ও সেব চ্যবনপ্রাশ

চক্ষু শক্তি উদ্ধারক

১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে নবযুগ আনিয়াছে। হেড আফিস ও ফাক্টরী ঢাকা।

সারিবাদ্ধরিষ্ট ৩৲ সের
সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ ঘাতের বেদনা, বাতব্যাধি, গেঁটেবাত, গলাবেদনা প্রভৃতি ঐত্রজাতিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

সিদ্ধ মকরধ্বজ ২৲ তোলা। সকলপ্রকার অসুরোগ, প্রবল মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি শক্তি-শালী অব্যর্থ মহৌষধ।

(গভর্ণমেণ্টরেজিষ্টার্ড)
মকরধ্বজ ৮৲ তোলা
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—
৸৹ সের। সর্ব্বজন প্রশংসিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মস্তিষ্ক-পরিচারী কেশতৈল।

দর্শন সংস্কার চূর্ণ
৷৹ ফোটা। বাবতীয় বস্তুরোগের মহৌষধ। ৷৹
নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর ঔষধালয়
ঢাকা।

প্রোপ্রাইটারগণ—শ্রীমথুরামোহন, লালমোহন ও ফণীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী।

—মানেজিং প্রোপ্রাইটার—

শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী, বি, এ; হিন্দু কেমিষ্ট ও ফিজিসিয়ান।

চিঠি, পত্র, টাকা কড়ি প্রভৃতি মানেজিং প্রোপ্রাইটারের নামে পাঠাইবেন।

ক্যাটলগ ও শঙ্কা পঞ্জিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

কারখানা—বেলেঘাটা

ফোন নং কলিকাতা—৪৪০১

নিউ ভারত সোপ ওয়ার্কস

নিউ ভারত সোপ ওয়ার্কস বিজ্ঞাপনের ঘটায় নিজেকে লোকচক্ষে বড় করিতে চায় না। সে চায় তার কার্য্যের দ্বারা লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে।

বল সাবানের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব্ব ভারত সোপ ওয়ার্কসের সোল এজেণ্ট এবং ম্যানেজিং এজেণ্ট আপনাদের সেই চিরপরিচিত ও চির বিশ্বস্ত **বি, কে, গাঙ্গুলী** যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে যে ভারত সোপ ওয়ার্কস্ ভারতীয় সাবান শিল্পের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল সেই **বি, কে, গাঙ্গুলী** এবং ভারত সোপ ওয়ার্কসের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া **নিউ ভারত সোপ ওয়ার্কস** নামে একটি উচ্চশ্রেণীর সাবানের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সাধারণের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ যে আপনারা আমাদের এতদিন যে ভাবে সহানুভূতি দেখাইয়া আসিয়াছেন আজ যেন তাহাতে বঞ্চিত না হই।

ক্রয় কালীন B. K. G. মার্কা দেখিয়া লইবেন।

—এজেণ্টস—

এস, গাঙ্গুলী
১৩নং সাউথ ব্লক ইটালী মার্কেট।

বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, গণেশচন্দ্র চন্দ্র
২৪নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।

কৃষ্ণচন্দ্র গাঙ্গুলী, মৃত্যুঞ্জয়চন্দ্র চন্দ্র
৩৪নং মিরবহর ঘাট ষ্ট্রীট, রাজার চক।

—নিবেদক—

আপনাদের—বি, কে, গাঙ্গুলী

—ম্যানেজিং এজেণ্ট—

নিউ ভারত সোপ ওয়ার্কস

—অফিস—

৮১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন নং—২৩৩৪ বিঃ বিঃ।

২৫ বৎসরের অপূর্ব্ব গৌরব মণ্ডিত

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এর

—বীমাপত্র—

আপনার জীবনে যে শান্তি আনিয়া দিবে তাহার আয়ু আপনার জীবনের চেয়ে বেশী।

নির্ব্বিঘ্নতায়—সর্ত্তাদিতে—বোনাসের পরিমাণে—ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া যে একটি সত্যকার আদর্শ কম্পানি—এবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সকলেই একমত। আপনিও সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া আপনার মত গঠন করুন।

চৌধুরী, দত্ত এণ্ড কোং

চীফ এজেণ্টস, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম

২, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা] [৯, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ঢাকা

নিউ কিনেমা লিমিটেড।

কলিকাতার ও মফঃস্বলে প্রথম শ্রেণীর টকী সিনেমা হাউস নির্ম্মাণ ও পরিচালনার্থে, সম্ভ্রান্ত সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ডিরেক্টর মণ্ডলীর উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বত্র সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক। উচ্চহারে কমিশন ও যোগ্য ব্যক্তিকে বেতন দেওয়া যাইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

এস, এন, ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স

টেলিগ্রাম "ইন্‌ফ্রাজ" কলিকাতা। ম্যানেজিং এজেণ্টস ৯, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা। টেলিফোন বড়বাজার—৪২৬৩।

মুক্তি

কনকনানি, বেদনা, মচকান, জাঙ্গিয়া যাওয়া বা কোনপ্রকার শারীরিক যন্ত্রণা হইতে যদি অব্যাহতি পাইতে চান তবে

লিটলস
ওরিয়েণ্টাল বাম

ব্যবহার করুন।
ভারতে ইহাই প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধের মালিশ।

মূল্য খুব সুলভ

সমস্ত ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

ম্যানুফ্যাকচারার—

লিটলস ওরিয়েণ্টাল বাম
এণ্ড ফার্ম্মাসিউটীকাল লিঃ
পি, ও, বক্স নং ৬৭, মান্দ্রাজ।

তরুণ-কান্তি

বয়ঃ-ব্রণ, ছুলী, মেহেতা, ঘামাচি, কাটা ও পোড়া ঘা এবং ব্রণাদির দাগ অল্প সময়ে দূর করিতে ইহাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পরীক্ষিত ঔষধ। বহু ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা, লেডী ডাক্তার কর্ত্তৃক এবং 'নবশক্তি'র গণমতে উচ্চ প্রশংসিত। ইণ্ডিয়া ও বর্ম্মার সর্ব্বস্থানেই ইহা প্রচলিত। ত্বকের যাবতীয় দোষ দূর করিয়া সৌন্দর্য্য রক্ষা করে। স্নোর ন্যায় আরামদায়ক। মূল্য ৸৹ আনা সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক)। প্রাপ্তিস্থান :—কবিরাজ গোস্বামী, মালদহ, বেঙ্গল। (১২৭ন)।

বাহির হইয়াছে

শ্রীরামেন্দু দত্তের
অভিনব গল্প গ্রন্থ

ভুলের ফুল

(মূল্য এক টাকা)
আজই এক কপি কিনুন।

প্রকাশক—
সান্যাল বুক ষ্টোর
১৫নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট।

প্রাপ্তিস্থান—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কামধেনু? (রেজিষ্টার্ড)

কামশক্তি বর্দ্ধক, বীর্য্যস্তম্ভক ও পুষ্টিকারক মহৌষধ। ব্যবহারে অশীতি বর্ষ বৃদ্ধও যুবার ন্যায় শক্তিলাভ করিবেন নির্জ্জীব শুক্রকীটকে সজীবতা প্রদান করিয়া ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা বিদূরিত করিতে অদ্বিতীয় বলিয়াই আমাদের "কামধেনু" রমণী কিংবা মাতৃরেই এত আদরের সামগ্রী ব্যবহারে অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই মহাশক্তির ন্যায় কার্য্য অনুভূত হইবে। মূল্য ২৹ দিনের ১ শিশি সডাক ২৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, কবিরত্ন
আফ [illegible] ভৈষজ্যালয়
২৫৯নং আপার চিৎপুর রোড, মদনমোহন তলা, কলিঃ।

দৈবশক্তি কার্য্যালয়

মহাপুরুষ প্রদত্ত দৈবদুর্লভ কবচ। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ধবল, উন্মত্ততা, পাথরী, হাপানী, বাত, একশিরা, অজীর্ণ, আমাশয়, মেহ, সপ্তদোষ প্রভৃতি এবং যাবতীয় স্ত্রীরোগ, শরীরে ধারণে আরোগ্য হয়। হতাশ রোগীর পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২৲ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷৹ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস শর্ম্মা, অধ্যক্ষ,
৬৬বি, সাউথ সিনিথি রোড, পোঃ ঘুঘুডাঙ্গা,
২৪ পরগণা।